بسم الله الرحمن الرحيم

GIFT

404213

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
404213

ইসলামী দা'ওয়াত :
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি

ইসলামী দা'ওয়াত :
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি

এম ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপনায়

এ. কে. এম. ফজলুল হক

404213

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী দা'ওয়াত : পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি

এম ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপনায়
এ. কে. এম. ফজলুল হক

404213

তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন
পিএইচ. ডি (ঢা.বি), এম.এ, বি.এ অনার্স (ঢা.বি)
ডি. এইচ (ঢাকা), ডি. টি (মুলতান)

অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন : অফিস ৯৬৬১৯২০-৫৯
এক্স. ৪৩১০, ৪৩১৭

Dr. A H M Mujtaba Hossain
Ph. D (D.U), M. A, B. A Hons. (D.U)
D. H (Dhaka), D. T (Multan)

PROFESSOR
Department of Islamic Studies
University of Dhaka, Bangladesh.
Phone : Off. 9661920-59
Ext. 4310, 4317

Ref. ....   Date ....

প্রত্যয়ন পত্র

জনাব এ. কে. এম. ফজলুল হক কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত *ইসলামী দা'ওয়াত : পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি* শীর্ষক থিসিস সম্পর্কে প্রত্যয়ন করছি :

১. এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে লিখিত।

২. এটি গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম।

৩. এটি তথ্যবহুল, তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে এই শিরোনামে এম ফিল ডিগ্রীর জন্য কোন গবেষণা সন্দর্ভ লিখিত হয় নি।

এ গবেষণা সন্দর্ভটি এম ফিল ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এর চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত দেখেছি এবং এম ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা

Res. : 25 Baddanagar Lane, Hazaribagh, Dhaka-1205. Phone : 9661365

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ইসলামী দা'ওয়াত : পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে এ গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন-এর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি এ গবেষণা সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ করতে সার্বিক নির্দেশনা, অনুপ্রেরণা ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তাঁর এই উদার মনোভাব ও স্নেহ-ঋণ চিরস্মরণীয়। আল্লাহ্ তাঁকে দীর্ঘ পবিত্র জীবন দান করুন, আমীন। বিভাগীয় শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকমণ্ডলীও এ গবেষণা কর্ম সহজ ও সাবলীল করতে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশ ও পরামর্শ প্রদান করে প্রভূত সহায়তা করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ ডি গবেষক জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ মান্‌জুর এ গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র স্নেহাস্পদ শামসুল হুদা সোহেল সম্পাদনা মনোভাব সম্পন্ন কম্পিউটার কম্পোজ করে এ অভিসন্দর্ভ দ্রুত সমাপ্তিতে বিশেষ অবদান রেখেছে।

আমার সহধর্মিনী মিসেস সাইয়্যেদা মাহবুবা জাবেরীর অনুপ্রেরণা এবং কষ্ট স্বীকার করে গবেষণার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া– এ গবেষণার অন্যতম অনুষঙ্গ। আমি এঁদের প্রত্যেকের কল্যাণকর জীবনের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সহ কতিপয় বরেণ্য ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থেকে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহের সুযোগ পেয়েছি। সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। নানাবিধ অন্তরায় ও প্রতিকূল অবস্থায় গবেষণা কাজ চালিয়ে যেতে যাঁরা আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, তাঁদের জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা, শুভাশীষ।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রত্যয়ন পত্র / ৪
কৃতজ্ঞতা স্বীকার / ৫
সংকেত সূচী / ১১
প্রতিবর্ণায়ন / ১২
ভূমিকা / ১৩

অধ্যায় : এক
ইসলামী দা'ওয়াত : সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

দা'ওয়াত শব্দের আভিধানিক অর্থ / ১৭
দা'ওয়াত-এর পারিভাষিক অর্থ / ১৯
ইসলামী দা'ওয়াতের সংজ্ঞা / ১৯
দা'ওয়াতের প্রকারভেদ / ২৬
- টার্গেটকৃত ব্যক্তিবর্গের দিক থেকে / ২৬
- দা'ঈর উদ্যোগগত দিক থেকে / ২৬
- স্থান ও ক্ষেত্রের দিক থেকে / ২৯

অধ্যায় : দুই
ইসলামী দা'ওয়াত : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইসলামের দু'টি পর্যায় / ৩১
- প্রকৃতিগত বা স্বভাবগত ইসলাম / ৩১
- এখতিয়ারভুক্ত স্বাধীন ইচ্ছা নির্ভর ইসলাম / ৩১

ইসলামী দা'ওয়াতের উৎপত্তি আদম 'আ. থেকে / ৩২
ইসলামী দা'ওয়াতের বিকাশ ধারা / ৩৩
ইসলামী দা'ওয়াতের নবুওয়তী ধারা / ৩৩
মুহাম্মদ সা.-এর পূর্বকালীন নবুওয়তী ধারা / ৩৩
বিশ্বনবী সা.-এর যুগ / ৩৫
ইসলামী দা'ওয়াতের খিলাফতী ধারা / ৩৬
- খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে দা'ওয়াত / ৩৬
- বনী উমাইয়াদের খিলাফত যুগে দা'ওয়াত / ৩৭
- বনূ 'আব্বাস ও তৎপরবর্তী যুগে ইসলামী দা'ওয়াত / ৩৮

আধুনিক যুগে ইসলামী দা'ওয়াতের তৎপরতা / ৪০

অধ্যায় : তিন
ইসলামী দা'ওয়াত : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্পর্ক / ৪৩
ইসলামী দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য / ৪৪
ইসলামী দা'ওয়াতের লক্ষ্যসমূহ / ৪৬
- সুদূরপ্রসারী সাধারণ লক্ষ্যসমূহ / ৪৬
- ক্ষেত্রবিশেষে কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ / ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : চার
ইসলামী দা'ওয়াত : গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামী দা'ওয়াতের গুরুত্ব / ৫৭
- মানব প্রকৃতি ও ইসলামী দা'ওয়াত / ৫৯
- দার্শনিক চিন্তাধারায় ইসলামী দা'ওয়াতের উপযোগিতা ও কার্যকারিতা / ৬০
- আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নিরসনে ইসলামী দা'ওয়াত / ৬১
- ইসলামী দা'ওয়াতের সামাজিক তাৎপর্য / ৬২
- মানব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও ইসলামী দা'ওয়াত / ৬৩
- আদর্শিক শূন্যতা পূরণে ইসলামী দা'ওয়াত / ৬৪
- আদর্শ প্রচারের প্রকৃতি ও ইসলামী দা'ওয়াত / ৬৫
- প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষায় ইসলামী দা'ওয়াতের অবদান / ৬৬

ইসলামী দা'ওয়াতের তাৎপর্য / ৬৭
- ইসলামী দা'ওয়াত 'আকীদার অংশবিশেষ / ৬৭
- যুগশ্রেষ্ঠ মহামানবদের কাজ ইসলামী দা'ওয়াত / ৬৮
- ইসলামী দা'ওয়াতের কাজ মানবকল্যাণে নিয়োজিত / ৬৮
- দা'ওয়াতী কাজের সওয়াব বা প্রতিদান চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধিশীল / ৬৯
- ইসলামী দা'ওয়াত ইসলামের রক্ষাকবচ / ৬৯
- ইসলামী দা'ওয়াত ইসলামের প্রতীক / ৭০
- ইসলামী দা'ওয়াত : মুসলিম সমাজে সামাজিক দায়িত্ব / ৭০
- দা'ওয়াতী কাজ মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক / ৭০
- দা'ওয়াতী কাজ করা ফরয / ৭১
- ইসলামী দা'ওয়াত রাষ্ট্রেরই অন্যতম রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব / ৭২
- দা'ওয়াতী কার্যক্রম জিহাদে অংশগ্রহণের সমতুল্য / ৭২
- দা'ওয়াতে সাড়া দেয়া ফরয / ৭৩
- দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকা মুনাফিকীর লক্ষণ / ৭৩
- দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকার কারণে আল্লাহর লা'নত / ৭৩
- দা'ওয়াতী কাজের সুযোগ পাওয়া মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত / ৭৫
- ইসলামী দা'ওয়াত পাওয়াও মানুষের ধর্মীয় অধিকার / ৭৫
- ইসলামী দা'ওয়াত মানবজাতির জন্য মহাকরুণা বিশেষ / ৭৬

অধ্যায় : পাঁচ
ইসলামী দা'ওয়াত : প্রকৃতি ও পরিধি

ইসলামী দা'ওয়াতের প্রকৃতি / ৭৭
- রব্বানী দা'ওয়াত / ৭৭
- বিশ্বজনীন / ৭৯
- প্রাচীন / ৭৯
- সর্বশেষ ও চূড়ান্ত / ৮১
- পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার আহবান / ৮৪
- স্থায়িত্ব ও গতিশীলতার সমন্বয় / ৮৫
- মানব প্রকৃতি ও স্বভাবোপযোগী / ৮৫
- সহজবোধ্য / ৮৬
- বুদ্ধিভিত্তিক / ৮৭
- ব্যবহারিক / ৮৮
- সত্য সুন্দরের আহবান / ৮৮
- কল্যাণমূলক / ৮৯
- সুস্পষ্ট ও উন্মুক্ত / ৯০
- ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচী / ৯০

Dhaka University Institutional Repository

- বৈপ্লবিক / ৯১
- ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী নয় / ৯১
- মহানবীই একমাত্র আদর্শ / ৯৩

ইসলামী দা'ওয়াতের পরিধি / ৯৪
- সময়গত / ৯৪
- জনসমাজগত / ৯৫
- বিষয়গত / ৯৭
- কার্যক্ষেত্রগত / ৯৭
- পদ্ধতি মাধ্যমগত / ৯৮

অধ্যায় : ছয়

ইসলামী দা'ওয়াত : উৎস ও প্রতিপাদ্য বিষয়

ইসলামী দা'ওয়াতের উৎস / ৯৯
- কুর'আনুল কারীম / ৯৯
- সুন্নাতে রাসূল সা. / ৯৯
- সীরাতুল আম্বিয়া 'আ. / ১০০
- খুলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবীগণের বাণী ও জীবনচরিত / ১০১
- যুগে যুগে দা'ঈগণের দা'ওয়াতী অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ফলাফল / ১০১

ইসলামী দা'ওয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় / ১০২
- ইসলামী 'আকীদা বা বিশ্বাস / ১০২
- ইসলামী শরী'আহ / ১১০
- ইসলামী আখলাক /১১৬

অধ্যায় : সাত

ইসলামী দা'ওয়াতের শর'ঈ বিধান

ইসলামী দা'ওয়াত ফরয / ১২০

ফরযে কিফায়া হওয়ার পক্ষে মতামত ও দলীল / ১২১

ফরযে 'আইন হওয়ার দাবীদারগণের মতামত ও দলীল / ১২৪

প্রথম পক্ষের দলীলসমূহ পর্যালোচনা / ১২৬

দ্বিতীয় পক্ষের দলীলসমূহ পর্যালোচনা / ১২৮

অগ্রগণ্য মত কোন্‌টি? / ১২৯

ইসলামী দা'ওয়াত যখন ফরযে 'আইন / ১২৯

অধ্যায় : আট

ইসলামী দা'ওয়াত : ব্যক্তি নির্বাচন ও কর্মকৌশল

ইসলামী দা'ওয়াতে ব্যক্তি নির্বাচন ও কর্মকৌশল / ১৩২
- সৃষ্টিগত দিক দিয়ে / ১৩২
- আত্মীয়তার নৈকট্যতার দিক দিয়ে / ১৩৪
- বয়সগত দিক দিয়ে / ১৩৪
- ধর্মীয় দিক দিয়ে / ১৩৪
- সামাজিক পদ সোপানগত দিক থেকে / ১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : নয়
ইসলামী দা'ওয়াতের মাধ্যম

ইসলামী দা'ওয়াতের অবস্তুগত মাধ্যম / ১৪৯

ইসলামী দা'ওয়াতের বস্তুগত মাধ্যম / ১৪৯

- জন্মগত মাধ্যম / ১৫০
- শিল্পকলা ও প্রযুক্তিগত মাধ্যম / ১৫০
- কার্যগত মাধ্যম / ১৫০
- পরিবেশগত মাধ্যম / ১৫১

ইসলামী দা'ওয়াতে মাধ্যমের গুরুত্ব / ১৫২

ইসলামী দা'ওয়াতে মাধ্যম গ্রহণে সীমাবদ্ধতা ও বৈশিষ্ট্য / ১৫২

অধ্যায় : দশ
ইসলামী দা'ওয়াতের আহবানকারী : বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী

আদর্শ দা'ঈ ইলাল্লাহ / ১৫৭

দা'ঈদের বৈশিষ্ট্য / ১৫৮

দা'ঈ ইলাল্লাহর গুণাবলী / ১৬০

- কুর'আন ও হাদীসের জ্ঞান / ১৬০
- গুরুত্ব উপলব্ধি করা / ১৬১
- দরদপূর্ণ হৃদয় / ১৬১
- সত্য প্রকাশে অকুতোভয় / ১৬২
- নির্লোভ ও ত্যাগী হওয়া / ১৬৩
- সর্বাবস্থায় ধৈর্যশীল / ১৬৪
- কথা বলার শিল্প জানা / ১৬৪
- সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া / ১৬৫
- দা'ওয়াতী উন্মাদনা / ১৬৬
- সততা / ১৬৭
- ধৈর্য ও সহনশীলতা / ১৬৭
- ক্ষমা / ১৬৮
- আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন / ১৬৯
- দা'ওয়াত অনুযায়ী আমল করা / ১৬৯
- কল্যাণকামিতা / ১৭০

অধ্যায় : এগার
ইসলামী দা'ওয়াত : পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে লক্ষ্য নির্ধারণ /১৭৫

- দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও নির্মল করা / ১৭৭

ইসলামী দা'ওয়াতের উপস্থাপন শৈলী / ১৮১

- হৃদয়ানুভূতিগত উপস্থাপন শৈলী / ১৮১
- বোধিতে আবেদন সৃষ্টিকারী উপস্থাপন শৈলী / ১৮২
- ইন্দ্রিয়ানুভূতি গ্রাহ্য উপস্থাপন শৈলী / ১৮৩

ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রমে হিকমত : স্বরূপ ও প্রয়োগ / ১৮৪

- হিকমতের স্বরূপ / ১৮৪
- ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত / ১৮৯
- দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমতের ধরন ও তার প্রায়োগিক নমুনা / ১৯০
- দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমতের অবস্থান ও গুরুত্ব / ২০৩

Dhaka University Institutional Repository

- হিকমত শিক্ষা লাভে দা'ঈর করণীয় / ২০৪

ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রমে মাও'ইযা হাসানা : স্বরূপ ও প্রয়োগ / ২০৬

- মাও'ইযা হাসানার স্বরূপ / ২০৬
- দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মাও'ইযা হাসানা / ২১০
- মাও'ইযা হাসানা প্রয়োগের মূলনীতিসমূহ / ২১৩
- মাও'ইযা হাসানা প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ / ২২৪

ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রমে মুজাদালা বিল আহসান : স্বরূপ ও প্রয়োগ / ২২৭

- মুজাদালার স্বরূপ / ২২৭
- বিভিন্ন ধরনের মুজাদালা / ২৩০
- ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মুজাদালার স্বরূপ / ২৩১
- ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মুজাদালা প্রয়োগের মূলনীতি / ২৩৬
- ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মুজাদালা প্রয়োগের প্রয়োজন আছে কি না / ২৫৫
- ইসলামী দা'ওয়াতে মুজাদালা প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ / ২৬১

উত্তম নীতি-নৈতিকতায় যুলুম-নির্যাতন প্রতিরোধ করা / ২৬৩

- যুলুম-নির্যাতনের স্বরূপ / ২৬৪
- দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে দা'ঈর উপর যুলুম-নির্যাতন নেমে আসার সম্ভাব্য উপলক্ষ্য / ২৬৯
- দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে আপতিত নির্যাতন প্রতিরোধের উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা / ২৭৫
- যুলুম-নির্যাতন মোকাবেলায় দা'ঈর কৌশল ও মাধ্যমসমূহ / ২৮১
- বিভিন্ন রকম যুলুম প্রতিরোধে সময়ক্ষণ বিবেচনা / ২৯৪
- যুলুম-নির্যাতন মোকাবেলায় ইসলামী নৈতিকতা / ২৯৬

ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রমে অটল ও চলমান থাকার কৌশল অবলম্বন / ৩০০

- দা'ওয়াতী কাজে আস্থা রাখা / ৩০০
- অসীম ধৈর্য্য ও সংযম প্রদর্শন / ৩০১
- জোর-যবরদস্তি করে দ্বীনে প্রবেশ করানোর চেষ্টা না করা / ৩০১
- ভারসাম্য রক্ষা / ৩০১
- দা'ওয়াতের স্তরসমূহ অতিক্রমে নিরবচ্ছিন্ন ধারা অব্যাহত রাখা / ৩০২
- ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করা / ৩০৩
- অভিযোগ খণ্ডন এবং সংশয় ও সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা / ৩০৩
- মনঃপুত না হলেও আল্লাহর আদেশ মেনে নেয়া / ৩০৪
- আমরু বিল মারুফ ওয়ান্ নাহি আনিল মুনকার / ৩০৪
- ঐক্য গড়ে তোলা ও দলবদ্ধ হওয়া / ৩০৫
- তাক্ওয়ার উপর জোর দেয়া / ৩০৬
- শূরা ব্যবস্থা চালু রাখা / ৩০৬
- কুরআন সুন্নাহের আলোকে হুকুমত চালু করা ও মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দান / ৩০৭
- মানব মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় পদক্ষেপ নেয়া / ৩০৭
- ইসলামবিরোধী শক্তির সাথে বন্ধুত্ব ও আঁতাত না করা / ৩০৮
- আত্মত্যাগের বাসনা ও জিহাদী চেতনা জাগ্রত রাখা / ৩০৯
- ইজতিহাদ ও গবেষণা কার্যক্রম চালু রাখা / ৩০৯
- পরস্পর কল্যাণ ও সত্য গ্রহণের প্রেরণা জাগ্রত রাখা / ৩০৯
- ইহতিসাব করা / ৩১০
- বায়'আত ও শপথ করানো / ৩১০
- ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণ / ৩১০

উপসংহার / ৩১১

গ্রন্থপঞ্জি / ৩১৭

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচী

সা.	:	সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম
'আ.	:	'আলাইহিস সালাম
রা.	:	রাযি আল্লাহু তা'আলা আনহু
র	:	রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি
হি.	:	হিজরী
খ্রী.	:	খ্রীস্টাব্দ
তা বি	:	তারিখ বিহীন
খ	:	খণ্ড
সং	:	সংস্করণ
পৃ	:	পৃষ্ঠা
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
মৃ.	:	মৃত
ই ফা বা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
Ed.	:	Edition
P	:	Page
pp	:	Pages
Nd	:	Nil dated
Vol	:	Volume

প্রতিবর্ণায়ন

'আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত

ا - অ	ز - য	ق - ক	ا - [illegible]	يا - ইয়া
ب - ব	س - স	ل - ল	او - [illegible]	يى - য়ী
ت - ত	ش - শ	م - ম	اى - ঈ	ى - য়্
ث - স	ص - স	ن - ন	او - ঊ	يو - ই্উ
ج - জ	ض - দ	و - ও	و - ওয়া	ع - 'আ
ح - হ	ط - ত	ه - হ	وا - ওয়া	عا - 'আ
خ - খ	ظ - য	ء - '	وى - বী	ع - 'ই
د - দ	ع - '	ى - য়	و - উ	عى - 'ঈ
ذ - য	غ - গ	ا - া	وو - ঊ	ع - 'উ
ر - র	ف - ফ	أ - ا	ى - য়্যা	عو - 'ঊ

ء আলিফের মতো। তবে সাকিন হলে ' চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, যথা– تأويل = তা'বীল এবং ع -এ সাকিন হলে ' ব্যবহৃত হয়, যথা نعت = না'ত।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা এ সৃষ্টিজগতকে এমনিতেই সৃষ্টি করেন নি, এর পেছনে এক মহান উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।[১] আর তা হচ্ছে একমাত্র তাঁর 'ইবাদত বন্দেগী করা। এ উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্টিজগতের মাঝে জ্বীন ও মানবজাতিকে এক নিপুণ পরিকল্পনায় সৃষ্টি করেছেন।[২] তাদেরকে তিনি দিয়েছেন স্বাধীনতা। এটা পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তাঁর 'ইবাদত করে, আর কে তা অস্বীকার করে। কে তাঁর আনুগত্য করে তাঁর দেয়া শরী'অত মেনে চলে, আর কে তা মেনে চলে না। যে তাঁর আদেশ মেনে চলবে, সে পুরস্কৃত হবে। আর যে তা অমান্য করবে, সে পাবে কঠিন শাস্তি। তবে তিনি মানবজাতিকে শুধু সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেন নি। তাদের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে পাঠিয়েছেন অসংখ্য নবী ও রাসূল। যেন মানুষ এ অভিযোগ করতে না পারে যে, তাদেরকে সতর্ক করা হয় নি বা তাদেরকে সঠিক পথ দেখানো হয় নি। আল কুর'আনে এসেছে :

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل –

> সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে।[৩]

আল্লাহ তা'আলার সে ইচ্ছা ও ন্যায়ভিত্তিক হিদায়াত প্রক্রিয়ায় দা'ওয়াতী কার্যক্রমের আন্‌জাম দিয়েছেন হযরত আদম, নূহ, ইবরাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, লূত, ইয়াকূব, ইউসুফ, মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, 'ঈসা আলাইহিমুস সালাম ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাদের দা'ওয়াতের মূল কথা ছিল– 'আল্লাহকে একমাত্র রব, ইলাহ হিসেবে মেনে নাও। আল্লাহর আনুগত্যকারী তথা প্রকৃত মুসলমান হয়ে যাও। আর সে অনুসারেই তোমাদের জীবন পরিচালিত কর। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। এভাবে পরকালে সফলতা লাভ কর।' যুগে যুগে প্রত্যেক নবীর অনুসারীগণ ঐ একই রব্বানী দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। যে দা'ওয়াত চিরন্তন ও শাশ্বত। শেষ নবী মুহাম্মদ সা.-এর অনুসারীগণ আজো সেই একই দা'ওয়াতের পথে কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের সেই পথে দিশা দিচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কুর'আন ও মহানবী সা.-এর হাদীস। এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। আল কুর'আনে মহানবী সা.-কে এ ঘোষণা দিতে বলা হয়েছে :

واوحى إلى هذا القران لانذركم به ومن بلغ –

> এ কুর'আন আমার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে যেন এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং এ কুর'আন যার কাছে পৌঁছবে তাদেরকেও সতর্ক করি।[৪]

এ চিরন্তন ও শাশ্বত দা'ওয়াতের রূপরেখা; এর উৎপত্তি ও বিকাশ; প্রকৃতি ও পরিধি; গুরুত্ব ও তাৎপর্য; দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; উৎস ও প্রতিপাদ্য বিষয়; মাধ্যম এবং দা'ওয়াত বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি কি কি? এ কাজে কি ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে বা দিচ্ছে এবং সেগুলো কিভাবে কতটুকু সমাধান করা যাবে? কিভাবে পথ চলতে হবে ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে যথাযথ পদ্ধতিতে দা'ওয়াতী কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। কেননা সাময়িক আবেগে কোন ব্যক্তি শুধু দু' এক কথা শুনিয়ে দিলেই দা'ওয়াত হয়ে যায় না। দা'ওয়াত হতে হবে পরিকল্পিত উপায়ে ও বিজ্ঞানসম্মত পন্থায়। তাহলেই দা'ওয়াত দানকারী তার কাজে সফল হবেন। মহানবী সা. তা-ই করেছিলেন। আল কুর'আনেও তা বর্ণিত হয়েছে :

قل هذه سبيلى ادعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعنى –

> বলুন, এটাই আমার পথ যে, আমি বুঝে সুঝে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেই। আর আমার যারা অনুসরণ করে, তারাও তা-ই করে।[৫]

---

১. সূরা আম্বিয়া : ১৬।

২. সূরা আয-যারিয়াত : ৫৬-৫৭

৩. সূরা নিসা : ১৬৫।

৪. সূরা আন'আম : ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা মুসলিম জাতি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের উদ্ভবই হলো সে সত্যের দিকে দা'ওয়াত দেয়ার জন্য। এটাই এ জাতির পরিচয় ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের উৎস। তাই মুসলমানিত্ব ঠিক রাখতে হলে এ দা'ওয়াতী কাজ করতে হবে।

ইসলামী দা'ওয়াত সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং এর বাস্তবায়নকল্পে সুচিন্তিত প্রস্তাবনা সমৃদ্ধ বাংলায় তেমন কোন গবেষণা গ্রন্থ আজো রচিত হয় নি। ইসলামী দা'ওয়াতের অপরিহার্যতা সম্পর্কে জাতিকে অবহিত করা দরকার। এ লক্ষ্যেই এ অভিসন্দর্ভের অবতারণা। *ইসলামী দা'ওয়াত : পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি* শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভে উক্ত লক্ষ্য সমাপণে অভিসন্দর্ভকে ১১টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা বিন্যাস করা হয়েছে। শুরুতে ভূমিকায় অভিসন্দর্ভ রচনার উদ্দেশ্য ও মূল বিষয়বস্তুর বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে।

ইসলামী দা'ওয়াত : সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ শীর্ষক শিরোনামে *অধ্যায় : এক*-এ দা'ওয়াত শব্দের আভিধানিক অর্থ; দা'ওয়াত-এর পারিভাষিক অর্থ; ইসলামী দা'ওয়াতের সংজ্ঞা; দা'ওয়াতের প্রকারভেদ যেমন– টার্গেটকৃত ব্যক্তিবর্গের দিক থেকে; দা'ঈর উদ্যোগগত দিক থেকে; স্থান ও ক্ষেত্রের দিক থেকে ইত্যাদি শিরোনামে ইসলামী দা'ওয়াতের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে।

অধ্যায় : দুই-এর শিরোনাম **ইসলামী দা'ওয়াত : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ**। এ অধ্যায়ে ইসলামী দা'ওয়াতের উৎপত্তি আদম 'আ. থেকে; ইসলামী দা'ওয়াতের বিকাশ ধারা; ইসলামী দা'ওয়াতের নবুওয়তী ধারা; মুহাম্মদ সা.-এর পূর্বকালীন নবুওয়তী ধারা; বিশ্বনবী সা.-এর যুগ; ইসলামী দা'ওয়াতের খিলাফতী ধারা যেমন– খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে দা'ওয়াত; বনী উমাইয়াদের খিলাফত যুগে দা'ওয়াত; বনূ 'আব্বাস ও তৎপরবর্তী যুগে ইসলামী দা'ওয়াত এবং আধুনিক যুগে ইসলামী দা'ওয়াতের তৎপরতা শিরোনামে আলোচনা উপস্থাপন করে ইসলামী দা'ওয়াতের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া হয়েছে।

ইসলামী দা'ওয়াত : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো *অধ্যায় : তিন*-এর শিরোনাম। আলোচনার শুরুতে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করা হয়েছে। এরপর ইসলামী দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য; ইসলামী দা'ওয়াতের লক্ষ্যসমূহ তথা ইসলামী দা'ওয়াতের সুদূরপ্রসারী সাধারণ লক্ষ্য; ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রবিশেষে কৌশলগত লক্ষ্য –শিরোনামে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় : চার-এর শিরোনাম হচ্ছে **ইসলামী দা'ওয়াত : গুরুত্ব ও তাৎপর্য**। এ অধ্যায়ে ইসলামী দা'ওয়াতের গুরুত্ব কয়েকটি উপশিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। এসব শিরোনাম হচ্ছে, মানব প্রকৃতি ও ইসলামী দা'ওয়াত; দার্শনিক চিন্তাধারায় ইসলামী দা'ওয়াতের উপযোগিতা ও কার্যকারিতা; আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নিরসনে ইসলামী দা'ওয়াত; ইসলামী দা'ওয়াতের সামাজিক তাৎপর্য; মানব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও ইসলামী দা'ওয়াত; আদর্শিক শূন্যতা পূরণে ইসলামী দা'ওয়াত; আদর্শ প্রচারের প্রকৃতি ও ইসলামী দা'ওয়াত এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষায় ইসলামী দা'ওয়াতের অবদান।

*ইসলামী দা'ওয়াতের তাৎপর্য*কেও কতিপয় শিরোনামে উপস্থাপন করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে, ইসলামী দা'ওয়াত 'আকীদার অংশবিশেষ; যুগশ্রেষ্ঠ মহামানবদের কাজ ইসলামী দা'ওয়াত; ইসলামী দা'ওয়াতের কাজ মানবকল্যাণে নিয়োজিত; দা'ওয়াতী কাজের সওয়াব বা প্রতিদান চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধিশীল; ইসলামী দা'ওয়াত ইসলামের রক্ষাকবচ; ইসলামী দা'ওয়াত ইসলামের প্রতীক; ইসলামী দা'ওয়াত : মুসলিম সমাজে সামাজিক দায়িত্ব; দা'ওয়াতী কাজ মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক; দা'ওয়াতী কাজ করা ফরয; ইসলামী দা'ওয়াত রাষ্ট্রেরই অন্যতম রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব; দা'ওয়াতী কার্যক্রম জিহাদে অংশগ্রহণের সমতুল্য;

---

৫. সূরা ইউসুফ : ১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

দা'ওয়াতে সাড়া দেয়া ফরয; দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকা মুনাফিকীর লক্ষণ; দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকার কারণে আল্লাহর লা'নত; দা'ওয়াতী কাজের সুযোগ পাওয়া মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত; ইসলামী দা'ওয়াত পাওয়াও মানুষের ধর্মীয় অধিকার এবং ইসলামী দা'ওয়াত মানবজাতির জন্য মহাকরুণা বিশেষ।

অধ্যায় : পাঁচ হলো **ইসলামী দা'ওয়াত : প্রকৃতি ও পরিধি**। এর অধীনে কিছু শিরোনাম-উপশিরোনামের মাধ্যমে ইসলামী দা'ওয়াতের প্রকৃতি এবং পরিধি সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী দা'ওয়াতের প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে যেসব শিরোনাম ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো, রব্বানী দা'ওয়াত; বিশ্বজনীন; প্রাচীন; সর্বশেষ ও চূড়ান্ত; পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার আহবান; স্থায়িত্ব ও গতিশীলতার সমন্বয়; মানব প্রকৃতি ও স্বভাবোপযোগী; সহজবোধ্য; বুদ্ধিভিত্তিক; ব্যবহারিক; সত্য সুন্দরের আহবান; কল্যাণমূলক; সুস্পষ্ট ও উন্মুক্ত; ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচী; বৈপ্লবিক; ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়; মহানবীই একমাত্র আদর্শ ইত্যাদি। ইসলামী দা'ওয়াতের পরিধিকে সময়গত; জনসমাজগত; বিষয়গত; কার্যক্ষেত্রগত এবং পদ্ধতি মাধ্যমগত বিভাজনে তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলামী দা'ওয়াত : উৎস ও প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কিত *অধ্যায় : ছয়*-এ ইসলামী দা'ওয়াতের উৎস–কুর'আনুল কারীম; সুন্নাতে রাসূল সা.; সীরাতুল আম্বিয়া 'আ.; খুলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবীগণের বাণী ও জীবনচরিত; যুগে যুগে দা'ঈগণের দা'ওয়াতী অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ফলাফল শীর্ষক আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্ট করা হয়েছে। ইসলামী দা'ওয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয়–এ 'আকীদা বা বিশ্বাস; ইসলামী শরী'আহ; ইসলামী আখলাক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামী দা'ওয়াতের শর'ঈ বিধান সম্পর্কে *অধ্যায় : সাত*-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী দা'ওয়াত ফরয; ইসলামী দা'ওয়াত ফরযে কিফায়া হওয়ার পক্ষে মতামত ও দলীল; ইসলামী দা'ওয়াত ফরযে 'আইন হওয়ার দাবীদারগণের মতামত ও দলীল; প্রথম পক্ষের দলীলসমূহ পর্যালোচনা; দ্বিতীয় পক্ষের দলীলসমূহ পর্যালোচনা; অগ্রগণ্য মত কোন্‌টি; ইসলামী দা'ওয়াত যখন ফরযে 'আইন ইত্যাদি শিরোনামে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইসলামী দা'ওয়াত : ব্যক্তি নির্বাচন ও কর্মকৌশল শীর্ষক *অধ্যায় : আট*-এ ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানোর লক্ষ্যে যে সব ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিকে চিহ্নিত করে দা'ওয়াতে পৌঁছানোর টার্গেট করা হয় এবং দা'ওয়াতকে ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে যে কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, সে সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সৃষ্টিগত দিক; আত্মীয়তার নৈকট্যতার দিক; বয়সগত দিক; ধর্মীয় দিক; সামাজিক পদ সোপানগত ইত্যাদি দিক শিরোনামে এ অধ্যায়ের আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইসলামী দা'ওয়াতের মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে *অধ্যায় : নয়*–এ। এর অধীনে অবস্তুগত মাধ্যম; বস্তুগত মাধ্যম; জন্মগত মাধ্যম; শিল্পকলা ও প্রযুক্তিগত মাধ্যম; কার্যগত মাধ্যম; পরিবেশগত মাধ্যম ও ইসলামী দা'ওয়াতে মাধ্যমের গুরুত্ব এবং ইসলামী দা'ওয়াতের মাধ্যম গ্রহণে সীমাবদ্ধতা ও বৈশিষ্ট্য শিরোনামে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় : দশ–এর শিরোনাম হচ্ছে **ইসলামী দা'ওয়াতের আহবানকারী : বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী**। এ অধ্যায়ে আদর্শ দা'ঈ ইলাল্লাহ; দা'ঈদের বৈশিষ্ট্য; দা'ঈ ইলাল্লাহর গুণাবলী এবং কুর'আন ও হাদীসের জ্ঞান ; গুরুত্ব উপলব্ধি করা; দরদপূর্ণ হৃদয়; সত্য প্রকাশে অকুতোভয়; নির্লোভ ও ত্যাগী হওয়া; সর্বাবস্থায় ধৈর্যশীল; কথা বলার শিল্প জানা; সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া; দা'ওয়াতী উন্মাদনা; সততা; ধৈর্য ও সহনশীলতা; ক্ষমা; আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন; দা'ওয়াত অনুযায়ী আমল করা এবং কল্যাণকামিতা শিরোনামে আলোচনা সীমিত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : এগার **হচ্ছে ইসলামী দা'ওয়াত : পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি**। এটি এ অভিসন্দর্ভের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ অধ্যায়ে ইসলামী দা'ওয়াত প্রদানের যথাযথ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের শিরোনামসমূহ হচ্ছে– *দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ*- দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে লক্ষ্য নির্ধারণ, দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও নির্মল করা; *ইসলামী দা'ওয়াতের উপস্থাপন শৈলী*- হৃদয়ানুভূতিগত উপস্থাপন শৈলী, বোধিতে আবেদন সৃষ্টিকারী উপস্থাপন শৈলী, ইন্দ্রিয়ানুভূতি গ্রাহ্য উপস্থাপন শৈলী; *ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রমে হিকমত অবলম্বন*- হিকমতের স্বরূপ, ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রমে হিকমতের স্বরূপ, ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রমে হিকমতের প্রয়োগ, ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রমে হিকমতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, হিকমত শিক্ষা করার পন্থা; *ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রমে মাও'ইযা হাসানা অবলম্বন*- মাও'ইযা হাসানার স্বরূপ, মাও'ইযা হাসানার প্রকারভেদ, ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রমে মাও'ইযা হাসানার স্বরূপ, ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রমে মাও'ইযা হাসানা হওয়ার মূলনীতি, মাও'ইযা হাসানা প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ; *ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রমে মুজাদালা বিল আহসান*- মুজাদালার স্বরূপ, বিভিন্ন ধরনের মুজাদালা, ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মুজাদালার স্বরূপ, ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মুজাদালা প্রয়োগের মূলনীতি, ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মুজাদালা প্রয়োগের দরকার আছে কি না, ইসলামী দা'ওয়াতে মুজাদালা প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ; *উত্তম নীতি-নৈতিকতায় যুলুম-নির্যাতন প্রতিরোধ করা* - যুলুম-নির্যাতনের স্বরূপ, দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে দা'ঈর উপর যুলুম-নির্যাতন নেমে আসার সম্ভাব্য উপলক্ষ্য, দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে আপতিত নির্যাতন প্রতিরোধের উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা, যুলুম-নির্যাতন মোকাবেলায় দা'ঈর কৌশল ও মাধ্যমসমূহ, বিভিন্ন রকম যুলুম প্রতিরোধে সময়ক্ষণ বিবেচনা, যুলুম-নির্যাতন মোকাবেলায় ইসলামী নৈতিকতা; *ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রমে দৃঢ় ও চলমান থাকার কৌশল অবলম্বন* - দা'ওয়াতী কাজে আস্থা রাখা, অসীম ধৈর্য্য ও সংযম প্রদর্শন, জোর-যবরদস্তি করে দ্বীনে প্রবেশ করানোর চেষ্টা না করা, ভারসাম্য রক্ষা করা, দা'ওয়াতের স্তরসমূহ অতিক্রমে নিরবচ্ছিন্ন ধারা অব্যাহত রাখা, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করা, অভিযোগ খণ্ডন এবং সংশয় ও সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করা, মনঃপুত না হলেও আল্লাহর আদেশ মেনে নেয়া, আমরু বিল মারুফ ওয়ান্ নাহি আনিল মুনকার, ঐক্য গড়ে তোলা ও দলবদ্ধ হওয়া, তাক্ওয়ার উপর জোর দেয়া, শূরা পরামর্শ ব্যবস্থা চালু করা, কুরআন সুন্নাহের আলোকে হুকুমত চালু করা ও মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দান, মানব মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় পদক্ষেপ নেয়া, ইসলামবিরোধী শক্তির সাথে বন্ধুত্ব ও আঁতাত না করা, আত্মত্যাগের বাসনা ও জিহাদী চেতনা জাগ্রত রাখা, ইজতিহাদ ও গবেষণা কার্যক্রম চালু রাখা, পরস্পর কল্যাণ ও সত্য গ্রহণের প্রেরণা জাগ্রত রাখা, ইহতিসাব করা, বায়আত ও শপথ করানো এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি।

অভিসন্দর্ভের শেষাংশে রয়েছে **উপসংহার** ও **গ্রন্থপঞ্জি**। উপসংহারে এ অভিসন্দর্ভের সারনির্যাস তুলে ধরা হয়েছে এবং গ্রন্থপঞ্জিতে অভিসন্দর্ভ রচনায় ব্যবহৃত গ্রন্থসমূহের পূর্ণ বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : এক

ইসলামী দা'ওয়াত : সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

দা'ওয়াত শব্দের আভিধানিক অর্থ

দা'ওয়াত (دعوة) 'আরবী শব্দ। এর মূল ধাতু د-ع-و। বহুবচন دعوات (দা'ওয়াতুন)। আভিধানিক দিক থেকে এটা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। যেমন প্রার্থনা বা দু'আ, ডাক দেয়া, সাহায্য কামনা, আহবান, নিমন্ত্রণ ইত্যাদি। ক্রিয়ামূলেও সে রূপ ব্যবহার কুর'আন কারীমে এসেছে।

১. دعا অর্থাৎ কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করা। যেমন কুরআন কারীমে এসেছে :

واذا سئلك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان -

আর আমার বান্দারা যখন আমার ব্যাপারে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে , তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে।[১]

২. دعا অর্থ ডাক দেয়া। যেমন কুরআন কারীমে এসেছে :

ثم اذا دعاكم دعوة من الارض إذا انتم تخرجون -

অতঃপর যখন তিনি মৃত্তিকা থেকে উঠার জন্য তোমাদের ডাক দেবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে।[২]

৩. دعا অর্থ সাহায্য চাওয়া। যেমন কুরআন কারীমে এসেছে :

وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين -

এ সম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো। তোমরা আল্লাহ ছাড়া তোমাদের যে সব সাহায্যকারী আছে (মনে কর), তাদের নিকটও সাহায্য চাও। যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।[৩]

৪. دعا অর্থ কোন মত বা পথ কিংবা যে কোন বিষয়ের প্রতি আহবান জানানো। কোন বিষয় গ্রহণ করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করা। তা ভালও হতে পারে মন্দও হতে পারে।[৪] যেমন ভাল মন্দ উভয় অর্থে ব্যবহার কুর'আন কারীমে এসেছে :

ويقوم مالى ادعوكم الى النجواة وتدعوننى إلى النار -

হে আমার কওম, ব্যাপার কি, আমি তোমাদেরকে আহবান করি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে আহবান কর জাহান্নামের দিকে।[৫]

---

১. সূরা বাকারা : ১৮৬।

২. সূরা রূম : ২৫।

৩. সূরা বাকারা : ২৩।

৪. দ্র. মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, *আল মু'জামুল মুফাহরিস লি আলফাযিল কুরআনিল কারীম*, তেহরান : ইনতামারাতে নাসের খসরু, তাবি, ১ম খ, পৃ ৩৯২।

Dhaka University Institutional Repository

৫. কোন কিছু উপস্থিত করার জন্য আবেদন করা। যেমন কুর'আন কারীমে এসেছে :

يدعون فيها بكل فاكهة امنين -

তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফলমূল আনতে বলবে।[৬]

এভাবে দা'ওয়াত শব্দটি মামলা, মুকাদ্দমা ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৭] কোন ভোজের প্রতি নিমন্ত্রণ জানানোকেও دعوة (দা'ওয়াত) বলা হয়।

দা'ওয়াত শব্দটি আল কুরআনে সরাসরি ছয়টি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।[৮] আর সেগুলোতেও দা'ওয়াত অর্থ দু'আ বা প্রার্থনা, ডাকা, আহবান জানানো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মহানবী সা.-এর হাদীসেও এমনি বিভিন্ন অর্থে এর ব্যবহার দেখা যায়। মু'আয রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, মহানবী সা. বলেছেন :

انك تأتى قوما من اهل الكتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله -

তুমি আহলে কিতাবের এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ, যাদেরকে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই' : এর সাক্ষ্য দেয়ার দাওয়াত দেবে।[৯]

এখানে দা'ওয়াত আহবান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একই হাদীসের শেষ পর্যায়ের কথা واتق دعوة المظلوم 'তুমি নিপীড়িতের দু'আ সম্পর্কে সতর্ক থাকবে' : এখানে দা'ওয়াত শব্দটি দু'আ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১০] ইমাম বুখারী (র) كتاب الدعوات নামে তার সহীহ্ হাদীস গ্রন্থে একটি অধ্যায়ের নাম উল্লেখ করেছেন। যার অর্থও দু'আ বা প্রার্থনা। তবে কুর'আন কারীমের অধিকাংশ স্থানেই দা'ওয়াত শব্দটি আহবান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

'আরবী অভিধানসমূহে উপরোক্ত প্রায় সব ক'টি অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে। সেটা হল, কোন ব্যক্তি কথা বা কাজের মাধ্যমে নিজের প্রতি অন্যকে আকৃষ্ট করার প্রয়াস চালানো। তা কোন পথ বা মতের প্রতি হতে পারে। 'আরবীতে প্রসিদ্ধ অভিধান *মু'জামু মাক্বাঈসিল লুগাহ্* নামক গ্রন্থে আছে, তার অর্থ হল: انما تميل اليك بصوت وكلام يكون منك - অর্থাৎ তোমার কোন কথা বা কোন শব্দ দ্বারা তোমার নিজের দিকে আকৃষ্ট করানো।[১১] এজন্য কোন গরু বা ছাগলের স্তন হতে দুধ দোহনের পর যেটুকু রেখে দেয়া হয় তাকে দাঈয়া (داعية) বলা হয়। কারণ সেটুকু আরো বেশী দুধ টেনে জমা করবে। এমনিভাবে দালানের একটি ইটের পর অপরটি পড়ে গেলে বলা হয় تداعت الحيض এতে প্রথম ইটটি পড়ে যাওয়ার সময়

---

৫. সূরা আল মু'মিন : ৪১।

৬. সূরা আদ্ দুখান : ৫৫।

৭. আলাউদ্দিন আল্ আযহারী, *আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, নতুন সং, ২য় খ, পৃ ১৩০০।

৮. মুহাম্মদ ফুয়াদ 'আবদুল বাকী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৬০।

৯. দ্র. ড. মুহাম্মদ সাইয়িদ আবদুত তাওয়াব, *মুখতাসার সহীহ্ মুসলিম*, কুয়েত : ১৯৬৯, ১খ, পৃ ১৩৬।

১০. প্রাগুক্ত।

১১. ড. মুহাম্মদ সাইয়িদ আবদুত তাওয়াব, *মু'জামু মাকাইসিল লুগাহ*, ২য় খ, পৃ ২৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়টিকে আহবান জানাল।[১২] এজন্য যিনি কোন ধর্ম বা মতবাদের প্রতি অন্য কাউকে আহবান করেন, তাকে দা'ঈ (داعى) বা দা'ঈআ (داعية) বলা হয়।[১৩]

দা'ওয়াত-এর পারিভাষিক অর্থ

পারিভাষিক অর্থে শুধু আহবান জানানোকে দা'ওয়াত বলা হয়, তা নয়। বরং এর অর্থ আরো ব্যাপক। যে আহবানে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতিগত সকল প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তা-ই দা'ওয়াত। দা'ওয়াতকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় :

যে আহবানে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি কর্তৃক গৃহীত বিজ্ঞানসম্মত ও শিল্পসঞ্জাত উপায়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করা, তা গ্রহণ করা এবং তাদের বাস্তব জীবনে চর্চার জন্য প্রস্তুত করার পদ্ধতিগত সকল প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে, তা-ই দা'ওয়াত।

আধুনিক অভিধানসমূহে ধর্মীয় বা কোন ইঙ্গিত লক্ষ্য অর্জন সম্পর্কিত প্রচার প্রচারণা অর্থে দা'ওয়াত শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়। যেমন : The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic-এ দা'ওয়াত শব্দটির অর্থে বলা হয়েছে : Missionary actvity, Missionary work, Propaganda.[১৪]

তাই দা'ওয়াত যে কোন পথ বা মত কিংবা যে কোন বিষয়ের প্রতি হতে পারে। যে কোন বিষয় গ্রহণ করার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করার অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। আর সে বিষয় ভালও হতে পারে, মন্দও হতে পারে; কিংবা কল্যাণকর হতে পারে বা ক্ষতিকরও হতে পারে। যেমন আভিধানিক ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়, আল কুর'আনেও দা'ওয়াত শব্দটির ঐ ধরণের ব্যবহার লক্ষণীয়।

ইসলামী দা'ওয়াতের সংজ্ঞা

আভিধানিক অর্থগুলোর আলোকে আরো উল্লেখ্য, ব্যাপকার্থে দা'ওয়াতর পরিচয় তার উদ্দেশ্য নির্ভর। উদ্দেশ্য ভালো হলে ভাল দা'ওয়াত। আর মন্দ হলে মন্দ দা'ওয়াত। তেমনি খ্রীস্টান ধর্মের দা'ওয়াত হলে খ্রীস্টীয় দা'ওয়াত, সমাজতন্ত্রের দিকে দা'ওয়াত হলে সমাজতন্ত্রী দা'ওয়াত। যা তারা প্রচার মাধ্যম, গোপন ও প্রকাশ্য সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় শক্তিমত্তা ব্যবহার করে সম্পাদন করে আসছে। বস্তুতঃ বিশ্বে মানব সমাজে বিভিন্ন রকমের দা'ওয়াত রয়েছে। কোনটা সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের সম্পর্ক ও অবস্থান নির্ণয়ে নিয়োজিত। যথা খ্রীস্টবাদ, হিন্দুবাদ ইত্যাদি। কোনটা মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে উদ্ভাবিত যথা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ফ্রয়েডবাদ ইত্যাদি। আবার কোনটা বস্তুর সঙ্গে মানুষের এবং বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যস্ত যেমন আধুনিক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণার আহবান। কিন্তু উপরোক্ত সকল সম্পর্ক (তথা আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের সাথে সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধন করে যে দা'ওয়াতী প্রবাহ পরিচালিত

---

১২. প্রাগুক্ত।

১৩. দ্র. ড. মুহাম্মদ সাইয়িদ আবদুত তাওয়াব, *আল মু'জামুল ওসীত*, কায়রো : মাজমাউল লুগাতিল 'আরাবিয়া, পৃ ২৮৬-২৮৭।

১৪. JM Cowan Edited, *The Hanswehr Dictionary of Modern Written Arabic*, New York : 1976, p. 283.

Dhaka University Institutional Repository

সেটিই হল ইসলামী দা'ওয়াত। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক দৃঢ় করে তাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য অর্জনে এ সৃষ্টিজগত বা প্রকৃতি আবাদ করে আল্লাহর নির্দেশিত পথে মানব সমাজকে ইহ-পারত্রিক কল্যাণ ও মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করার নিমিত্তে যে কার্যক্রম পরিচালিত হয় তা-ই ইসলামী দা'ওয়াত।

সুতরাং সংক্ষেপে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে দা'ওয়াত হলে তাকে বলা হবে ইসলামী দা'ওয়াত। ইসলামী দা'ওয়াতের সংজ্ঞা প্রদানেও মুসলিম পণ্ডিতগণ বিভিন্নরূপে মন্তব্য করেছেন। কারো মতে এটি ওয়াজ-নসীহত, কারো মতে শুধু তাবলীগ ও মেহনত, কারো মতে আন্দোলন বা ইকামতে দ্বীন। কারো মতে, আমরু বিল মারূফ ওয়ান নাহী আনিল মুনকার তথা সৎ ও সুকৃতির আদেশ করা এবং অসৎ ও দুস্কৃতির বাধা নিষেধ করা ইত্যাদি।

কিন্তু প্রসঙ্গতঃ বলতে গেলে বলা যায়, ইসলামী দা'ওয়াতের বিষয়টির ধারণা আরো ব্যাপক। ওয়াজ নসীহত কিংবা তাবলীগ বা প্রচার প্রচারণা, নতুবা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ ইত্যাদির নামে ঐ দা'ওয়াতকে সীমিত করা যথাযথ নয়। যদিও এ সব ক'টি কাজ ইসলামী দা'ওয়াতেরই আওতাভুক্ত। দা'ওয়াত বিষয়ে যারা লেখালেখি করেছেন, তাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা রয়েছে। তাতে ইসলামী দা'ওয়াত সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা পাওয়া যায়।

- আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. আহমদ আহমদ গালুশ এ ব্যাপারে স্পষ্ট ভাষায় বলেন :

  الدعوة إلى الاسلام تعنى المحاولة العملية والقولية لا مالة الناس اليه -

  মানুষকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য কার্যগত বা বাচনিক সকল প্রচেষ্টার নাম ইসলামী দা'ওয়াত।[১৫]

ইসলামী চিন্তাবিদগণ এর আরো সংজ্ঞা পেশ করেছেন। এখানে কয়েকটি প্রদত্ত হলো :

- শায়খ ইবন তাইমিয়া বলেন :

  আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের অর্থ হল, তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর রাসূলগণ কর্তৃক আনীত বিষয়ের উপর ঈমান আনার দা'ওয়াত। এভাবে যে, তাঁরা যা বলেছেন তা সত্য হিসেবে মেনে নেয়া এবং তাঁরা যা আদেশ করেছেন তা পালন করা।[১৬]

এ সংজ্ঞায় দা'ওয়াতের বিষয়বস্তুর প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। দা'ঈ, মাদ'উ বা দা'ওয়াতের পথ ও পদ্ধতির ব্যাপারে কিছু বলা হয় নি।

- শায়খ মুহাম্মদ নামের আল খতীব বলেন :

  ভাল বা কল্যাণকর কাজ করা এবং মন্দ কাজ পরিত্যাগ করা, সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, সুকৃতির প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করা এবং দুস্কৃতির প্রতি বিরাগ সৃষ্টি করা, হক ও সত্য পথের অনুসরণ এবং বাতিল বা ভ্রান্ত পথ বর্জন করানোর লক্ষ্যে প্রচেষ্টার নামই হল ইসলামী দা'ওয়াত।[১৭]

---

১৫. ড. আহমদ আহমদ গালুশ, *আদ্-দাওয়াতুল ইসলামিয়াহ উসূলুহা ওয়া ওসাইলুহা*, কায়রো : দারুল কিতাবিল মিসরী, ১৯৭৮, পৃ ১০।

১৬. ইবন তাইমিয়া, *মাজমুআতুল ফাতাওয়া*, রিয়াদ : বুআসাতুল আমাহ লি শুউনিল হারমাইনিশ শারিফাইন, তা বি, ১৫শ খ, পৃ ১৫৭-১৫৮।

১৭. দ্র. শায়খ মুহাম্মদ নামের আল খতীব, *মুরশিদুদ দুআত ইলাল্লাহ*, বৈরুত : দারুল মাআরিফ, ১৯৮১, পৃ ৬৩-৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ খতীবের এ সংজ্ঞায় সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, কল্যাণময় কাজে উদ্বুদ্ধকরণ, মূল্যবোধকে জনপ্রিয় করে তোলা, অপসংস্কৃতি সম্পর্কে মানুষের মনে বিরাগ সৃষ্টি করা, বাতিল পরিত্যাগ এবং সত্যের অনুকরণে উৎসাহিত করা, সত্যকে সত্য হিসেবে মেনে নেয়ার সদিচ্ছা সৃষ্টি করা ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে। এগুলো দা'ওয়াতের বিভিন্ন কার্যক্রম বা দিক তবে সকল দিক নয়। তাছাড়া এটাতে দা'ঈ ও মাদ'উর ব্যাপারে আলোকপাত করা হয় নি।

- শায়খ মুহাম্মদ গাযালী বলেন :

> ইসলামী দা'ওয়াত হল একটি কর্মসূচীর নাম। যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে সে সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান যার প্রতি সকল মানুষ মুখাপেক্ষী। যা তাদের জীবনের উদ্দেশ্য বলে দিবে এবং সঠিক পথ সুস্পষ্ট করে দিবে।[১৮]

ইমাম গাযালী দা'ওয়াত বলতে কিছু কর্মসূচীর উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, সে সব কর্মসূচীর লক্ষ্য হবে মানব জাতির সঠিক পথে চলার প্রতি জ্ঞান দান করা। মোটকথা তিনি দা'ওয়াতের বিষয়বস্তুর উপর জোর দিয়েছেন।

- শায়খ আদম আবদুল্লাহ্ আল্ আলোরীর মতে :

> এটি হল মানুষের দৃষ্টি ও জ্ঞান-বুদ্ধিকে এমন 'আকীদার দিকে ফেরানো যা উপকারে আসবে এবং এমন মাসলেহাত তথা মঙ্গলকর বিষয়ের দিকে, যা তাদের কল্যাণ বয়ে আনবে। অধিকন্তু মানবজাতিকে বাঁচানো ঐ গোমরাহী থেকে, যাতে তারা লিপ্ত হতে যাচ্ছিল, এমন বিপদ থেকে বাঁচানো যা তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলছিল।[১৯]

তিনি তাঁর সংজ্ঞায় দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু ও ফলাফলের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। অর্থাৎ দা'ওয়াতের মাধ্যমে মানব সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তি অর্জিত হয়।

- শায়খ আবূ বকর যাকারিয়া বলেন :

> ইসলামী দা'ওয়াত হল সুবিজ্ঞ 'আলিম সমাজের সামর্থ অনুসারে মানুষের নিকট ইসলাম পৌছানো এবং তাদের তা শিক্ষা দেয়ার নাম। যা আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনের ভাষ্য অনুসারেই ধর্মীয় বিষয়াদিতে সজ্ঞানে এবং পার্থিব জীবনের স্বরূপ সন্ধানে তাদেরকে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।[২০]

এখানে দা'ওয়াতের জন্য শুধু 'আলিম সমাজ বলতে যদি কোন বিশেষ শ্রেণীকে নির্দিষ্ট করা হয়, তাহলে তা যথাযথ নয়। কারণ মহানবী সা.-এর বিদায় হজ্জের ভাষণে তাবলীগের দায়িত্বকে আম (সার্বজনীন) রেখেছেন। যেমন মহানবী সা. বলেছেন :

فليبلغ الشاهد منكم الغائب -

> তোমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত তারা অনুপস্থিতদের কাছে পৌছে দেবে।[২১]

তাই দা'ওয়াতের সঙ্গে সকল মুসলমানই জড়িত। সকলেই সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করবে। তবে অভিজ্ঞ দা'ঈ অর্থ গ্রহণ করলে সংজ্ঞাটির গুরুত্ব বেড়ে যায়। এমনিভাবে এখানে তাবলীগ, তা'লীম ও

---

১৮. দ্র. ইমাম আবু হামেদ গাযালী, *মায়াল্লাহ*, মিসর : দারুল কুতুব আল ইসলামিয়াহ, ৫ম সংকলন, ১৯৮১, পৃ ১২।

১৯. আহমদ 'আবদুল্লাহ আল আলোরী, *তারিখুদ দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ বাইনার আমসে ওয়াল ইয়াউম*, কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহাবা, ২য় সংখ্যা, ১৯৭৯, পৃ ১৭।

২০. দ্র. ড. আবূ বকর যাকারিয়া, *দা'ওয়াহ ইলাল ইসলাম*, কায়রো : মাতবা'আতুল মাদানী, ১৯৬২, পৃ ৭।

২১. ইবন কাসীর, *আল বিদায়াতু ওয়ান নেহায়াতু*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়াহ, ৫ম খ, ১৯৮৫, পৃ ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

ইরশাদ বা দিক নির্দেশনা ইত্যাদি বিষয়গুলো দা'ওয়াতের সঙ্গে সরাসরি জড়িত বিধায় সংজ্ঞাটিতে মৌলিকত্ব পরিলক্ষিত হয়।

- শায়খ আলী মাহফূয বলেন :

  ইসলামী দা'ওয়াত হল মানুষকে কল্যাণ ও হিদায়াতের পথে উদ্বুদ্ধ করা এবং সৎ কাজে আদেশ করা, সাথে সাথে অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার নাম। যাতে তারা ইহ ও পারলৌকিক জীবনে সৌভাগ্য লাভ করে সফলকাম হতে পারে।[২২]

তিনি আল্লাহর বাণী : - ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে কল্যাণের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভালো কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে)[২৩]– এর আলোকে ইসলামী দা'ওয়াতের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। অনুরূপভাবে দা'ওয়াতকে অনুপ্রাণিতকরণ অর্থে সীমায়িত করেছেন।

- ড. খলীফা হুসাইন আল 'আস্‌সাল বলেন :

  মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যে ইসলামে বর্ণিত সকল কল্যাণময় বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা এবং সকল মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার কাজে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সকল কর্মতৎপরতার নাম হল ইসলামী দা'ওয়াত।[২৪]

এ সংজ্ঞায় আল আমরু বিল মারূফ এবং আন্ নাহী আনিল মুনকারের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

- ড. রউফ শালাবী তিনটি সংজ্ঞা দিয়েছেন :

  ক. 'দা'ওয়াত' হলো সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন। যে আন্দোলন মানব সমাজকে কুফরের অবস্থা থেকে ঈমানী অবস্থায় এবং অন্ধকার থেকে আলোতে এবং জীবনে সংকীর্ণতা থেকে পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের প্রশস্ত অবস্থায় রূপান্তরিত করবে।

  খ. এটি কোন সমাজে প্রচলিত ধ্যাণ ধারণার পরিবর্তে নিখুঁত তাওহীদবাদী ধ্যান ধারণা গ্রহণ করার নিমিত্তে ব্যাপক জনমত গঠন করার প্রচেষ্টার নাম।

  গ. 'দা'ওয়াত' হলো কোন সমাজে প্রচলিত জীবনাচার পরিবর্তন করে ইসলামী জীবনাচার গ্রহণ করার জন্য ব্যাপক জনমত গঠনে প্রচেষ্টা চালানোর নাম। যে জীবনাচার আল্লাহর প্রতি ঈমানের উপর এবং নিয়মনীতিগুলো একমাত্র মহানবী সা. প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার উপর।[২৫]

- প্রফেসর বাহী খাওলী বলেন : - هى نقل الامة من محيط الى محيط

  এটা জাতিকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করার নাম। তিনি দা'ওয়াত বলতে একটি পরিবর্তনকে বুঝিয়েছেন।[২৬]

---

২২. দ্র. শায়খ 'আলী মাহফূয, *হিদায়াতুল মুর্শেদীন*, কায়রো : দারুল এতেছাম, ৯ম সংখ্যা, ১৯৭৯, পৃ ৭।

২৩. সূরা আলে ইমরান : ১০৪।

২৪. দ্র. ড. খলীফা হুসাইন আল 'আস্‌সাল, *মাআলিমুদ দা'ওয়াতিল ইসলামিয়াহ ফি আহদিহাল মাক্কী*, কায়রো : দারুত তাবিআতুল মুহাম্মদিয়া, ১খ, ১৯৮৮, পৃ ১৯।

২৫. দ্র. ড. রউফ শালাবী, *সাইকোলূজিয়াতুর রায় ওয়াদ দা'ওয়াহ*, বৈরূত : দারুল উলূম, ১৯৮২, পৃ ৪৯-৫০।

২৬. প্রফেসর আল বাহী আল খাওলী, *তাযকিরাতুত দু'আত*, কায়রো : দারুত তুরাছ, ৮ম সংখ্যা, ১৯৮৭, পৃ ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

- ড. ইসমাইল হাজী ইবরাহীম বলেন :

  The term dawah is generally understood by all levels of society to mean a movement undertaken to invite and call the peoples to religion ... The Din of the way of life.

অপর এক স্থানে তিনি বলেন :

  The Islamic Dawah is a movement of reformation which is in itself complete and comprehensive running in accordance with the injunctions of the Quran and the Sunnah of the prophets (sm).[২৭]

- The Encyclopedia of Islam এ আছে :

  In the religious sense the Dawah is the invitation addressed to men by God and the prophets to believe in the true religion.[২৮]

সুতরাং দা'ওয়াতের সংজ্ঞাসমূহে ক'টি বিষয় লক্ষ্যণীয় :

প্রথমত : কেউ কেউ দা'ওয়াত বলতে বুঝিয়েছেন একটি আন্দোলন (Movement), কেউ তাবসীর বা জ্ঞানদান, কেউ মানুষকে অনুপ্রাণিত বা আকৃষ্ট করা, আবার কেউ বলেছেন সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা। আসলে সবগুলো ধারণাই দা'ওয়াতের অন্তর্ভুক্ত। দা'ওয়াত দিতে হলে বিভিন্ন রকম পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে হবে, তেমনি অনুপ্রাণিত করতে করতে এক গণজোয়ার সৃষ্টি করে ব্যাপক আন্দোলনে রূপ দিতে হবে। প্রচার পদ্ধতির উপর জোর দিতে হবে। এ আন্দোলন অর্থে দা'ওয়াত শব্দটির পারিভাষিক দিক দিয়ে একটা ব্যাপকতর ধারণা দিয়ে থাকে। কারণ সমাজ পরিবর্তনে মানব জীবনের সকল অবস্থা ও কার্যাদিকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : আবার কারো সংজ্ঞায় বিষয়বস্তুর উপর জোর দেয়া হয়েছে। আসলে দা'ওয়াত দু'টি অর্থেই ব্যবহৃত। গোটা ইসলামকেই দা'ওয়াত বলা যায়। তখন তার অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে দা'ওয়াত হল ইসলাম। এদিক দিয়ে দা'ওয়াত অর্থ দ্বীন ইসলাম। আর দা'ওয়াতের আরেকটি অর্থ পদ্ধতিগত প্রচার প্রচারণা। আর দা'ওয়াত একটি আর্ট বা কলা হিসেবে দ্বিতীয় অর্থটি অধিক ব্যবহৃত। সুতরাং ইসলামী দা'ওয়াত হল এ দ্বীনে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করার জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করা তথা ইসলাম প্রচারের প্রচেষ্টা চালানো। সে প্রচেষ্টা বাচনিক হোক যথা বক্তৃতা করা, নসীহত করা বা ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে দা'ওয়াত দেয়া, অথবা কার্যগত হোক। যেমন তা'লীম ও তারবিয়্যাত দা'ঈর চারিত্রিক নমুনা পেশ, পরস্পর আল্লাহ্ ও তার রাসূলের আনুগত্য চর্চা করা, জনগণকে দা'ওয়াতের সমর্থনে সংগঠিত করা এবং দা'ওয়াতের পথে বাধাগুলো অপসারণ করা ইত্যাদি।

---

২৭. Dr. Ismail Haji Ibrahim, Islamic Dawah in Malayasia, Advantages and Challenges, *see Dawah Activities Through out the World : Problem and prospects*, Edited by A.N.M Abdur Rahman, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, October 1986, pp. 202-204.

২৮. *The Encyclopaedia of Islam*, Lyden : E J Brill, 2nd Reprint, Vol 2, 1983, p 168.

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া এ শব্দটিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন : আল আমরু বিল মারূফ ওয়ান নাহী আনিল মুনকার, (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা), ওয়াজ নসীহত (হৃদয় নিংড়ানো বক্তৃতা ও উপদেশ দান), তাবশীর (সুসংবাদ দান), ইনযার (সতর্কীকরণ), ইকামাতে দ্বীন (দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা), ইযহারে দ্বীন (সব ধর্মের উপর দ্বীনে ইসলামকে বিজয়ী করা), তাবলীগে দ্বীন (দ্বীন প্রচার করা), জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ (আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা), হারাকায়ে ইসলামিয়া (ইসলামী আন্দোলন), এসলাহ (সংস্কার আন্দোলন) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, এ শব্দগুলো এককভাবে দা'ওয়াতের পূর্ণ স্বরূপ বহন করে না। তবে এ ধরনের প্রত্যেকটি বিষয় দা'ওয়াতেরই অন্তর্ভুক্ত হিসেবে ধরে নেয়া যায়।

মোটকথা, মহানবী সা.-এর যুগ থেকে ইসলামী দা'ওয়াত বলতে কুর'আন হাদীসের আলোকে সত্য দ্বীন ইসলামের প্রতি আহবান বুঝায়। আর আহবান শব্দটি ব্যাপক। যা সত্য দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে। বর্তমানে বিশেষ করে মিশনারী সায়েন্স-এর মোকাবেলায় এটা একটা শাস্ত্র বা বিজ্ঞানে রূপ লাভ করেছে।

বস্তুত, যে কোন দা'ওয়াতী কার্যক্রমে চারটি উপাদান অবশ্যই থাকা বাঞ্ছনীয়। সেগুলো হলো :

ক. দা'ঈ তথা দা'ওয়াত দানকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি কর্তৃক উদ্যোগ, যিনি বা যাদের মাধ্যমে দা'ওয়াতী কাজ সম্পাদন করা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে সুবিজ্ঞ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

খ. বিষয়বস্তু বা যে বিষয়ে দা'ওয়াত দেয়া হবে।

গ. পদ্ধতি বা যে পন্থায় দা'ওয়াত দিতে হবে, যাতে পরিকল্পনা, উপস্থাপন কৌশলাদি ও যথাযথ মাধ্যম অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ঘ. মাদ'উ তথা আহুত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, যাদেরকে দা'ওয়াত দেয়া হবে।

এর যে কোন একটি উপাদান বাদ দেয়া হলে দা'ওয়াতী কার্যক্রম সংগঠিত হবে না। যদিও কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি বিষয়বস্তু লক্ষ্য করে কারো দা'ওয়াত ছাড়াই সেটা মেনে নিতে পারে। সরাসরি কোন দা'ঈ নাও থাকতে পারে, কোন পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন নাও হতে পারে। তবে সেই ব্যক্তিটি যার মাধ্যমে বা উপলক্ষ্যে সেই বিষয়বস্তু অবগত হল, সেটাই দা'ঈর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ধরে নেয়া যায়। অন্য দিকে স্বয়ং বিষয়বস্তুকে দা'ঈ বলা যায়। যেমন ইসলাম। এর অনেক শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়েও অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এভাবে ব্যতিক্রম থাকতে পারে। তবে সাধারণ নিয়ম বা ব্যবস্থাগত দিক বিবেচনা করলে উপরোক্ত চারটি উপাদান অবশ্যই থাকতে হবে। যে সংজ্ঞায় উপরোক্ত উপাদানগুলো বিদ্যমান থাকে, তাকেই একটি গ্রহণযোগ্য, পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য সংজ্ঞা বলা যাবে।

এ দৃষ্টিকোণ নিয়ে পূর্বোল্লিখিত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ড. আহমদ গালুশ দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও তার মাধ্যম (যেমন কার্যগত ও বাচনিক হওয়া) এর উপর জোর দিয়েছেন। এ সংজ্ঞায় দা'ঈ ও মাদ'উর কথা আসে নি। এমনিভাবে ড. আস্‌সাল স্বীয় সংজ্ঞায় সুঅভিজ্ঞ দা'ঈ, দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু, (ইসলামের অনুসৃত জীবন চলার পথ), মাদ'উর বা মানব সমাজের কল্যাণ অকল্যাণ তথা ফলাফলের উপর জোর দিয়েছে। আর পদ্ধতির আলোচনায় শুধু উৎসাহিত করার প্রতি ইশারা করেছেন। এতে পদ্ধতির ধরণ সীমিত ও অস্পষ্ট বলে মনে হয় এমনিভাবে শায়খ বাহী খাওলী

Dhaka University Institutional Repository

উম্মাহ্ বলে অস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। কারণ সেটা কি মুসলিম উম্মাহ্ না উম্মতে মুহাম্মদী তথা গোটা মানব সমাজ, তা স্পষ্ট নয়। তবে হ্যাঁ, শায়খ বাহী খাওলীর তুলনায় ড. শালাবা দা'ওয়াতকে আরো স্পষ্টভাবে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের কথা বললেও উভয়ের সংজ্ঞায় মাদ'উ, দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য ও ফলাফলের উপর জোর দেয়া হয়। অর্থাৎ দা'ওয়াত দিলে সমাজে একটা পরিবর্তন আসবে। তাই এটা সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন। কিন্তু এ আন্দোলন কার মাধ্যমে এবং কি পদ্ধতিতে তা ফুটে উঠে নি। যদিও ড. শালাবীর বক্তব্যে কাজের ধরনের উপর কিছুটা আলোকপাত করা হয়। আর তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলা করা।

তাই ইসলামী দা'ওয়াতের মোটামুটি একটি সংজ্ঞা এভাবে দেয়া যায় যে, 'যে দা'ওয়াত কার্যক্রমে সুঅভিজ্ঞ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি কর্তৃক গৃহীত বিজ্ঞানসম্মত ও শিল্পসঞ্জাত উপায়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দিকে মানব সমাজকে আকৃষ্ট করা, মেনে নেয়া এবং বাস্তব জীবনে তা চর্চার ব্যবস্থা করে দেয়ার পদ্ধতিগত ও ইসলামী শরী'আত সম্মত সকল প্রচেষ্টা ও কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে তা-ই ইসলামী দা'ওয়াত।'

এ সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে উপরোক্ত চারটি উপাদানসহ ইসলামী দা'ওয়াতে মূলনীতির প্রভাবও প্রতিফলিত হয়েছে কারণ এটিতে :

প্রথমত : সুবিজ্ঞ দা'ঈ বলে দা'ওয়াতী বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিজ্ঞতাসহ দা'ওয়াতী কাজে কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা থাকার প্রতি ইশারা করা হয়। কেননা শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান নয় বরং বাস্তবে দেখে শুনে কাজ করে তথা অভিজ্ঞতা নিয়ে দা'ওয়াতী মিশনে অংশগ্রহণ করা ইসলামী দা'ওয়াতের মূলনীতি। কারণ আল কুরআনে এসেছে : - قل هذه سبيلى ادعوا الى الله على بصيرة انا و من اتبعنى

> বলুন, এটাই আমার পথ যে, আমি আমার অভিজ্ঞতার উপর আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দিই। আর আমার যারা অনুসরণ করে তারাও তাই।[২৯]

দ্বিতীয়ত : দা'ওয়াত কার্যক্রম হতে হবে হিকমত তথা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে। যেখানে আল্লাহ পাক নির্দেশ করেছেন : - ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

> আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দাও হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।[৩০]

তাই অজ্ঞতা, মূর্খতা বা আহম্মকী প্রদর্শনমূলক পন্থায় দা'ওয়াত দেয়া যাবে না।

তৃতীয়ত : অনেকের সংজ্ঞায় পদ্ধতির আলোচনায় শুধু প্রচারের কাজের কথা উল্লেখ করা হয়। হ্যাঁ, প্রচার করা দা'ওয়াতের প্রথম পর্যায়। কিন্তু এর সাথে যারা দা'ওয়াত গ্রহণ করল তাদের বাস্তব জীবনে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার চর্চা ও অন্যদের দা'ওয়াত দেয়ার প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করাও দা'ওয়াতের অন্তর্ভুক্ত। তাই ঐ সংজ্ঞায় সবক'টি পর্যায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

চতুর্থত : ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি অবশ্যই ইসলামী মূল্যবোধ ও শরী'আহ সম্মত হতে হবে। যেমন ধোঁকাবাজি, বেহায়াপনা, জুলুম অত্যাচার ইত্যাদি কৌশল নির্ভর পদ্ধতি অবলম্বন করা ইসলামী শরী'আতে নিষিদ্ধ। তা ইসলামী দা'ওয়াত কার্যক্রমে প্রয়োগ করা যাবে না।

---

২৯. সূরা ইউসুফ : ১০৮।

৩০. সূরা নাহল : ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

দা'ওয়াতের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দা'ওয়াতের শ্রেণীবিন্যাস করা যায়।

টার্গেট কৃত ব্যক্তিবর্গের দিক থেকে

দা'ওয়াত প্রথমত এর টার্গেটকৃত ব্যক্তিবর্গের দিক দিয়ে দু'প্রকার :

ক. খুসূসী দা'ওয়াত : নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষকে দা'ওয়াত, যাকে আদ-দা'ওয়াতুল খুসূসিয়া (الدعوة الخصوصية) কিংবা আদ-দা'ওয়াতুল ফারদিয়া (الدعوة الفردية) বলা যায়। এ দা'ওয়াত সাধারণত নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে টার্গেট করে দেয়া হয়। পরস্পরে কথোপকথন, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে দা'ওয়াত। এতে গোটা জনগোষ্ঠীকে সম্বোধন করতে হয় না। অনেক সময় এটা কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই হয়। যেমন, হঠাৎ সাক্ষাতে, কথাবার্তায়, বৈঠক বা ভ্রমণ করতে গিয়ে কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনার সময় ব্যক্তিগতভাবে এর সুযোগ আসে।

খ. 'উমুমী দা'ওয়াত : অর্থাৎ সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত দা'ওয়াত বা আদ-দা'ওয়াতুল আম্মা (الدعوة العامة)। ওয়াজ নসীহত, বক্তৃতা, লেখালেখি, রেডিও, টিভি ইত্যাদির মাধ্যমে দা'ওয়াত দেয়া।

এতদুভয় প্রকারের মাঝে আম দা'ওয়াতের মাধ্যমে দা'ওয়াতী বিষয়ের প্রসার বেশী হলেও ব্যক্তি বিশেষকে দা'ওয়াত প্রদানই বেশী ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিরাও এ ধরনের দা'ওয়াতী কাজ করতে সক্ষম।

দা'ঈর উদ্যোগগত দিক থেকে

উপরোক্ত শ্রেণীদ্বয়ের আলোকে দা'ওয়াতের উদ্যোগগত দিক থেকে তথা দা'ঈর দিক দিয়েও এটা দু'প্রকার। যেমন :

ক. ব্যক্তিগত দা'ওয়াত (الدعوة الشخصية)।

খ. সমষ্টিগত বা সাংগঠনিক দা'ওয়াত (الدعوة الجامعية)।

ক. ব্যক্তিগত দা'ওয়াত : এ দা'ওয়াত কোন ব্যক্তির উদ্যোগে হয়ে থাকে। তার নিজস্ব চেষ্টা, পরিকল্পনা ও কর্মতৎপরতায় সম্পাদিত হয়, এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও সহজলভ্য। আল্লাহর দ্বীন প্রচারে কোন ব্যক্তি বিশেষের সকল কর্ম তৎপরতা এর আওতাভুক্ত। সেটা অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষকে উদ্দেশ্য করেই হোক বা ব্যক্তি সমষ্টিকে উদ্দেশ্য করেই হোক না কেন। দা'ওয়াতী চেতনার এ ব্যাপকতা ইসলামী সমাজের দায়িত্ব ও জবাবদিহীর ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। মহানবী (স) বলেছেন:

> প্রত্যেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[৩১]

---

৩১. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল জুম'আ, বাবুল জুম'আ ফিল কুরা ওয়াল মুদুন, ২খ, পৃ ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারে সামর্থ ও সুযোগ অনুসারে সকলেই কিছু না কিছু দায়িত্ব ব্যক্তিগত উদ্যোগে হলেও পালন করতে হবে। আর এ ধরনের দা'ওয়াতের মাধ্যমেই যুগে যুগে ইসলাম প্রচারকগণ, পীর-মাশায়েখ ও আওলিয়া কিরামের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার হয়েছে বেশী।

খ. **সমষ্টিগত বা সাংগঠনিক দা'ওয়াত :** এর অর্থ হলো কোন সংস্থা সমিতি বা সংগঠন কর্তৃক আল্লাহর রাস্তায় দা'ওয়াত দেয়া। কোন সংস্থা বা সংগঠন নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য, পরিকল্পনা বিবিধ কর্মসূচীর মাধ্যমে কাজ করা। সে সকল কর্মসূচী সাধারণ জনগণকে উদ্দিষ্ট করেও হতে পারে যেমন জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন রাবেতাতুল 'আলামিল ইসলামী ইত্যাদি অথবা কোন ব্যক্তি বিশেষ বা কোন শ্রেণী বিশেষকে উদ্দেশ্য করেও হতে পারে যেমন শ্রমিক সংস্থা বা সংগঠন, শিক্ষক সমিতি, বণিক সমিতি ইত্যাদি।

সমষ্টিগত দা'ওয়াতের প্রয়োজনীয়তা ও তার কারণসমূহ

উল্লেখ্য যে, মানব সমাজে এ ধরনের দা'ওয়াতী কর্মতৎপরতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আর তা বিভিন্ন কারণে।

১. বাতিল তথা ইসলামবিরোধী শক্তির দৌরাত্ম ও ফেতনা ফাসাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাথে সাথে তাদের মাঝে পরস্পরে সহযোগী হওয়ার মনোবৃত্তি আরো জোরদার হয়েছে।
২. দা'ওয়াতকৃত জনতার মাঝে বিভিন্ন এবং রকমারি বিরোধী কাজের উপস্থিতি। যা শুধু ব্যক্তিগত উদ্যোগে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।
৩. ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিকল্পনা বৃহৎ এবং তাদের অপকর্ম সাংগঠনিক কর্মতৎপরতায় নিয়ন্ত্রিত।
৪. দা'ওয়াতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পর্যালোচনা গবেষণা এবং দা'ঈদেরকে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। তাই সম্মিলিত উদ্যোগ তথা সাংগঠনিক শক্তির প্রয়োজন রয়েছে।
৫. মুসলমানদের সময়ের মাঝে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে সমষ্টিগত দা'ওয়াতের মাধ্যমে।
৬. বিভিন্ন রকম ফেতনা, আগ্রাসন এবং দুঃখ-কষ্টে তথা নিপীড়ন নির্যাতনের মুখে টিকে থাকার জন্য সমষ্টিগত দা'ওয়াতের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
৭. এতে বিরোধী শক্তির মাঝে যেমন ভীতি বিরাজ করে তেমনি এ ধরনের দা'ওয়াতে দা'ঈদের নিরাপত্তা আরো নিশ্চিত হয়।
৮. শৃঙ্খলা বোধ সৃষ্টি হয় এবং পরিকল্পনা ও কর্মসূচীগুলো দ্রুত কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

সংগঠিত দা'ওয়াত সম্পর্কে বিধান

কোন সংস্থায় একত্রিত হয়ে বা সংগঠিত হয়ে দা'ওয়াতের ব্যাপারে আল কুরআন ও সুন্নাহ-য় বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। যথা :

আল কুর'আনের দলীল : দলবদ্ধ হয়ে দা'ওয়াতী কাজ করার জন্য বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে :

Dhaka University Institutional Repository

১. আল্লাহ পাক বলেন :

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر -

তোমাদের মাঝে এমন এক দল হোক যারা কল্যাণকর কাজের দিকে আহবান করবে, সৎকার্যের আদেশ এবং অসৎকার্যে নিষেধ করবে।[৩২]

এখানেই امة (উম্মাহ) শব্দটি ব্যবহার করা হয়- যার অর্থ দল।

২. আল্লাহর বাণী :

كنتم خير امة احرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله -

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকর্মের আদেশ দিবে এবং অসৎকার্যে নিষেধ করবে ও আল্লাহর উপর বিশ্বাস করবে।[৩৩]

৩. আল্লাহর বাণী :

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون -

তাদের (মুমিনদের) প্রত্যেক দলের এক অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের জাতিকে সতর্ক করতে পারে যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়।[৩৪]

৪. কুর'আনুল কারীমে অন্যত্র এসেছে :

قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون -

আল্লাহ বলেন : (হে মূসা) আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করবো, ফলে তারা তোমাদের নিকট পৌঁছতে পারবে না। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে এদের উপর প্রবল হবে।[৩৫]

এখানে ভাইয়ের দ্বারা বাহু শক্তিশালী করা এবং অনুসারীসহ সকলে বিজয়ী হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে সাংগঠনিক শক্তির কথাই বলা হয়েছে।

৫. আল্লাহর বাণী : - وتعاونوا على البر والتقوى -

তোমরা নেক কাজ এবং তাকওয়ার বিষয়ে পরস্পরে সহযোগিতা কর।[৩৬]

এখানে পরস্পরে সহযোগী হওয়া তথা সংঘবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৬. আল্লাহ পাক আরো বলেন : - واعتصموا بحبل الله -

তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (ইসলাম) আঁকড়ে ধর।[৩৭]

---

৩২. সূরা আলে ইমরান : ১০৪।

৩৩. সূরা আলে ইমরান : ১১০।

৩৪. সূরা তাওবা : ১২২।

৩৫. সূরা কাসাস : ৩৫।

৩৬. সূরা মায়িদা : ২।

৩৭. সূরা আল ইমরান : ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর বাণী

১. জামা'আতবদ্ধ হওয়া তোমাদের উপর ওয়াজিব এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে দূরে থাকা দরকার।[৩৮]

২. যে জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে জাহিলিয়াতের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল।[৩৯] অতএব জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাকে ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার শামিল করা হয়েছে।

৩. জামা'আতবদ্ধ লোকদের সাথে আল্লাহর শক্তি ও সাহায্য বিরাজ করে।[৪০]

৪. যে ব্যক্তি জান্নাতের আনন্দ উপভোগ করতে চায় সে যেন সংগঠনকে আঁকড়ে ধরে।[৪১]

হযরত ওমর রা. বলেছেন : জামা'আতবদ্ধতা ব্যতীত ইসলাম নেই।[৪২]

সুতরাং জামা'আতবদ্ধতা বা সংগঠিত হওয়া ব্যতীত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যায় না। খলীফাতুল মুসলিমীন ওমর রা.-এর ভাষায় সত্যিই তাই। ইসলামের উপর টিকে থাকতে হলে ইসলামকে বিজয়ী করতে হলে ইসলামী দা'ওয়াতকে বিশ্বময় তুলে ধরতে হলে সম্মিলিত উদ্যোগের অতীব প্রয়োজন।

স্থান ও ক্ষেত্রের দিক থেকে

স্থান ও ক্ষেত্র ভেদে দা'ওয়াতকে বিভাজন করা দুষ্কর। কারণ তখন তা বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে যাবে। তবে এ দিক থেকে মোটামুটি ক'টি প্রধান ও বহুল প্রচলিত ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

ক. আত্মউন্নয়নমূলক দা'ওয়াত : যিনি দা'ওয়াত দেবেন তথা যিনি দা'ঈ তার নিজের পরিশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নে প্রচেষ্টা করা। বিজ্ঞোচিত দাও'আতের এটা প্রথম শর্ত বটে। এর দ্বারা দা'ঈর আত্মবিশ্বাস ও সমাজে তার সম্পর্কে আস্থা সৃষ্টিসহ তার যোগ্যতা বৃদ্ধি হয়। মহানবী সা.-এর দা'ওয়াতের সূচনাপর্বে প্রস্তুতিকে এ পর্যায়ের দা'ওয়াত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মুমিনগণকে আল কুর'আনে এ ধরনের দা'ওয়াতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ করা হয়েছে :

يايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا -

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা কর।[৪৩]

খ. পারিবারিক দা'ওয়াত : নিজ পরিবারের সদস্য যেমন মাতাপিতা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, অধীনস্ত পোষ্য বা চাকরদের মাঝে পারিবারিক প্রভাব ও সম্পর্কের সূত্রে দা'ওয়াতী কাজকে পারিবারিক দা'ওয়াত বলা হয়। এটা খুবই ফলপ্রসূ হয় এবং বাইরের প্রভাবমুক্ত থেকে দাও'আতে

---

৩৮. আবু 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত্ তিরমিযী, *সুনান তিরমিযী*, কিতাবুল ফিতান, বাব ফী লুযুমিল জামা'আহ, ৪খ, পৃ ৪৬৬।

৩৯. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম শরীফ* (নওবীর শরাহসহ), কিতাবুল ইমারা, বাবু ওজুবি মুলাযিমাতি জামা'আতিল মুসলিমীন, ইস্তাম্বুল : আল মাকতাবুল ইসলামী, ১২খ, পৃ ২৩৮।

৪০. *সুনান তিরমিযী*, প্রাগুক্ত।

৪১. প্রাগুক্ত।

৪২. 'আবু মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদুর রহমান আদ্ দারিমী, *সুনান দারেমী*, ১খ, পৃ ৭৯, (হযরত তামীম আদ দারী থেকে বর্ণিত)।

৪৩. সূরা তাহরীম : ৬।

Dhaka University Institutional Repository

স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে থাকে। দা'ঈ সে পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণে সদস্যগণ পরম আস্থা রাখে। দা'ঈর কথাবার্তা, আবেগ অনুভূতি দ্রুত বুঝতে পারে। ইসলামী দাও'য়াতে পারিবারিক দা'ওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী দা'ঈগণও এ মর্মে আদিষ্ট যেমন পূর্বোল্লিখিত আয়াত থেকে জানা গেছে। নবী আ.গণও পারিবারিক দা'ওয়াতী কাজ করতেন। যেমন হযরত ইসমাঈল আ. সম্পর্কে আল কুর'আনে এসেছে : - وكان يأمر اهله بالصلوة والزكوة وكان عند ربه مرضيا

তিনি তার পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তার পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয়।[৪৪]

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.কেও এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল :

وأمر اهلك بالصلوة واصطبر عليها -

আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দিন, আর আপনিও এর উপর অবিচল থাকুন।[৪৫]

পারিবারিক সূত্রে আত্মীয় স্বজনও এ দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত। মহানবী সা.কেও আদেশ দেয়া হয়েছিল :

আপনার নিকট আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করুন।[৪৬]

গ. আঞ্চলিক বা গোত্রীয় দা'ওয়াত : দা'ঈ যে অঞ্চলে বসবাস করেন শুধু সে অঞ্চলের মানুষের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করাকে আঞ্চলিক দা'ওয়াত বলা হয়। যেমন হযরত মূসা আ. তাঁর যুগে ফির'আউনের নিষ্পেষণ থেকে বনী ইসরা'ঈলের মুক্তির জন্য কাজ করেছেন। মহানবী সা.-এর পূর্বে সকল নবীগণই গোত্রীয় ও আঞ্চলিক দা'ওয়াতের কাজ করেছেন।

ঘ. আন্তর্জাতিক দা'ওয়াত : বিশ্বময় তথা দেশে দেশে ঘুরে দা'ওয়াতী কাজ করাকে আন্তর্জাতিক দা'ওয়াত বলা হয়। ইসলাম সারা বিশ্বের মানুষের জন্য, তাই তার দা'ঈগণও আন্তর্জাতিকভাবে দা'ওয়াতী পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে পারেন। বর্তমান বিশ্বায়ন (Globalization) যুগে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও আকাশ পথের বৈচিত্রময় যোগাযোগ যেমন উড়োজাহাজ, স্যাটেলাইট টিভি ও ইন্টারনেট (Internet) ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক দা'ওয়াতী কাজকে আরো সহজ করে দিয়েছে। অবশ্য স্যাটেলাইট ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্ব দা'ওয়াত পূর্বে বর্ণিত উন্মুক্ত দা'ওয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

---

৪৪. সূরা মারইয়াম : ৫৫।
৪৫. সূরা ত্বাহা : ১৩২।
৪৬. সূরা শুআরা : ২১৪।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : দুই

ইসলামী দা'ওয়াত : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইসলামের দু'টি পর্যায়

ইসলাম হল আল্লাহ প্রদত্ত নিয়মনীতির আনুগত্য। এ আনুগত্য দু'টি পর্যায়ে ধরা হয়। যেমন :

এক. প্রকৃতিগত বা স্বভাবগত ইসলাম : যা থেকে কোন সৃষ্টিই মুক্ত নয়। সকলই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে চলছে। এমন কি মানুষও তার প্রকৃতিগত নিয়মের অধীন। সে ইচ্ছা করলে চোখ দ্বারা শুনতে পারে না। কান দ্বারা দেখতে পারে না। প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক একটা নিয়মের অধীনে। তাছাড়া ফিরিশতাসহ অন্যান্য সৃষ্টিজগত আল্লাহর দেয়া নির্দেশ স্বভাবত পালন করে যাচ্ছে। তারা এর বিরোধিতা করে না। এ ধরনের ইসলাম সম্পর্কে আল কুর'আনে বলা হয় :

وله اسلم من فى السموت والارض طوعا وكرها -

আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।[১]

এ ধরনের ইসলামের উৎপত্তি সৃষ্টিজগতের সাথে সাথে। আল্লাহ তা'আলা এগুলো সৃষ্টি করেই যখন তাঁর আনুগত্যের আহবান জানিয়েছেন তথা দা'ওয়াত দিয়েছেন, সাথে সাথে তারা আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। এর জন্য অন্য কোন দা'ঈ নিয়োগের প্রয়োজন পড়ে নি বা মানব সমাজের দা'ঈগণ সে ব্যাপারে দা'ওয়াত দেন না যে, তোমরা শুধু কান দ্বারা শোন, তা দ্বারা দেখার চেষ্টা করো না বা তোমরা মুখ দ্বারা খাও ইত্যাদি। কারণ এগুলো প্রাকৃতিক নিয়মে চলবে।

দুই. এখতিয়ারভুক্ত স্বাধীন ইচ্ছানির্ভর ইসলাম : যা জ্বীন ও মানবজাতিকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দিয়েছেন। যেমন তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়, প্রার্থনা, সাহায্য চাওয়া, জীবন চলার পথে বিধান মেনে চলা। এ ধরনের বিষয়ে জ্বীন ও মানবজাতিকে তাদের ইচ্ছাধীন করে দিয়েছেন। তারা ইচ্ছা করলে মানতেও পারে আবার নাও মানতে পারে। এ স্বাধীনতা তাদের জন্য জীবন মৃত্যুর প্রক্রিয়াধীনে এক নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে চালু করা হয়। যেন এ সময়সীমার মধ্যেই ঐ সব বিষয়ে তাদের পরীক্ষা করতে পারেন।

الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا -

যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- তোমাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।[২]

এ পরিক্রমায় দেখা যায়, মানবজাতির পূর্বেই এ ধরায় জ্বীন জাতির আগমন ঘটানো হয়েছিল। তাদের হিদায়াতের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। তাই তাদের মাঝে সে সময়েই ইসলামী দা'ওয়াতের উৎপত্তি ঘটে। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে ঐ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। গোটা সৃষ্টিজগতকে তাদের অনুগত করে দেন। প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য কোটি কোটি তথা অসংখ্য নিয়ামত তাদেরকে দান করেন– শুকরিয়া, প্রার্থনা, আনুগত্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরীক্ষা করার জন্য। যেন তাঁর সৃষ্টিকর্মের পরিপূর্ণ বিধান

---

১. সূরা আলে ইমরান : ৮৩।

২. সূরা মুলক : ২।

Dhaka University Institutional Repository

করা যায়। এটাই খিলাফাতের মর্মার্থ। আল কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলার সে ইচ্ছার কথা ব্যক্ত হয়েছে এভাবে :

واذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى اعلم مالا تعلمون -

আর তোমার পালনতর্কা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে, যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা প্রতিনিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি এবং তোমার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি যা তোমরা জানো না।[৩]

ইসলামী দা'ওয়াতের উৎপত্তি আদম আ. থেকে

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে প্রথম মানব আদম আ.কে সৃষ্টি করে সবকিছুর বৈশিষ্ট্য গুণাগুণ ও কার্যাবলী তথা সর্বময় পরিচয় জ্ঞান তাকে প্রদান করে তাঁকে জীবনবিধান বা হুদা (هدى) দেয়া হলো। যাতে ছিল আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন তথা ইসলামের বিধানবলী। কারণ ইসলামই একমাত্র এমন ধর্ম যা আল্লাহর কাছে অনুমোদনপ্রাপ্ত ও মনোনীত। আল্লাহ তা'আলা বলেন : - إن الدين عند الله الإسلام

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনীত জীবনব্যবস্থাই হলো ইসলাম।[৪]

এ পৃথিবীতে তাকে পাঠানোর সাথে সাথে সুনির্দিষ্টভাবে সে 'হুদা' স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো। ইরশাদ করা হয়েছে :

قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون -

আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হিদায়াত পৌছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হিদায়াত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোন কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্ত্রস্ত হবে।[৫]

আদম আ. এ ধরায় এসে আল্লাহর দেয়া দিক নির্দেশনার আলোকে কাজ করতে লাগলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আরো প্রয়োজনীয় বিষয় সময়ে সময়ে অবহিত করেন। তাই আদম আ. যেমনি প্রথম মানব তেমনি প্রথম নবী। এভাবে যখন তার সন্তান সন্ততি হতে লাগল, তখন আল্লাহর আদেশে সে সব নির্দেশনাসমূহ তাদের তিনি অবহিত করেন। আল্লাহর পয়গাম বা রিসালাত হযরত আদম স্বীয় সন্তানদেরকে অবহিত করেন। তারা আল্লাহর 'ইবাদত প্রক্রিয়া, তাক্ওয়া ও পৃথিবী আবাদ করে সভ্যতা গড়ার নিয়ম কানুন পদ্ধতি জেনে গেল এবং এর উপর আমল করতে লাগল। এভাবে প্রত্যাদেশ অবহিত করা এবং প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অন্যকে অবহিত করণের মাধ্যমে ইসলামী দা'ওয়াতের উৎপত্তি ঘটে। তবে আল্লাহ তা'আলার আহবান সরাসরি নয়; বরং তাদের মধ্য থেকে মনোনীত প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমে তথা দা'ঈ নিয়োগের মাধ্যমে।

অতএব বলা যায়, মানব সভ্যতার উন্মেষের সাথে সাথে মানব সমাজে ইসলামী দা'ওয়াতের কাজ শুরু হয় তথা এর উৎপত্তি ঘটে। যার মাধ্যমে মানব সমাজের ইচ্ছা শক্তিকে যুগে যুগে আল্লাহর দেয়া বিধি বিধানের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা অব্যাহত থাকে। আর তা মানুষের কল্যাণের জন্যই। আল্লাহর কল্যাণের জন্য নয়। আল্লাহ কারো প্রতি মুখাপেক্ষী নন। তবে তাঁর সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গতায় তাঁর এ বিশেষ ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন সৃষ্টি মানুষকে পরীক্ষা করে সে প্রাকৃতিক ও যৌক্তিক নিয়মে চাহিদা অনুসারেই নেককার আনুগত্যকারীকে পুরস্কার, আর বদকার খোদাদ্রোহীদেরকে তিরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। যাকে কেন্দ্র করে যুগে যুগে ইসলামী দা'ওয়াহ কার্যক্রমের উদ্ভব ঘটেছে এবং তা যুগ যুগান্তরে চলে আসছে।

---

৩. সূরা বাকারা : ৩০।

৪. সূরা আল ইমরান : ১৯।

৫. সূরা বাকারা : ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী দা'ওয়াতের বিকাশধারা

ইসলামী দা'ওয়াহ্ মৌলিকভাবে দু'টি ধারায় বিকাশ লাভ করেছে, যা একটি হাদীসেও উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী মুহাম্মদ সা. বলেছেন :

كانت قوم اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وانه لا نبى بعدى وتكون خلفاء -

বনী ইসরাঈলদের নেতৃত্ব দিতেন আল্লাহর নবীগণ, যখন কোন নবী ইন্তিকাল করতেন তখন অন্য নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী হবে না। হবে শুধু খলীফা।[৬]

ইসলামী দা'ওয়াতের নবুওয়তী ধারা

হযরত আদম থেকে নিয়ে যুগে যুগে অসংখ্য নবী রাসূল এসেছেন। যথা হযরত নূহ, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, লূত, ইয়াকুব, ইউসুফ, মূসা, দাউদ, সুলায়মান, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, 'ঈসা আলাইহিস সালাম ও শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সা.। প্রত্যেকেই ইসলামী দা'ওয়াহ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। দ্বীনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ইরশাদ হয়েছে :

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه -

তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন যার আদেশ দিয়েছেন নূহকে। (হে নবী) যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও 'ঈসা আ.কে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতপার্থক্য সৃষ্টি করো না।[৭]

তাই অন্যান্য বিষয়ের মত ইসলামী দা'ওয়াহ্ বিষয়ে ক্রমবিকাশ নীতিমালা পূর্ণাঙ্গরূপে কার্যকর নয়। কারণ ইসলামী দা'ওয়াতের মৌলিক দিকে কোন ক্রমবিকাশ নেই। যেমন তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে ধারণা প্রথমে যা ছিল প্রতি যুগেও তাই। সকলেরই দা'ওয়াত ছিল তাওহীদী জীবন ব্যবস্থা ইসলামের দিকে। আল কুর'আনে বলা হয়েছে :

وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا انا فاعبدون -

আপনার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই 'ইবাদত কর।[৮]

এ আয়াতে সকল যুগে তাওহীদী দা'ওয়াতের ঐক্যতান ফুটে উঠেছে। তবে দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যমের ব্যবহার, কোন দিকের চেয়ে অন্য দিকের উপর বেশী গুরুত্ব দান এবং রিসালাতের পরিধি, শরী'অতের শাখা প্রশাখার কিছু নীতিমালা ইত্যাদি যুগ ও প্রেক্ষাপটের আলোকে পরিবর্তন ও ক্রমব্যপ্তি ঘটেছে।

মুহাম্মদ সা.-এর পূর্বকালীন নবুওয়তী ধারা

প্রথম নবী হযরত আদম আ.-এর যুগে শিরক ছিলো না, দ্বীনের বিষয়ে তর্ক বিতর্ক ছিলো না, দা'ওয়াত পারিবারিক গণ্ডিতে সীমিত ছিল। কিন্তু হযরত নূহ আ.-এর সময়ে শিরক ও তর্ক বিতর্ক দেখা দেয়। তাই তিনি শিরকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, সকল কথায় তাওহীদের উপর বেশী জোর দেন, উত্তম পন্থায় তর্ক বিতর্ক করেন, প্রকাশ্যে ও গোপনে দিবারাত্র দা'ওয়াত দেন। কিন্তু তাঁর কওম দা'ওয়াত কবুল না করার কারণে প্রলয়ংকরী তুফানে তারা ধ্বংস হয়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী নূহ আ.কে একটি নৌকা তৈরী করে নিজ অনুসারীদেরকে তাতে তুলে নেন, ফলে তারা খোদার গযব থেকে রক্ষা পায়।

অতঃপর হযরত হুদ আ. এসে স্বীয় জাতি তথা কওমে 'আদকে একই পন্থায় দা'ওয়াত দেন। শিরকের বাতুলতা প্রমাণে জোরালো বক্তব্য প্রদান করেন। তারপর আসেন হযরত সালেহ আ. কওমে সামূদে।

---

৬. *বুখারী শরীফ*।

৭. সূরা শূরা : ১৩।

৮. সূরা আম্বিয়া : ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর কওমের চাহিদা অনুসারে আল্লাহ তা'আলা প্রথম বারের মত দৃশ্যমান অলৌকিক নিদর্শন হিসেবে এক অলৌকিক উষ্ট্রী প্রদান করেন।

অতঃপর হযরত ইবরাহীম আ. মূর্তিপূজার অসারতা প্রমাণ করেন শক্তিশালী যুক্তি ও মূর্তিভাঙ্গার মাধ্যমে। তাছাড়া, তিনি সমসাময়িক নমরূদ নামে এমন এক পরাক্রমশালী সম্রাটের মোকাবেলা করেন যে নিজেকে খোদা বলে জাহির করছিল। এর পর তাঁর কওম বাতিলের উপর অনড় থাকার প্রেক্ষাপটে হযরত ইবরাহীম আ. হিজরত করেন। এটাও ছিল প্রথম হিজরত। তিনি স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্র লূত (যিনি পরবর্তীকালে নবুওয়ত পান) কে নিয়ে সিরিয়া ও মিসরীয় অঞ্চলে হিজরত করে দা'ওয়াতী কাজ করেন।

হযরত লূত নবুওয়ত লাভ করার পর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সাদুমে প্রেরণ করেন। যারা শিরকের পাশাপাশি নারী জাতির পরিবর্তে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম ভঙ্গ করে পুরুষগামীতার ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। হযরত লূত আ. তাদেরকে বুঝাবার অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা না বুঝে তাঁকেই তাদের জনপদ থেকে বের করে দিতে উদ্যত হয়। অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দেন এবং লূত আ.কে স্বপরিবারে রক্ষা করেন একমাত্র তাঁর স্ত্রী ব্যতীত। যে ছিল পাপাচারীদেরই সহায়িকা।

এ দিকে হযরত ইবরাহীম আ. স্বীয় জেষ্ঠ্য পুত্র ইসমা'ঈলকে দিয়ে আদি ভূমি মক্কা পুনরাবাদ করেন এবং ইসমা'ঈল আ.-এর বংশধর ও তাঁর আশে পাশে সমবেত 'আরবীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে দা'ওয়াতী ধারা প্রবাহিত রাখেন। আল্লাহ তা'আলা সে ইসমাঈল আ.কেও নবুওয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন।

এমনিভাবে ইবরাহীম আ.-এর কনিষ্ঠ পুত্র ইসহাক আ. এবং তাঁর নাতি ইয়াকুব তথা ইসরাঈল আ.কে আল্লাহ তা'আলা নবুয়ত দেন। তাঁরাও তাঁদের সন্তানদের দ্বারা সিরীয় অঞ্চলে দা'ওয়াতী কাজ অব্যাহত থাকে।

ইয়াকুব আ.-এর পুত্র ইউসুফ আ. স্বীয় ভাইদের ষড়যন্ত্রের মুখে ক্রীতদাস হিসেবে মিসরে গেলে দাস হিসেবে নয়; বরং স্বাধীনতা ও সম্মানের সাথেই আল্লাহ তাঁকে মিসরের প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানেই থাকার ব্যবস্থা করে দেন। সেখানে আল্লাহ তাঁকে নবুয়ত দান করেন এবং সে জেলখানাতেই তিনি কয়েদীদের মধ্যে দা'ওয়াতী কাজের সূচনা করেন স্বপ্ন ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে। অতঃপর আল্লাহ প্রদত্ত ঐশী জ্ঞানে মিসরীয় রাজার এক স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে জেল থেকে মুক্ত হয়ে রাজদরবারে নীত হন। স্বপ্নটি ছিল মিসরের এক ভয়াবহ দূর্যোগকে কেন্দ্র করে। তা মোকাবেলায় তিনি সেই ঐশী জ্ঞানে এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। রাজা খুশী হয়ে মিসরীয় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ইউসুফ আ.-এর হাতে ছেড়ে দেন। মিসরীয় কর্তৃত্ব পেয়ে মিসরবাসীকে প্রাকৃতিক মহামারী থেকে রক্ষা করে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন। ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং তিনিই তার ভাইদের সন্তান-সন্ততিসহ মিসরে আনয়ন করে বসবাসের সুযোগ দেন।

পরবর্তীতে এ বনী ইসরাঈল মিসরীয় অন্য রাজা তথা ফিরআউনীদের নির্যাতনের শিকার হয়। তাদের উদ্ধারে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আ.কে প্রেরণ করেন। তিনি স্বীয় ভাই ও দা'ওয়াতী সহযাত্রী নবী হারুন আ.কে নিয়ে তৎকালীন ফিরআউনকে দা'ওয়াত দেন এবং এক প্রতিযোগিতায় তার যাদুকরদেরকে খোদায়ী মু'জিযার দ্বারা পরাস্ত করেন। অবশেষে সে যাদুকররাই ইসলাম কবুল করে বসে। বনী ইসরা'ঈলদেরকে নিরাপদ স্থানে বায়তুল মুকাদ্দাস তথা আদি পবিত্র ভূমি সিরিয়ায় নিয়ে হিদায়াত করার অভিলাসে লোহিত সাগর অলৌকিকভাবে পাড়ি দেন। কিন্তু ফিরআউন সদলবলে তাদের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে সলিল সমাধিতে নিমজ্জিত হয়। মূসা আ. পথিমধ্যে কিছু কিছু পৌত্তলিক রাজার সাথে যুদ্ধ করেছেন বলে জানা যায়। তাঁর উপর তাওরাত নাযিল হয় শ্লেটে লিপিবদ্ধভাবে। ফিরআউনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হলেও তাদের ভাবোদয় হয় নি। মূসা আ. তাদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের জন্য যুদ্ধের আহবান জানান। কিন্তু তারা কাপুরুষতা দেখায়। ফলে আল্লাহর ফয়সালায় দীর্ঘদিন পরাধীনতায় নিস্পেষিত জনগোষ্ঠী নিঃশেষে ৪০ বছর পর নতুন প্রজন্ম নিয়ে মূসা আ.-এর আরেক একনিষ্ঠ সহযোগী

Dhaka University Institutional Repository

এবং পরবর্তীতে নবী হযরত ইউশা আ.-এর নেতৃত্বে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করে সেখানে আধিপত্য বিস্তার করেন।

অতঃপর হযরত দাউদ আ. রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব গ্রহণ করে আল্লাহ প্রদত্ত ঐশী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে তাদের হিদায়াতের চেষ্টা করেন তাঁর উপর যবুর কিতাব নাযিল হয়। তিনি তা সুমিষ্ট সুরে পাঠ করতেন। আল্লাহ তা'আলা জ্বীন, পরী এমনকি বাতাসকে তাঁর অনুগত করে দেন।

এমনিভাবে বিভিন্ন জাতিতে জানা অজানা অসংখ্য নবী আসেন। যেমন বনী ইসরা'ঈলের মধ্যে হযরত ইলিয়াস, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া এবং সবশেষে হযরত 'ঈসা আ.।

হযরত 'ঈসা আ. পিতৃবিহীন জন্মলাভ করেন। তিনি বস্তুবাদিতার নিগড়ে আচ্ছন্ন বনী ইসরা'ঈলীদের রূহানিয়াতের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। আল্লাহ তাঁকে রূহানী শক্তিভিত্তিক অনেক অলৌকিক নিদর্শন দান করেন। যেমন ফুঁক দিয়ে কিংবা হাতের স্পর্শে কুষ্ঠ, জন্মান্ধ রোগী ভাল করা, আল্লাহর নির্দেশে মৃতকে জীবিত করা ইত্যাদি। তিনি সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা.-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়ে যান।

এভাবে বিভিন্ন নবী দা'ওয়াতের মূল ধারা ঠিক রেখে বিভিন্ন মাধ্যম ও বৈচিত্রময় পন্থা অবলম্বন করে গিয়েছেন, যেমনিভাবে তাদের জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, অনুমোদন দিয়েছেন। প্রত্যেক নবী এক বা একাধিক জনপদ বা জনগোষ্ঠীর হিদায়াতের দায়িত্ব নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন।

বিশ্বনবী সা.-এর যুগ

শেষ যামানায় চরম অজ্ঞতায় বৈচিত্রময় শিরক ও যুলুম অত্যাচারের সয়লাবে গোটা বিশ্বে বিপর্যয় নেমে আসার প্রেক্ষাপটে মহানবী সা.-কে বিশ্বনবী হিসেবে আল্লাহ প্রেরণ করেন। তাঁর দা'ওয়াতকে দু'টি যুগে ভাগ করা যায়। যেমন– মাক্কী যুগ ও মাদানী যুগ।

ক. মাক্কী যুগ : মাক্কী যুগে দা'ওয়াতের সূচনায় নিজ পরিবার পরিজন ও বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে গোপনে দা'ওয়াতী কাজ করেন। এভাবে তিন বৎসর অতিক্রম করার পর আল্লাহর নির্দেশে প্রকাশ্যে দা'ওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ আল কুর'আনের অবতীর্ণ বাণীতে নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন ও মুগ্ধ হচ্ছিল। তখন মক্কার কাফির মুশরিকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকম বাধা, প্রলোভন ও নির্যাতন শুরু হয়। মহানবী সা. স্বীয় অনুসারীগণকে পরম ধৈর্য অবলম্বনের নির্দেশ দেন। ফলে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ বাধে নি। কাফিরদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেলে তিনি মুসলমানদের হাবশায় হিজরত করতে বলেন এবং হজ্জ মওসুমে দা'ওয়াতকে মক্কার বাইরে সম্প্রসারণের চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে মদীনার (তৎকালীন ইয়াসরিব) আউস ও খাযরাজ গোত্রের কতিপয় লোক ইসলাম গ্রহণ করে মহানবী সা. ও তাঁর অনুসারীদেরকে মদীনায় আশ্রয় দিয়ে সর্বোতভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলে মক্কার কাফিরদের নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে মহানবী সা. স্বীয় সাহাবীগণকে মদীনায় হিজরত করতে বলেন এবং কাফিররা তাঁকে হত্যা করতে ষড়যন্ত্র করলে তিনি নিজেও সেখানে হিজরত করেন। এ থেকে শুরু হয় মাদানী যুগ।

খ. মাদানী যুগ : মহানবী মদীনায় গিয়ে সেখানে ইয়াহুদী সহ অন্যান্য পৌত্তলিকদের সাথে মদীনা সনদের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় চুক্তি ও ব্যবস্থা চালু করেন এবং এর আশেপাশে জনগোষ্ঠীর মাঝে দা'ওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখেন। আনসার ও মুহাজিরগণের মাঝে এক অভিনব ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার নিরসন করেন। যা দা'ওয়াহ ও মুসলিম ঐক্যের ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর দ্বিতীয় হিজরীতেই মক্কার কাফিররা মদীনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকলে তিনি নিজেও প্রস্তুতি নিয়ে সামরিক অভিযান শুরু করেন। এভাবে তাদের সাথে মুসলমানদের কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যেমন– বদর, উহুদ, খন্দক ইত্যাদি। একমাত্র উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের কিছুটা বিপর্যয় ছাড়া সকল যুদ্ধেই মুসলমানগণ বিজয়ী হন। অতঃপর মহানবী সা. মক্কায় 'উমরাহ্ পালনের জন্য চেষ্টা চালালে ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হয়। ফলে মক্কার লোকজন মদীনার মুসলমান ও মহানবী সা. স্পর্শে এসে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। মহানবী সা. সারা বিশ্বে নেতৃবৃন্দের নিকট দা'ওয়াতী পত্র লেখেন। অতঃপর ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়। তখন গোটা 'আরবের বিভিন্ন গোত্র প্রতিনিধি প্রেরণ করে ইসলাম গ্রহণ করে, কেউ কেউ কর প্রদানে সম্মত হয়। ইসলামের ক্রমবর্ধনশীল শক্তিতে ভীত হয়ে রোমানরা মদীনা রাষ্ট্র আক্রমণের পাঁয়তারা করলে মহানবী সা. তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং তিনি তাদের অভিমুখে মূতা অভিযানে শরীক হন। কিন্তু মূল রোমান বাহিনীর সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয় নি।

অবশেষে তিনি বিদায় হজ্জ করেন এবং সেখানে কয়েকটি ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। যাতে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও মানবাধিকারগুলো স্থান পায়। এভাবে আল কুর'আনের ভাষ্য দ্বারা দ্বীনে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার ঘোষণা দিয়ে গোটা জাযিরাতুল 'আরবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে এবং সারা বিশ্বে ইসলামী দা'ওয়াত ছড়িয়ে দিয়ে তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে যান। আর এভাবে দা'ওয়াতে নবুওয়তী ধারা শেষ হয় ও দা'ওয়াতে ঐশী দিক নির্দেশনা আসা বন্ধ হয়ে যায়। তার পর আসে খিলাফতী ধারা।

ইসলামী দা'ওয়াতের খিলাফতী ধারা

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে দা'ওয়াত :

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর ইন্তিকালের পর সাহাবীগণ কুর'আন সুন্নাহকে সম্বল করে সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েন। আল কুর'আনের ভাষা ও বিষয়বস্তুর বর্ণনার অলৌকিকত্ব, সাথে সাথে মহানবী সা.-এর বাণী ও সীরাতের অনন্যতা মানুষকে দলে দলে ইসলাম কবুল করতে অনুপ্রাণিত করেছে। তখন কুর'আন সুন্নাহ নিজেই ছিল এক মহা দা'ওয়াতের উৎস ও রক্ষক, যা বর্তমানে ও অনাগত ভবিষ্যতে একইভাবে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যাবে।

শায়খ আবূ যাহরা বলেন, তখন আল কুর'আনই ছিল ইসলামী দা'ওয়াতের আলোকবর্তিকা ও দা'ঈগণের দুর্গ। সাহাবীগণের যুগে যখন দা'ঈগণ পারস্য, ইরাক ও মিসরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন তখন তাদের সাথে থাকত আল-কুর'আন, যা মানুষকে শিক্ষা দিতেন।[৯]

আল কুর'আন কারীমেরই ব্যাখ্যা স্বরূপ সুন্নাহ তার পাশাপাশি অবস্থান নেয়। এতদুভয়ের সংরক্ষণ ও পঠন পাঠনই সে সময়ের দা'ওয়াতের মহান কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়। তাছাড়া, মহানবী সা.-এর ইন্তিকালের পরপরই 'আরব ভূখণ্ডে ধর্মদ্রোহী মুরতাদদের ফিতনার উদ্ভব ঘটে। খলীফা হযরত আবূ বকর (র) তাদের ফিতনার মূলোৎপাটন করে ইসলামী দা'ওয়াতের ইতিহাসে চিরঞ্জীব হয়ে আছেন।

হযরত ওমর (র)-এর যুগটিও ছিল ইসলামী দা'ওয়াতের জন্য উর্বর যুগ। এ যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকা ও প্রদেশে তিনি মুবাল্লিগ ও দা'ঈ নিয়োগ করেছিলেন। যেন তাঁরা অমুসলিমদের কাছে ইসলাম প্রচার করতে পারেন এবং মুসলমানদেরকে ইসলামের বিভিন্ন হুকুম আহকাম শিক্ষা দিতে পারেন। এ জন্য হযরত উবাদা ইবন সামিত (র), হযরত আবূ দারদা (র), হযরত মু'আয (র)কে সিরিয়ায়, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদকে কুফায়, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মুগাফফাল (ব), ইমরান বিন হিসিন (র),

৯. শায়খ আবূ যাহরা, *আদ দা'ওয়াহ ইলাল ইসলাম*, কায়রো : দারুল ফিকরিল 'আরাবী, নতুন সং, ১৯৯২, পৃ ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

মা'কাল ইবন ইয়াসার (র)কে বসরায় নিয়োগ করেছিলেন।[১০] তাঁদের প্রচেষ্টায় ইসলামের জ্ঞানের অনেক প্রসার ঘটে। কাদেসিয়ার যুদ্ধে (১৫হি./৬৩৫খ্রী) এর পর দায়লামের চার হাজার যোদ্ধা ইসলাম কবুল করেন। জালওয়া বিজয়ের পর অনেক গোত্রপতিগণ ইসলাম কবুল করেন। ইরাক, সিরিয়া ও মিসরেও অনেকেই ইসলাম কবুল করেন। এভাবে কুরআন কারীমের হাফিজ, ক্বারী এবং 'আলিমগণের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১১]

হযরত 'উসমান (মৃত ৩৫হি.) রা. অনেক অভিজাত সম্ভ্রান্ত অমুসলিমদের নিকট গিয়ে ইসলামী দা'ওয়াত দিতেন।[১২] হযরত 'আলী (মৃত ৪০হি.) রা. স্বীয় শাসনকালে (৩৫-৪০হি.) উক্ত দা'ওয়াতী প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন।

উল্লেখ্য যে, খোলাফায়ে রাশিদার যুগে দা'ওয়াতী কাজ চালিত হত ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে। অধিকন্তু যুদ্ধাভিযানের মূল লক্ষ্য থাকত ইসলামী দা'ওয়াতী কর্মের প্রসার ঘটানো।[১৩] তাছাড়া সাহাবীগণও তাদের অনুসারীরা তথা তৎকালীন মুসলমানগণ ইসলামী দা'ওয়াহ নিয়ে সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এ জন্য দেখা যায় বিদায় হজ্জের সময় লক্ষাধিক সাহাবীর সমাগম হলেও 'আরবীয় হিজাযের মাটিতে দু'হাজার সাহাবীর কবরস্থানেরও সন্ধান মেলে না। উল্লেখ্য, তাঁদের মধ্যে যারা ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্রে যেতেন তারাও বাণিজ্যের পাশাপাশি দা'ওয়াতী কাজ করতেন। তাঁদের দ্বারা সে সময় ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সুদূর কোরিয়া, চীন, জাপান পর্যন্ত ইসলাম প্রসার লাভ করে। তবে সে যুগের শেষ পর্বে হযরত 'আলী রা. ও মু'আবিয়া রা.-এর মাঝে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ দা'ওয়াতী কাজে কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

বনী উমাইয়া খিলাফত যুগে দা'ওয়াত :

বনী উমাইয়া যুগে ইসলামী দা'ওয়াতী কাজ মূলত ব্যক্তিগত কার্যে পর্যবসিত হয়। হুকুমতে ইসলামিয়া প্রবাহটি বিশ্বে প্রচলিত রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। তবে তখনও সাহাবা কিরাম এ কাজে খুবই তৎপর ছিলেন। সাথে সাথে তাবে'ঈগণ তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত 'আলী ইবনুল হুসাইন (মৃ.৯৪হি.), হযরত হাসান আল মুসান্না, হযরত 'আবদুল্লাহ আল মাহদী, হযরত সালেম সাওন, 'আবদুল্লাহ বিন 'উমর (মৃ.১০৬হি.), হযরত সা'ঈদ ইবনুল মুসাইব (মৃ.৯৪হি.), হযরত উরওয়া ইবনুয যুবায়র (মৃ.৯৪হি.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৪]

উমাইয়া শাসনামলে দ্বিতীয় ওমর হিসেবে খ্যাত হযরত ওমর ইবন 'আবদুল 'আযীযের যুগটি ইসলামী দা'ওয়াতের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। তিনি তাঁর খিলাফতকে খিলাফতে রাশিদার মত ঢেলে সাজান। ফলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে ইসলামী দা'ওয়াতের উপরও তাঁর প্রভাব পড়ে। তিনি তাঁর সংস্কার কর্মের অংশ হিসেবে উমাইয়া খলীফাগণ কর্তৃক আরোপিত ইসলামী শরী'আতবিরোধী রসম-রেওয়াজগুলোর মূলোৎপাটন করেন। সাথে সাথে ইসলামী দা'ওয়াতী কাজ করার জন্য স্বীয় প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নিকট পত্র লিখেছিলেন। এজন্য ইসলামের প্রতি অমুসলিমদের দৃষ্টি চরমভাবে আকৃষ্ট হয় এবং এত লোক ইসলাম গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিল যে, রাষ্ট্রীয় জিযিয়া তহবিল প্রায় বিলীন হয়ে

---

১০. মুঈনুদ্দীন নদবী, *খিলাফাতে রাশিদাহ,* পৃ ১৫১-১৫২।

১১. প্রাগুক্ত।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ ২৪৮-২৪৯।

১৩. আহমদ 'আবদুল্লাহ আল্ আলোরী, *তারিখুদ্ দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ বাইনার আমসে ওয়াল ইয়াউম* কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহাবা, ২য় সং, ১৯৭৯, পৃ ৭২।

১৪. দ্র. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক,* অনু, আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, ১খ, পৃ ১৯-২০।

Dhaka University Institutional Repository

যাচ্ছিল। এ মর্মে তাঁর নিকট অভিযোগ পেশ করা হলে প্রত্যুত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন যে, আল্লাহ নবীকে দুনিয়াতে দা'ঈ হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, তহশীলদার হিসেবে নয়।[১৫] তিনি দ্বীনি 'ইলম সংরক্ষণ, সংকলন ও সুন্নাহর পুনর্জীবনের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন এবং তৎকালীন বড় বড় মুহাদ্দিসগণকে হাদীস সংকলনের আদেশ ও উৎসাহ দিয়েছিলেন।[১৬] তিনি ভারত ও আফ্রিকায় রাজাদের নিকট ইসলাম কবুল করার জন্য দা'ওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেছিলেন।[১৭] ঐ যুগে যে সব উলামায়ে কিরাম দা'ওয়াতী কাজ করেছিলেন তাদের মাঝে সা'ঈদ ইবন জুবাইর, মুহাম্মদ ইবন সীরিন বসরী (মৃ.১১০হি.) প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। তবে এ কাজে সবচেয়ে বেশী যিনি তৎপর ছিলেন তিনি হলেন হযরত হাসান বসরী (মৃ.১১০হি.)। তিনি একজন মুহাদ্দিস, ওয়ায়েজ ও ফকীহ্ ছিলেন। তাঁর দা'ওয়াতে অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে। সাথে সাথে অধিকাংশ নওমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলেও তার আলোকে আমলের ব্যাপারে ছিল উদাসীন। তিনি তাদের মাঝে আখলাক ও আমলের গুরুত্ব তুলে ধরেছিলেন। আর সে যুগের সমাজব্যাধি মুনাফিকী নিরসন করার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন।[১৮]

বনু 'আব্বাস ও তৎপরবর্তী যুগে ইসলামী দা'ওয়াত :

বনু 'আব্বাসীয়দের যুগেও যখন খিলাফত রাজতন্ত্রই থেকে গেল, তখন যে সব বিদগ্ধজন ইসলামী দা'ওয়াতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন তাদের মাঝে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরী (মৃ.১৬১হি.), ফুদাইল ইবন ইয়াদ (মৃ.১৮৭হি.), জুনায়েদ বোগদাদী (মৃ.৩৯৮হি.), মারূফ কারখী, বিশর আল হাফী (মৃ.২২৬হি. অথবা ২২৮হি.) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[১৯] হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে *মুতাযিলা* ফিতনা 'আব্বাসীয় শাসনকর্তাদের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। সে যুগে নাস্তিকদের মোকাবেলায় দা'ওয়াতী কাজে তাদের অবদান থাকলেও তারা খালকে কুর'আন 'আকীদাটিকে জবরদস্তিমূলকভাবে মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে লাগল। তখন ইমাম আহ্মদ ইবন হাম্বল (১৬৪-২৪১হি.) স্বীয় জানবাজি রেখে ঐ বিদ'আতের বিরোধিতা করেন। আর তিনি কুর'আন সুন্নাহর আলোকে জীবন যাপন করার আবেদন রেখে ইসলামী দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন করেন।[২০]

অন্যদিকে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে গ্রীক দর্শনের দারুন প্রভাব দেখা দিয়েছিল। সাথে সাথে চিন্তা ও 'আকীদার ক্ষেত্রে অনেক নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটায় সেগুলো তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সে প্রেক্ষাপটে ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীর (২৭০-৩২৪হি.) মত তেজোদ্দীপ্ত বাগ্মী পুরুষ ইসলামী 'আকীদাসমূহকে গ্রীক দর্শন অনুসারে বিভাজন করে গ্রীক দর্শনের মূলনীতির আলোকে গ্রীক দর্শনের আরোপিত সন্দেহগুলোর অপনোদন করেন এবং মু'তাযিলী 'আকীদার চরম জবাব দেন। অনন্তর ইমাম আবূ মনসুর মাতুরীদী ইলমুল কালামে ভারসাম্য আনেন এবং সম সাময়িক মাস'আলাগুলোর সমাধান দেন। সে যুগে 'ইসলামী 'আকীদার মৌলিকতার হিফাযতে যারা অবদান রাখেন তাদের মাঝে মিসরের ইমাম তাহাবী (মৃ.৩৩১হি.) এর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২১] তাছাড়া কাজী আবূ বাকার বাকিল্লানী (মৃ.৪০৩হি.), শায়খ আবূ ইসহাক সীরাজী (মৃ.৪২৬হি.), ইমামুল হারামাইন আবদুল মালিক আল জুওয়ায়নী (মৃ.৪৬৮হি.) প্রমুখ বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে ইসলামী দা'ওয়াত প্রচার করেন এবং নাস্তিক ও দার্শনিকদের ফিতনাগুলোর মূলোৎপাটন করেন।[২২] অনন্তর

---

১৫. দ্র. আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, পৃ ৭৫।

১৬. দ্র. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৮-২৯।

১৭. দ্র. 'আল্লামা আহমদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জারীর বালাযুরী, *ফুতহুল বুলদান*, কায়রো : মাত্বা'আতুশ শরকিল ইসলামিয়া, ১৯৭৭, পৃ ৪৪৬-৪৪৭।

১৮. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ ৫৪-৫৭।

১৯. দ্র. ইবন ইমাদ, শাযারাতু যাহাব, ১খ, পৃ ৭৬, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ ৮৮-৯০।

২০. সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদবী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ ১০০-১০৯।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ ১১০।

Dhaka University Institutional Repository

বাতিলপন্থীদের (নাস্তিক, বস্তুবাদী, মু'তাযিলা, মুরজিয়া, জাহমিয়া) মোকাবেলায় যিনি সবচেয়ে বেশী সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং তৎকালীন যুগে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি হলেন হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবূ হামেদ গায্যালী (৪৫০-৫৫৫হি.)। তিনি যেমনি বাতিলপন্থীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছিলেন তেমনি রূহানী ও আখলাকিয়াতের ক্ষেত্রে যে বাধাগুলো তাঁর যুগে দেখা দিয়েছিল, সেগুলো মুসলিম জীবনধারা থেকে অপসারণের আপ্রাণ চেষ্টা করেন।[২৩] এদিকে ইমাম গায্যালী যে কাজ বিভিন্ন দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করে সমাধা করছিলেন, সে কাজ হযরত আবদুল কাদের জীলানী (৪৭০-৫৬১হি.) আধ্যাত্মিক প্রভাব, আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং চারিত্রিক সংশোধনীর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে প্রয়াস পান। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর কণ্ঠে এমনই আশ্চর্যজনক মোহনীয় শক্তি প্রদান করেছিলেন যে, যে কোন ব্যক্তি এক বার তার ওয়াজ শুনেছে, সে ব্যক্তি এতে প্রভাবিত না হয়ে পারে নি। তাঁরই রূহানী তা'লীমে ইয়ামান, হাযরামাউত, ভারতবর্ষ, জাভা, সুমাত্রা এবং আফ্রিকা মহাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ তওবা করে। এ ছাড়া তার হাতে লক্ষ লক্ষ অমুসলিম ইসলাম কবুল করে।[২৪] তাঁরই সুযোগ্য খলীফা হযরত শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মূলতানী (৫৭৮-৬৬১হি.) হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী দা'ওয়াতে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।[২৫] এ যুগেই বাগদাদে ইমাম আবদুর রহমান ইবন জাওযী (৫০৮-৫৯৭খ্রী.) ইসলামী দা'ঈ, সংস্কারক ও ওয়ায়েজ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। মানব সমাজে তাঁর প্রভাব ও গ্রহণযোগ্যতা এতই প্রকট ছিল যে, তিনি যে স্থানেই মাহফিল করতেন সেখানেই লক্ষ লক্ষ লোক অংশগ্রহণ করত। তাঁর দা'ওয়াতে প্রায় বিশ হাজার অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার হাতে কমপক্ষে একলক্ষ চরম ক্রিমিনাল তথা অপরাধী ব্যক্তি তওবা করে। বিদ'আতের বিরুদ্ধে প্রবল কণ্ঠস্বর ইবন জাওযী মৌখিক ওয়াজ ও লেখনীর মাধ্যমে রাজা বাদশাহ্, শিক্ষিত সমাজ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ তথা সকল মহলে প্রভাব বিস্তার করেন।[২৬] সাথে সাথে তিনি কুর'আন সুন্নাহর দিকে তাদেরকে আকৃষ্ট করেন। এদিকে সুলতান সালাউদ্দীন আইউবী (মৃ.৫৮৭হি.) নিজেও ইসলাম প্রচার ও প্রসারের দিকে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। খ্রীস্টান ক্রুসেডারদের মোকাবেলাসহ তাঁরই প্রচেষ্টায় মিসর ও আফ্রিকায় নাস্তিকতার মূলোৎপাটন হয় এবং ইসলাম প্রসার লাভ করে।

অনন্তর হযরত শায়খুল ইসলাম 'ইয্যুদ্দিন ইবন সালাম (৫৭৮-৬৬০) সে যুগে সিরিয়া এলাকায় ইসলামী দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর মনোমুগ্ধকর ভাষণ ও ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে শরী'অতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমুহ উপস্থাপন করে ইসলামকে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত জীবন ব্যবস্থা হিসেবে তুলে ধরার জন্য তার জীবনের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। অন্যদিকে 'ইলমুল কালামে যে জড়তা এসেছিল, হযরত জালালউদ্দীন রূমী (৬০৪-৬৭২হি.) তাতে এক পুনর্জাগরণ আনেন। যা তৎকালীন সময়ে তার ইসলামী কবিতা, আকীদা-বিশ্বাস, তাসাওউফ ও তৎকালীন ইসলামপন্থী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

হিজরী সপ্তম শতাব্দী ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত সংকটের যুগ। যে যুগে ইসলামী দা'ওয়াতের চরম ক্ষতি হয়। বর্বর তাতারদের হামলায় মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বসহ প্রায় সবকিছু তছনছ হয়ে যায়। মুসলমানদের পুনর্বার ঘুরে দাঁড়ানোর আশা প্রায় কল্পনাতীত হয়ে গিয়েছিল। তাতাররা মুসলমানদের খিলাফত ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বাগদাদ ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয় নি, তারা হাজার হাজার পীর, 'উলামা, মাশায়েখ তথা ইসলামের দা'ঈকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। অন্যদিকে ক্রুসেডার

---

২২. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩৭-১৩৮।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ ২২১।

২৪. দ্র. শায়খ আবদুল হক, *আখবারুল আখইয়ার*, পৃ ৬৩-৬৫।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৩।

২৬. দ্র. শিহাব উদ্দিন আবূ শাম, *কিতাবুল বাদউয়িন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন*, আরনল্ড, ইসলামী দা'ওয়াত, উর্দূ অনুবাদ : এনায়েতুল্লাহ, করাচী, মাসউদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৪, পৃ ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

খ্রীস্টানদের বিদ্বেষ বাতেনী ও নাস্তিকদের অপতৎপরতা মুসলিম মানসে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। সেক্ষণে যে সমস্ত অকুতোভয় আল্লাহর সৈনিক দা'ঈ সকল তাগূতিশক্তির মোকাবেলায় এগিয়ে এসেছিলেন তাদের মাঝে শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহর (৬৬১-৬১৮) নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি কলম ও অসির মাধ্যমে তাদের মোকাবেলা করে ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর ঐ দা'ওয়াতী তৎপরতায় মুসলমানদের ভিতরে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল। যে কারণে মিসর ও সিরিয়ার মুসলমানগণ তাতারদের মোকাবেলায় টিকে গিয়েছিল। ঐ বিদগ্ধ মনীষী ইবন তাইমিয়াহর (র)-এর কিছু সুযোগ্য উত্তরসূরী ছাত্রও তৈরী করে গিয়েছিলেন। যাদের ভূমিকা ও ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অফুরন্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। তাঁদের মাঝে হাফিয ইবনুল কায়্যিম (৬৯১-৭৫১), ইবনুল হাদী (৭০৪-৭৪৪), ইবন কাসীর (৭১০-৭৭৪), হাফিয ইবন রাজাব (৭০৬-৭৯৫) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৭]

অনন্তর ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচিত হয় তাতারদের ইসলাম গ্রহণ করার মাধ্যমে। কারণ যে তাতারদেকে একদিন মুসলমানগণ তলোয়ার ও রাজ্য শক্তির দ্বারা মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছিল, সেখানে ইসলামের দা'ঈগণ এক অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা করান তাদেরকে মুসলমান বানানোর ঘটনা দ্বারা। সে দা'ঈগণ দা'ওয়াতের মাধ্যমে তাতারদের মনের গভীর ঢুকে যান। শেষ পর্যন্ত যারা ছিল ইসলামের শত্রু তারাই ইসলামের রক্ষকে পরিণত হন। তাঁরা রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ইসলামের পতাকা বহন করে ইসলামী দা'ঈগণকেও সাথে রাখতেন ইসলামী দা'ওয়াতের জন্য। তাই সে যুগে দেখা যায় ভারতীয় উপমহাদেশসহ মধ্য এশিয়া ও অন্যান্য স্থানে হাজার হাজার 'উলামা সুফিয়ায়ে কিরাম তখন খানকা প্রতিষ্ঠা করে রূহানী তা'লীম ও আখলাকী তারবিয়্যাত ও জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে দা'ওয়াতী কাজ করেন। কেউ কেউ ইসলাম দ্রোহী শক্তির মোকাবেলায় যুদ্ধও করেছেন। এভাবে তখন তাদের দ্বারা লক্ষ লক্ষ অমুসলিম ইসলাম কবুল করে।

আধুনিক যুগে ইসলামী দা'ওয়াতের তৎপরতা

হিজরী দশম শতাব্দী কিংবা খ্রীস্টীয় ষষ্ঠদশ শতাব্দীকে বলা হয় মুসলমানদের পতন এবং খ্রীস্টানদের উত্থানের যুগ। তখন থেকেই ইউরোপ রেনেসাঁর মাধ্যমে আধুনিক যুগের সূচনা। শতধা বিভক্ত হয়ে যায় মুসলমান। 'উসমানীয় খিলাফত ও ভারতীয় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকলেও তাদের দাপট ছিল ক্ষীণ। অধিকন্তু ইসলামী দা'ওয়াতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ তেমন ছিল না বললে বাড়াবাড়ি হবে না। মুসলিম সমাজের সর্বস্তরে ভোগবিলাসিতা, জাতীয় ও মাযহাবী কোন্দল ও মতানৈক্য এবং পশ্চিমা বিশ্বের পরাশক্তিসমূহের সাম্রাজ্যবাদী থাবা ও ষড়যন্ত্রের জাল মুসলিম সমাজ ও সভ্যতাকে সংকটের মুখে নিপতিত করেছিল। তা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের ইচ্ছানুসারে দা'ওয়াতী কাজ থেমে থাকে নি। সে সময়ও তৎকালীন বিশ্বের নানা এলাকায় ইসলামের দা'ঈগণ দা'ওয়াতী কাজ আন্জাম দিয়েছেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল শাসকদের মাঝে শিয়া ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রভাবের ফলে বিশেষ করে সম্রাট আকবরের সময় 'দ্বীনে ইলাহী' নামে ইসলাম বিকৃতির প্রয়াস শুরু হয়। তখন সত্যিকারের ইসলামী দা'ওয়াত নিয়ে যে মনীষী এগিয়ে এসেছেন তিনি হলেন শায়খ আহমদ সিরহিন্দী (৯১৭হি./১৫৬৪খ্রী-১০৩৪হি./১৬২৪খ্রী)। তিনি এমনকি জেলে বসে পত্রালাপ, লেখনী ও তাবলীগের মাধ্যমে আকবরের দ্বীনে ইলাহী, বাতেনীয় দর্শন, তাসাওউফের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা, নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা ইত্যাদি বিষয় মোকাবেলা করে ইসলামের হিফাযত করেন।[২৮] তাঁর উত্তরসূরী বা খলীফাদের মধ্যে খাজা মুহাম্মদ মাসুম (১০০৭-১০৭৯হি.), শায়খ আদম বিন্নুরী (মৃ.১০৫০হি.), শায়খ মুহাম্মদ সা'ঈদ (মৃ.১০৭০হি.), শাহ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া (মৃ.১০৯৬হি.), শায়খ মুহাম্মদ তাহির লাহোরী (মৃ.১০৪০হি./১৬০০খ্রী), হযরত মীর মুহাম্মদ

---

২৭. দ্র. আবুল হাসান আলী নদবী, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক*, ২খ।

২৮. সাইয়িদ মুহাম্মদ মিঞা, *'ওলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী*, ১খ, পৃ ৩২৩-৩৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

নু'মান (মৃ.১০৫৮হি. অথবা ১০৬০হি.), খাজা মুহাম্মদ কাশ্‌মী, শায়খ বদরুদ্দীন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এরাই শায়খ সিরহিন্দের আন্দোলনকে আরো অগ্রসর করে নিয়েছিলেন। ঐ আন্দোলনের ফসল হলেন তৎকালীন ভারতীয় মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর। যিনি ছিলেন ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য একনিষ্ঠ খাদেম স্বরূপ। যার উদ্যোগেই লেখা হয়েছিল ফাতওয়ায়ে আলমগীরী তথা ইসলামী আইনের এক মহাভাণ্ডার। হিন্দুস্থানে মুসলমানদের ইতিহাসে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।[২৯]

তাদের পর সুন্নাহের পুনঃজাগরণ আন্দোলনের পুরোধা ইসলামের মহান মুবাল্লিগ ও দা'ঈ হযরত শাহ ওলীউল্লাহ দেহলবী (মৃ.১১৭৬হি./১৭৬২খ্রী) এর আবির্ভাব। যার কলমের ছোঁয়ায় ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে জড়তা দূর হয়েছিল। যিনি সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক তুলে ধরেন। যুগের চাহিদা অনুসারে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়াদি ফুটিয়ে তোলেন। তিনি বিশেষ করে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা সহ সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন। সাথে সাথে বর্তমান দুনিয়ায় ইসলাম প্রচারের পরিকল্পনা প্রণয়নসহ জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাষায় তুলে ধরেন। এভাবে তিনি ইসলামী ভাবধারা উজ্জ্বল করে ইসলামী দা'ওয়াতের এক প্রশস্ত ও মজবুত ক্ষেত্র তৈরী করেছিলেন।[৩০] তাঁরই উত্তরসূরী হলেন শাহ 'আবদুল 'আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী (১১৫৯হি./১৭৪৬খ্রী-১২৩৯হি./১৮২৪খ্রী), শাহ রফী' উদ্দিন (১১৬৩-১২২৩), শাহ 'আবদুল কাদির (১১৬৭-১২৩০), শাহ মুহাম্মদ ইসহাক।[৩১]

অতঃপর হিন্দুস্থানী মুসলমানদের ভাগ্যে দুর্দিন শুরু হয় ইংরেজ বেনিয়াদের আগমনে। তাদের ষড়যন্ত্রে ও এক শ্রেণী হিন্দুদের সহায়তায় মুসলমানগণ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় রাজ্যহারা হয়। তখন হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবীর আন্দোলনে প্রভাবিত হযরত 'আবদুল কাদিরের প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণেই হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বিরলবী (১২০১-১২৪৬হি.) এক বিশাল আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। যার দা'ওয়াতী কাজের প্রভাবে তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশ কেঁপে উঠেছিল। তাঁর সংস্কার আন্দোলনে তাবলীগ, দা'ওয়াত এবং জিহাদে শিখ, ব্রাহ্মণ ও ইংরেজ বেনিয়া সকলেরই ভিত্তি নড়ে উঠেছিল। তিনি তাঁর দা'ওয়াতী চেতনায় কিছু লোকবর্তিকা তৈরী করেন। যারা তৎকালীন হিন্দুস্থানী মুসলমানদের অমানিশার যুগেও আশার আলো জ্বেলে রেখেছিলেন। তাঁদের মাঝে পাঞ্জাবের খাজা নূর মুহাম্মদ সাহারাবী (১২০৫হি.), খাজা মুহাম্মদ 'আকিল (মৃ.১৩২৬হি.), খাজা আল্লাহ বখশ প্রমুখ। তাঁর এবং তাঁদের খলীফাদের দ্বারা হাজার হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[৩২] ইংরেজ শাসনে প্রাথমিক যুগে মওলবী গোলাম রসূলের ওয়াজ নসীহতে হাজার হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা, বিহার অঞ্চলে ইসলাম প্রচার, বিদ'আতের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যাপক অবদান রাখেন মাওলানা হাজী শরীয়তুল্লাহ (মৃ.১৮৩৯খ্রী), মাওলানা বেলায়েত 'আলী, মাওলানা কারামাত 'আলী জৌনপুরী (১৮০০-১৮৭৩), মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীকী (১৮৪৩-১৯৩৯খ্রী) প্রমুখ।

এছাড়া, প্রখ্যাত অনেক 'উলামায়ে কিরাম ছিলেন যাদের লেখনী ও দা'ওয়াতী কাজের দ্বারা অমুসলিমদের পক্ষ থেকে আরোপিত অনেক প্রশ্নের সমাধান হয়। ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাদের অবদানসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাদের ভূমিকা অতুলনীয়। তাদের মধ্যে দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতুবী (১২৪৮-১২৯৭হি.) এবং নদওয়াতুল 'উলামার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মদ 'আলী মুংগীরী (র)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া, যাদের অবদান ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী জ্ঞানের আলো বিস্তার ঘটিয়েছে তাদের মধ্যে মাওলানা

---

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫৫-৫৭১।

৩০. প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ ১-৩২।

৩১. *রওযে কাওসার*, পৃ ৫৮৭-৫৯৭।

৩২. দ্র. খালিক আহমদ নিযামী, *তারীখে মাশায়েখ চিশ্‌ত*, পৃ ৫৩০-৭২৫।

Dhaka University Institutional Repository

রশীদ আহমদ গাংগোহী (১২৪৪-১৩২৩হি.), মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (মৃ.১৩০৮হি.), মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী (মৃ. ১৩৬২হি.), মাওলানা শিব্বির আহমদ 'উসমানী (মৃ. ১৩৬৯হি.), সাইয়্যিদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (মৃ. ১৩৫২হি.) এবং তৎপরবর্তীতে মাওলা শিবলী নু'মানী, সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল, সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদবী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

এ দিকে 'আরব উপদ্বীপে শায়খ মুহাম্মদ ইবন 'আবদুল ওয়াহহাব (১১১৫-১২০৬হি.) এবং তাঁর সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব অফুরন্ত। তাঁর দা'ওয়াতের মূল ভিত্তি ছিল দু'টি।

১. খালেস তাওহীদের আলোকে 'আকীদার সংশোধন।
২. তাকলীদ বা অন্ধ অনুকরণের বিরোধিতাকরণ।[৩৩]

এদিকে উত্তর ও মধ্য আফ্রিকায় সুনূসীগণের দা'ওয়াতী খেদমত উল্লেখযোগ্য। তেমনি শাযলী ও তীজানী তরীকার মাশায়েখদের মাধ্যমে লাখো লাখো নিগ্রো ইসলাম গ্রহণ করে। তুর্কিস্তানে নক্শবন্দিয়া তরীকার মাশায়েখদের মাধ্যমেও ইসলাম প্রসার লাভ করে। আধুনিক যুগে মুসলিম জাগরণ ও ঐক্যের পেছনে বিশ্বব্যাপী কাজ করেন জামাল উদ্দীন আফগানী ও তাঁরই শিস্য মিসরের মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু এবং ত্বদীয় ছাত্র মুহাম্মদ রশীদ রেদাও। তাঁরা ইসলামের তাহযীব তামাদ্দুন রক্ষায় লেখালেখি ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন। তাছাড়া ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রতিষ্ঠাতা হাসানুল বান্না ও শহীদ সায়্যিদ কুতুব (রহ.) লেখনী ও সংগঠনের মাধ্যমে 'আরবীয় জাতীয়তা ও ধর্মনিরপেক্ষতার মোকাবেলা করে ইসলামী জাতীয়তা ও স্বকীয়তা রক্ষায় কাজ করেন। যাদের প্রভাব সারা বিশ্বে আজও বিদ্যমান। তেমনি তুরস্কে বদিউজ্জামান নৌরসী এবং তার নূরী আন্দোলনও অনেক প্রভাব ফেলে। সেখানে কাদেরিয়া ও মওলবী তরীকার কথাও উল্লেখ করার মত। এমনিভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে মাওলানা মওদূদী প্রতিষ্ঠিত জামা'আতে ইসলামীও দা'ওয়াতে অবদান রেখেছে।

মোটকথা বর্তমান পৃথিবীতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে দা'ওয়াতী কাজের চেয়ে সাংগঠনিক ও সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক দা'ওয়াতী তৎপরতা বেশী। বিশেষত তাবলীগ জামা'আতের কথা উল্লেখযোগ্য। বিশ্বময় তার তৎপরতা। এর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস (মৃ.১৯৪৪খ্রী.) ভারতের মেওয়াতে এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে সকল স্তরের মানুষের কাছে ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা উপস্থাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করলেও সারা বিশ্বের মুসলিম ও অমুসলিমদের অবস্থা বিচার করে তার তৎপরতা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতি বৎসর বাংলাদেশের ঢাকার অদূরে টঙ্গীতে এ সংস্থার দা'ঈগণের এক বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া, বর্তমান সউদী সরকারের উদ্যোগে ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত রাবেতাতুল 'আলামিল ইসলামী এবং ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড এসেম্বলী অফ মুসলিম ইয়ুথ (World Assembly of Muslim Youth) সংক্ষেপে ওয়ামী বিশ্বব্যাপী দা'ওয়াতী কাজ করছে। এতদুভয়ের দা'ঈ তৈরী ও নিয়োগ এবং অর্থায়নে বা অনুপ্রেরণায় ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়ায় হাজার হাজার সংস্থা দা'ওয়াতী কাজ করে যাচ্ছে।

এমনিভাবে দা'ঈ তৈরিতে মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান সুবিদিত। আযহারের মাজমাউল বুহুসিল ইসলামিয়ার (প্রতিষ্ঠা ১৯৬১-১০৬৪খ্রী.) সৃষ্টি অনেক দা'ঈকে রাবেতা ১৯৭২ সাল থেকে আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রেরণ করেছে। যাদের হাতেও লাখো লাখো আফ্রিকান ইসলাম গ্রহণ করে। ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায় নিগ্রোদের মাঝে ইসলামের প্রসার হচ্ছে বেশী।

---

৩৩. দ্র. ড. আবদুর রহীম, *হারাকাতুত তাজদীদিল ইসলামী ফিল 'আলামিল আরাবীয়্যিল হাদীস*, পৃ ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : তিন

ইসলামী দা'ওয়াত : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামী দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শব্দ দু'টির মাঝে সম্পর্ক তলিয়ে দেখা দরকার।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্পর্ক

সাধারণত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শব্দদ্বয় একই অর্থে ব্যবহার পাওয়া গেলেও উভয়ের মাঝে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। বাংলা অভিধানে লক্ষ্য শব্দটির বিভিন্ন অর্থের পাশাপাশি এর অর্থ করা হয়েছে– তাক, নিশানা, দৃষ্টি, টিপ, টার্গেট (Target) ইত্যাদি।[১]

অপর দিকে উদ্দেশ্য শব্দটির বিভিন্ন অর্থের পাশাপাশি ক'টি অর্থ হল, অভিপ্রায়, অভিসন্ধি, মতলব, অভিপ্রেত, তাৎপর্য ইত্যাদি।[২]

আর উদ্দেশ্য শব্দটি 'উদ্দেশ' থেকে উৎসারিত বলে ধরে নেয়া হলে এর অর্থ ধারায় অন্বেষণীয়, সন্ধানকৃত, খোঁজ করা হচ্ছে এমন কিছু। যার কোন সন্ধান মেলে না তাকে বলা হয় নিরুদ্দেশ।

সুতরাং উদ্দেশ্য শব্দটি চূড়ান্ত বা ফলাফলের কাছাকাছি। আর লক্ষ্য হল, কোন কাজের নিশানা ঠিক করা যে, এ পর্যন্ত এভাবে পৌঁছতে হবে। যা অনেকটা পরিকল্পনার সাথে বেশী কাছাকাছি। এজন্য উদ্দেশ্য শব্দটির আরবী হল غاية বা শেষ শীমা। আর লক্ষ্য শব্দটির আরবী হয় هدف কোন কিছুর ইপ্সিত অবস্থায় পৌঁছানোর প্রকল্প সীমানা বিশেষ।

অতএব ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেও ঐ ধরনের সুতীক্ষ্ণ পার্থক্যটির মূল্যায়ন করা বাঞ্ছনীয়। এতে অনেক উপযোগিতা নিহিত রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এ দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে পার্থক্য জানা থাকলে অনেক সময় বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকা যাবে। মূল ও শাখা প্রশাখার মাঝে পার্থক্য করা সহজ হবে। তাছাড়া, উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
ইসলামী দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য সর্বাবস্থায় কার্যকর। আল কুর'আনে এসেছে :

وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى -

> তাঁর কাছে কারও কোন প্রতিদানযোগ্য নিয়ামত প্রাপ্য নয় একমাত্র স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত।[৩]

সুতরাং একজন দা'ওয়াত দানকারীর মূল লক্ষ্য আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা। আর এটাই তার উদ্দেশ্য। অন্যথায় তার কাজ আল্লাহর নিকট কবুল বা গ্রহণযোগ্য হবে না।

অপর দিকে সে দা'ওয়াত দানকারীর লক্ষ্যমাত্রা বিভিন্ন ও বৈচিত্র্য হতে পারে। যেমন কাউকে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে দিয়ে এ ব্যাপারে তার স্বীকারোক্তি অর্জন বা নামাযের দা'ওয়াত দেয়া কিংবা ব্যবসায় সুদ বর্জনের দা'ওয়াত দেয়া। এভাবে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা থাকতে পারে। এগুলোর মাঝে অবস্থা ভেদে কোনটা গ্রহণ বা বর্জন কিংবা একটার উপর আরেকটাকে প্রাধান্য দেয়া যায়। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি

---

১. দ্র. আলাউদ্দিন আল্ আযহারী, *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, নতুন সং, ২য় খ, ১৯৯৩, পৃ ৫৬৭।

২. প্রাগুক্ত, পৃ ৮০।

৩. সূরা আল লাইল : ১৯-২০।

Dhaka University Institutional Repository

অর্জনের বিষয়টিকে কোন অবস্থাতেই বর্জন কিংবা এর উপর অন্য কিছুকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। আর ইসলামী দা'ওয়াতের সে উদ্দেশ্যে পৌঁছতে হলে একজন দা'ঈকে বিভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে।

ইসলামী দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য

ইসলামী দা'ওয়াতের একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। দা'ওয়াত দিতে হবে আল্লাহর রাস্তার দিকেই। নিজের সুনাম, সুখ্যাতি অর্জন, ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ অর্জন কিংবা ধন-সম্পদ লাভ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে দা'ওয়াত দিলে তা ইসলামী দা'ওয়াহ হবে না। এ জন্য বার বার বলা হয়েছে- ادع الى سبيل ربك

তোমার প্রভুর রাস্তার দিকে দা'ওয়াত দাও।[৪]

দা'ওয়াতী কাজ মু'মিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই শুধু দা'ওয়াত কেন, মুমিন জীবনের প্রতিটি কাজের উদ্দেশ্য হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র উদ্দেশ্য, আল কুর'আন কারীম এ বিষয়টিকে বিভিন্ন স্থানে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছে। 'ইবাদত সংক্রান্ত কাজ যেমন, নামায, রোযার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا -

আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু' ও সিজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন।[৫]

ইন্‌ফাক ও যাকাতের ক্ষেত্রে ইরশাদ হয়েছে :

وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله –

আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে তোমরা ব্যয় করবে না।[৬]

এমনি জিহাদের বিষয়ে বলা হয় :

ان كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتى تسرون إليهم بالمؤدة -

যদি তোমরা জিহাদে বের হয়ে থাক আমার রাস্তায় ও আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ।[৭]

তেমনিভাবে সামাজিক কাজ-কর্ম তা রাজনৈতিক হোক বা অর্থনৈতিক হোক, তাতে উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আর সে সম্পর্কে আল-কুর'আনে বলা হয়-

لا خير فى كثير من نجواهم إلا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه اجرا عظيما -

তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শ ভালো নয়, কিন্তু যে শলা-পরামর্শ দান খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মাঝে বিবাদ মীমাংসা কল্পে করে তা স্বতন্ত্র। যে ব্যক্তি এ কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আমি তাকে বিরাট সওয়াব দান করব।[৮]

বরং গোটা জীবনের কার্যাদিকে উক্ত উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত বলে ঘোষণা দেয়ার আদেশ দেয়া হয়, যা আল কুর'আনে এরূপ :

قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين -

বলুন, আমার সালাত, কুরবানী, জীবন-মরণ সারা জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই নিবেদিত।[৯]

এভাবে যারা জীবনের সকল কাজে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই উদ্দেশ্য বানিয়েছেন, আল কুর'আনে তাদের প্রশংসা করে বলা হয়েছে :

---

৪. সূরা নাহল : ১২৫।
৫. সূরা ফাতহ : ২৯।
৬. সূরা বাকারা : ২৭২।
৭. সূরা মুমতাহিনা : ১।
৮. সূরা নিসা : ১১৪।
৯. সূরা আন'আম : ১৬২।

Dhaka University Institutional Repository

ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤف بالعباد -

মানুষের মধ্যে যে তার নিজেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিক্রয় করে দেয় আল্লাহ (এ) বান্দাদের প্রতি খুবই দয়ার্দ্র।[১০]

সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা ইসলামী দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য। দা'ওয়াত একটি দান, 'ইবাদত, জীবন কুরবানী করার কাজ। তার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা না হলে তা ইসলামী দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য হবে না। এ জন্য হাসানুল বান্না তার ইখ্‌ওয়ান সদস্যের শ্লোগান হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন- الله غايتنا 'আল্লাহই আমাদের উদ্দেশ্য।'[১১]

দা'ওয়াত ও জীবনের এ উদ্দেশ্য বানানের মাঝেই মানব জীবনের পরম সৌভাগ্য ও কল্যাণ নিহিত। আল্লাহ নিজে কারো প্রতি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। তিনি মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য জীবন-মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন। তিনি যা চান তা হলো তার আনুগত্য করা সে সব নীতিমালার, যা তাদেরই কল্যাণে নিয়োজিত করা হয়। এর মাধ্যমেই মানব জীবনে সফলতা নিহিত। কিভাবে তার আনুগত্য হবে তা তিনি আল কুর'আনে বলে দিয়েছেন। তাঁর রাসূল সা. ও অনুসারীগণ যুগে যুগে বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ স্বীয় আনুগত্য করার যে পথ রচনা করেছেন তা কল্যাণের পথ। এ পথে দা'ওয়াতের কাজ করে মানব সমাজে কল্যাণী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই উদ্দেশ্য। এভাবেই দা'ঈ সহ সকলের কল্যাণ হবে। অর্জিত হবে সৌভাগ্য ও সফলতা। আর এটা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজের ফলাফল। তাই এ সৌভাগ্য উদ্দেশ্য নয়; বরং উক্ত উদ্দেশ্যে কাজ করার ফলাফল বিশেষ। আল কুর'আনে এ বিষয়টি বিভিন্নভাবে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

قل هذه سبيلى ادعوا إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعنى وسبحان الله وما انا من المشركين -

বলে দিন, এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দা'ওয়াত দিই- আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।[১২]

অন্যত্র বলা হয়েছে :

ولتكن منكم امة يدعونا إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون -

তোমাদের মধ্যে এমন দল হওয়া উচিত, যারা কল্যাণের দিকে দা'ওয়াত দিবে। সুকৃতির আদেশ করবে, আর দুস্কৃতির বাধা দেবে। আর তারাই কেবল সফলকাম।[১৩]

একই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

والله يدعوا إلى دار السلم ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم -

আর আল্লাহ একটি শান্তির আবাসের দিকে আহবান করে এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথের দিশা দেন।[১৪]

অতএব আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই মানব জীবনে পরম উদ্দেশ্য। আর মাগফিরাত, নাজাত, কল্যাণ, সৌভাগ্য সব ঐ উদ্দেশ্যে কাজ করার ফলাফল। কারণ সন্তুষ্টি অর্জনের পথ অবলম্বনেই এ সকল অর্জিত হয়। কেননা সাধারণত মৌখিক দাবীই যথেষ্ট নয়। তবে কোন কোন সময় এগুলো রূপকার্থে দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য বলে ব্যক্ত হয়। এছাড়া এ সবক'টি সমার্থক। বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যবহৃত শব্দমাত্র। কারণ মাগফিরাত অর্জিত হলেই মুক্তি বা নাজাত। নাজাতের মাধ্যমে প্রকৃত কল্যাণ, সফলতা, সৌভাগ্য যা দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বময় জীবনে পরিব্যাপ্ত।

---

১০. সূরা বাকারা : ২০৭।

১১. শহীদ হাসান আল বান্না, *মাজ্‌মু'আতুর রাসায়েল*, বৈরুত : আল মুআসসাসাতুল ইসলামিয়া, তা.বি, পৃ ১০৯।

১২. সূরা ইউসুফ : ১০৮।

১৩. সূরা আল ইমরান : ১০৪।

১৪. সূরা ইউনূস : ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী দা'ওয়াতের লক্ষ্যসমূহ

এ দা'ওয়াতের কর্মসূচী ও পরিকল্পনা অনুসারে এর লক্ষ্যগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

- আম বা সর্বব্যাপী ও সাধারণ, যা সুদূরপ্রসারী (Long Run)
- খাস বা বিশদ পরিকল্পনার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, যা নিকট কর্মসূচীগত (Short Run)

সুদূর প্রসারী সাধারণ লক্ষ্যসমূহ

ইসলামী দা'ওয়াতের পরিকল্পনায় সাধারণ ও সর্বব্যাপী এবং সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য রয়েছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ ক'টি উল্লেখ করা হল :

এক. গোটা মানব সমাজকে একমাত্র আল্লাহর বান্দায় রূপান্তর করা। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে–

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون -

আমি জ্বীন ও মানবজাতিকে একমাত্র আমার 'ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।[১৫]

এখানে 'ইবাদতের প্রসঙ্গটি ব্যাপকার্থে। জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর দেয়া বিধান মতে পালন করাই 'ইবাদত। তাই ইসলামী দা'ওয়াত আল্লাহ প্রদত্ত সেই বিধানের দিকে হলে দা'ঈর গোটা কর্মময় প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য আল্লাহর ঐ 'ইবাদতে মানুষকে অভ্যস্ত করে তোলা।

দুই. মানুষের আত্মা, দেহ ও সমাজের বিবিধ চাহিদা পূরণের মাধ্যমে শান্তি, সৌভাগ্য ও স্বাচ্ছন্দ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। এ বিষয়ে আল্লাহ পাক বলেছেন–

وابتغ فيما اتك الله الدر الأخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد فى الارض ان الله لا يحب المفسدين -

আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তৎদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না।[১৬]

উপরোক্ত আয়াতে পরকালীন লক্ষ্য অর্জনের তাগিদ দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করা এবং সমাজে ফ্যাসাদ সৃষ্টি না করার কথা বলে সামাজিক দায়িত্বের কথাও স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। তাই একজন দা'ঈর লক্ষ্য হলো, এমন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা, যাতে মানুষের দেহ ও আত্মা তথা ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি বিধানের প্রয়াস থাকে। তেমনি এ ভুবনে যেন শান্তি পূর্ণ জীবন যাপন করা যায়, এতে কেউ যেন বিপর্যয় ডেকে আনতে না পারে কিংবা সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে না পারে সে ব্যবস্থা নেয়া। মোটকথা সামাজিক নেতৃত্ব যেন সৎ ও যোগ্য লোকের হাতে থাকে। তাদের দ্বারা যেন শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা হয়, তার কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করাও দা'ঈর লক্ষ্য।

তিন. আল্লাহর যমীনে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা অর্থাৎ এর বিধানসমূহের প্রচার, প্রসার ও শিক্ষা প্রদান। এ পথে বাধা অপসারণ, আল্লাহর বিধান সমাজে চালু করণার্থে সামাজিক সার্বিক কর্তৃত্ব অধিকার। এ ধরনের খেলাফত তথা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে দেয়ার জন্য আল্লাহ পাক দা'ঈগণের সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে :

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننى لا يشركون بى شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفسقون -

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন

---

১৫. সূরা যারিয়াহ : ৫৬।

১৬. সূরা কাসাস : ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার 'ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এর পর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য।[১৭]

চার. সত্যকে বিজয়ী করা ও বাতিলকে পরাস্ত করা। এ ব্যাপারে কুর'আন কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون -

যাতে করে সত্যকে সত্য এবং বাতিলকে বাতিল প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাপিষ্ঠরা অসন্তুষ্ট হয়।[১৮]

অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন :

وقاتلو هم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهو فان الله بما يعملون بصير -

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফেতনা শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অতঃপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্যকারী।[১৯]

অতএব সত্য প্রচারের পথে, আল্লাহর দ্বীন বাস্তবায়নের পথে যারা বাধা সৃষ্টি করে, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে ও সামর্থ থাকলে যুদ্ধ করতে হবে। এরা যুদ্ধ থেকে বিরত হলেও পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। যেন এ দ্বীন বাস্তবায়নের পথে নতুন কোন ষড়যন্ত্রে সফল হতে না পারে।

পাঁচ. মানব সমাজকে গোমরাহীর পথ থেকে বাঁচিয়ে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসা এবং সকল অন্ধকার জাহিলিয়াতের কালিমা দূর করে আলোর পথে নিয়ে আসা। যাতে জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়, চলার পথ স্পষ্ট হয়ে উঠে। মানবজাতি সকল ভ্রান্ত ধর্ম কর্ম ও মতবাদের নিষ্পেষণ হতে মুক্ত হয়ে ন্যায়পূর্ণ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারে। বৈষয়িক স্বার্থ সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশস্ত ক্ষেত্রে মহান কল্যাণকর লক্ষ্যে কাজ করতে পারে। আল কুর'আনে মহানবী সা.-এর পয়গাম সম্পর্কে আলোচনায় বলা হয়–

كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد -

এই কিতাব, যা আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর পথে বের করে আনেন, পরাক্রান্ত প্রশংসার্হ পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে।[২০]

মুসলমানগণ কর্তৃক পারস্য সাম্রাজ্যেও তৎকালীন ইরাক অভিযানের প্রাক্কালে পারস্য সম্রাট কিস্‌রার সেনাপতি রুস্তম মুসলিম বীর সেনা রাযী ইবন 'আমেরকে প্রশ্ন করেছি, 'তোমরা কেন যুদ্ধ করতে এসেছে?' এর উত্তরে তিনি বলেছেন, 'দা'ওয়াতের জন্য'। যার লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি একটি মূল্যবান কথা বলেছিলেন– 'মানুষের মাঝে যারা ইচ্ছা করে তাদের আমরা মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর আনুগত্য এবং দুনিয়ার বৈষয়িক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে এর প্রশস্ততায় এবং প্রচলিত ধর্মগুলোর অত্যাচার শোষণ থেকে মুক্ত করে ইসলামের ইনসাফের সুশীতল ছায়ায় নিয়ে আসার দা'ওয়াত নিয়ে এসেছি।[২১]

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ আলাদা আলাদা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে না; বরং একটা আরেকটার সাথে পরস্পর সম্পর্কিত ও পরিপূরক। অন্যভাবে বলতে গেলে এগুলো বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করা হলেও মূলত একই বিষয়ের বিভিন্ন রূপ মাত্র। আল্লাহ প্রদত্ত ন্যায়ানুগ কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা ইসলাম প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহান পরিকল্পনাই এসব কিছুকে একত্রিত করে।

---

১৭. সূরা নূর : ৫৫।

১৮. সূরা আনফাল : ৮।

১৯. সূরা আনফাল : ৩৯।

২০. সূরা ইবরাহীম : ১।

২১. দ্র. ইবন জারীর আত্ তাবারী, *তারীখুর রাসূল ওয়াল মুলূক*, মিসর : দারুল মা'আরিফ, ১৩৮৭ হি, ৩খ, পৃ ৫২০।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রবিশেষে কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

এ লক্ষ্যগুলো দা'ওয়াতের বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও কার্যক্রমের বিভিন্ন দিকের সাথে সংশ্লিষ্ট। তন্মধ্যে কতগুলো মৌলিক লক্ষ্য, কতগুলো শাখা প্রশাখা জাতীয়। যেমন সমাজে নামায প্রতিষ্ঠা করা মৌলিক লক্ষ্য ; কিন্তু রাফিউল ইয়াদাইন তথা রুকুর পর হাত তোলা বা না তোলা শাখা প্রশাখার সঙ্গে জড়িত। এগুলো বিস্তারিত বর্ণনা ফিক্‌হের কিতাবাদিতে রয়েছে। এখানে ইসলামী দা'ওয়াতের পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত ক'টি মৌলিক লক্ষ্য উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হলো।

এক. ইসলামী বালাগ তথা ইসলামের শিক্ষার প্রচার ও মানুষের কাছে পৌঁছানো। এটা ইসলামী দা'ওয়াতের প্রথম লক্ষ্য। আম্বিয়া কিরামের দা'ওয়াতের লক্ষ্যসমূহ বর্ণনায় আল কুর'আন তা-ই বর্ণনা করেছে :

فهل على الرسل إلا البلغ المبين -

অতঃপর সুস্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছে দেয়াই রাসূলগণের দায়িত্ব।[২২]

আল কুর'আনে বর্ণিত ও বালাগ শব্দটি সুগভীর তাৎপর্যমণ্ডিত। কোন কিছু বুদ্ধিমত্তার সাথে কৌশলে স্পষ্ট ও যথাযথভাবে পৌঁছানোকেই বালাগ বলা হয়। অন্যথায় শুধু কোন মতে পৌঁছে দেয়ার নাম বালাগ নয়। আর এ বালাগ তথা কৌশল পূর্ণ প্রচার কার্যক্রম স্থান কাল পাত্র ভেদে পার্থক্য হতে পারে। কেননা অনুকূল পরিবেশে যেভাবে প্রচার করা যায় বা প্রচার করা হবে, প্রতিকূল পরিবেশে সেভাবে প্রচার করা যাবে না। এমনিভাবে সমমনা কাউকে কোন কিছু শোনাতে ভাব বা ব্যঞ্জনা ভঙ্গি প্রয়োগ করা যায়, নতুন পরিচয় প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকট সেভাবে পৌঁছানো যায় না। ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারের লক্ষ্য নির্ধারণে তার গুরুত্ব অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে।

উল্লেখ্য, সে বালাগ মুসলিম অমুসলিম সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। আল কুর'আনের এ আয়াতে একদল দা'ঈর বক্তব্য সে দিকেই ইঙ্গিত করে থাকে। ইরশাদ হয়েছে–

واذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون –

স্মরণ করুন, তাদের একদল বলেছিল, 'আল্লাহ যাদের ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন তোমরা তাদেরকে ও'য়াজ কর কেন'? তারা বলেছিল, 'তোমাদের রবের নিকট দায়মুক্তির জন্য। আর হয়তো তারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করতে পারে।[২৩]

অন্যদিকে শুধু অমুসলিমগণের মাঝে ইসলাম প্রচার করতে হবে এমনটি নয়। বরং এ প্রচারমূলক কাজ মুসলিম সমাজেও চলা প্রয়োজন। ইসলামের ঘোষণা দিলে বা মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলেই ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা করা সম্পন্ন হয়ে যায় না। ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে। তাই সে জানানোর জন্য মুসলিম সমাজেরও প্রচার তৎপরতা থাকা চাই। এ জন্য আল কুর'আনে মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

ياايها الذين امنوا امنوا -

হে মুমিনগণ, ঈমান আন।[২৪]

আর এ আয়াতে ঈমানদারগণকে ঈমান আনার আদেশ দেয়া হয় কেন। এ এজন্য যে, ঈমান মানে শুধু অন্তরে বিশ্বাস বা ঘোষণাই নয়; বরং ঈমানের সাথে সম্পর্কিত কিছু মৌলিক কাজ আছে, ঈমানের শাখা প্রশাখা আছে। যার পালনের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, এর আমলকারীর মাঝে ঈমান আছে। এর দ্বারা ঈমান পাকাপোক্ত হয়। তাই ঈমানের প্রভূত শাখা সম্পর্কে

---

২২. সূরা নাহল : ৩৫।

২৩. সূরা 'আরাফ : ১৬৪।

২৪. সূরা নিসা : ১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানগণকে জানতে হবে। সে বিষয়গুলো তাদের কাছে পৌছাতে হবে। ইসলামের তাওহীদ ও রিসালাতের বিভিন্ন বিষয় জানানোর সাথে সাথে মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা যুক্তিসঙ্গতভাবে পেশ করতে হবে। সকলকে অবহিত করতে হবে। এটাই ইসলামী দা'ওয়াতের লক্ষ্য।

দুই. প্রশিক্ষণ দান ও দা'ঈ নির্বাচন : দা'ওয়াতী কাজকে চলমান রাখার জন্য দা'ওয়াতে সাড়া দানকারীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আর তাদের মধ্য থেকে দা'ওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তিদের নির্বাচন করতে হবে। এদেরকে সাধারণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দা'ওয়াতী কাজের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এটাও ইসলামী দা'ওয়াতের লক্ষ্য। অতএব দা'ওয়াত দেয়ার পর এতে যারা সাড়া দেবে তাদেরকে কাছে টেনে নিতে হবে। সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণে রাখতে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। দা'ওয়াতী কাজে উদ্বুদ্ধ করতে এর কর্মপন্থা সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। কোন মতেই তাদেরকে উপেক্ষা করা চলবে না। তাদেরকে ছেড়ে দেয়া সঙ্গত হবে না। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে–

وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين –

আর আপনার নিকট আত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন এবং আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি আপনার ডানা নিচু করুন (সযত্ন তত্ত্বাবধানে সদয় হোন)।[২৫]

অন্য আয়াতে বলা হয়–

وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون – ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشى يريدون وجهه -

আপনি এ (কুর'আন) দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করে দিন যারা ভয় করে যে, তাদেরই প্রতিপালকের নিকট হাশরে এমন অবস্থায় একত্রিত করা হবে যে, তিনি ব্যতীত তাদের আর কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না। হয়ত তারা তাক্ওয়া অবলম্বন করবে। আর যারা সকাল-সন্ধ্যা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ডাকে তাদেরকে আপনি বিতাড়িত করবেন না।[২৬]

সুতরাং শুধু দা'ওয়াত পেশ করলেই চলবে না বরং এ দা'ওয়াতে যারা সাড়া দেবে তাদের সযত্নে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খাঁটি মুসলমান ও দা'ঈতে রূপান্তর করতে হবে। এটাতো দা'ওয়াতের লক্ষ্যস্থিত বিষয়। এর গুরুত্বকে অবহেলার কারণে পৃথিবীতে অনেক দা'ওয়াতী তৎপরতা অস্তমিত হয়ে গেছে।

তিন. মানবন্তকরণে ও সমাজের মর্মমূলে তাক্ওয়ার বীজ বপন করা ও ইসলামী 'ইবাদত ও বিধি বিধান চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজকে পরিশুদ্ধ করা। সমাজ থেকে নাস্তিকতা, অন্যায়, অবিচার ও অরাজকতা বিদূরিত করা। এ লক্ষ্য অর্জনে দা'ঈকে আরো ক'টি লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। যেমন নামায, রোযার ব্যবস্থাপনার আন্‌জাম দেয়া, হজ্জ্ব পালনে সহযোগিতা করা, যাকাত ব্যবস্থা চালু করা, মানুষের মৌলিক অধিকার পূরণে নিশ্চয়তা দান ও এভাবে জান মাল ইজ্জত সম্মানের নিরাপত্তা বিধান করা। বিশৃংখলাকারীদের বিরুদ্ধে হুদুদ তথা দণ্ডবিধি জারি করা। এ জন্য নামায সম্পর্কে আল কুর'আনে বলা হয় :

اننى انا الله لا اله إلا انا فاعبدنى واقم الصلاة لذكرى -

নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। অতএব আমারই 'ইবাদত কর, আমার স্মরণে নামায আদায় কর।[২৭]

আরো বলা হয় :

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون -

---

২৫. সূরা শু'আরা : ২১৪-২১৫।

২৬. সূরা আন'আম : ৫১-৫২।

২৭. সূরা তাহা : ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চয় নামায বিরত রাখে নির্লজ্জতা ও নিন্দিত বিষয় হতে, আর আল্লাহকে স্মরণ করাই বড় ব্যাপার। তোমরা যা করছ আল্লাহ তা জানেন।[২৮]

সিয়াম বা রোযা সম্পর্কে বলা হয় :

يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون -

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা তাক্‌ওয়া, পরহেযগারী অর্জন করতে পার।[২৯]

আল্লাহর ওয়াস্তে সদকা, দান-খয়রাত ও যাকাত সম্পর্কে বলা হয় :

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم والله سميع العليم -

তাদের মালামাল থেকে যাকাত দান গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে। তুমি তাদের জন্য দু'আ কর, নিঃসন্দেহে তোমার দু'আ তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। বস্তুত আল্লাহ সবকিছুই শোনেন ও জানেন।[৩০]

হজ্জ্ব সম্পর্কে বলা হয় :

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير –

যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌঁছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তাঁর দেয়া চতুষ্পদ জন্তু যবেহ করার সময়। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং দুস্থ-অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।[৩১]

অপরাধ প্রতিরোধে দণ্ডবিধি কিসাস সম্পর্কে বলা হয় :

ولكم فى القصاص حيوة ياولى الألباب لعلكم تتقون -

হে বুদ্ধিমানগণ, কিসাস কার্যকর করার মধ্যে তোমাদের জীবন নিহিত, যাতে তোমরা তাক্‌ওয়া অর্জন করতে পার।[৩২]

এমনকি এ যমীনে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানসহ মানবীয় মৌলিক চাহিদা পূরণের সুব্যবস্থা থাকার কথাও আল কুর'আনে এসেছে, যা প্রথম মানব আদম 'আ.-এর যুগ থেকেই সকল দা'ওয়াতী কার্য পরিক্রমায় চলমান ছিল। আল্লাহ তা'আলা আদম 'আ.কে পৃথিবীতে প্রেরণের পূর্বেই তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে তার করণীয় বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ আয়াতে উল্লেখ করা হয় :

إن لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمؤا فيها ولا تضحى –

তোমাকে এই দেয়া হল, তুমি ক্ষুধার্ত হবে না এবং বস্ত্রহীন হবে না এবং পিপাসায় ভুগবে না, রৌদ্রেও কষ্ট পাবে না।[৩৩]

অন্য স্থানে আদম ও তাঁর স্ত্রী হাওয়া– উভয়কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين –

আর ওখান থেকে যা চাও সেখান থেকে তা পরিতৃপ্তিসহ আরামে ভক্ষণ কর। কিন্তু গাছটির নিকটবর্তীয় হয়ো না, অন্যথায় তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।[৩৪]

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় স্থান পেয়েছে।

---

২৮. সূরা 'আনকাবূত : ৪৫।
২৯. সূরা বাকারা : ১৮৩।
৩০. সূরা তাওবা : ১০৩।
৩১. সূরা হজ্জ : ২৮।
৩২. সূরা বাকারা : ১৭৯।
৩৩. সূরা তাহা : ১১৮-১১৯।
৩৪. সূরা বাকারা : ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

১. 'পরিতৃপ্তি ও আরামপ্রদ' বলে চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা বলা হয়। কারণ পরিমিত ও তৃপ্তিদায়ক খাবারের ব্যবস্থা না থাকলেই বিভিন্ন রোগ বালাই আক্রমণ করে। রোগ নিরাময় ও স্বাস্থ্যকার পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে আরামপ্রদ করাই চিকিৎসার মূল লক্ষ্য।
২. 'যেখান থেকে যা চাও' বলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেয়া হয়।
৩. নির্দিষ্ট একটি গাছের কাছে যেতে নিষেধ করার দ্বারা তাদের কারণেই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দিকে ইঙ্গিত করা হল।

এভাবে মানব কল্যাণধর্মী অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্যগত ব্যবস্থাদির প্রসঙ্গে উক্ত আয়াতে নির্দেশমালা প্রদান করা হয়। যা সকল মানগোষ্ঠীর সকল যুগে প্রয়োজন।

চার. জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে শিক্ষা সংস্কৃতি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনে কাজ করা। যাতে সমাজের সকলেই জ্ঞানালোকে আলোকিত হতে পারে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে পারে। চারিত্রিক উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। উন্নতর সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য উন্নত প্রযুক্তি, কৌশলাদি এবং উপকরণাদি উদ্ভাবন ও ব্যবহার করতে পারে। এ জন্য মহানবী সা.-এর রিসালাতের মৌলিক দায়িত্ব ব্যাখ্যায় আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে–

هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم ايته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلل مبين -

তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।[৩৫]

তাই মহানবী সা. ছিলেন জগতের শিক্ষক। তিনি বলেছিলেন– بعثت معلما 'আমাকে শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে।[৩৬] তিনি ছিলেন উন্নত চরিত্রের, উন্নত আদর্শের (Standered) মডেল ও রূপকার। রাসূল সা. আরো বলেন– بعثت لا تمم مكارم الاخلاق 'চারিত্রিক উৎকর্ষের উচ্চমার্গের পরিপূর্ণতা বিধানের জন্যই আমি প্রেরিত।[৩৭]

তাইতো ধ্বংসম্মুখ দিশেহারা মানবজাতির ত্রাণকর্তা ও রহমত হিসেবে তিনি এ ধরাধামে এসেছিলেন। আল্লাহ বলেন :

وما ارسلنك الا رحمة للعالمين -

গোটা জগতের একমাত্র রহমত স্বরূপই আপনাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি।[৩৮]

তিনি শুধু শক্তিবলে বা কর্তৃত্বের অধিকারী কিংবা বিত্তশালীদের জন্য নন অথবা 'আরবদের জন্য কিংবা সাদা কি লাল রংয়ের মানুষের জন্য নন। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত গোটা মানবজাতির জন্য। অর্থাৎ স্থান কাল পাত্র ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে :

وما ارسلنك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا –

আপনাকে গোটা মানবজাতির নিকট সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।[৩৯]

পাঁচ. পৃথিবীতে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানব সভ্যতার বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য পৃথিবী আবাদ করতে এ দুনিয়ায় অন্যান্য জীবের তুলনায় মানব জাতিকে বিশেষ যোগ্যতা ও প্রতিভা দান করেছেন। সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের কিছু স্বাভাবিক প্রেরণা

---

৩৫. সূরা জুমু'আ : ২।

৩৬. *সুনান ইবন মাজা*, মুকাদ্দামা।

৩৭. ইমাম আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল আশশায়বানী, *মুসনাদে আহমদ*, কায়রো : মাতবা'আ আশ্শরকিল ইসলামিয়া, ১৯৬৭; মুয়াত্তা ইমাম মালিক।

৩৮. সূরা আম্বিয়া : ১০৭।

৩৯. সূরা সাবা : ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবলভাবে তার ভেতরে প্রোথিত করেছেন। যাতে মানুষ তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দেয়া নিয়মানুসারে সেগুলোর বিকাশ ঘটিয়ে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাকে রূপায়ন করতে পারে। এটাই খিলাফত বা কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব। তাই এ খিলাফতের ধারণা অনুযায়ী একদিকে তারা সার্বভৌম শক্তির অধিকারী আল্লাহর বান্দা তথা আনুগত্যকারী ও প্রেমপিয়াসী ইবাদতকারী, অন্যদিকে আল্লাহ প্রদত্ত কর্তৃত্ব বলে তারাও পৃথিবীতে কর্তৃত্বাধিকারী। সংক্ষেপে, একদিকে বান্দা, অন্যদিকে রাজা। মানুষ আল্লাহকে খুশী করার জন্য তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে। একমাত্র তাঁরই কাছে প্রার্থনা করবে, সাহায্য চাইবে। তাঁর দেয়া আইন মেনে চলবে। অন্য দিকে আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভা ও বিধি বিধানের আলোকে পৃথিবীতে গোটা সৃষ্টিকূলের আনুগত্য ও সেবা ভোগ করবে। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে নতুন নতুন বিষয় ও বস্তু আবিষ্কার করবে এবং মানব কল্যাণসহ সৃষ্টিকুলের কল্যাণে ব্যবহার করবে। আর একই প্রাকৃতিক নিয়মের আলোকে পরস্পর শৃঙ্খলা বিধান করবে, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে। এ মর্মে আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে :

> هو الذى جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم –
>
> তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং একে অন্যের উপর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদেরকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন।[৪০]

ইবন কাসীর এর ব্যাখ্যায় বলেন :

> جبل اى جعل تعمرونها جيلا بعد جيل وقرن بعد قرن وخلق بعد سلف-
>
> তোমাদেরকে পৃথিবী আবাদকারী হিসেবে বানিয়েছেন। প্রজন্ম প্রজন্মান্তরে, যুগ যুগান্তরে, পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণের পরে।[৪১]

জামালুদ্দীন কাসেমী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

> تختبركم فى الذى انعم به عليكم من العلم والقوة والجاه والمال والسلطان كيف تتصروفون فيه –
>
> ইলম, শক্তিমত্তা, যশ-খ্যাতি, ধন-সম্পদ ও কর্তৃত্ব যা কিছু নিয়ামত তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, সে সবের ব্যাপারে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে ... তোমরা এগুলো কিভাবে ব্যবহার করেছ তা সম্পর্কে।[৪২]

উপরোক্ত আয়াত ও তার ব্যাখ্যাকার দ্বয়ের মন্তব্যে বুঝা যায়, ঐ খিলাফত প্রাকৃতিক জগতে সুদূরপ্রসারী মহান দায়িত্বসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটা মানব সভ্যতার বর্তমান ভবিষ্যত অবস্থার জন্য তেমনি এক উন্মুক্ত প্রকল্প, যা মানুষকে তার পরিবেশ পরিসীমা ও প্রভূত সম্ভাবনা অনুসারে পরিচালিত করে। আর এর আলোকে বিশ্বে এ মানব সভ্যতাকে এমন এক স্টান্ডার্ডে পৌঁছাতে সহায়তা করে ও প্রতিষ্ঠিত করে, যা তার জন্য সামঞ্জস্যশীল ও কল্যাণকর।[৪৩]
আর ঐ ধরনের খিলাফত লাভ দু'টি প্রধান ক্ষেত্রে নিরূপিত হয়।

এক. প্রকৃতি জগতকে অনুগত করা ও এর সেবা লাভ করা ও তা উন্নত পৃথিবী নির্মাণ করার কাজে সুষ্ঠু ব্যবহার করা। আর সভ্যতার বিভিন্ন দিক উন্নয়নে এসব দিকের মাঝে বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত উপকরণাদি এবং স্থাপত্য, নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম নিয়ম উদ্ভাবন ও ব্যবহার

---

৪০. সূরা আন'আম : ১৬৫।

৪১. ইবন কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, বৈরুত : দারুল মারিফা, তা.বি, ৩খ, পৃ ১৪২।

৪২. জামালুদ্দীন কাসেমী, *মাহাসিনুত তা'বীল*, কায়রো : মাতবা'আ 'ঈসা আল হালাবী, তা.বি, ৪খ, পৃ ৮১৩।

৪৩. শায়খ তায়্যিব বারগূছ, *মানহাজুন্নবী ফি হিমায়াতিদ দা'ওয়াহ*, ভার্জিনিয়া : আল মাহাদুল 'আলামী লিল ফিকরিল ইসলামী, ১৪১৬ হি, পৃ ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চিত করা দা'ঈর লক্ষ্যসমূহের অন্তর্গত। আর কুর'আনে পৃথিবীতে ঐ ধরনের খিলাফতের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন– আল্লাহর বাণী :

هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها -

তিনিই যমীন হতে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসত দান করেছেন।[৪৪]

সব রকমের সম্পদের ক্ষেত্রে খিলাফতের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয় :

وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه –

আর তিনি তোমাদের যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে খরচ কর।[৪৫]

উল্লেখ্য, ধন দৌলত, মেধা শক্তিসহ যা কিছু খিলাফতের জন্য প্রয়োজন, সবকিছু থেকে খরচ করতে হবে নিজের জন্য এবং অপরের জন্যও। এভাবে গোটা পৃথিবী মানুষের অনুগত করে দেয়া হয়েছে বলে আল কুর'আনে ঘোষণা করা হয়েছে :

الم تر أن الله سخر لكم ما فى ألارض -

তুমি কি দেখ না, নিশ্চয়ই আল্লাহ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন।[৪৬]

যমীনকে মানুষের জন্য কতটুকু বাসযোগ্য করেছেন, কতটা চন্দ্র সূর্য ও আবহাওয়া, নদ-নদী, সাগর সৈকত, পাহাড় পর্বত সৃষ্টি করে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা অন্য কোন গ্রহে বা উপগ্রহে না গেলে অনুধাবন করা যাবে না। আধুনিক যুগে চন্দ্র ও মঙ্গল গ্রহের তথ্যাদি জেনে বিজ্ঞানীরা শুধু বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এমনকি কোটি নিয়ামতে ভরপুর শুধু যমীন নয়; বরং আসমান যমীন উভয়কেই মানুষের অধীন হিসেবে দেখা হয় বলে আল কুর'আনে একটি ঘোষণা আছে :

الم تروا ان الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض واسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة -

তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ আসমানসমূহ ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।[৪৭]

অতএব আসমান যমীনে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম কানুন আল্লাহ প্রদত্ত। তার রহস্য জানতে হবে এবং জীবন প্রণালীতে তা ব্যবহার করে মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এটাও দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও দা'ঈর কর্তব্য। কারণ ঐ সব কিছু আল্লাহর। দা'ঈর সম্পর্ক সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে। এ প্রকৃতি জগতে ঐ ধরনের খিলাফতে দা'ঈর যত অধিকার রয়েছে, একজন নাস্তিকের তত নেই। তাই শুধু অধিকার দাবী করলেই চলবে না; বরং এ লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। এটাই ইসলামী দা'ওয়াতের চাওয়া।

দুই. লোক সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা ও নেতৃত্বদান। যাতে তাদের জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি বিধান বাস্তবায়ন করা যায়। আর সেই বিধানগুলো বিশ্ব চরাচরের বিশাল প্রাকৃতিক নিয়মেরই অংশবিশেষ এবং এর সাথে সামঞ্জস্যশীল। দা'ঈগণকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যমীনে ঐ ধরনের খিলাফত প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তাই এ লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحات ليستخلفهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننى ولا يشركون بى شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفسقون -

---

৪৪. সূরা হুদ : ৬১।

৪৫. সূরা হাদীদ : ৭।

৪৬. সূরা হজ্জ : ৬৫।

৪৭. সূরা লুকমান : ২০।

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার 'ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য।[৪৮]

এ ধরনের খিলাফত সম্পর্কে হযরত দাউদ 'আ.কে সরাসরি বলা হয় :

يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق -

হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা নিয়োগ করেছি। অতএব মানুষের মাঝে সত্যের মাধ্যমে হুকুমত চালাও।[৪৯]

আল্লাহ্ তাঁর নবীগণকে পাঠিয়ে তাদের দ্বারা উপরোক্ত দু'টি দিকের সমন্বয় ঘটানোর ব্যবস্থা করেন। তাই তাঁরা উভয় দিকে তাঁদের খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতেন। এ জন্য দেখা যায়, হযরত নূহ 'আ. প্রথম নৌকা তৈরী করেন, ইবরাহীম 'আ. যুক্তিবিদ্যার উৎকর্ষ সাধন করেন। হযরত ইউসুফ 'আ. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে মিসরবাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেন। মূসা 'আ. রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলে নির্যাতিত নিষ্পেষিত ইসরা'ঈল জাতিকে ফির'আউনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করেন, পৌত্তলিকদের হাত থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্ধারের লক্ষ্যে যুদ্ধ করেন এবং সিনাইতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত দাউদ 'আ. সমরাস্ত্র হিসেবে বর্ম নির্মাণ ও ব্যবহার করেন। সুলায়মান 'আ. তামা ও সীসা ব্যবহার করেন। 'ঈসা 'আ. চিকিৎসা ও সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পদক্ষেপ কার্যকর নিয়েছিলেন এবং সকল ক্ষেত্রে রাব্বানী হিদায়াতের আলোকে সংস্কার এনেছিলেন। তাই আম্বিয়া কিরামদের পাঠানোর লক্ষ্য বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد
فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوى عزيز -

আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ জেনে নেবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।[৫০]

উপরোক্ত বিষয়সমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যার উপর ইসলামের সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছে। একমাত্র এগুলো দ্বারাই সমস্যা জর্জরিত পৃথিবীকে বাঁচানো সম্ভব। অন্যথায় মানব সভ্যতায় দেখা দেবে সংকট, বিপর্যয়, অবশেষে ধ্বংস। যেমন আজকের বিশ্বের অবস্থা। মূলত, বস্তুগত তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মানবিক উন্নয়ন ও নৈতিক উন্নয়ন সম্বলিত যে ধারাটি ইসলামী দা'ওয়াত গ্রহণ করেছে, একমাত্র তার মাধ্যমেই মানবতা সমূহ ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা পেতে পারে ।

মোটকথা, মানব কল্যাণে গৃহীত ইসলামের সকল লক্ষ্যের মাঝেই ইসলামী দা'ওয়াতের লক্ষ্যসমূহ নিহিত। উন্নত রাষ্ট্র, সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা ও সার্বিক অগ্রগতি, প্রগতি এবং সুখ সমৃদ্ধি অর্জনে উপরোক্ত প্রতিটি লক্ষ্যের কার্যকরী প্রভাব বিদ্যমান।

এমনিভাবে ইসলামী দা'ওয়াতের এ মৌলিক লক্ষ্যের উপর অনেক লক্ষ্য অর্জন নির্ভরশীল। উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ ছাড়া আরো অনেক লক্ষ্য আছে। তবে মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল লক্ষ্য ঘুরে

---

৪৮. সূরা নূর : ৫৫।

৪৯. সূরা সোয়াদ : ২৬।

৫০. সূরা হাদীদ : ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

ফিরে উপরোক্ত বিষয়সমূহের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। সে সব লক্ষ্যে দা'ওয়াতী কার্যক্রম পরিচালিত হয় আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি, আদর্শ পরিবার ও আদর্শ সমাজ গড়ার জন্য। আর এ সবক'টি লক্ষ্য মানব জীবনে পরম দায়িত্বের অভিব্যক্তি, সকল কল্যাণকর বিষয়কে কেন্দ্র করে এবং এ জীবনে ইসলামের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন কল্পে। যা বাস্তবায়িত হবে ক্রমান্বয়ে, সবগুলো একই সাথে বা হঠাৎ করে নয়।

'আলিম তথা সমাজ বিশেষজ্ঞগণ উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহকে তিনটি স্তরে বিভক্ত[৫১] করেছেন।

ক. অত্যাবশ্যক (Fundamental needs) : যে বিষয়গুলো গোটা জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অতি প্রয়োজন। যেগুলো ছাড়া সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, এগুলোর কোন একটি বাদ গেলেই গোটা সমাজ বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে কিংবা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে। ধ্বংস হতে পারে সমাজ সভ্যতা। আর ঐ ধরনের বিষয় হল ৫টি।

১. দ্বীন তথা আল্লাহ প্রদত্ত বিধি বিধানের হিফাযত।

২. জীবনের হিফাযত।

৩. 'আকল-এর হিফাযত।

৪. বংশ ধারার হিফাযত।

৫. ধন-সম্পদের হিফাযত।

এগুলোই দুনিয়ার ভিত্তিস্তম্ভ ও প্রধান নিয়ামক, মানুষ যার উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করে। অন্যথায় তার যথোপযুক্ত পরিবেশে কাঙ্খিত সুখ সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবন লাভ করা সম্ভব হবে না।[৫২]

মানব জীবনের প্রাথমিক প্রচেষ্টসমূহ ঐ মৌলিক দিকগুলোকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। এ লক্ষ্যসমূহ অর্জনের দ্বারা সে টিকে থাকে এবং বিভিন্ন দুঃখ-বেদনা ও ক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। এর প্রয়োজনে তৈরী হয় আইন ও সংবিধান। রচনা করে বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিকল্পনা। যার দ্বারা ঐ বিষয়গুলো জীবনে বাস্তবায়িত হয় এবং এগুলোর নিরাপত্তা অর্জিত হয়।[৫৩]

খ. প্রয়োজনীয় (Neccessaries) : এটি এমন বিষয় বা বস্তু, যার উপর উপরোক্ত পাঁচটি স্তম্ভ রক্ষা করা নির্ভরশীল নয়। তবে জীবন যাত্রায় কষ্ট লাঘব করে সমস্যা সমাধানে সহজ হয়। বিচরণের পথ প্রশস্ত করে। যেমন বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য ছাতা। এমনিভাবে স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, দ্রুত যোগাযোগের জন্য পরিবহন ব্যবস্থা, উৎসবাদি উদযাপন ইত্যাদি। এ ধরনের বিষয় বা বস্তুর অনুপস্থিতিতে গোটা জীবন অচল বা ধ্বংস হয়ে যাবে না, তবে জীবনযাত্রা কষ্টকর হবে এবং কিছুটা সংকটাপন্ন হবে। অবমুক্ত পরিবেশ সৃজনে বাধাগ্রস্ত করবে।

এ পর্যায়ে মানুষের আধ্যাত্মিক, বস্তুতান্ত্রিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে মানব প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়। ইসলামের একজন দা'ঈও তাই করবেন। যাতে মানুষের কষ্ট, দুঃখ-দুর্দশা বিদূরিত হয় বা অন্তত লাঘব হয়। মানুষ যেন হালাল ও পূত পবিত্র বস্তু ও বিষয় দ্বারা জীবন অতিবাহিত করতে পারে। তাদের স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌহার্দপূর্ণ অবস্থায় তারা স্বস্তিতে জীবন যাপন করতে পারে। তাদের মানবাধিকার সংরক্ষিত ও বাস্তবায়িত হয়। সামাজিক ঐক্য, সংহতি, বন্ধুত্ব ও বিনিময় ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়।

গ. পরিপূরক ও সৌন্দর্যবর্ধক (Zellerment and Complementary) : ঐসব বস্তু ও বিষয়, যা জীবনযাত্রার মান আরো উন্নত ও সহজতর করে। জীবন যাপনে উন্নত সংস্কৃতি ও উচ্চমার্গের

---

৫১. ইমাম আবূ ইউসুফ শাতবী, *আল মুওয়াফিকাত ফী উসুলিশ শরী'আ*, বৈরুত : দারুল মারিফা, তা.বি, ২খ, পৃ ৮-১০।

৫২. শায়খ মুহাম্মদ আবু যাহরা, *উসূলুল ফিক্হ*, কায়রো : দারুল ফিকরিল 'আরাবী, তা.বি, পৃ ২৭৮, ৩৮০।

৫৩. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আমল আখলাক গ্রহণ ও চর্চায় সহায়তা দেয়। এভাবে উন্নত ও কল্যাণকর সমাজ সভ্যতা গড়ে তোলে। যেমন সুন্দর পোশাক, আরামপ্রদ যানবাহন, মনোরম বাসস্থান ও চিত্তবিনোদনে উন্নত নৈতিকতাপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ইত্যাদি।

মোটকথা, এ বিষয়গুলো ইসলামী দা'ওয়াতের সাথেও সংশ্লিষ্ট। এগুলোর মাঝে যা শরী'অতের পরিপন্থী নয়; বরং নির্দেশিত ও কাম্য, তা দা'ঈ চিহ্নিত করবেন এবং উপরোক্ত স্তর ও পর্যায় অনুসরণ করে সমাজে ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন। এভাবে দা'ওয়াতের বিভিন্ন পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে অগ্রসর হবেন। হয়তো একটাকে অন্যটার উপর প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে কিংবা পরিকল্পনাগত কারণে আগপিছ করা যেতে পারে। তবে তা করতে হবে মানব জীবনে ইসলামের মাক্‌দাস তথা পরম লক্ষ্যসমূহকে বিবেচনায় এনে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

والذين إن مكنهم فى الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور -

তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি সামর্থ দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়াভুক্ত।[৫৪]

ইসলামী দা'ওয়াতের স্তম্ভ চতুষ্টয় : দা'ওয়াতের অর্থ হল কোন কিছুকে অন্যের নিকট পেশ করা। সুতরাং দা'ওয়াতের জন্য একই বিষয়বস্তু থাকা আবশ্যক। এ বিশ্ব যে কোন ধরনের দা'ওয়াতই হোক না কেন এটা চারটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

১. দা'ওয়াত দানকারী দা'ঈ।
২. দা'ওয়াত গ্রহীতা বা দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তি ও ব্যক্তি সমষ্টি।
৩. দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু।
৪. দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম।

এ চারটি দিক নিয়েই এখানে আলোচনার অবতারণা।

---

৫৪. সূরা হজ্জ : ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : চার

ইসলামী দা'ওয়াত : গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলামী দা'ওয়াত মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া দায়িত্ব। যুগে যুগে সকল নবী আ. দা'ওয়াতের দায়িত্ব নিয়েই এসেছিলেন। আখেরী নবী মুহাম্মদ সা.-এর সময়ে মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর কালাম আল-কুর'আনের মাধ্যমে সেই দা'ওয়াতই রেখেছেন সৃষ্টিকুল সেরা মানব জাতির উদ্দেশ্যে। আর মহানবী সা.-এর উম্মত হিসেবে সকল মুসলমানকেই সেই কুর'আনী সওগাত পৌঁছাতে কাজ করতে হবে।

মানব জীবনে ইসলামী দা'ওয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। কারণ এর মাধ্যমেই সমাজ সভ্যতা সম্পর্কে অবহিত হয় এবং সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার মহান কাজটি সম্পন্ন হয়, সুকৃর্তির চর্চা হয় এবং দুষ্কর্ম ও অপসংস্কৃতি অপসারিত হয়। সুতরাং ইসলামী দা'ওয়াত মানব জীবনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত।

ইসলামী দা'ওয়াতের গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলার দিকে দা'ওয়াত দেয়া অফুরন্ত সওয়াবের কাজ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننى من المسلمين -

কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে এবং সৎকর্ম করে আর বলে, আমি তো অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।[১]

এ পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু আমল করে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম আমল হচ্ছে; পথহারা মানুষকে আল্লাহর পথে সত্যের পথে আহবান করা। নবী ও রাসূলের এটাই ছিল প্রধান কাজ। কুর'আন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে :

ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت -

আল্লাহর 'ইবাদত করার জন্য ও তাগূতকে বর্জন করার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই একজন করে রাসূল প্রেরণ করেছি।[২]

ইসলামী দা'ওয়াতের মূল কাজই হচ্ছে আল্লাহর 'ইবাদত করার জন্য মানুষকে আহবান করা, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে লোকদেরকে বিরত রাখা। সহীহ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عن أبى هريرة قال قال رسول الله (صـ) من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لاينقص ذلك من اثامهم شيئا -

হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মানুষকে হিদায়াত বা কল্যাণের আহবান করবে, সে হিদায়াতের অনুসারী ব্যক্তির সমান নেকী পাবে। এতে হিদায়াত প্রাপ্ত লোকদের নেকীতে সামান্যতম ঘাটতি হবে না। আর যে ব্যক্তি গুনাহ বা গোমরাহীর দিকে আহবান করবে, সে ব্যক্তিকে গোমরাহীর অনুসারীদের সমান গুনাহ দেয়া হবে। এতে ঐ লোকদের গুনাহে কোন প্রকার ঘাটতি হবে না।[৩]

---

১. সূরা হা-মীম আস্ সাজদা : ৩৩।

২. সূরা নাহল : ৩৬।

৩. ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ আততিবরীযী, *মিশকাত শরীফ*, সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা অধ্যায়, দেওবন্দ : মাকতাবা রহীমিয়া, ১৯৭৮, হাদীস-১৫০, পৃ ২৯। আরো দ্র. *সহীহ মুসলিম*, *আবূ দাউদ*, তিরমিযী।

বস্তুতঃ দা'ওয়াত দিতে হবে নেকী ও পূণ্যের কাজে; তাহলে সে নেকীর একাংশ পাবে, আর অন্যায়ের দিকে আহবান করলে গুনাহের একাংশ তাকেও বহন করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان -

সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না।[৪]

হাদীস শরীফে দা'ওয়াতের গুরুত্ব সম্পর্কে আরো এসেছে :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة فى سبيل الله أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا و ما فيها-

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর পথে (দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য) একটি সকাল ও সন্ধ্যা (ব্যয় করা) দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।[৫]

عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعى له من سامع -

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন হাদীস শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেভাবেই তা অপরের নিকট পৌঁছিয়েছে। কেননা অনেক সময় যাকে পৌঁছানো হয়, সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক রক্ষণাবেক্ষণকারী বা জ্ঞানী হয়ে থাকে।[৬]

রাসূল সা. ইরশাদ করেন :

والله لان يهدى الله بك رجلا واحدا خيرلك من حمر النعم -

আল্লাহর কসম, যদি তোমার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা একজন লোককে হিদায়াত দান করেন, তাহলে তোমার জন্য লাল উট কুরবানী করার চেয়েও উত্তম হবে।[৭]

এক সময় 'আরব দেশে লাল উটের খুবই মূল্য ও কদর ছিল। মুহাদ্দিসগণ বলেন, এর মর্মার্থ হচ্ছে তাকে অধিক সওয়াব দেয়া হবে, যা সর্বোত্তম সম্পদের সমতুল্য।[৮]

পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই, যাদের নিকট নবীগণ ইসলামী দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন করেন নি। ইরশাদ হয়েছে : ولكل قوم هاد

প্রত্যেক জাতির জন্য হিদায়াতকারী রয়েছেন।[৯]

দা'ওয়াতের কাজটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তা সকল যুগে আল্লাহ্ তা'আলা চালু রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে নবী কারীম সা.-এর বিদায়ী হজ্জের ভাষণে দা'ওয়াতের কথা সবশেষে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন :

فليبلغ الشاهد الغائب -

হে উপস্থিত সাহাবীরা, তোমরা আমার অনুপস্থিত উম্মতের নিকট আমার দা'ওয়াত পৌঁছে দেবে।[১০]

নবী করীম সা. এ নির্দেশ পালনের জন্য সোয়া লক্ষ সাহাবীর মধ্যে লক্ষাধিক সাহাবী ইসলামী দা'ওয়াত নিয়ে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যান। স্বীয় জন্মভূমিতে আর কোন দিন ফিরেও আসেন নি।

---

৪. সূরা মায়িদা : ২।

৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, *সহীহ বুখারী;* ইব্ন আল হাজ্জাজ আল্-কুশায়রী, *মুসলিম*, অধ্যায় : জিহাদ।

৬. আবু দাউদ সুলায়মান ইব্ন আল আশ'আস আস্সাজিসতানী, *আবু দাউদ*, আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত্ তিরমিযী, *তিরমিযী* (ইমাম তিরমিযী একে হাসান সহীহ বলেছেন)।

৭. আবু দাউদ সুলায়মান ইব্ন আল আশ'আস আস্সাজিসতানী, *আবূ দাউদ*, 'ইল্ম অধ্যায়, মূল আরবী ২য় খণ্ড, পৃ ৫১৫।

৮. মাওলানা মোঃ আতাউর রহমান, *কোরআন হাদীসের দৃষ্টিতে দৈনন্দিন জীবনে তাবলীগ*, ঢাকা : আফতাব বুক হাউস, ২০০২, পৃ ৩০।

৯. সূরা রাদ : ৭।

১০. আহমদ ও তিরমিযী।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিকদের মতে ২০ হাজারেরও কম সংখ্যক সাহাবীর কবর জাযীরাতুল 'আরবের মাটিতে রয়েছে, আর প্রায় লক্ষাধিক সাহাবা কিরাম শুয়ে আছেন পৃথিবীর প্রত্যন্ত এলাকায়।

মূলতঃ ইসলামের দা'ওয়াত প্রদান উম্মতের জন্য অতীব জরুরী। আমাদের নবী আখেরী পয়গম্বর। পৃথিবীতে আর কোন রাসূল আগমন করবেন না। ইসলামী দা'ওয়াতের গুরুত্ব সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل -

সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণকে প্রেরণের পর আল্লাহর কাছে আপত্তি করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে (যে, আমরা সত্য জানলাম না, তাই তোমার আদেশ মানতে পারি নি।[১১]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মানব জাতির কাছে দা'ওয়াতের মর্মবাণী পৌঁছানোর ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যাতে কোন কমতি না থাকে, সেজন্য একদিকে প্রতিটি মানুষকে সৃষ্টির আদিতে আল্লাহর প্রভুত্ব মেনে নেয়ার স্বীকারোক্তি ও অঙ্গীকার আদায় করেছেন, তেমনি অপরদিকে চূড়ান্ত জবাবদিহীর জন্য উপস্থিত হওয়ার পূর্বে রাসূলগণের মাধ্যমেও তাকে তার দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মহাপরাক্রম আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়া ও জবাবদিহী করার সময়টি আমাদের কাছে যে কোন মুহূর্তে আকস্মিকভাবেও উপস্থিত হতে পারে।

তাই, কুর'আন ও হাদীসের আলোকে আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। আমরা আখেরী নবীর উম্মত ও শ্রেষ্ঠ উম্মত এবং মধ্যমপন্থী জাতি। দা'ওয়াতের মহান দায়িত্ব পালনে যথাযথ উদ্যোগ এবং চিন্তাভাবনা ও চেষ্টা সাধনা করতে হবে।

মানব প্রকৃতি ও ইসলামী দা'ওয়াত

মানব সৃষ্টিগত দিকটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, একটি শিশু সত্য মিথ্যা, ভাল মন্দ ইত্যাদি মৌলিক কিছু মূল্যবোধ নিয়েই বেড়ে উঠে। এটা কোথা থেকে পেলো? এরই নাম ফিতরাত। মানব জীবন সত্য গ্রহণের যোগ্যতা তাদের মাঝে নিহিত আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله -

এটা আল্লাহর দেয়া ফিতরাত (স্বভাব প্রকৃতি), যার উপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই।[১২]

সুতরাং এ ফিতরাতের বিকাশ হওয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার সামর্থ্য সংকীর্ণ। সে নিজে নিজে বিকশিত হতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণায় মানুষকে পথ দেখালেন তার সেই সুপ্ত শক্তির বিকাশের জন্য, যেন সে কোনদিন আপত্তি না তুলতে পারে। এ জন্যই ইসলামী দা'ওয়াত।

রাসূলগণের উত্তরসূরী হলেন দা'ওয়াত দানকারীগণ, যাঁরা মানুষের ফিতরাতকে জাগিয়ে তুলবেন। উদাহারণ স্বরূপ এখানে বলা যায়, মানুষের চোখ এবং চোখের দৃষ্টিশক্তি আছে, কিন্তু আলো ছাড়া সে দেখতে পারে না। তেমনি মানব অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করার যোগ্যতা বা প্রেরণা থাকলেও কেউ এমনিতেই ইসলাম গ্রহণ করবে না। তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তার সুপ্ত শক্তির বিকাশ সাধন করতে হবে দা'ওয়াতী কাজের মাধ্যমে।

এক কথায় বলতে গেলে আল্লাহ প্রদত্ত রিযক বা খাদ্য ছাড়া যেমন সৃষ্টিকুলের মত মানবজাতিও বাঁচতে পারে না, তেমনি আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াত ব্যতীতও মানব জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না। আল্লাহ প্রদত্ত সে হিদায়াত প্রচার কার্যক্রমের অপর নাম ইসলামী দা'ওয়াত। মানব জাতি সর্বদাই তাদের সৃষ্টিকর্তার মুখাপেক্ষী। মানুষ যত বড় জ্ঞানী গুণী বিজ্ঞানী হোক না কেন, তার জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি যতই

---

১১. সূরা নিসা : ১৬৫।

১২. সূরা রূম : ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

বৃদ্ধি পায়, ততই আল্লাহর প্রতি তার মুখাপেক্ষী হওয়ার বিষয়টি বেশি বোধগম্য হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন :

انما يخشى الله من عباده العلماء -

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে।[১৩]

সুতরাং কিছু প্রাকৃতিক নিয়ম কানূন লব্ধ করেই সাময়িক উগ্রতাবশতঃ হয়তো কেউ কেউ আল্লাহর প্রেরিত ওহী জ্ঞান (Revealed Knowledge) হতে নিজেকে অমুখাপেক্ষী ভাবতে পারে। একে উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু তখন দেখা দেয় তার নিজের এবং তার চেতনা অনুসারে পরিচালিত সমাজে বিভ্রান্তি ও বিভ্রাট। ফলে নেমে আসে ধ্বংস ও বিপর্যয়। যুগে যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় শক্তির দৌরাত্ম্য ও বর্তমান সমাজ বিদ্যার নামে সম্পদ আত্মসাতের অজস্র কূট-কৌশল আবিষ্কার থেকে নিয়ে সে পরিমাণে দিকে দিকে আণবিক শক্তি নির্ভর যুদ্ধের ভয়াবহতা ও সমরাস্ত্রের তাণ্ডব, সবই তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে মানব কল্যাণে সুষ্ঠু ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন। ওহী জ্ঞানের এর মাধ্যমে মানুষের সম্পর্ক তার সৃষ্টিকর্তার সাথে সুদৃঢ় হবে। মানবীয় গুণাবলীর সুষ্ঠু বিকাশ সাধন হবে। যার মাধ্যমে মানব জীবন সুন্দর ও সুস্থভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। কেউ কেউ ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও বিলাসিতায় জীব-জানোয়ারের মত লক্ষ্যহীনভাবে জীবনযাপন করতে পারে। কিন্তু প্রকৃত শান্তি, প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ, জীবন-যাপনে তৃপ্তি ও প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার মত মানবীয় মূল্যবোধগুলোই মানব জীবনের মৌলিক বিষয়, যা ওহী জ্ঞানের শিক্ষা তথা দা'ওয়াত ব্যতীত লাভ করা সম্ভব নয়।

দার্শনিক চিন্তাধারায় ইসলামী দা'ওয়াতের উপযোগিতা ও কার্যকারীতা

মানব জীবনে দার্শনিক দিকটি নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায়, এতে ইসলামী দা'ওয়াতের এক সুগভীর ভিত্তি রয়েছে। একটা শিশু জন্মলাভ করার পর থেকে জগত ও প্রকৃতি এবং অন্যান্য মানুষের সাথে তার সম্পর্ক গড়ে উঠে। ক্রমান্বয়ে তার চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার মনে সততই প্রশ্ন জাগ্রত হয়, এ সৃষ্টিজগত কোথা থেকে হলো? কিভাবে হলো? এর সৃষ্টিকর্তা কিভাবে তা পরিচালনা করছেন? এ সকল প্রশ্নে যুগে যুগে অনেকে ধর্ম ও দর্শনের আলোকে প্রচুর আলোচনা করেছে। কেউ সৃষ্টিকর্তাকে মানবীয় বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন। আবার কেউ সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করেছেন। অনেকেই সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়েছেন, অন্যকে বিভ্রান্ত করেছেন। কিন্তু আল্লাহ সম্পর্কে সত্যিকারের জ্ঞান অর্জনের জন্য কুর'আন হাদীসে যেমন সুস্পষ্ট, সুন্দর ও যুক্তিযুক্তভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, মানব জাতি পৃথিবীর অন্য কোথাও এমনটি খুঁজে পাবে না। ইসলামী দা'ওয়াত হলো মূলত আল কুর'আন ও সুন্নাহর শিক্ষাকে মানব জাতির সামনে তুলে ধরার অপর নাম। সুতরাং আল্লাহর পরিচয় ও তাঁর ইচ্ছা সম্পর্কে জানতে হলে তাঁর পক্ষ থেকে আসা জ্ঞান তথা ওহী জ্ঞান ভিত্তিক দা'ওয়াত ছাড়া মানব জীবন চলতে পারে না।

এমনিভাবে এ সৃষ্টিজগতের দিকে তাকালে দেখা যায়, মানব জাতি বিশেষ এক ধরনের সৃষ্টি। অন্যদের থেকে আলাদা জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা কৌশলের অনন্য সৃষ্টি। এতে রহস্য কি? মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য কি? কি করলে তিনি খুশি হন আর কি করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন? এগুলো সম্পর্কে মানব জাতি অজ্ঞ থাকলে তাদের জীবন পথের সঠিক দিকনির্দেশনা নেয়া সম্ভব নয়। তাই ইসলামী দা'ওয়াতের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার এ সৃষ্টির উদ্দেশ্য তথা আশরাফুল মাখলূকাত মানব জাতিকে কেন সৃষ্টি করা হলো, তা-ই ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। সে উদ্দেশ্যটা হলো মানুষ একমাত্র আল্লাহর 'ইবাদত করে কি না তা পরীক্ষা করা। তাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয় নি। জীন ও মানব জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুর'আনে বলা হয়েছে :

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون -

আমি সৃষ্টি করেছি জীন এবং মানব জাতিকে এ জন্য যে, তারা আমারই 'ইবাদত করবে।[১৪]

১৩. সূরা ফাতির : ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টিকর্তা মানব জাতিকে ধর্মের স্বাধীনতা দিয়েছেন, তারা এ 'ইবাদতের গণ্ডিতে তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য চর্চায় কে কতটুকু সফল ও বিফল, তারই পরীক্ষার জন্য তাদের জীবনের উৎপত্তি। কুর'আন কারীমে বলা হয়েছে :

الذى خلق الموت والحيوة ليبلوكم أيكم احسن عملا وهو العزيز الغفور-

> যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু এবং জীবন তোমাদের এ পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের কাজ-কর্মে কে উত্তম। তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।[১৫]

আল কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে এ মহান উদ্দেশ্য জানানো এবং তার চাহিদা অনুসারে জীবন পরিচালিত করার গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সম্পর্কে জানার সাথে সাথে মানব সৃষ্টির রহস্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার যদি প্রয়োজনীয়তা থাকে, তবে মানব জীবনে ইসলামী দা'ওয়াতেরও প্রয়োজনীয়তা আছে।

আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নিরসনে ইসলামী দা'ওয়াত

মানব জীবনে আধ্যাত্মিক দিকটি মৌলিক ও অন্যতম প্রধান দিক। মহানবী সা. বলেছেন :

الا ان فى الجسد لمضغة إذا صلحت صلع الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب -

> নিশ্চয় মানব শরীরে একটি টুকরো আছে, এটা যদি ভাল হয় তবে সারা শরীর ভাল হয়। আর এটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে সারা শরীর নষ্ট হয়ে যায়। আর এটা (টুকরোটা) হলো কালব-হৃদয়।[১৬]

তাই মানুষের শরীরের যেমন চাহিদা আছে, হৃদয় ও আত্মারও তেমন চাহিদা আছে। মানবাত্মা সতত তার সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই শান্তি ও তৃপ্তি পেয়ে থাকে, অন্যথায় দেখা দেবে তার অন্তরে প্রভূত মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ও সংকট। কোন ব্যক্তিকে পৃথিবীতে হয়তো কেউ আশ্রয় দেয় না বা ভালোবাসে না, কিংবা কারো উপকার করলে সে ধন্যবাদ পায় না, কিন্তু যদি সৃষ্টিকর্তার সাথে তার সম্পর্ক থাকে, তবে সে সদা এটা ভাববে যে, মহান প্রভু তাকে দেখছেন। ঐ ব্যক্তি তার প্রভুকে যেমন ভালোবাসে, তিনিও তাকে ভালোবাসেন। তিনি তাকে আশ্রয় দেবেন, ভালো কাজের প্রতিদান দেবেন। এই যে মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, তা ইসলামী দা'ওয়াতের মাধ্যমে দেয়া হয়ে থাকে।

এই শিক্ষার অভাবে মানব জীবনে বিভিন্ন রকম সমস্যা অবশ্যই দেখা দেবে। বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজের দিকে তাকালে তাই লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতান্ত্রিকতা সেখানে এমন প্রকট আকার ধারণ করেছে যে, সেখানে আধ্যাত্মিকতা চরমভাবে উপেক্ষিত ও অবহেলিত।

আধ্যাত্মিক বিষয়টিকে গৌণ করে রাখে শুধু অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের চিন্তা। যার জোয়ার প্রাচ্যেও এসে দোলা দিয়েছে। এ জন্য সেই বস্তুতন্ত্র প্রধান সমাজগুলোতে মানসিক রোগীর সংখ্যা এবং মানসিক হাসপাতালের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, যে বৃদ্ধি মুসলিম বিশ্বে অনুপস্থিত। তাই মানবতার স্বার্থে ইসলামী দা'ওয়াতের সেই আধ্যাত্মিক চেতনাকে ব্যাপকাকারে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা দরকার। এর কোন বিকল্প নেই। মানবতা আজ ধ্বংসের মুখোমুখী। আধ্যাত্মিক সমস্যা মানুষের এমন একটি মৌলিক সমস্যা যা সর্বাগ্রে বিবেচ্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায, কোন ব্যক্তি যদি পানিতে নিমজ্জিত হয়, সর্বপ্রথম কাজ হলো তাকে পানি থেকে উঠানো। তা না করে যদি ঐ ব্যক্তির অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত হওয়া যায়, নিশ্চয় তখন সেটা বিজ্ঞোচিত হবে না। তাই মানব সভ্যতা আজ আধ্যাত্মিক শিক্ষার অভাবে সমুদ্রের অতল তলে হারিয়ে যাওয়ার সম্মুখীন।

---

১৪. সূরা যারিয়াত : ৫৬।

১৫. সূরা মূলক : ২।

১৬. দ্র. ইব্ন আল হাজ্জাজ আল্-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী দা'ওয়াতের সামাজিক তাৎপর্য

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা ইসলামী দা'ওয়াত কাজের প্রধান অঙ্গ। তারপর মানুষের অন্তরে আল্লাহ-ভীতি ও তাকওয়া সৃষ্টি ইসলামী দা'ওয়াতের মৌলিক কর্মপন্থার অন্তর্গত। এতদুভয়ের মাধ্যমে ইসলাম দা'ওয়াহ মানুষের সামাজিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। আজ সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক অপরাধ রোধে সমাজ বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন রকম পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করার প্রয়াস চালাচ্ছেন। তাঁদের মতে মানুষ বিভিন্ন কারণে সামাজিক অপরাধ থেকে বিরত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, সামাজিক অপরাধ বিবেচনা করা, অথবা জাতীয় স্বার্থ রক্ষা, কিংবা ব্যক্তিগত ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার খাতিরে ইত্যাদি। কিন্তু বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে যে, এ সমস্ত উপলক্ষ ধরে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। মানব সমাজে সামাজিক অপরাধ হারহ্রাস পায় নি। শুধু ঐ সব চিন্তা করে মানুষ অপরাধ থেকে বিরত থাকে না। যেমন বলা হয়েছে, ঘুষ গ্রহণ করা সামাজিক অপরাধ কিংবা ট্রেনে টিকিটবিহীন ভ্রমণ করা সামাজিক অপরাধ। কিন্তু এসব বলে কি মানুষকে ঘুষ গ্রহণ বা ট্রেনে টিকিটবিহীন ভ্রমণ থেকে বিরত রাখা সম্ভব হয়েছে? এভাবে সরকারী কোন সম্পদ সম্পর্কে বলা হয়, এটা জাতীয় সম্পদ, এটি রক্ষার দায়িত্ব সকলের। যেমন রেলগাড়ী, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ওয়াসার পানি ইত্যাদি। কিন্তু জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে কি জনগণকে ঐ সমস্ত সম্পদের অপব্যবহার থেকে বিরত রাখা সম্ভব হয়েছে? হয় নি। তাহলে এ পদ্ধতিও ব্যর্থ। এমনিভাবে বলা হয় যে, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ শ্লোগান প্রচারে সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে। সরকারের উদ্যোগের কথা বাদ দিলেও একজন ধূমপায়ী কি নিজের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে ধূমপান থেকে বিরত থাকছে? অতএব দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তি স্বার্থের কথা চিন্তা করেও কেউ ধূমপান থেকে বিরত থাকছে না।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্র তার নাগরিকদের ক্যান্সারের কথা চিন্তা করে মদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করার উদ্যোগ নেয়। তাই প্রথমে তারা জনসাধারণের মন-মানসিকতা এ পক্ষে নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করতে গিয়ে ৭৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। মদের অপকারিতা সম্পর্কে ৯ হাজার মিলিয়ন বই-পুস্তক, লিফলেট ইত্যাদি ছাপিয়ে প্রচার করে। অতঃপর ১৯৩০ সালে মদ নিষিদ্ধ করার আইন সরকারীভাবে জারী করা হয়। মদ তৈরি, আমদানী তথা ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। কিন্তু ১৯৩৩ সালের জানুয়ারীতে এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা গেছে, এ উপলক্ষ্যে ২০০ লোক মারা গেছে। পাঁচ লক্ষ ব্যক্তিকে কারাগারে আবদ্ধ করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় এক হাজার চার মিলিয়ন ডলার জরিমানা করা হয়েছে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সরকারের জনগণকে মদ থেকে বিরত রাখার উদ্যোগ প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে ১৯৩৩ সালের শেষের দিকে এ অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়।[১৭]

অতএব দেখা যাচ্ছে, মানুষের নৈতিক চেতনাবোধ উন্নয়ন এবং সামাজিক বিভিন্ন রকম অপরাধ থেকে বিরত রাখার জন্য এ ধরনের জাতীয় সামাজিক, ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণের কথা বলে কোন রকম সফলতা আসবে না। এর জন্য প্রয়োজন ইসলামী দা'ওয়াত কর্তৃক সেই তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতির চেতনা অন্তরে বদ্ধমূল করার নীতি অবলম্বন এবং ইসলামের সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রদানের পদ্ধতি গ্রহণ। মহানবী সা.-এর যুগে মদীনায় যখন মদ হারাম ঘোষিত হয়, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ এসেছে :

يايها الذين امنو انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون-

> হে মু'মিনগণ, মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও শর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[১৮]

---

১৭. দ্র. ড. আবদুল করীম যায়দান, *উসূলুদ দা'ওয়াহ্*, ইসকান্দারিয়া : দারু উমর ইবনুল খাত্তাব, ১৯৭৬, পৃ ৪৬।

১৮. সূরা মায়িদা : ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এ আদেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণ শুধু মদ পান করাই ত্যাগ করে নি; বরং মদ পান করা এবং এতে ব্যবহার করার বিভিন্ন পাত্রগুলোও ভেঙে ফেলেছিল আল্লাহর প্রতি তাদের ভয়-ভীতি, আনুগত্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। একজন খাঁটি মুসলমান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে কোন স্বার্থ ত্যাগ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। এ আত্মত্যাগী প্রবণতা সমাজ কল্যাণ মূলক কাজে অত্যন্ত সহায়ক। তাই মানব সমাজে নৈতিক চেতনাবোধ জাগ্রত করতে এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে এবং সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে সমাজ কল্যাণে আত্মত্যাগী সুনাগরিক গঠন করতে চাইলে প্রয়োজন ইসলামী দা'ওয়াহ্ কর্মসূচী।

অপরাধ, সন্ত্রাস এবং পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতিক আগ্রাসন মোকাবেলা, শিরক ও কুসংস্কার দূর করে উন্নত সংস্কৃতি চর্চা ও সভ্যতার উন্মেষ ঘটাতে, সামাজিক স্থিতিশীলতা সৃষ্টি, সামাজিক ঐক্য ও সহমর্মিতার ভাব সৃষ্টি, সামাজিক সমস্যা সমাধানে এবং সমাজ কল্যাণমূলক কাজে ইসলামী দা'ওয়াত অনন্য অবদান রাখতে সক্ষম। বরং এটাই একমাত্র কার্যকর ও ফলপ্রসূ কর্মসূচী। এজন্য বাংলাদেশে খান জাহান আলীসহ প্রত্যেক পীর মাশায়েখ খানকা, মুসাফিরখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সমাজ কর্ম ও সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে দা'ওয়াতী কাজ করতেন। সকল যুগের ইসলামী দা'ঈগণও সে সমস্ত কর্মসূচী গ্রহণ করলে দা'ওয়াতের সামাজিক তাৎপর্য, মাহাত্ম্য এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। বস্তুতঃ সমাজকল্যাণমূলক কাজে ইসলামী প্রেরণা যথাযথ। যেমন পূর্বেই বলা হয়, কেউ কারো উপকার করলে হয়তো সে ধন্যবাদ পায় না; বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে উল্টো বুঝে বা ক্ষতি করে। কিন্তু যদি সৃষ্টিকর্তার সাথে তার সম্পর্ক থাকে, তবে সে সব সময় এটা ভাববে যে, মহান প্রভু তাকে দেখছেন। তিনি সকল কাজের প্রতিদান দেবেন। আল-কুর'আনে এ দিকেই ইশারা করা হয়েছে এ আয়াতে :

ادفع بالتی هی احسن السيئة نحن أعلم بما يصفون -

মন্দের মোকাবেলায় তাই করুন যা তার চেয়ে উত্তম, তারা যা বলে আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত।[১৯]

মোটকথা, এই যে চেতনা ও প্রেষণা, যা লালন করা ইসলামী দা'ঈগণের উপর ফরয, তা সমাজকল্যাণমূলক কাজে প্রধান নিয়ামক।

মানব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও ইসলামী দা'ওয়াত

মানুষ সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী। কুর'আনুল কারীমে বলা হয়েছে :

وما اوتيتم من العلم الا قليلا -

তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞান দেয়া হয়েছে।[২০]

মানুষের শক্তি সামর্থ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে আরো এসেছে :

ولا تمش فی الارض مرحا إنك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا -

পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয় তুমি তো ভূপৃষ্ঠকে কখনোই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না।[২১]

প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ে যতই গবেষণা হচ্ছে ততই মানব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং সৃষ্টিকর্তার কার্যাবলীর অসীমত্ব প্রস্ফুটিত হচ্ছে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

سنريهم ايتنا فی الافاق وفی إنفسهم حتی يتبين لهم انه الحق -

আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও আমার অনেক নিদর্শন রয়েছে। ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটাই সত্য।[২২]

---

১৯. সূরা মু'মিনুন : ৯৬।

২০. সূরা বনী ইসরা'ঈল : ৮৫।

২১. সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৭।

২২. সূরা হা-মীম-আস্ সাজদাহ : ৫৩।

আসলে এ সৃষ্টিজগতে ও মানুষের মধ্যে নতুন নতুন আবিষ্কারগুলোর মাধ্যমে তারই সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

যদি মানুষের চোখের সামনে আলো না থাকে, তা হলে সে চোখ থাকা সত্ত্বেও কিছুই দেখতে পাবে না। তখন অন্ধকারে চোখওয়ালা আর অন্ধ ব্যক্তি সমান। কোন ব্যক্তি তার নিজের বা অপরের ভবিষ্যত সম্পর্কে যথাযথভাবে কিছু বলতে পারে না। সুতরাং মানুষের পক্ষে জ্ঞানের এ সীমাবদ্ধতা দ্বারা অন্য মানুষের পূর্ণ নিরপেক্ষ কল্যাণ চিন্তা করা সম্ভব নয়। এ কারণেই দেখা যায়, মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির লক্ষ্যে মানব রচিত সকল বিধি-ব্যবস্থা বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যর্থতা বরণ করে কিংবা স্থায়ী সুফল আনয়নে সক্ষম হয় না। কিছুকাল পর পরই সে বিধান পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আজকের আইন কালকেই অচল হয়। এতে বৈজ্ঞানিক থিওরীগুলোকেও আওতাভুক্ত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, নিউটন ও আইনস্টাইন যে থিওরী দিয়ে গিয়েছিলেন, আজকে তা পরিমার্জন ও সংশোধন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আবার এটা অসম্ভব নয় যে ভবিষ্যতে এ সংশোধনীতেও আবার সংশোধন করা লাগবে। কারণ এটা মানব রচিত। এছাড়া একটা সমস্যার সমাধান দিতে এর দ্বারা আরেকটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ জন্য বলা হয়, মানব রচিত মতবাদ মানব সভ্যতার জন্য বড় সমস্যা। তাছাড়া মানুষের উদ্ভাবিত আইন দ্বারা কোন এক শ্রেণী স্বার্থ কোন না কোন পর্যায়ে কাজ করে। তাই এ সমস্ত বিধান ও আইন এমন সত্তা কর্তৃক হওয়া প্রয়োজন, যিনি মানবীয় ঐ সকল স্বার্থ-দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে। তিনিই হতে পারেন সব বিচার ও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সকল মানুষের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তাঁরই বিধান ইসলাম। আর যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনিই ভালোভাবে জানেন তাঁর সৃষ্টি মানুষের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর কি কি হতে পারে। আল্লাহ তা'আলাও বলেছেন :

الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير-

যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জানেন না; অথচ তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।[২৩]

তাঁর প্রদত্ত জীবনবিধান ইসলাম ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে হবে এটাই স্বাভাবিক। অতএব দা'ওয়াতী কাজ করে সেই ইসলামের প্রচার করা মানব জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, যদি কোন একটি কাজ সম্পাদন ব্যতীত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন সম্ভব না হয়, তবে সে কাজটিও গুরুত্বপূর্ণ। তাই ইসলামের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের আবেদনের মধ্যেও ইসলামী দা'ওয়াতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিহিত। মানব সমাজে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে, এজন্য দা'ওয়াতেরও প্রয়োজন রয়েছে।

আদর্শিক শূন্যতা পূরণে ইসলামী দা'ওয়াত

বিশ্বে বিভিন্ন রকম জীবানাদর্শ প্রচলিত। আধ্যাত্মিকতা নির্ভর আদর্শ হোক আর বস্তুবাদ নির্ভর আদর্শ হোক, আদর্শিক মতানৈক্য চরম আকার ধারণ করেছে। দর্শন, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধ্যয়ন করতে গেলে দেখা যায়, একই বিষয়ে বিভিন্ন রকম থিওরী বা মতবাদ প্রচলিত। মানুষ কোনটা গ্রহণ করবে তা নিয়ে রীতিমত হিমশিম খায়, হতাশাগ্রস্ত হয়ে যায়। সকল ধর্মেই বিভিন্ন ফিরকা বা দলগুলোর মাঝে কমবেশী এমন মতবিরোধ রয়েছে, যা মানবিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে চরম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মানব সমাজে এ অবস্থা সৃষ্টি হত না যদি ইসলামী আদর্শকে সঠিকভাবে তাদের সামনে তুলে ধরা যেত। মুসলমানদের মাঝেও কিছু কিছু মতানৈক্য আছে। কিন্তু কুরআন সুন্নাহর সুস্পষ্ট শিক্ষাকে সরাসরি পেশ করা হলে এবং এ আদর্শকে সর্বাগ্রে স্থান দিলে সে মতানৈক্যের অপনোদন হওয়া সম্ভব। তাই কুর'আন হাদীসের দা'ওয়াতকে সরাসরি মুসলিম সমাজের সামনে তুলে ধরা বড় বেশি প্রয়োজন। আল-কুর'আনে বলা হয়েছে :

ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء هم البينت واولئك لهم عذاب عظيم -

---

২৩. সূরা মূলক : ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।[২৪]

মহানবী সা. বলেছেন :

تركت فيكم أمرين لن تضلوا من بعدى ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتى -

তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না আমার পরে যদি তোমরা দু'টি জিনিস আঁকড়ে ধরো; একটি আল্লাহর কিতাব, অপরটি আমার সুন্নাত।[২৫]

তাছাড়া মহানবী সা.-এর গোটা জীবন হলো কুর'আন ও সুন্নাহর বাস্তব প্রতিচ্ছবি ও জীবন্ত উপমা। মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের জন্য সর্বোচ্চ আদর্শের সমারোহ ঘটেছে তাঁর জীবন-চরিতে। উল্লেখ্য, হযরত মুহাম্মদ সা. ব্যতীত পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একজন মহাপুরুষের সন্ধান মিলবে না, যাঁর জীবন কর্ম সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত, যাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণীয়, যাঁর প্রতিটি কার্য বরণীয়; যিনি সর্ব দেশের সর্ব যুগের ও সর্বস্তরের মানুষের আদর্শরূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। এ সমস্ত দিক পি.কে হিট্টি ও মাইকেল হার্টের মত পাশ্চাত্যের অনেক অমুসলিম ঐতিহাসিক ও গবেষক অকপটে স্বীকার করে গেছেন। তাই মানবজাতি তাদের জীবনাদর্শ গ্রহণ করার লক্ষ্যে কুর'আন হাদীসসহ মহানবী সা.-এর জীবন চরিত সম্পর্কে জানার প্রতি অত্যন্ত মুখাপেক্ষী। এখন প্রয়োজন হলো ইসলামী দা'ওয়াতের মাধ্যমে এসব মানব সমাজে তুলে ধরা এবং আদর্শিক শূন্যতা পূরণ করা। শায়খ আবূ যাহাবা (র) উল্লেখ করেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পর জার্মানির জনসাধারণ ইসলামের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়েছিল, কিন্তু সেখানে তখন ইসলামী দা'ঈ ছিলেন না, একমাত্র কিছু কাদিয়ানী ব্যতীত।[২৬] অতএব বিশ্বের কোন এলাকায় আদর্শিক শূন্যতার জন্য মুসলমানরাই দায়ী।

আদর্শ প্রচারের প্রকৃতি ও ইসলামী দা'ওয়াত

আদর্শ যতই উন্নত ও শক্তিশালী হোক, তার প্রচার প্রয়োজন। আদর্শ সত্য হোক আর মিথ্যা হোক, তা নিজে নিজেই প্রচারিত হতে পারে না। তাকে প্রচার করতে হয়। ইসলামকে যদি অত্যন্ত উন্নত ধরনের আদর্শ হিসেবে মেনে নেয়া হয়, তবুও তা এমনিতেই প্রচার হবে না। সত্য যতই শক্তিশালী হোক তার জন্য প্রচারক প্রয়োজন। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে এত নবী বা রাসূল পাঠাতেন না। তাই কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ইসলাম নিজেই প্রচারিত হবে না, তাকে প্রচার করতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, ইসলামী আদর্শ প্রচারের পরিবর্তে ইসলামী আদর্শ বিরোধী প্রচার তৎপরতা প্রকট আকার ধারণ করেছে। মিশনারীরা তাদের আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে সারা বিশ্বব্যাপী অগণিত মিশনারী সংস্থা নিয়োগ করেছে। বিভিন্ন রকম ভোগ-লালসার জালে আবদ্ধ করে হাজার হাজার মানুষকে ধর্মান্তরিত করেছে। এমনকি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ অনেক মুসলিমও তাদের শিকার হচ্ছে। যেখানে মুসলমানগণ তাদের নিকট দা'ওয়াত নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে তারাই মুসলমানদের কাছে দা'ওয়াত পেশ করছে। তাদের ধর্মমত বিকৃত হলেও শুধুমাত্র প্রচারের ফলে বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করছে। অথচ ইসলামী আদর্শ সত্য হওয়া সত্ত্বেও তা প্রচারের দীনতার কারণে অনেক পিছিয়ে আছে। পাশ্চাত্যের অধিবাসীগণও ইসলাম সম্পর্কে কিছু কিছু অবহিত হচ্ছে। কিন্তু তা হচ্ছে বিকৃত আকারে। খ্রীস্টান, ইয়াহুদী, ওরিয়েন্টালিস্টরা বিভিন্নভাবে ইসলাম সম্পর্কে বিকৃতি ঘটিয়ে তা তাদের সামনে পেশ করছে। সাথে সাথে সারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছে। ইসলাম বিরোধীদের ঐ সকল প্রচার ও বিকৃতি তৎপরতা অতীতেও ছিল। কিন্তু বর্তমানে বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল ও যান্ত্রিক যোগাযোগের উন্নতির প্রেক্ষিতে এর প্রসার ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। বলা যায়, নতুন মোড় নিয়েছে। রেডিও, স্যাটেলাইট টিভির বিভিন্ন নেটওয়ার্ক চ্যানেল, ভিডিও, বই-পুস্তক, পত্রিকা, অর্থ ও রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে তাদের মতাদর্শ সারা বিশ্বে

---

২৪. সূরা আল ইমরান : ১০৫।

২৫. *মুসনাদে আহমাদ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ ৫০।

২৬. দ্র. শায়খ আবু যাহরা, *আদ দা'ওয়াতু ইলাল ইসলাম*, কায়রো : দারুল ফিকরিল আরবী, ১৯৯২, পৃ ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

অতি সহজেই ছড়িয়ে দিচ্ছে। বিভিন্ন রকমে চলছে অপসংস্কৃতির আগ্রাসন। সে জন্য মানব সভ্যতা ও মনুষ্যত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন।

সুতরাং ইসলামী দা'ওয়াত সত্য মনে করে এবং এ সান্ত্বনা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। তা প্রচার করতে হবে। আদর্শ প্রচারের কথা বাদ দিলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, কোন একটি ভাল পণ্যদ্রব্য প্রচারের অভাবে বাজারে তেমন চলে না। অথচ তার চেয়ে নিম্নমানের একটি দ্রব্য প্রচারের গুণেই বাজার দখল করে বসে। সে ভাল দ্রব্যটি বাজারে টিকতে পারে না। অনেক কবি-সাহিত্যিক এবং বিভিন্ন প্রতিভা হারিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রচার ও পরিচর্যার অভাবে। তাই আজ যদি ইসলামকে প্রচার এবং তার অবমূল্যায়ন থেকে রক্ষা তথা পরিচর্যা করার কাজে আত্মনিয়োগ না করা হয়, ইসলাম যতই কল্যাণময় আদর্শ হোক, তার অবস্থা একদিন শোচনীয় হতে বাধ্য। ইসলামের সত্যিকারের আদর্শ মানব সমাজ থেকে হারিয়ে যাবে। এখানে একটি কথা উল্লেখ্য, যা তিক্ত হলেও সত্য, কিছু মুসলমানের মাঝে এ ধরনের একটি ধারণা ঢুকেছিল যে, দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ শেষ। এখন কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করতে হলে তাদের উচিত এগিয়ে আসা। ভাবটা এমন যে, সত্য দ্বীন গ্রহণ করার ব্যাপারে তারাই জিজ্ঞাসিত হবে। মুসলমানগণ তাবলীগ না করার কারণে জিজ্ঞাসিত হবে না। এটা ভুল ধারণা। কুরআন কারীমে এসেছে :

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر -

> তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানুষের জন্য তোমাদের আবির্ভাব। তোমরা মানুষকে সৎ কাজের জন্য ডাকবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে।[২৭]

এ ছাড়া জাতিসংঘের এক পরিসংখ্যান (১৯৯৬ সালে প্রণীত) রিপোর্ট অনুসারে বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যা ৫৭৫ কোটি ১০ লাখ।[২৮] তন্মধ্যে ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ১৯৮৪ সালের রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান অনুসারে প্রায় এক শ' সাত কোটি পঁচানব্বই হাজার আট শ' পঞ্চাশ জন মুসলমান। এ হিসেব মতে প্রায় ১২০ কোটি মুসলমান। এ হিসেবে ধরে নিলেও বর্তমান বিশ্বে বাকী প্রায় চার শ' কোটি মানুষ কি ইসলামী হিদায়াতের আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে ইসলামী দা'ওয়াতের কাজের অভাবে? তা ছাড়া, মুসলমানদের এ বিরাট সংখ্যার কথা ধরা যাক। তারা কি সবাই ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী? তাদের কি ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়োজন নেই? সুতরাং ইসলামী দা'ওয়াতের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। না হয় হাশরের দিন এ মুসলিম জনগোষ্ঠি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে কি উত্তর দেয়া হবে? সুতরাং ইহ ও পারলৌকিক জীবনে মুক্তির জন্য দা'ওয়াতী কাজ করা অপরিহার্য শর্ত বটে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষায় ইসলামী দা'ওয়াতের অবদান

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এ জগতের প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য একটি সুন্নত বা নিয়ম-শৃঙ্খলা কায়েম করে সমগ্র জগতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। তেমনি মানব জীবনেও আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মাবলী কার্যকর, যাকে বলা হয় ফিতরাত। আল কুর'আনুল কারীমে সেই ফিতরাত সম্পর্কে বলা হয়েছে :

فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله -

> এটাই আল্লাহ প্রদেয় সহজাত প্রকৃতি, যা অনুযায়ী তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই।[২৯]

সুতরাং মানব জীবনেও সেই ফিতরাত বা বৃহত্তর প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অংশবিশেষ। এই যে ফিতরাত, যার রূপায়ন ঘটেছে ইসলামী আদর্শে, তা থেকে বিচ্যুত হলে মানব সমাজে দেখা দেবে অজ্ঞতা, সংঘাত,

২৭. সূরা আল ইমরান : ১১০।

২৮. জাতিসংঘ থেকে সিনহুয়ার রিপোর্ট অনুসারে। দ্র. *দৈনিক ইনকিলাব*, ২১ আগস্ট, ১৯৯৭।

২৯. সূরা রূম : ৩০।

নৈরাজ্য ও ধ্বংস। ইসলামী দা'ওয়াতের মর্ম হলো সে ফিতরাত বা আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়মাবলী সম্পর্কে মানব জাতিকে অবগত করণ ক্রিয়াবিশেষ। তাই ইসলামী দা'ওয়াত কাজ করে মানব সমাজকে সে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা বাঞ্ছনীয় তথা অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

মানুষ যখন ইসলামের নিয়মাবলী তথা প্রাকৃতিক নিয়মাবলী থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, সংক্ষেপে বলতে গেলে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে যায়, তখনই তাদের সমাজের উপর আল্লাহর শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম, যা অপরিবর্তনীয়। এ সুন্নত বা নিয়ম সম্পর্কে কুর'আন কারীমের এ আয়াতে আল্লাহর গযবের কথা পেশ করা হয়েছে।

واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنها تدميرا -

আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই, তখন এর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎকর্ম করতে আদেশ করি, কিন্তু সেথায় অসৎ কর্ম করে। অতঃপর এর প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করি।[৩০]

অতএব, ইসলামী দা'ওয়াত এ সৃষ্টিজগতে মানব জীবনের রক্ষাকবচ– এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্বরূপ। তাই মানব জীবনে সর্বোত্তম কাজটিই দা'ঈগণ করে যাচ্ছেন। দা'ঈগণ মানবজাতির প্রতি সবচেয়ে বেশী কল্যাণকামী, উপকারী।

কেউ কেউ উগ্রতাবশতঃ এটা অস্বীকার করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবনে এটাই বাস্তব সত্য। বর্তমান বস্তুবাদী এ সমাজের হাল হকীকতের দিকে দৃষ্টি ফেরালেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। বৈষয়িকতার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক দা'ওয়াতের অনুপস্থিতিতে মানব সভ্যতা আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। শুধু বৈষয়িকতা তথা বস্তুতান্ত্রিক অভাব সমস্যা নিয়েই মানুষ আজ ব্যস্ত। পূর্বে বলা হয়েছে, কোন পুকুরের পানিতে যদি কোন ব্যক্তি নিক্ষিপ্ত হয়, তখন বিজ্ঞজনোচিত কাজ হবে সর্বপ্রথম তাকে উঠিয়ে প্রাণ রক্ষা করা। তা না করে যদি নিমজ্জিত ব্যক্তির অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষার সমস্যা সমাধান নিয়ে ব্যস্ত হওয়া যায়, তবে সেটা বিজ্ঞজনোচিত হবে বলে কেউ মেনে নেবে না।

ইসলামী দা'ওয়াতের তাৎপর্য

ইসলামের শ্রেষ্ঠতের কারণে এর দা'ওয়াত প্রদানও শ্রেষ্ঠ কাজ। মানব জীবনে ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় রয়েছে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান। এ কারণে ইসলামী দা'ওয়াতের তাৎপর্য অপরিসীম।

ইসলামী দা'ওয়াত ইসলামী 'আকীদার অংশবিশেষ

মানুষ যা সত্য হিসেবে জানে এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, সেটা অন্যকে জানানো তার স্বভাবগত বিষয়। কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, এক আল্লাহ আছেন, তাঁর 'ইবাদত করা দরকার, তাঁর সামনে একদিন হিসেব দেয়ার জন্য হাজির হতে হবে, তবে সে অনুসারে কাজ করা দরকার, এ ধরনের বিশ্বাস করাটাও 'আকীদার অংশবিশেষ। এটা যদি সত্য হিসেবে বিশ্বাস করে থাকে তা অন্যের নিকট প্রচার করাটাও 'আকীদার অংশবিশেষ। এ কথা জেনেও যদি দা'ওয়াতী কাজ না করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, এটা সত্য হিসেবে বিশ্বাস স্থাপনে তথা তার 'আকীদায়ও ত্রুটি রয়েছে। ইসলামী দা'ওয়াত মূলতঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে দা'ওয়াত। আল্লাহ পাক কুর'আনের মাধ্যমে মানব জাতিকে আহবান জানিয়েছেন। এটা বিশ্বাস করা মুসলমানের উপর কর্তব্য। ইরশাদ হচ্ছে :

أولئك يدعون الى النار والله يدعوا الى الجنة والمغفرة باذنه ويبين ايته للناس لعلهم يتذكرون -

তারা দোযখের দিকে আহবান করে আর আল্লাহ নিজেই নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহবান করেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। আর তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ বাতলে দেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।[৩১]

---

৩০. সূরা বনী ইসরা'ঈল : ১৬।

৩১. সূরা বাকারা : ২২১।

Dhaka University Institutional Repository

এমনিভাবে মানব সমাজে ইসলামী দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন আল্লাহরই নির্দেশ। এটাতেও বিশ্বাস করা কর্তব্য। ইরশাদ হচ্ছে :

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة -

হিকমত ও সুন্দর ভাষণের মাধ্যমে আল্লাহর রাস্তায় দা'ওয়াত দাও।[৩২]

যুগশ্রেষ্ঠ মহামানবদের কাজ ইসলামী দা'ওয়াত

মানবেতিহাসে খ্যাত সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শবান মহামানবদের কাজ ইসলামী দা'ওয়াত। এ পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন নবী রাসূলগণ। গবেষণায় যাচাই বাছাইয়ে দেখা গেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানব সভ্যতা বিকাশে তাঁদের অবদানই যথাযথ ও সুবিস্তৃত। যুগে যুগে প্রেরিত ঐ সব নবীগণের সুন্নত হলো দা'ওয়াত দান। তাঁরা আল্লাহর 'ইবাদত করার জন্যই আহবান জানিয়ে আসছিলেন। কুর'আনে কারীমে বলা হয়েছে :

ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت -

আল্লাহর 'ইবাদত কর, তাগূত (আল্লাহ দ্রোহী)-কে বর্জন কর– এ নির্দেশ দিয়েই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি।[৩৩]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

انا ارسلنك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امة الاخلا فيها نذير-

হে নবী, আমি তো আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সর্তকারীরূপে। এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নি।[৩৪]

অন্য আয়াতে নবীগণের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে :

الذين يبلغون رسلت الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا -

তারা আল্লাহর বাণী (দা'ওয়াত) প্রচার করত এবং তাঁকে ভয় করত, আর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করত না। হিসেব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।[৩৫]

সুতরাং ইসলামী দা'ওয়াতের কাজ হলো আম্বিয়া কিরাম 'আলাইহিমুস্ সালামের কাজ। যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত অন্য কোন নবী আর আসবেন না, তাই বর্তমান মুসলমানদের উপরে সে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এ দায়িত্ব পালনের অর্থ হলো নবুওয়তের দায়িত্ব পালন তথা যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ মহাপুরুষদের দায়িত্ব ও সুন্নত পালন। এখানেই এ কাজের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব নিহিত।

ইসলামী দা'ওয়াতের কাজ মানবকল্যাণে নিয়োজিত

এ পৃথিবীতে সকলেই কল্যাণ কামনা করেন। জীবনে কল্যাণজনক কিছু হোক, এটা পছন্দ করেন না– এমন লোক বিরল। তাই যে কেউ কোন কল্যাণমূলক কাজ করলে শত্রু-মিত্র সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাকে স্বাগত জানান, সমর্থন করেন। অজ্ঞাতসারেই মানব হৃদয়ে তিনি স্থান করে নেন।

ইসলামী দা'ওয়াত এমন একটি কাজ যা সব দিক দিয়েই মানবকল্যাণে নিয়োজিত। এর কল্যাণ বিভিন্নমুখী। যথা দা'ওয়াত কবুলকারীর বৈষয়িক ও পারলৌকিক জীবনে অফুরন্ত কল্যাণ হবে। বৈষয়িক জীবনে শান্তি, স্বস্তি-উন্নতি অগ্রগতি তথা সুষ্ঠু জীবন যাপন করতে পারবে। সাথে সাথে পারলৌকিক জীবনেও অগাধ শান্তিময় জান্নাত লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে সফলতা অর্জন করবে। অন্যদিকে দা'ওয়াত দাতারও উভয় জীবনে অশেষ কল্যাণ অর্জিত হবে। জাগতিক জীবনে মানুষ তাকে ভালোবাসবে, শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। দা'ওয়াতী কাজের পর তিনি আত্মতৃপ্তিও লাভ করবেন। পারলৌকিক জীবনেও আল্লাহর সন্তুষ্টিতে ধন্য হয়ে তাঁর পরম সুখময় ও অনন্ত শান্তির আধার বেহেশত

---

৩২. সূরা নাহ্‌ল : ১২৫।

৩৩. সূরা নাহ্‌ল : ৩৬।

৩৪. সূরা ফাতির : ২৪।

৩৫. সূরা আহযাব : ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করবেন। ইসলামী দা'ওয়াত ঐ ধরনের ব্যাপক কল্যাণের কথা আল কুর'আনে সরাসরি স্পষ্টভাবেই তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন :

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون -

তোমাদের মধ্যে এমন এক দল হওয়া দরকার যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে, আর এরাই হলো মূলতঃ সফলকাম।[৩৬]

এ আয়াতে 'খায়ের' এবং 'মুফলিহুন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কল্যাণ অর্থে প্রত্যয়দ্বয় ব্যাপক ধারণা দিয়ে থাকে 'আরবী ভাষায়। মানব জীবনে সর্বোত্তম ও সার্বিক কল্যাণ বুঝাতে এ 'খায়ের' ও 'ফালাহ' শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ইসলামী দা'ওয়াতের সওয়াব বা প্রতিদান চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধিশীল

ইসলামী দা'ওয়াতের কাজে নিয়োজিত একজন ব্যক্তির এ দুনিয়াতে যেমন বিবিধ কল্যাণ রয়েছে, তেমনি আখিরাতেও তার প্রভূত কল্যাণ রয়েছে। দা'ওয়াতী কাজের সওয়াব বা প্রতিদান অফুরন্ত। এ সওয়াব বা প্রতিদান লাভের ধরনটা হলো এটা চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পায়। কোন ব্যক্তির দা'ওয়াতে অন্য একজন মানুষ হিদায়াত পাওয়ার পর তাঁর জীবনে যত সওয়াব হবে, এর সমতুল্য সওয়াব ঐ দা'ওয়াতকারীর জন্যও দেয়া হবে। এতে বুঝা যাচ্ছে, কারো দা'ওয়াতে হিদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি অন্য আরো দশ জনকে দা'ওয়াত দেন, তাদের সমপর্যায়ের সওয়াবও ঐ প্রথম দা'ঈ পাবেন। এভাবে একে অপরকে দা'ওয়াত দিতে থাকলে সওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন দা'ঈ অপর দশ জনকে দা'ওয়াত দিলে দা'ওয়াতপ্রাপ্ত দশ জন প্রত্যেকে আরো দশ ব্যক্তিকে দা'ওয়াত দিলে প্রথম ব্যক্তির দা'ওয়াতে একশ' জন দা'ওয়াত পেলো, এ একশ' দশ জন ব্যক্তি প্রত্যেকে আরো দশ ব্যক্তিকে দা'ওয়াত দিলে সর্বমোট (১১০x১০+১১০)= ১২১০ জন ব্যক্তি প্রত্যেকে দা'ওয়াত পেলো। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত এক ব্যক্তির দা'ওয়াতের কারণে চক্রবৃদ্ধি হারে এ দা'ওয়াতের প্রভাব যেমন প্রসার লাভ করতে থাকবে, তেমনি ঐ দা'ঈ ব্যক্তির সওয়াব বা প্রতিদানও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এজন্য মহানবী সা. বলেছেন : - من دل على خير فله مثل أجر فاعله

কেউ যদি কোন নেক কাজের পথ নির্দেশ দেয়, সে ঐ নেক কাজ সম্পাদনকারীর সমতুল্য সওয়াব পায়।[৩৭]

মহানবী সা. আরো বলেন :

من دل إلى هدى كان له من الأمثل اجوز من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا -

যে হিদায়াতের দিকে আহবান করে, এই হিদায়াতের যত অনুসরণকারী হবে, তাদের প্রতিদানের সমতুল্য প্রতিদান সে পাবে। তবে তাদের (অনুসরণকারীদের) প্রতিদানে কোন সংকোচন করা হবে না।[৩৮]

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, দা'ওয়াত দানকারীর সওয়াব চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পায়।

ইসলামী দা'ওয়াত ইসলামের রক্ষাকবচ

পূর্বেই বলা হয়েছে, আদর্শ যতই উন্নত হোক, তা নিজেই প্রসার লাভ করতে পারে না। তেমনি আদর্শ প্রচারিত হলেও তাকে ধরে রাখার জন্য উদ্যোগ প্রয়োজন। কারণ বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এবং যুগ-যুগান্তরে সমাজে অনেক সময় প্রকৃত আদর্শের ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটতে পারে। সে আদর্শের কিছু কিছু দিক বিস্মৃত হয়ে যেতে পারে। আদর্শের সঠিক রূপ ধরে রাখার জন্য তথা পুনর্জীবিত করার জন্য

---

৩৬. সূরা আল ইমরান : ১০৪।

৩৭. ইবন আল হাজ্জাজ আল্-কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ইমারাহ, বাবু ফাদলু ইআনাতুল গাযী ফী সাবীলিল্লাহি, ৩খ, পৃ ১৫০৬।

৩৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন দা'ওয়াতের। দা'ওয়াতী কাজ ব্যতীত যেমন ইসলাম প্রচারিত হতে পারবে না, তেমনি টিকে থাকতে পারবে না। অতএব ইসলামী দা'ওয়াত ইসলামী আদর্শের প্রাণস্বরূপ।

ইসলামী দা'ওয়াত ইসলামের প্রতীক

ইসলাম এমন এক আদর্শ যা প্রচার সাপেক্ষ। এ আদর্শ নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ডে আটকে রাখা যাবে না; কিংবা নির্দিষ্ট কোন জনগোষ্ঠীর জন্য সীমাবদ্ধ করা যাবে না। যুগে যুগে যত মানবগোষ্ঠী আসবে, সবার জন্য ইসলাম। তাই সমগ্র মানবজাতির সামনে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে। এটা প্রচার ও প্রসারের জন্য দা'ওয়াতী কাজকে সর্বাগ্রে বিবেচনায় নিয়ে আসতে হবে। এমন মুসলমান মানেই সে একজন দা'ঈ, তার সামর্থ কম হোক বা বেশি হোক। সর্বাবস্থায় তাদের পরস্পরের মাঝে যেমন ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে, তেমনি অমুসলিমদের মাঝেও ইসলামের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরবে। এটাই ইসলামের প্রকৃতি এবং ইসলামের অনুসারীদেরও স্বভাব। এজন্য মহানবী সা. ইসলামের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন :

الدين النصيحة -

> দ্বীন ইসলামের পরিচয় হলো নসীহত।[৩৯]

মানব কল্যাণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন দিক নির্দেশনা দানকে নসীহত বলা হয়। ইসলামী দা'ওয়াতও এক বিনিময়হীন কাজ। কাউকে দা'ওয়াত দিয়ে তার বিনিময়ে টাকাকড়ি চাওয়া হয় না। এটা নিঃস্বার্থভাবে অপরের জন্য কল্যাণমূলক কাজ। তাই ইসলামী দা'ওয়াতের অপর নাম নসীহত।

ইসলামী দা'ওয়াত : মুসলিম সমাজে সামাজিক দায়িত্ব

আল কুর'আনে দা'ওয়াহকে মুসলিম সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তথা মুসলিম সমাজের সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন :

والمؤمنون والمؤمنت بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم -

> মুমিন নর-নারী একে অপরের বন্ধু। এরা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকেই আল্লাহ রহমত দান করেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[৪০]

উল্লেখ্য, একটা সমাজ গড়ে উঠে বন্ধুত্বের উপর, পরস্পরের প্রতি দয়া ভালোবাসার উপর। এখানে ওলী বা বন্ধু বলে মুসলিম সমাজের দিকে ইশারা করে আল্লাহ মুসলিম সমাজের যে কার্যাবলীর কথা উল্লেখ করলেন, তা ইসলামী দা'ওয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

দা'ওয়াতী কাজ মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

যেখানে অন্যান্য জাতি ও গোষ্ঠী সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পরস্পরের মাঝে হানাহানি ও মারামারিতে লিপ্ত; সাথে সাথে বিভিন্ন রকম ধোঁকা, সত্য বিকৃতি, হত্যা, সন্ত্রাস ও ভয়-ভীতির মাধ্যমে অন্যান্য জাতির মাঝে তথা মানব সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যস্ত, সেখানে মুসলিম জাতি সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দৃঢ়করণের মাধ্যমে সমাজে শান্তি, অগ্রগতি তথা সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত। কোনরূপ অন্যায় কাজের সমর্থন মুসলিম জাতি করতে পারে না। যতটুকু কল্যাণকর, তা যার পক্ষ থেকেই হোক, তাতে তারা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করে সমর্থন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আর এটাই দা'ওয়াতী কাজের মূল প্রেরণা তথা দিক নির্দেশনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই তাদের এ কাজ ও দৃষ্টিভঙ্গী যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি এ কাজের জন্যই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুসলমানদের এ দিকটি বিবেচনা করেই সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন :

---

৩৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, বাবু আদ দীন আন-নসীহা, ১খ, পৃ ৩৮।

৪০. সূরা তওবা : ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله -

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দেবে আর অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর তোমরাই আল্লাহর উপর ঈমান রেখে চলবে।[৪১]

সুতরাং দা'ওয়াতের ভিত্তিতেই মুসলিম জাতির পরিচয় এবং শ্রেষ্ঠত্ব। এজন্য *থমাস আরনল্ড* বলেছেন, মুসলিম জাতি মূলত দা'ওয়াতী বা মিশনারী জাতি (Missoinary Nation)।[৪২]

দা'ওয়াতী কাজ করা ফরয

কেউ কেউ যে ভাবে নামায রোযাকে ফরয হিসেবে অনুভব করেন, দা'ওয়াতী কাজকে সেভাবে মনে করেন না। অথচ নামায রোযা যেভাবে ফরয করা হয়েছে, তেমনি দা'ওয়াতী কাজকেও ফরয হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আল-কুর'আনুল কারীমে সরাসরি আদেশ করা হয়েছে :

أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة -

আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দাও হিকমত ও উত্তম উপদেশ দ্বারা।[৪৩]

এখানে 'দা'ওয়াত দাও' বাক্যটি আদেশ জ্ঞাপক। এ অর্থে এ কাজটি ফরয। তাই কাউকেই যেমন নামায রোযার আদেশ থেকে রেহাই দেয়া যাবে না, তেমনি দা'ওয়াতী কাজ থেকেও রেহাই পাওয়া যাবে না।[৪৪] ইসলামী ফরয কাজগুলো কোনটা দৈনিক বিভিন্ন সময়ে যেমন– নামায, কোনটা বার্ষিক, যেমন– রোযা, যাকাত ইত্যাদি। কিন্তু দা'ওয়াত এমন একটি ফরয যা যথাসাধ্য সার্বক্ষণিক। অতএব এর গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি। প্রত্যেকের শক্তি ও সামর্থ অনুসারে কিছু না কিছু দা'ওয়াতী কাজ করতেই হবে। ইসলাম সম্পর্কে যতটুকু অজানা ততটুকু জানা যেমন ফরয, তেমনি জানার পর তা অন্যকেও জানানো ফরয। এ জন্য মহানবী সা. বলেছেন– بلغوا عنى ولو اٰية

একটি আয়াত হলেও আমার পক্ষ থেকে (অন্যের কাছে) পৌঁছে দাও।[৪৫]

কেউ কেউ দা'ওয়াতী কাজকে ফরযে কিফায়া বলে মনে করেন। একদল লোক তা সম্পাদন করলেই সকলের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে, যেমন জানাযার নামায। আসলে জানাযার নামাযের সাথে দা'ওয়াতী কাজকে তুলনা করা যাবে না। যদিও :

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير-

তোমাদের মাঝে এমন একদল হবে যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহবান করবে।

আয়াতের মাধ্যমে বিশেষ দলের উপর দায়িত্ব অর্পণের একটা ভাব বুঝা যায়, কিন্তু মূলত এর অর্থ হলো একটি বিশেষজ্ঞ দল গঠন, কিন্তু সাধারণভাবে দা'ওয়াত সবার উপরে ফরয না হওয়ার ব্যাপারে এ আয়াতে কিছু বলা হয় নি। এ আয়াতে সরাসরি আদেশ করা হয় নি যে দল গঠন কর; বরং বলা হয়েছে গঠন করা উচিত। অথচ অন্যান্য আয়াতে এবং হাদীসে দা'ওয়াতের দায়িত্বকে সকল মুসলমানের উপর ফরয করা হয়েছে এবং সরাসরিভাবে আদেশ করাও হয়েছে। অতএব মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও সামর্থের দিক দিয়ে যেহেতু বিভিন্নতা আছে, সেহেতু এতটুকু বলা যায় যে, তাদের সামর্থানুসারে সে দায়িত্ব পালন করবে। তাই বলে জানাযার নামাযের সঙ্গে তুলনা করে এবং ফরযে কিফায়া বলে এ দায়িত্বের মাঝে সীমাবদ্ধতা আনা হলে আল কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে সঠিক নয়। জানাযার নামাযান্তে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার ক্ষেত্র ও কার্যকারণ শেষ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে দা'ওয়াতের ক্ষেত্র ও বিষয় অফুরন্ত। তাই ইসলামী দা'ওয়াত সবার উপর ফরয। মহানবী সা.-এর যুগে সাহাবায়ে

---

৪১. সূরা আল ইমরান : ১১০।

৪২. T.W Arnold, *The Preaching of Islam,* London, 1956, P IV.

৪৩. সূরা নাহ্‌ল : ১২৫।

৪৪. দা'ওয়াত ফরযে আইন না কিফায়া এ নিয়ে 'উলামা কিরামের মাঝে মতানৈক্য আছে। কিন্তু তা আদায়ের ধরন অনুসারে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কারো মাধ্যমে দা'ওয়াতী কাজ আদায় হয়ে গেলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু সার্বিকভাবে ঐ কাজের কোন না কোন ক্ষেত্রে বা বিষয়ে সাধ্যমত কিছু অংশগ্রহণ করা ফরযে আইন।

৪৫. আবূ 'ঈসা তিরমিযী, *আল জামে তিরমিযী,* কিতাবুল 'ইলম।

Dhaka University Institutional Repository

কিরাম ইসলাম গ্রহণ করে এমনি বিশ্বাস করতেন। তাই তাঁরা সর্বদা দা'ওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মুসলিম সমাজে উক্ত সীমাবদ্ধ ধ্যান-ধারণা প্রবেশ করার পরপরই তাঁদের সমাজে ধ্বস নেমে এসেছিল। বিশ্ব নেতৃত্বেও তারা পিছিয়ে গিয়েছিল এবং তা আজও বিদ্যমান। সুতরাং মুসলিম জাতিকে তাদের অতীত অবস্থান, ঐতিহ্য ও গৌরবকে পুনরুদ্ধার করতে হলে ইসলামী দা'ওয়াতের বিকল্প নেই।

ইসলামী দা'ওয়াত রাষ্ট্রেরই অন্যতম রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব

ইসলামী দা'ওয়াতের সফলতার এক পর্যায়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম তখনও মুসলমানদেরকে দা'ওয়াতের দায়িত্ব থেকে রেহাই দেয় নি। কারণ আল-কুর'আন ও সুন্নাহর জ্ঞান ভাণ্ডারের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। সবাই যে এসব সমান বুঝেন, এমনটি নয়। স্বয়ং সাহাবীগণও আল-কুর'আন সমানভাবে বুঝতেন না, যে জন্য পরস্পরের কাছে যেতে হতো জানা বুঝার জন্য। তাই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলেও কুর'আন সুন্নাহ সম্পর্কে জানানোর প্রয়াস চলতেই থাকা উচিত; বরং এটা ইসলামী দা'ওয়াতের অংশ। অন্য দিকে শয়তানী শক্তি যেহেতু সদা সোচ্চার, সেহেতু মুসলিম সমাজেও অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। তা যেন সংঘটিত হতে না পারে, সে ব্যবস্থা থাকা দরকার। ঐ প্রয়াস এবং ব্যবস্থার ভাল নাম হলো আল-আমরু বিল মারূফ ওয়ান নাহী আনিল মুনকার বা সুকৃতির আদেশ দান বা প্রচার এবং দুষ্কর্মে বাধাদান প্রক্রিয়া। আল কুর'আনে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে :

الذين ان مكنهم فى الارض اقاموا الصلوة واتو الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور -

> আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারে।[৪৬]

দা'ওয়াতী কার্যক্রম জিহাদে অংশগ্রহণের সমতুল্য

মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন ইসলাম বিদ্বেষী কর্মতৎপরতা মোকাবেলার প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণের বিষয়টির গুরুত্ব ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় অপরিসীম; বরং এর মর্যাদা ইসলামে শীর্ষ স্থান দেয়া হয়েছে। এ সত্ত্বেও আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সকল মুসলমানকে একযোগে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বের হয়ে যাবার বিষয়টি পছন্দ করেন নি। বরং মুসলমানদের মাঝে এমন এক দল বিশেষজ্ঞ শ্রেণী হওয়া প্রয়োজন, যাঁরা ইসলামী দা'ওয়াতের কাজে এককভাবে নিবিষ্ট হবেন। দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জন করে মানুষকে তা শিক্ষা দেবেন। বিভিন্ন বিষয়ে সতর্ক করবেন যেন তারা সত্য থেকে বিচ্যুত না হয়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ঘোষণা করেন :

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون -

> মু'মিনদের সবার এক সঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, ওদের প্রত্যেক দলের এক অংশ এমন হয় না কেন, যারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অন্বেষণ করবে এবং নিজেদের জাতির নিকট যখন উপস্থিত হবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করবে, যাতে তারা সতর্ক হয়।[৪৭]

এ আয়াতে আল্লাহ জ্ঞান চর্চা ও তা সম্পর্কে অন্যকে অবহিতকরণ তথা দা'ওয়াতী কাজকে হিদায়াতের সমতুল্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে তথা মুসলমানদের জরুরী অবস্থাতেও একাংশ যুদ্ধে চলে যাবে আর একাংশ বিশেষভাবে দা'ওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করবে। দা'ওয়াতী কাজ থেকে কখনো বিচ্যুত হওয়া যাবে না। দা'ওয়াতী কাজ চরমাবস্থায় সশস্ত্র জিহাদের সমতুল্য, বরং গুরুত্বের দিক দিয়ে জিহাদের ব্যাপকার্থে দা'ওয়াতী কাজ শ্রেষ্ঠ জিহাদ। মহানবী সা. বলেছেন :

افضل جهاد كلمة حق عند سلطان جائر-

> অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সত্যের বাণী তুলে ধরাও শ্রেষ্ঠ জিহাদ।[৪৮]

---

৪৬. সূরা হজ্জ : ৪১।

৪৭. সূরা তাওবা : ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

দা'ওয়াতে সাড়া দেয়া ফরয

দা'ওয়াতী কাজ করা যেমন ফরয, তেমনি দা'ওয়াতে সাড়া দেয়াও ফরয। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন :

ياايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون -

> হে মু'মিনগণ, রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে দা'ওয়াত করেন যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রাসূলের দা'ওয়াতে সাড়া দেবে এবং জেনে রাখবে, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তরালে থাকেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে।[৪৯]

দা'ওয়াতী কাজ না হলে সাধারণ মানুষ কিসে সাড়া দেবে, কী ভাবে সত্য দ্বীন বুঝবে। তাই দা'ওয়াতে সাড়া দেয়ার জন্য দা'ওয়াত অপরিহার্য। একটা আরেকটার পরিপূরক ও অপরিহার্য।

দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকা মুনাফিকীর লক্ষণ

মুসলিম সমাজে মুনাফিক তারাই যারা ইসলামকে আন্তরিকভাবে মেনে নিতে পারেন নি, যদিও প্রকাশ্যে মুসলমানিত্বের দাবি করে। তারা অন্তর দিয়ে ইসলামকে বিশ্বাস করে নি বলে স্বভাবতই তারা দা'ওয়াহর ব্যাপারে অবহেলা দেখাবে, প্রয়োজনে এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে এবং দা'ওয়াতী চেতনার বিপরীত ভূমিকা নেবে। এটা মুনাফিকদের পন্থা। আল কুর'আনে মুনাফিকদের এ চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এ আয়াতে কারীমায় :

المنفقون والمنافقت بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفسقون -

> মুনাফিক নর-নারী একে অন্যের অনুরূপ, ওরা অসৎ কর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্মে নিষেধ করে, ওরা হাত বন্ধ করে রাখে, ওরা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে তিনিও তাদের ভুলে গেছেন, মুনফিকরা তো পাপাচারী।[৫০]

দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য যেখানে সৎ কাজের আদেশ করা, সেখানে মুনাফিকরা নিষেধ করে। তেমনি দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য যেখানে অসৎ কাজের নিষেধ করা, সেখানে মুনাফিকরা অসৎ কাজের আদেশ দেয়, উৎসাহিত করে। এটাই তাদের চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য।

দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকার কারণে আল্লাহর লা'নত

অসৎ কাজে নিষেধ করার কেউ না থাকলে কোন সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী। তখনই ঐ সমাজের অধিবাসীদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়। দা'ওয়াতী কাজ ত্যাগ করার কারণে বনী ইসরা'ঈল সম্প্রদায় অভিশপ্ত হয়েছে। আল কুর'আনের ভাষায় :

لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داوٗد عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون -

> বনী ইসরা'ঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল, তারা দাঊদ ও মরিয়ম তনয় 'ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। এটা এজন্য যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত, তা অবশ্যই মন্দ ছিল।[৫১]

মুসলিম সমাজেও দা'ওয়াতী কাজ না হলে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও লা'নত অবধারিত। অনেকেই বিভিন্ন রকম ওযর-আপত্তি পেশ করে এবং অন্যরা তা করে করুক– এ ধরনের অজুহাতে দা'ওয়াতী কাজ থেকে

---

৪৮. ইবন মাজা কাযবীনী, *সুনানু ইবন মাজা*, কিতাবুল ফিতান, কায়রো : দারুল কুতুবিল 'আরাবিয়্যা, তা বি, ২খ, পৃ ৩৬৭।

৪৯. সূরা আনফাল : ২৪।

৫০. সূরা তাওবা : ৬৭।

৫১. সূরা মায়িদা : ৭৮-৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

বিরত থাকে। লা'নত থেকে তারা কখনো মুক্তি পেতে পারে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ মুসলমানকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب -

তোমরা এমন ফিতনাকে ভয় করো যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালিম কেবল তাদেরকেই বিনষ্ট করবে না এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।[৫২]

হাদীস শরীফে এসেছে :

إذا ظهر فيكم المنكر فلم تغيروه يوشك ان يعم الله الكل بعذاب -

তোমাদের সমাজে যখন কোন অসৎ কর্ম প্রকাশ পাবে অথচ তোমরা তা অপনোদন করার কোন পদক্ষেপ নিলে না; অচিরেই আল্লাহ তা'আলা সবাইকে আযাবে নিপতিত করবেন।[৫৩]

দা'ওয়াতী কাজ না করার কারণে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুসলিম জগতের উপর বার বার দুর্যোগ দিয়েছেন ও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছেন। নেমে এসেছে তাদের জন্য বিপদ আপদের অমানিশা। মুসলিম জাতি হারিয়েছে তাদের বিশ্ব নেতৃত্ব, গৌরব, ঐতিহ্য। ইতিহাসে তার অনেক জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে। বিশ্বের অনেক এলাকা রয়েছে যেখানে এক সময় মুসলমান সংখ্যালঘু থাকা সত্ত্বেও তাদের তৎকালীন প্রভাব প্রতিপত্তিতে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অর্জন করার পর তারা তাদের মূল দায়িত্ব ইসলামী দা'ওয়াতকে ভুলে গিয়েছিল। তারা শুধু সংখ্যালঘু হিসেবেই থাকে নি; অবশেষে তাদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বও বিলীন হয় বরং তাদের অনেকের অস্তিত্বও বিলীন হয়। ইউরোপের স্পেন ও ভারতের কথা উল্লেখ করা যায়। অপর দিকে অনেক স্থানে তাদের মুক্তি এসেছিল। 'আব্বাসীয় দুর্বল খলীফাদের সাম্রাজ্য শতধা বিভক্ত হওয়ার পর মুসলিম বিশ্বের উপর তাতারদের পক্ষ থেকে সাঁড়াশী আক্রমণ এসেছিল। তাদের হাতেই পতন ঘটেছিল বাগদাদ নগরী ও ধ্বংস হয়েছিল মুসলিম সভ্যতার অজস্র নিদর্শন। লাখ লাখ মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তখন তারা এতই দোর্দণ্ড প্রতাপে অগ্রসর হচ্ছিল যে, তাদের মোকাবেলা অসম্ভব বলে ধারণা করা হতো। বরং লোকমুখে বলা হতো, যদি কেউ বলে তাতাররা পরাজয় বরণ করেছে, তবে তা বিশ্বাস করো না। কেউ কেউ বলতো কিয়ামত ঘনিয়ে এসেছে, ইয়াজুয মাজুয বের হয়ে গেছে, ইত্যাদি। এ অবস্থায় মুসলিম রাষ্ট্রীয় শক্তি যখন পরাস্ত, তখন অমুসলিম বর্বর তাতার সম্রাট ও নেতৃবৃন্দের সামনে ইসলামী দা'ঈ শাশ্বত ও অনিন্দ্যসুন্দর ইসলামকে তুলে ধরেন। যে তাতারদেরকে মুসলমানগণ তলোয়ার ও রাজশক্তির মাধ্যমে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হলো, তাদেরকে ইসলামের দা'ঈগণ অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করেন তাদেরকে মুসলমান করার দ্বারা। যারা ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু, পরবর্তীতে তারাই ইসলামের রক্ষক হয়ে বীর বিক্রমে ইসলামের জন্য খিদমত করেন।'[৫৪]

দা'ওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ মুসলমানদেরকে রক্ষা করেছিলেন। যেমনভাবে দা'ওয়াতী কাজ না করার কারণে মুসলমানদেরকে স্পেনে ও ভারতে শিক্ষা দিয়েছিলেন, আজও তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। মুসলিম বিশ্বের স্বাধীনতা, স্বকীয়তা একমাত্র ইসলামী চেতনার কারণেই রক্ষা পেতে পারে।

সুতরাং দা'ওয়াতী কাজ যেমনভাবে জীবনে কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে, মুসলিম সমাজের ঐতিহ্য ও মর্যাদা বিশ্বের দরবারে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করবে, তেমনিভাবে দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকলে তাদের মর্যাদা ও ঐতিহ্যকে নস্যাত করবে, আল্লাহর লা'নতে মুসলিম জাতি বারবার অমুসলিমদের হাতে আরো নিষ্পেষিত হবে, পরাধীন হবে এবং আখিরাতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি লাভ করে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে।

---

৫২. সূরা আনফাল : ২৫।

৫৩. আবু দাউদ সুলায়মান ইব্ন আল-আশ'আস আস্ সাজিসতানী, *সুনানে আবূ দাউদ*, ২খ, পৃ ৬২।

৫৪. দ্র. সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক*, অনুবাদ : মাওলানা আবূ সাঈদ ওমর আলী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১খ, পৃ ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

দা'ওয়াতী কাজের সুযোগ পাওয়া মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত

যেখানে ইসলামী দা'ওয়াত মানব কল্যাণে নিয়োজিত, যেখানে দা'ওয়াহ সত্য প্রচারের দা'ওয়াহ, সেখানে সত্য প্রচার করার অধিকার থাকা উচিত। যেহেতু সে সত্য জানা মানব সমাজের জন্যই। সুতরাং ইসলামী দা'ওয়াত মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আল কুর'আনে বলা হয়েছে : له دعوة الحق

তারই সত্যের দা'ওয়াহ।[৫৫]

অন্য আয়াতে মহানবী সা. কে বলতে হচ্ছে :

لا جرم انما تدعوننى اليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الاخرة -

নিশ্চয় তোমরা আমাকে আহবান করছ এমন একজনের দিকে যে দুনিয়া ও আখেরাতে কোথাও তার দিকে আহবান পাওয়ার অধিকার রাখে না।[৫৬]

এ আয়াতদ্বয়ের ভাষায় একমাত্র ইসলামেরই দা'ওয়াত চলতে পারে, একমাত্র তারই সে অধিকার রয়েছে। অন্য কোন মানব রচিত ও প্রবর্তিত মতবাদের দা'ওয়াত চলতে পারে না। তবুও ইসলাম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরকে সত্য বুঝার সুযোগ দিতে চায়, জোর-জবরদস্তি করে নয়। এটা তার উদারতা এবং দা'ওয়াতের হিকমত। অনেকে- لا اكراه فى الدين 'ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই'[৫৭]- এ আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তাঁদের ভাষায় এ আয়াত দ্বারা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীকে ইসলামে দা'ওয়াত দেয়ার বিষয়টিকে প্রশ্নাধীনে নিয়ে এসেছে। কিন্তু এখানে এ আয়াতের বাকী অংশেই তাঁদের সন্দেহের সমাধান দেয়া হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে- قد تبين الرشد من الغى যার অর্থ হলো 'সঠিক হিদায়াত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।' তখন আর কাউকে তা গ্রহণের জন্য জোর-জবরদস্তি করা যাবে না। ধর্মের ব্যাপারে দা'ওয়াতী কঠিন ভূমিকা নেয়ার ক্ষেত্রে ঐ আয়াতের শর্ত হলো সত্য সবার নিকট সুস্পষ্ট থাকতে হবে। দা'ওয়াতী কাজ না হলে মানুষ কি করে বুঝবে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা? অতএব একই আয়াতে দা'ওয়াতী কাজ করার জন্যও বলে দেয়া হয়েছে।

ইসলামী দা'ওয়াত পাওয়াও মানুষের ধর্মীয় অধিকার

ইসলামের দিকে দা'ওয়াত দেয়া যেমন দা'ঈদের অধিকার ও কর্তব্য, তেমনি ইসলামের দা'ওয়াত পাওয়াও মানব সমাজের ধর্মীয় অধিকার। এটা অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান ইত্যাদি মৌলিক অধিকারের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং বেশি। কারণ আল্লাহর বান্দা হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাকে চেনা এবং তার আদেশ মানা কর্তব্য। এটাই তার জীবনে পরম লক্ষ্য। দা'ঈগণ আল্লাহ সম্পর্কে না জানালে তারা জীবন পথে বিভ্রান্ত হবে আর অজ্ঞতার মাঝে নিমজ্জিত থাকবে- ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভে ব্যর্থ হবে। তাই দা'ওয়াতী কাজের জন্য হোক কিংবা মানুষের ফিতরাতের (তথা সহজাত সুপ্তশক্তির) তাড়নায়ই হোক, যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে চায়, কোন রাষ্ট্রের তাতে বাধা দেয়ার অধিকার নেই। ইসলাম মানুষকে সত্য জানার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এ জন্য কেউ কিছু সত্য হিসেবে জানার পর তা ত্যাগ করে সমাজে ফাটল সৃষ্টির চেষ্টা করলে সেটা হবে তার অপরাধ। এ জন্য ইসলামে সুস্পষ্টভাবে মুরতাদের বিধান রয়েছে।

সুতরাং সমাজ থেকে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা নিরসনে সে সম্পর্কে অবগত হওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে সবারই ধর্মীয় অধিকার।

দা'ওয়াত দেয়া যেমন অধিকার ও কর্তব্য, তেমনি যারা দা'ওয়াত পান নি, তাদের দা'ওয়াত পাওয়ারও অধিকার রয়েছে। মানব সভ্যতা ও সমাজ টিকিয়ে রেখে সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা যদি ইসলামের মিশন হয়ে থাকে, তবে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়ারও অধিকার সবারই রয়েছে। এ জন্য আল কুর'আনে ইহুদী

---

৫৫. সূরা রাদ : ১৪।

৫৬. সূরা মু'মিনুন : ৪৩।

৫৭. সূরা বাকারা : ২৫৬।

ও নাসারাদের 'আলিমদের ভর্ৎসনা করা হয়েছে। কারণ তারা মানুষকে সত্য জানানো থেকে বিরত থেকেছে; তা গোপন রাখার প্রয়াস চালিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

يا اهل الكتب لم تلبسون الحق بالباطل و تكتمون الحق وانتم تعلمون -

হে কিতাবীগণ, তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর এবং তোমরা জানা সত্ত্বেও কেন সত্য গোপন কর?[৫৮]

অন্যত্র বলা হয়েছে :

ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينت والهدى من بعد ما بينه للناس فى الكتب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون -

আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য কিতাবে, তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে, আল্লাহ তাদেরকে লা'নত দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাদেরকে অভিসম্পাত দেয়।[৫৯]

হাদীস শরীফেও এসেছে, মহানবী সা. বলেছেন :

من كتم علما لجمه الله يوم القيامة بلجام من النار-

যে কেউ 'ইল্‌ম (জানা বিষয়)-কে গোপন করল, তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে।[৬০]

ইসলামী দা'ওয়াত মানবজাতির জন্য মহাকরুণা বিশেষ

ইসলামী দা'ওয়াত মূলতঃ মানব জাতির জন্য মহাকরুণা বিশেষ। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে আল-কুরআনের মাধ্যমে দা'ওয়াত দিয়েছেন। এ কিতাবকে তিনি রহমত হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন এ আয়াতে:

وننزل من القران ما هوشفاء ورحمة للمؤمنين -

আমি কুর'আনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত।[৬১]

এজন্য মহানবী সা. বলেছেন :

الامر بالمعروف صدقة -

'সৎ কাজে আদেশ করা সদকা বিশেষ।' তাই কাউকে দা'ওয়াত দিলে তার মনে করা ঠিক নয় যে, এটা গ্রহণ করলে দা'ওয়াত দাতাকে সম্মান করা হবে বা করুণা করা হবে; বরং এর উল্টোটাই বটে। দা'ঈ যাকে দা'ওয়াত দিলেন, তার উপর দয়া বা করুণাই করলেন।

সবশেষে বলা যায়, ইসলামী দা'ওয়াত সত্যের দা'ওয়াহ, সারা জাহানের প্রভু আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের দিকে দা'ওয়াহ, ইহ-পারলৌকিক জীবনে সার্বিক কল্যাণ লাভের দা'ওয়াহ। এ দা'ওয়াহর কোন বিকল্প নেই। করুণাময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছে এ দা'ওয়াহ্‌র দায়িত্ব দিয়ে। একে গোটা মুসলিম সমাজের উপর ফরয করে দিয়েছেন। ঘোষণা দিয়েছেন :

ومن احسن قولا ممن دعا إلى الله و عمل صالحا وقال اننى من المسلمين -

যে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার?[৬২]

তাই দা'ওয়াতী কাজই শ্রেষ্ঠ কাজ। এর তাৎপর্য অপরিসীম ও গুরুত্ব অফুরন্ত। এ জন্যই এ রাস্তায় অসংখ্যা দা'ঈ তাঁদের জান মাল সব কিছু অকাতরে কুরবানী দিয়েছেন– দ্বীন ইসলাম বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করেছে।

---

৫৮. সূরা আলে ইমরান : ৭১

৫৯. সূরা বাকারা : ১৫৯।

৬০. দ্র. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, ইস্তাম্বুল : আল মাকতাবুল ইসলামী, তা বি।

৬১. সূরা বনী ইসরাঈল : ৮২।

৬২. সূরা হা-মীম- আস্ সাজদাহ : ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : পাঁচ
ইসলামী দা'ওয়াত : প্রকৃতি ও পরিধি

ইসলামী দা'ওয়াতের প্রকৃতি

মানব সমাজে বিভিন্ন রকম দা'ওয়াত প্রচলিত রয়েছে। কেউ কোন ধর্মের দিকে দা'ওয়াত দেয়। কেউ কোন মতবাদ বা দলের দিকে দা'ওয়াত দেয়। কিন্তু ইসলামী দা'ওয়াতের প্রকৃতি ভিন্ন রকম। তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত।

রব্বানী দা'ওয়াত

রব্বানী দা'ওয়াতের মূল কথা হলো, এটা এ সৃষ্টি জগতে আল্লাহর পক্ষ থেকে দা'ওয়াহ এবং তাঁরই দিকে দা'ওয়াত।

ক. **আল্লাহর পক্ষ থেকে** : এ দা'ওয়াতের মূল কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য দা'ওয়াত। তিনি মানবজাতির মধ্য থেকে কয়েকজনকে নির্বাচিত করেছেন এবং ওহী জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তাঁদের দা'ওয়াতের পথ নির্দেশনা দেন, যাঁরা হলেন আম্বিয়া কিরাম। তাঁদেরই মধ্যমনি হযরত মুহাম্মদ সা.। সুতরাং এ দা'ওয়াতের উৎস স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। আমরা যদি কুর'আনুল কারীমের দিকে দৃষ্টিপাত করি, এর সমর্থনে অনেক আয়াত পাওয়া যাবে। যেমন :

اولئك يدعون الى النار والله يدعوا الى الجنة والمغفرة باذنه ويبين ايته للناس لعلهم يتذكرون

... তারা দোযখের দিকে আহবান করে, আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহের মাধ্যমে আহবান করেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। আর তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ বাতলে দেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।[১]

শেষ বিচারের দিন কাফিররা আফসোস করে বলবে, যা কুর'আনুল কারীমে এভাবে এসেছে :

ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل -

... হে রব, আমাদের সামান্য মেয়াদ পর্যন্ত সময় দিন, যাতে আমরা আপনার আহবানে সাড়া দিতে পারি এবং পয়গম্বরগণের অনুসরণ করতে পারি...।[২]

উভয় আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে, দা'ওয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর নবী রাসূলগণ প্রতিনিধি হিসেবে দা'ওয়াতের দায়িত্ব বহন করেছেন। ইসলামী দা'ওয়াত কোন মহামানব বা মানবীয় সংস্থা থেকে উৎসারিত নয়। যারা এ দা'ওয়াতকে দাওয়াতে মুহাম্মদী বা মোহামেডান দা'ওয়াত বলেন, তারাও প্রকৃত অর্থে সঠিক বলেন না। এ দা'ওয়াত কোন ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল নয়। যেমন, মার্কসবাদীরা নিজেদের মতবাদ সম্পর্কে দাবী করে থাকে। যুগে যুগে ইসলামী দা'ওয়াত আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, যদিও বিভিন্ন নবীর সময়ে সমাজ পরিস্থিতির কারণে বৈষয়িক জীবন যাপনের কিছু নিয়মাবলীতে পার্থক্য রয়েছে।

মূল দ্বীনে ইসলামের আহবান এক, যা এই আয়াতটি প্রমাণ করছে। ইরশাদ হচ্ছে :

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا به ابرهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ماتدعوهم اليه الله يجتبى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب - وما تفرقوا الا من بعد ما جاءكم العلم بغيا بينهم ولولا

---

১. সূরা বাকারা : ২২১।

২. সূরা ইবরাহীম : ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضى بينهم وان الذين اورثوا الكتب من بعدهم لفى شك منه مريب - فلذلك فادع واستقم كما امرت -

তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছেন নূহকে। (হে নবী), যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়ে ছিলাম ইবরাহীম, মূসা, 'ঈসা আ.-কে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতপার্থক্য সৃষ্টি করো না। আপনি মুশরিকদের যে বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানান, তা তাদের কাছে দুর্বহ বলে মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তার অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন। তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরেই তারা পারস্পরিক বিদ্বেষের কারণে মতভেদ করেছে। যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ফয়সালা হয়ে যেত। তাদের পর যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে তারা কুর'আন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পতিত রয়েছে। সুতরাং আপনি (উক্ত দ্বীন)-এর প্রতিই দা'ওয়াত দিন এবং আদেশ অনুযায়ী অবিচল থাকুন ...।[৩]

এ আয়াত কটিতে আল্লাহ তা'আলা সকল যুগে তাঁর ইসলামী দা'ওয়াতের মর্মবাণীর ঐক্য বর্ণনা করেছেন এবং শেষোক্ত আয়াতটিতে সে দা'ওয়াতের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-কে নির্দেশ দিয়েছেন।

খ. আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত : ইসলাম যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির উদ্দেশ্যে দা'ওয়াত, তেমনি ইসলামী দা'ওয়াত সেই রব আল্লাহর দিকেই দা'ওয়াত। এ দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার অনুসরণ করে একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টি অর্জন। এ দিকটির উপর অনেক আয়াতে বিভিন্নভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। মহানবী সা.-এর দা'ওয়াতী কাজের পরিচয় দিতে বলা হচ্ছে এভাবে :

قل هذه سبيلى ادعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتبعنى وسبحن الله وما انا من المشركين -

বলে দিন, এই আমার পথ। বুঝে-সুঝেই আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেই আমি এবং আমার অনুসারীরাও। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।[৪]

কুর'আন কারীমের অন্য স্থানে মহানবী সা.-এর পরিচয় দেয়া হয় আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দানকারী হিসেবে :

يايها النبى انا ارسلنك شاهدا ومبشرا ونذيرا - وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا -

হে নবী, আমি তো আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহর আদেশে দা'ঈ ইলাল্লাহ (আল্লাহর প্রতি আহবানকারী) রূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছি।[৫]

অপর আয়াতে মহানবী সা.-কে তাঁর রব আল্লাহর দিকেই দা'ওয়াত দিতে বলা হয়েছে এভাবে :

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة -

আপনি আপনার প্রভুর পথে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দা'ওয়াত দিন...।[৬]

দা'ওয়াত আল্লাহর দিকে এবং মহানবী সা.-কে সে দা'ওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। তিনি সে দায়িত্ব পালন করেছেন আল্লাহর অনুমতিক্রমে ও নির্দেশক্রমে। সুতরাং যে কোন যুগে বা স্থানেই হোক না কেন, সে রব্বানী দা'ওয়াতী কাজের আঞ্জাম দিতে ধর্মযাজক-এর সনদ বা মানবীয় সংস্থার সার্টিফিকেট বা নির্দেশের প্রয়োজন নেই। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য মেনে নিয়ে সে দিকে মানব সমাজকে দা'ওয়াত দিতে পারেন।

---

৩. সূরা শূরা : ১৩-১৫।

৪. সূরা ইউসুফ : ১০৮।

৫. সূরা আল আহযাব : ৪৫-৪৬।

৬. সূরা আন নাহল : ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বজনীন

এ দা'ওয়াত কোন আঞ্চলিক বা কোন গোষ্ঠীগত বা কোন নির্দিষ্ট ভাষাভাষীর প্রতি নয়। এ সারা বিশ্বময় মানুষের জন্য। এর উত্তরাধিকার কেবল আরববাসীরা পান নি, কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানবগোষ্ঠীই এর হকদার। এতে সাদা কালো লাল বর্ণের মানুষের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই। 'আরব, অনারব, আমেরিকান, ইউরোপীয়, এশীয় বা প্রাচ্য পাশ্চাত্য পার্থক্য বৈধ হবে না।

মহানবী সা.-এর পূর্বে আগত সকল দা'ওয়াত কোন কোন বিশেষ কওম বা জনগোষ্ঠীর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, বিশ্বব্যাপী ছিল না। এ জন্য দেখা যায়, একই সময়ে একাধিক নবী আ. পৃথিবীতে আগমন করেছেন। যেমন- হযরত ইবরাহীম ও লূত একই সময়ে, তেমনি হযরত মূসা ও হারুন আ. প্রমুখ। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সা.-এর দা'ওয়াত বিশ্বজনীন। এ বিষয়ে কুর'আন কারীমে মহানবী সা.-এর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছেঃ

قل يايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا -

বলুন, হে মানবমণ্ডলী, আমি তোমাদের সবার প্রতিই আল্লাহর রাসূল ...।[৭]

এ আয়াতখানা সূরা আরাফের। মক্কী সূরা। অতএব, মহানবী সা.-এর দা'ওয়াতী কার্যক্রমের প্রারম্ভিক অবস্থায়ই বিশ্বজনীন প্রকৃতি নিয়ে শুরু হয়েছিল।

وما ارسلنك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا -

আপনাকে সমগ্র মানব জাতির সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।[৮]

অন্য আয়াতে ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে :

وما ارسلنك الا رحمة للعلمين -

আমি আপনাকে সকল জগতের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।[৯]

মহানবী সা. বিদায় হজ্জের ভাষণে অধিকাংশক্ষেত্রে 'হে মানবমণ্ডলী' বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি অনারব অনেক বাদশাহ ও সম্রাটের নিকট দা'ওয়াত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন- তাঁর সাহাবীগণকে সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন। এমনকি হিজরতের পূর্বেই প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ ওয়াক্কাস রা. চীন পর্যন্ত গিয়ে দা'ওয়াতী কাজ করেছেন। এ জন্য দেখা যায় বিদায় হজ্জের সময় মহানবী সা.-এর সঙ্গে লক্ষাধিক সাহাবা থাকলেও দু' হাজার সাহাবা রা.-এর কবরও 'আরবীয় উপদ্বীপে পাওয়া যায় নি। তাঁরা বিশ্বময় বিশ্বজনীন ইসলামী দা'ওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলেন।

প্রাচীন

ইসলামী দা'ওয়াত শুরু হয় পৃথিবীতে প্রথম মানব হযরত আদম আ. হতে। আল্লাহর পাকের বান্দা হিসেবে চলার জন্য মানুষের যতটুকু জ্ঞান ও তরবীয়ত (প্রশিক্ষণ) প্রয়োজন, হযরত আদম আ. নিজেই তাঁর সন্তান সন্ততিকে সে তরবীয়ত দান করেছিলেন। দা'ওয়াতী কাজে দেখা যায় কেউ তা মেনে নিলে সেটাই প্রাথমিক ও মৌলিক কর্মসূচী। আদম আ. স্বীয় সন্তানদের আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অবগত করিয়ে একমাত্র সেই আল্লাহরই 'ইবাদত ও তাকওয়া অবলম্বনের দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এ জন্য তাঁর পুত্র হাবিলকে বলতে শুনা যায়, কুর'আন কারীমে এসেছে এ ভাষায় :

قال انما يتقبل الله من المتقين - لئن بسطت الى يدك لتقتلنى ما انا بباسط يدى اليك لاقتلك انى اخاف الله رب العلمين -

আল্লাহ তা'আলা ধর্মভীরুদের পক্ষ থেকেই তো (কুরবানী ও মানত) গ্রহণ করেন। যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে তোমার হস্ত প্রসারিত কর, তবুও আমি তা করবো না। কেননা, আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি।[১০]

---

৭. সূরা আরাফ : ১৫৮।
৮. সূরা সাবা : ২৮।
৯. সূরা আম্বিয়া : ১০৭।
১০. সূরা আল মায়িদা : ২৭-২৮।

Dhaka University Institutional Repository

আদম তনয়ের এ পরহেযগারীর শিক্ষা হযরত আদম আ.-এর দা'ওয়াতী তরবিয়তেরই ফল নিঃসন্দেহে। দা'ওয়াতের ইতিহাস হযরত নূহ আ. থেকে শুরু, এটা ঠিক নয়।[১১] প্রথম মানব হযরত আদম আ. থেকে দা'ওয়াত শুরু। অতঃপর হযরত নূহ, ইবরাহীম, মূসা, 'ঈসা, মুহাম্মদ সা. সবাই যুগে যুগে একই দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। আর তা হল একমাত্র আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর ইবাদত করা, আনুগত্য মেনে নেয়া। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت -

প্রত্যেক জাতির প্রতি আমি রাসূল পাঠিয়েছি এই আদেশ দিয়ে যে, তোমরা একমাত্র আমারই 'ইবাদত কর এবং তাগূত শয়তানী বা আল্লাহ দ্রোহী শক্তির আনুগত্য হতে দূরে থাক।[১২]

অতএব যদিও বিভিন্ন যুগে বৈষয়িক জীবন যাপনে কিছু কিছু আচার-ব্যবহারে যুগের অবস্থা অনুসারে কিছু নিয়ম পদ্ধতির পার্থক্য ছিল, তবুও প্রাচীন কাল থেকে দা'ওয়াতের মূল বিষয় একই ছিল।
উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذى اوحينا اليك وما وصينا به ابرهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه -

তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছেন নূহকে; (হে নবী), যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও 'ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং এতে মতপার্থক্য করো না।[১৩]

সুতরাং এ সকল নবীকে শিরকের মোকাবেলা করে তাওহীদী জীবন প্রতিষ্ঠা করার[১৪] যে দা'ওয়াত দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, তেমনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-কে সেই প্রাচীন দা'ওয়াতী দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয় মানব জাতির কাছে। দা'ওয়াতের উৎপত্তি ও ক্রমধারা অতি প্রাচীন। এতে রয়েছে চিরন্তন সত্য সুন্দর জীবনাদর্শ তাওহীদের শিক্ষা। এ সত্য চিরন্তন ও প্রাচীন। তা ছাড়া সকল নবীর যুগেই তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি 'আকীদাসহ তাহারাত, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ্ব, নফল 'ইবাদত, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদির বিষয়ের প্রচলন ছিল। তেমনি সকল নবীর যুগে বিয়ের প্রচলন, ব্যভিচার হারাম, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, অত্যাচার হারাম, অপরাধের শাস্তি বিধান, আল্লাহ দ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং আল্লাহর দ্বীন প্রচার প্রসারে প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিদ্যমান ছিল। এ সব বিষয় দ্বীনের মূল। সকল যুগে মৌলিক দিক দিয়ে এগুলো কোন পার্থক্য নেই; পার্থক্য হল তার বাস্তবায়নের প্রকৃতি ও ধরনে। যেমন- হযরত মূসা আ.-এর যুগে কিবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস, আর হযরত মুহাম্মদ সা.-এর যুগে কিবলা হল কা'বা শরীফ।[১৫] সুতরাং মৌলিকভাবে দা'ওয়াতের বিষয়গুলো প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। আল কুর'আনে মহানবীকে এভাবেই ঘোষণা দিতে বলা হয় :

قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادرى ما يفعل بى ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الى وما انا الا نذير مبين -

বলুন, আমি তো প্রথম রাসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে (আখিরাতে) কি ব্যবহার করা হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে। আমি স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।[১৬]

---

১১. দ্র. ড. আহমদ আহমদ গালুশ, প্রাগুক্ত, পৃ ১২৯, শায়খ আদম আলোরী, *তারিখুদ দা'ওয়াত ইলাল্লাহ*, কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহাবা, ১৩৯৯ হি, পৃ ৪৫। তাঁরা উভয়ে দা'ওয়াতের ইতিহাস হযরত নূহ আ. থেকে শুরু করেছেন।

১২. সূরা নাহল : ৩৬।

১৩. সূরা শূরা : ১৩।

১৪. কুর'আনুল কারীমের ভাষ্য অনুসারে শিরকের উৎপত্তিও হযরত নূহ আ.-এর যুগ থেকেই। দ্র. সূরা নূহ।

১৫. দ্র. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, বৈরুত : দারুল মাআরিফ, তা.বি, ১খ, পৃ ৮৭।

১৬. সূরা আহকাফ : ৯।

সর্বশেষ ও চূড়ান্ত

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. যে দা'ওয়াত নিয়ে এসেছেন, সে দা'ওয়াত মানবেতিহাসে সর্বশেষ। হযরত মুহাম্মদ সা. শেষ নবী। আর কোন নবী আসবেন না। উল্লেখ্য, ইসলামী দা'ওয়াতের বিষয়গত মূল প্রকৃতি প্রাচীনকাল থেকে যুগে যুগে চলে এলেও হযরত মুহাম্মদ সা.-এর পূর্ববর্তী দা'ওয়াতগুলো বিশেষ সময় এবং বিশেষ জাতির প্রতি নির্দিষ্ট ছিল। এজন্য একজন নবীর পর নতুন নবী আসার প্রয়োজন হয়। আর সেটা ত্রিবিধ কারণে।

প্রথমত পূববর্তী নবীর শিক্ষা বিলুপ্ত বা বিকৃত হয়ে গেলে এবং পুনরায় পেশ করার প্রয়োজন হলে। এ বিলুপ্ত হওয়াটা কোন কোন আল্লাহদ্রোহী অত্যাচারী শক্তির দম্ভ ও কারসাজিতে বা পথ প্রদর্শকের আগমনে দেরীর কারণে বা ধর্ম ব্যবসায়ীদের বৈষয়িক স্বার্থে বিকৃত কর্মের বা অন্য কোন কারণেও হতে পারে। সে জন্য মানুষ জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। প্রকৃত ইলাহ আল্লাহ পাকের সাথে তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইয়াহুদী, নাসারা সকল ধর্মাবলম্বীদের ধর্মে তা-ই ঘটেছে, এ কারণে যুগে যুগে নবী প্রেরণ করে তাদের হিদায়াত অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এ প্রেক্ষাপটে কুর'আনুল কারীমে বলা হয়েছে :

يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظامما ذكروا به -

> ... তারা আল্লাহর কালামের শব্দগুলোর আসল অর্থ বিকৃত করে এবং তাদের জন্য যা প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছিল তার একাংশ ভুলে গিয়েছে ... ।[১৭]

দ্বিতীয়ত যুগে যুগে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎকর্ষের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন রকম জীবনাচারণ ও উপায় উপকরণের সৃষ্টি হয়। ফলে মানুষের মন-মানসিকতা লক্ষ্য করে যুগোপযোগীভাবে দা'ওয়াত উপস্থাপন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য নতুন রিসালাতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যেন মানুষের চাহিদা ও মন মানসিকতা লক্ষ্য করে যুগে যুগে চলে আসা রিসালাতের মৌলিক বিষয়গুলো পেশ করা যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিলে নতুন রাসূল প্রেরণ করে নব নব সমস্যার সমাধান দেয়া হয়, পূর্ববতী মূলনীতিগুলোর পুনর্জীবন ও প্রয়োগ করার নিমিত্ত। এ জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবীর আগমন ঘটেছে এবং বৈচিত্রময় অলৌকিক বিষয় তথা বিভিন্ন প্রকার মুজিযা দেখানো অপরিহার্য হয়েছে।

তৃতীয়ত যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়া এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্যের কারণে কোন নবীর শিক্ষা বিশেষ জাতির জন্য সীমাবদ্ধ হলে অন্য জাতির কাছে পৃথক নবী প্রেরণ অপরিহার্য হয়ে যায়।
উল্লেখ্য, মহানবী হযরত সা.-এর আগমনের পূর্বে উপরোক্ত তিনটি কারণই বিরাজমান ছিল।

প্রথমত ইয়াহুদীরা নিজেদের তাওহীদপন্থী বলে দাবী করলেও তারা হযরত উযাইরকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে মেনে নেয় এবং বস্তু পূজায় মত্ত হয়। তেমনি নাসারারা তাওহীদপন্থী হিসেবে দাবী করলেও 'ঈসা আ.-কে আল্লাহর পুত্র হিসেবে মনে করে এবং তাদের ধর্মযাজকদের আইনদাতা হিসেবে মেনে নেয়। তেমনি ভারত ও 'আরবের পৌত্তলিকদের মাঝে এক স্রষ্টার ধারণা থাকলেও দেব-দেবীদের পূজা-অর্চনায় মত্ত হয়। তাদের ধর্মগ্রন্থসমূহ অবিকৃত থাকে নি।

দ্বিতীয়ত তৎকালীন বিশ্বসমাজ বিজ্ঞানে এবং পরিবেশ পরিস্থিতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উৎকর্ষতায় এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যখন এক বিশ্বজনীন দ্বীন প্রচলন সম্ভব, তখন আল্লাহ তা'আলা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা.-কে প্রেরণ করেন। তাঁর দ্বীন কোন অবস্থায় বিশেষ পরিবেশের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং কিয়ামত পর্যন্ত সারা বিশ্বের মানুষের জন্য একমাত্র জীবন ব্যবস্থা ইসলাম; নতুন কোন দা'ওয়াতের প্রয়োজন নেই। এর কয়েকটি কারণ :

---

১৭. সূরা মায়িদা : ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

১. ইসলামে কোন রকম বিকৃতি ঘটেনি বা তার কোন বিষয় বিস্মৃত হয় নি। কুর'আনুল কারীম নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা সংরক্ষণ করা হয় এমনভাবে যে, তা সন্দেহাতীত। অতঃপর হাজার হাজার মানুষ কণ্ঠস্থ ও লিখিতভাবে তা সংরক্ষণ করেন। বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিশ্বময় কুর'আন কারীমের লক্ষ লক্ষ হাফেয সহ কোটি কোটি পাণ্ডুলিপি আছে। পৃথিবীর কোন স্থানে গেলে এসব কপির মাঝে কিঞ্চিত পরিমাণও পার্থক্য পাওয়া যাবে না। অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে নি। এ জন্য ড. মরিস বুকাইলী বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, কুর'আনের বিশুদ্ধতা তর্কাতীত। বাইবেলের পুরাতন নিয়ম বা নতুন নিয়ম তথা আসমানী কিতাব সমূহের মধ্যে সঠিকত্ব ও বিশুদ্ধতার দিক থেকে কুরআনের মর্যাদা অনন্য।

Thanks to its undisputed authenticity, the text of the Quran hold a unique place among the book of Revelation. Shared neither by the Old nor the New Testament.[১৮]

তাছাড়া, বর্তমানে ক্যাসেট এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এভাবে কুর'আন কারীম কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। এ দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظون -

আমিই কুর'আন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার রক্ষক।[১৯]

ইসলামের মূল উৎস কুর'আন যেমন সংরক্ষণ করা হয়েছে, তেমনি মহানবী সা.-এর সুন্নাহও সংরক্ষিত আছে। হাদীস ও সীরাত গ্রন্থাবলীতে তাঁর জীবনী এমনভাবেই সংরক্ষিত আছে যে, তাঁর খাওয়া দাওয়া, চলাফেরা তথা শরীরের অবয়বের পর্যন্ত বর্ণনা পাওয়া যায়।

কিয়ামত পর্যন্ত মানব জীবনে যত সমস্যা দেখা দেবে, তার সমাধানের মৌলিক নীতিমালা সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম। এতে নতুন কিছু সংযোজনের প্রয়োজন নেই, নতুন নবীর প্রয়োজন নেই।

যুগে যুগে যত সমস্যা দেখা দেবে, ইসলামের মূলনীতির আলোকে সেগুলোর সমাধান দেয়া সম্ভব। যেমন, শূরা বা পরামর্শকরণ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূলনীতি। আল কুর'আন কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে মহানবী সা. কখনো ব্যক্তিগত, কখনো বিশেষজ্ঞগণ নিয়ে, কখনো সর্বসাধারণ নিয়ে পরামর্শ করেছেন। কুর'আনের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ মূলনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যম বা উপায় উদ্ভাবন ও উপকরণ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকম হতে পারে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে সে সমস্ত উপায় উপকরণের পরিবর্তন আসবে, যেমন বর্তমানে টেলিফোন ও কম্পিউটার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহজেই জনমত যাচাই সম্ভব, যা পূর্বে ছিল না। তাই ইসলাম মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে, কিন্তু উপায় উপকরণ চূড়ান্ত নির্দিষ্ট করে দেয় নি। শূরা ব্যবস্থার মত আরো অনেক ব্যবস্থা আছে, যা যুগোপযোগী উপায় উপকরণে বাস্তবায়ন সম্ভব। ইসলাম যে কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে বা তা বাস্তবায়ন সম্ভব, ঐগুলোই তার প্রমাণ। তাই হযরত মুহাম্মদ সা.-এর পর নতুন কোন নবী এসে কোন সংযোজনের প্রয়োজন নেই। বৈজ্ঞানিক গবেষণায়ও কুর'আন কারীমের কোন তথ্য পরিবর্তন করতে বা চ্যালেঞ্জ করতে পারে নি। বরং জ্ঞান গবেষণায় যতই অগ্রগতি হচ্ছে, কুর'আন সুন্নাহ-এর ব্যাখ্যাগুলো ততই বৈজ্ঞানিক হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে। এজন্য আল কুর'আনে বলা হয় :

الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير -

যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী সম্যক জ্ঞাত।[২০]

---

১৮. Maurice Bucaeele, *The Bible The Quran and Science,* Delhi : Taj Company, 1993, P. 131.

১৯. সূরা হিজর, ৯।

Dhaka University Institutional Repository

২. পূববর্তী ধর্মাবলম্বীদের নতুন দ্বীন অন্বেষণের প্রয়োজন নেই। কারণ তাদের ধর্মের সার কথা এ ইসলামে রয়েছে। পূববর্তী নবীগণকেও ইসলাম স্বীকৃতি দিয়ে থাকে; বরং মুসলমানদের ওপর তাঁদের সম্পর্কে ঈমান আনা অপরিহার্য। কুর'আনুল কারীমে এসেছে :

يايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتب الذى نزل على رسوله والكتب الذى انزل من قبل ومن يكفر بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضللا بعيدا -

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল, তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে এবং যে কিতাব তাঁর পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আন; আর যে কেউ আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূলগণ এবং পরকাল অস্বীকার করে, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।[২১]

উপরোক্ত কারণে মহানবী সা.-এর দা'ওয়াতের মাধ্যমে পূর্বেকার সকল দা'ওয়াত রহিত হয়ে যায়। এখন পূর্বতন কোন ধর্মের দিকে দা'ওয়াত দিলে সেটাকে ইসলামী দা'ওয়াত বলা যাবে না। মহানবী সা. যেহেতু পূর্ববর্তী দা'ওয়াতেরই নির্যাস নিয়ে দা'ওয়াত দিয়েছেন, তাই পূর্ববর্তী জাতিগুলোকেও মুক্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে তাঁর দা'ওয়াত বা আহবানে সাড়া দিতে হবে। এটাই নসখের অর্থ। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের এভাবে আহবান করে বলেছেন :

قل ياهل الكتب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ط فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون -

আপনি বলুন, হে আহলে কিতাব (কিতাবপ্রাপ্তগণ), এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে একই। সেটা হলো আমরা একমাত্র আল্লাহরই 'ইবাদত করবো, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবো না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ব্যতীত কাউকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করবো না। অতপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন আপনি বলুন, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলমান।[২২]

উল্লেখ্য, এ আয়াত দ্বারা কেউ কেউ বাহ্যত সকল ধর্মের সাথে সমন্বয় অর্থ নিতে পারেন। আসলে এ আয়াতটির মর্মমূলে চিন্তা করলে এ অর্থ আসে না। বরং মহানবী সা.-কে সর্বশেষ নবী হিসেবে মেনে নিয়ে তাওহীদের দা'ওয়াত গ্রহণ করার আহবান জানানো হয়েছে। উক্ত আয়াতটিতে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়, যেন তাদের মনগড়া তাওহীদের ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করে আল্লাহর 'ইবাদতের জন্য মহানবী সা.-এর দা'ওয়াতের অধীনে একত্রিত হয়। কেননা, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর দা'ওয়াতই নবীগণের কাফেলার শেষ দা'ওয়াত। কুর'আন কারীমে তিনি শেষ নবী হওয়া এবং তাঁর দ্বারা ধর্মের আহবান চূড়ান্ত হওয়ার পক্ষে আরো অনেক আয়াত বিদ্যমান। যেমন :

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين -

মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী...।[২৩]

وهو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا -

তিনি তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন অপর সমস্ত দ্বীনের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্য। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।[২৪]

একমাত্র দ্বীন ইসলামকে জয়যুক্ত করার অর্থ কিয়ামত পর্যন্ত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা আল ইসলাম– মানব জাতির জন্য চূড়ান্ত ও সর্বশেষ পয়গাম।

---

২০. সূরা মূলক : ১৪।
২১. সূরা নিসা : ১৩৬।
২২. সূরা আল ইমরান : ৬৪।
২৩. সূরা আহযাব : ৪০।
২৪. সূরা ফাতহ : ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

এর সমর্থনে বলা যায় যে, পূর্ববর্তী সকল নবী রাসূলগণ কেউই এ দাবী করেন নি যে, তিনি শেষ নবী। বরং সবাই পরবর্তী নবী আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর পূর্বে 'ঈসা আ. একই সংবাদ দিয়েছেন। একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সা. বলে গিয়েছেন, তিনিই শেষ নবী। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে।

> বনী ইসরা'ঈল নেতৃত্ব করতেন আল্লাহর নবীগণ, যখন কোন নবী ইন্তিকাল করতেন তখন অন্য নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী হবেন না। হবে শুধু খলীফা।[২৫]

তিনি আরো বলেছেন :

> আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের দৃষ্টান্ত এই যে, এক ব্যক্তি একটি দালান তৈরী করল এবং খুব সুন্দর ও শোভনীয় করে সেটি সজ্জিত করল। কিন্তু তার এক কোণে একটি ইটের শন্য স্থান ছিল। দালানটির চতুর্দিকে মানুষ ঘুরে ঘুরে তার সৌন্দর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছিল এবং বলছিল, এ স্থানে একটি ইট রাখা হয় নি কেন? কাজেই আমিই সেই ইট এবং আমিই শেষ নবী।[২৬]

এ জন্য মুসলিম উম্মাহ ইজমা' হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ সা. শেষ নবী। উপরোক্ত যুক্তি প্রমাণের আলোকে বলা যায়, মহানবী সা.-এর দা'ওয়াতই সর্বশেষ তাওহীদী দা'ওয়াত। এ জন্য কুর'আনে কারীমে বলা হয়েছে :

> ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخسرين -
>
> ইসলাম ব্যতীত কেউ অন্য দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে সেটা কখনো কবুল করা হবে না। এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[২৭]

পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার আহবান

ইসলামী দা'ওয়াত শুধু নির্দিষ্ট কিছু 'আকীদা-বিশ্বাসের দা'ওয়াত নয় বা নিছক কোন অর্থনৈতিক দা'ওয়াত নয় বা শুধু কোন রাজনৈতিক পরিবর্তনের দা'ওয়াত নয়। ইসলামী দা'ওয়াত মানব জীবনের সকল দিকের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা তুলে ধরে। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক তথা সর্বদিক এর অন্তর্ভুক্ত। সে পূর্ণাঙ্গতার আহবান জানিয়ে কুর'আন কারীমের ঘোষণা :

> يايها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كافة -
>
> হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও...।[২৮]

ইসলামী দা'ওয়াত-এর উৎস আল্লাহর বাণী কুর'আন কারীমই পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার কথা আলোচনা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

> ونزلنا عليك الكتب تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين -
>
> আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, সেটি এমন যে, বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত ও রহমত এবং মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ।[২৯]

সুতরাং ইসলামী দা'ওয়াত শুধু আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার দা'ওয়াত নয়, এটা শুধু বস্তুতান্ত্রিক উৎকর্ষতার দা'ওয়াত নয়; জীবনের বিভিন্ন অংশকে আলাদা করার কোন অবকাশ নেই এতে। ইসলামী দা'ওয়াত পূর্ণাঙ্গ দা'ওয়াত, যা মানব জীবনের সকল দিকে বিচরণ করে থাকে– সকল দিকের সংশোধন বা পরিবর্তন এনে থাকে। উল্লেখ্য, ইসলামী দা'ওয়াত উপস্থাপনে শুধু আধ্যাত্মিক বা আখিরাতের কথা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করা উচিত নয়। তেমনি শুধু বৈষয়িক উপকারিতার কথা উল্লেখ করা ঠিক নয়। বরং দা'ওয়াত

---

২৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, বুখারী শরীফ।

২৬. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম কুশায়রী, *মুসলিম শরীফ*।

২৭. সূরা আল ইমরান : ৮৫।

২৮. সূরা বাকারা : ২০৮।

২৯. সূরা আন নাহল : ৮৯।

উপস্থাপন ও ব্যাখ্যায় উভয় জগতের কল্যাণের কথা তুলে ধরে দা'ওয়াত পেশ করা উচিত। দাওয়াতে আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক দিকসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন বাঞ্ছনীয়। কুর'আনুল কারীমে এসেছে:

وابتغ فيما اتك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا -

> আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তার দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়ায় তোমার অংশও ভুলে যেও না।[৩০]

স্থায়িত্ব ও গতিশীলতার সমন্বয়

ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সার্বজনীন কিছু নীতিমালা আছে, যা অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী। আবার যেহেতু সেটা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী, সেহেতু তার দা'ওয়াতের পথ-প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যমে পরিবর্তন স্বীকার করে নিয়েছে। যেমন পূর্বে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল ঘোড়া ও চিঠিপত্র। মক্কা হতে মদীনা তিন দিনের পথ ছিল। কিন্তু বর্তমানে সংবাদ পাঠানোর জন্য সুদূর আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে মুহূর্তেই তা সম্ভব। তাই দা'ওয়াতে ইসলামে এ উপায় অবলম্বন করা যায়। কেননা, তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য গতিশীলতা ও যুগোপযোগী থাকা। কুর'আন কারীমে এসেছে :

واوحى الى هذا القران لانذركم به ومن بلغ -

> ... কুর'আন আমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে যেন এর দ্বারা সতর্ক করতে পারি তোমাদের এবং এটা যাদের নিকট পৌছে তাদেরও ...।[৩১]

এ কুর'আন কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে এবং তার দা'ওয়াত থাকবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন উদ্ভাবনের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ প্রদত্ত মানবপ্রতিভা ও মেধাশক্তির ফলাফল হতে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে দা'ওয়াতের মূলনীতিসমূহ বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। বরং নতুন নতুন আবিষ্কার ও উপায়-উপকরণ সম্পর্কে কুর'আন কারীমে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে :

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون -

> তোমাদের আরোহণের ও শোভার জন্য ঘোড়া খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি এমন জিনিসও সৃষ্টি করেন যা তোমরা জান না।[৩২]

বর্তমান ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, বিমান ইত্যাদি বাহনগুলো কুর'আন নাযিল হওয়ার সময় ছিল না, আর তা যে আবিস্কৃত হবে এবং ভবিষ্যতে আরো নতুন নতুন অনেক কিছু হবে, তা তখনই বলে দেয়া হয়েছে। সুতরাং ইসলামী দা'ওয়াতী কর্মতৎপরতায় আধুনিক প্রযুক্তি ও যোগাযোগ মাধ্যম, সাংবাদিকতার কলা-কৌশল ব্যবহার করতে নিষেধ করে না। সূরা নাহলের পূর্বোক্ত ও দু'খানা আয়াতই সে মাধ্যম ও উপায়গুলো কাজে লাগাতে উৎসাহিত করেছে। এ দাওয়াতে যেমনি রয়েছে স্থায়িত্ব (যেমন বিষয়বস্তু, হিকমত, মাওইযা ইত্যাদিতে) তেমনি রয়েছে উপায়-উপকরণ উপস্থাপন ও অধ্যয়নে গতিশীলতা।

মানব প্রকৃতি ও স্বভাবোপযোগী

ইসলামী দা'ওয়াতের মূল কথা মানুষের মাঝের আত্মশক্তি বা ফিতরাতকে জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা। মানুষের মাঝে সত্য গ্রহণ করার যে আত্মশক্তি বা প্রবণতা আছে, তার বিকাশ ঘটিয়ে ইসলামের সত্য সুন্দরকে গ্রহণ করার প্রতি আমন্ত্রণ জানানো নয়। এটা ইসলামী দা'ওয়াতের সর্বাগ্রে অনুসরণীয় কার্যকর কৌশল। তাই ইসলাম যেমন স্বভাব ধর্ম, তেমনি তার দা'ওয়াতও স্বভাবসুলভ। এ দা'ওয়াত হল মানুষকে তার নিজের ভিতরই সত্য গ্রহণের সুপ্তশক্তি ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে ইসলামের সুমহান আদর্শকে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করা, যে শক্তির উৎস রূহ বা আত্মা। যে আত্মা নূরানী ফিরিশতাদের

---

৩০. সূরা কাসাস : ৭৭।

৩১. সূরা আন'আম : ১৯।

৩২. সূরা আন নাহল : ৮।

পরশ লাভে ধন্য, সে আত্মার ঝোঁক তার সৃষ্টিকর্তা এবং অস্তিত্ব দাতা আল্লাহর দিকে হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা মানবাত্মা ও মানব সৃষ্টি সম্পর্কে কুর'আন কারীমে বলেছেন :

الذى احسن كل شئ خلقه وبدا خلق الانسان من طين - ثم جعل نسله من سللة من ماء مهين -

যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে, আর তিনি কর্দম থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর বংশ উৎপন্ন করেছেন তরল পদার্থের নির্যাস থেকে। অতঃপর তিনি এটাকে সুঠাম করে দিয়েছেন...।[৩৩]

আল্লাহর পক্ষ থেকে এই যে রূহ, যার ঝোঁক সেই আল্লাহর দিকে, তাকে তিনি হিদায়াত হিসেবেও অভিহিত করেছেন অন্য আয়াতে এসেছে :

وكذالك اوحينا اليك روحا من امرنا -

আর এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ ...।[৩৪]

তিনি এ রূহের আত্মশাসনের কথা উল্লেখ করে বলেন-

اولئك كتب فى قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه -

... এদের অন্তরে আল্লাহ ঈমানকে সুদৃঢ় করেছেন এবং তাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা শক্তিশালী করেছেন ...।[৩৫]

মানুষের এই যে ফিতরাত বা আত্মিক ক্ষমতা ও যোগ্যতা, তার জন্মলগ্ন থেকেই তাকে দেয়া হয়েছে। এ জন্য মহানবী সা. বলেছেন :

প্রত্যেক ভূমিষ্ট শিশু ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু তার মাতা পিতাই তাকে হয় ইয়াহুদী, না হয় নাসারা বা অগ্নিপূজক বানিয়ে থাকে।[৩৬]

ইসলামের ঐ মানব স্বভাবধর্মী দা'ওয়াতের দিকে ইশারা করেই আল্লাহ বলেন :

فاقم وجهك للدين حنيفا - فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون -

তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।[৩৭]

সহজবোধ্য

ইসলামী দা'ওয়াতের অন্যতম দিক হল এটাতে অত্যন্ত সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তার বিষয়বস্তু এবং সে বিষয়বস্তু উপস্থাপনার সকল ক্ষেত্রে সহজবোধ্যতা বিরাজমান, যেন মানুষের অন্তরে সহজেই তা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ইসলামী দা'ওয়াত উপস্থাপন করা হয় এমনভাবে যেন সর্বসাধারণ সহজেই বুঝতে পারে। তাই আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মত গাণিতিক জটিলতা বা শুধু গ্রীক দার্শনিকদের ন্যায় তার্কিক ও তাত্ত্বিক কাঠিন্যতা বিধান করে দা'ওয়াত পেশ করা ইসলামী দা'ওয়াতের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। ইসলামী দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু যেন সর্বস্তরের জনতা হৃদয়ঙ্গম করতে সহজ হয়, এভাবেই পেশ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মহানবী সা.-কে বলেন :

فقل لهم قولا ميسورا -

... আপনি ... তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলুন।[৩৮]

৩৩. সূরা সাজদাহ : ৭-৯।

৩৪. সূরা শূরা : ৫২।

৩৫. সূরা মুজাদালা : ২২।

৩৬. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম শরীফ*।

৩৭. সূরা রূম : ৩০।

৩৮. সূরা বনী ইসরা'ঈল : ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী সা. যখন হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রা. ও মু'আয ইবন জাবাল রা.-কে ইয়ামনে পাঠিয়েছিলেন, তখন তাঁদেরকে ইসলামী দা'ওয়াতের সহজ পন্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সহজ পন্থা অবলম্বন করো, কাঠিন্যতা অবলম্বন করবে না। সুসংবাদ দেবে, নিরুৎসাহিত করবে না।[৩৯]

তিনি আরো বলেছেন :

তোমাদের প্রেরণ করা হচ্ছে সহজতর পন্থা অবলম্বনকারী হিসেবে; কাঠিন্য আরোপ করার জন্য নয়।[৪০]

এ জন্য কুর'আন কারীমে দার্শনিক বাকবিতণ্ডা ও তাত্ত্বিক জটিলতার অবতারণা না করে সাধারণভাবে বোধগম্য ভাষায় বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে, যেন দা'ঈদের জন্য তা আদর্শ হিসেবে কাজ করে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন :

ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر -

কুরআনকে আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতঃপর কে আছে উপদেশ গ্রহণকারী।[৪১]

ইসলামী দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু তথা ইসলামী 'আকীদা ও শরী'অতেও সহজ পন্থা বিদ্যমান। 'আকীদার ক্ষেত্রে এমন সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে বা এমন বিষয়গুলো 'আকীদা পোষণ করতে অপরিহার্য বলা হয়েছে, যা হৃদয়ঙ্গম করতে মানব সমাজের কোন অসুবিধা বা জ্ঞানগত জটিলতায় পড়তে হয় না । উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহর অস্তিত্বের হাকীকত আলোচনা না করে তাঁর সৃষ্টি কর্মের রহস্য তুলে ধরে অস্তিত্ব প্রমাণের পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। তেমনি শরী'অতের বিধি বিধানও সহজতর করা হয়েছে। কোন সমস্যা দেখা দিলে ওযু-গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুমের বিধান, হায়েয ও নিফাস অবস্থায় রোযার নির্দেশ অপসারণ, সফর অবস্থায় নামাযে কসরের বিধান, যাকাতের হার নির্ধারণ, ক্ষুধায় মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্য অগত্যা হারাম জিনিস ভক্ষণের অনুমতি, ইত্যাদি বিষয়গুলো সহজতর করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুর'আন কারীমে বলেছেন :

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر -

... আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ, তাই চান এবং যা ক্লেশকর, তা চান না ...।[৪২]

এজন্য সহজকরণ নীতিকে ইসলামী শরী'অতের একটা মূলনীতি হিসেবে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে :

কোন কঠিনতার স্থানে সহজতা অবলম্বন করতে হবে।[৪৩]

বুদ্ধিভিত্তিক

দা'ওয়াতে ইসলামে অন্ধ বিশ্বাসের স্থান নেই। প্রতিটি বিষয় দলীল প্রমাণ সহকারে উপস্থাপন করা এর সাধারণ নিয়ম। অন্ধ অনুকরণের জন্য ইসলাম উৎসাহিত করে না। এ জন্য কুর'আন কারীমে ৪৬ বার 'আকল[৪৪] বা বুদ্ধিকে সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন স্থানে বলা হয়েছে, 'তারা কি 'আকল রাখে না?' এবং কোন স্থানে বলা হয়েছে; 'তোমাদের কি আকল বুদ্ধি নেই?' আবার অন্য বার বলা হয়েছে- 'এতে বুদ্ধিমান লোকের জন্য অনেক নির্দশন রয়েছে।' এভাবে অনেক স্থানে বলা হয়েছে- 'তারা কি চিন্তাভাবনা করে না?' আবার অন্য স্থানে বলা হয়েছে- 'তারা কি গভীরভাবে চিন্তা গবেষণা করে না?' আল কুরআনে দা'ওয়াতের এ পদ্ধতিই ইসলামী দা'ওয়াতের সার্বজনীন রূপ।

---

৩৯. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম কুশায়রী, প্রাগুক্ত, *মুসলিম শরীফ*।

৪০. প্রাগুক্ত।

৪১. সূরা কামার : ১৭।

৪২. সূরা বাকারা : ১৮৫।

৪৩. দ্র. ইবন নাজীম হানাফী, *আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর,* ১খ।

৪৪. মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, *আল মুজামুল মুফাহরিস লি আল ফাযিল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮৬-৪৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহারিক

ইসলামী দা'ওয়াত এমন কোন দার্শনিক তত্ত্ব নয় বা কল্পনাপ্রসূত কোন বিষয় নয়, যা জীবনে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। যেমন- অতীতে গ্রীক দার্শনিকদের জীবন-বিচ্ছিন্ন তত্ত্বাদি এবং বর্তমান দ্বান্দ্বিক বস্তুতান্ত্রিক তত্ত্বমালা। হযরত মুহাম্মদ সা. তাঁর দা'ওয়াতের প্রতিটি দিক বাস্তবে রূপ দিয়ে গেছেন। আল্লাহ বলেছেন :

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة -

... নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে।[৪৫]

শুধু তাই নয়, এ দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে যারা আহবানকারী, তাদের বাস্তব জীবনেও তা করতে হবে। এ জন্য মুসলমানদের জীবনে কথাকর্মে বৈপরীত্যকে সহ্য করা হয় নি; বরং কুরআনে এটাকে নিন্দা জানানো হয়েছে :

يايها الذين امنوا لم تقولون مالا تفعلون - كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون -

হে মুমিনগণ, তোমরা যা কর না, তা বল কেন? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।[৪৬]

এ ছাড়া দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পদ্ধতির উপরও জোর দেয়া হয়েছে, কুরআন কারীমে ১৪ স্থানে জমিনে ভ্রমণ করতে বলা হয়েছে অত্যাচারী বা রিসালাতের মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের অবস্থা জানার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

قل سيروا فى الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين -

কাফিররা বলে আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হয়ে গেলেও কি আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে? এ বিষয়ে আমাদের এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। এ তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। (হে নবী) আপনি বলুন, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।[৪৭]

পৃথিবীতে জরিপের পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। পাশ্চাত্যবাসীদের ধর্মবিমুখতা এবং তাদের সমাজ সভ্যতার ধ্বংস বিপর্যয় অবলোকন করলেই ইসলামী দা'ওয়াত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। ইসলামী দা'ওয়াতের এ ব্যবহারিক দিক চিরন্তন ও সার্বজনীন।

সত্যের আহবান

ইসলামী দা'ওয়াতের প্রকৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক এটা। এ দা'ওয়াতের পরিচয় দানে বলা হয়েছে, এটা সত্যের দা'ওয়াত, এটা তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ সত্য, জগত সত্য, জীবন ও জগতে সত্য সুন্দর নির্ভর এ দা'ওয়াত। আল্লাহ এ দা'ওয়াত সম্পর্কে বলেন- له دعوة الحق 'সত্যের দা'ওয়াত তাঁরই।'[৪৮] অন্যত্র তিনি বলেন :

قل يايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم -

বলুন, হে মানুষ সকল, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট সত্যের আগমন ঘটেছে...।[৪৯]

ইসলাম বিরুদ্ধ অন্যান্য আহবান সম্পর্কে বলা হয়েছে :

فماذا بعد الحق الا الضلل -

সত্য ত্যাগ করার পর গোমরাহী ছাড়া কী থাকে?[৫০]

---

৪৫. সূরা আহযাব : ২১।
৪৬. সূরা সফ : ২-৩।
৪৭. আন'আম : ১১।
৪৮. সূরা রাদ : ১৪।
৪৯. সূরা ইউনূস : ১০৮।

আল্লাহ তা'আলা মহানবী সা.-কে হযরত মূসা আ.-এর মত ঘোষণা দিতে বলেছেন :

ويقوم مالى ادعوكم الى النجوة وتدعوننى الى النار - تدعوننى لاكفر بالله و اشرك به ما ليس لى به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار - لا جرم انما تدعوننى اليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الاخرة-

> হে আমার সম্প্রদায়, কি আশ্চর্য, আমি তোমাদের দা'ওয়াত দিচ্ছি মুক্তির দিকে আর তোমরা আমাকে দা'ওয়াত দিচ্ছ জাহান্নামের দিকে! তোমরা আমাকে দা'ওয়াত দিচ্ছ আল্লাহকে অস্বীকার করতে এবং তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে; যার কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই। পক্ষান্তরে আমি তোমাদের দা'ওয়াত দিচ্ছি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে। এতে সন্দেহ নেই যে, তোমরা আমাকে দা'ওয়াত দিচ্ছ এমন একজনের দিকে, যার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কোন দা'ওয়াত চলে না ...।[৫১]

সব দা'ওয়াতের উপর দ্বীনে হকের দা'ওয়াত প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব দিয়েই মহানবী সা.-কে এ পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون -

> তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহ সকল দ্বীনের উপর একে শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও মুশরিকরা এটা অপছন্দ করে।[৫২]

একদিন সংশয়ী মানুষ ভাবত একটা বিকট শব্দের মাধ্যমে কি করে এ জগত ধ্বংস হতে পারে- কিয়ামত হতে পারে? কিন্তু আজকে সাউণ্ড বম্ব আবিষ্কারের পর এটা বৈজ্ঞানিক সত্যে পরিণত হয়েছে। কিছু সংখ্যক সংশয়ী মানুষ বুরাক বা বিদ্যুৎময় বাহনে উর্ধ্বগমন বা মি'রাজকে অবৈজ্ঞানিক বা কাল্পনিক ভাবত। আজকের বিজ্ঞান তা সম্ভব মনে করে। তাই বিজ্ঞানের যতই অগ্রগতি হচ্ছে, ইসলামের সত্যই প্রমাণিত হচ্ছে।

কল্যাণমূলক

ইসলামী দা'ওয়াত মানব সমাজের জন্য কল্যাণকর। মানুষের ইহ ও পারলৌকিক জগতে সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠাই তার লক্ষ্য। যারা এ দা'ওয়াত নিয়ে কাজ করবে, যারা তাদের অনুসরণ করবে তারাও কল্যাণ লাভ করবে। এ জন্য কুর'আন কারীমে এসেছে :

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر- واولئك هم المفلحون -

> তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে দা'ওয়াত দেবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম।[৫৩]

আয়াতের শেষেই বলা হয়- 'তারাই সফলকাম'।

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের বলেন :

يايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون -

> হে মুমিনগণ, তোমরা রুকু' কর, সিজদা কর এবং তোমাদের প্রভুর 'ইবাদত কর এবং কল্যাণের কাজ কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।[৫৪]

এখানে 'খায়ের' বা 'কল্যাণ' শব্দটি ব্যাপকার্থে। মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্যই ইসলামী দা'ওয়াত নিবেদিত।

---

৫০. সূরা ইউনূস : ৩২।

৫১. সূরা মুমিন : ৪১-৪৩।

৫২. সূরা সফ : ৯।

৫৩. সূরা আল ইমরান : ১০৪।

৫৪. সূরা হাজ্জ : ৭৭।

সুস্পষ্ট ও উন্মুক্ত

ইসলামী দা'ওয়াতের সবই সুস্পষ্ট। এর মূলনীতি বিষয়বস্তু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পথ ও পদ্ধতি এবং উৎস– সবই সুস্পষ্ট। তার মূল বিষয়বস্তু হল কতকগুলো বিশ্বাস, যেমন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং আখিরাতের ওপর বিশ্বাস, কতিপয় নৈতিক আচার-আচরণ ও জীবন চলার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাদি। এ দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি পরিবার ও সমাজ গঠন এবং ইহ ও পারলৌকিক জীবনে কল্যাণ লাভ তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। দা'ওয়াতের উৎস আল কুর'আন ও সুন্নাহ। এর প্রথা-পদ্ধতি নিহিত বিভিন্ন 'ইবাদত আখলাক এবং জীবনাচরণের মাধ্যমে মানবজাতিকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ়করণ কৌশলের আশ্রয়ে। ইসলামী দা'ওয়াতের ঐ অবস্থা ধনী গরীব, শিক্ষক, কর্মচারী, শ্রমিক, ছাত্র, জনতা তথা সকল স্তরের মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক সবার নিকট সুস্পষ্ট হতে অসুবিধা নেই। যে কেউ ইচ্ছা করলে তা জানতে পারে, বুঝতে পারে, অনুসরণ করতে পারে। এ দা'ওয়াতের উপরোক্ত দিকগুলো শুধু ধর্মবিশারদের জন্য সংরক্ষিত বা নির্দিষ্ট নয়। ইসলামী দা'ওয়াতের উৎস আল কুর'আন যে কেউ অধ্যয়ন করার অধিকার রাখে। সবার জন্য তাকে উন্মুক্ত ও সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন :

بالبينت والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون -

> আপনার প্রতি কুর'আন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য ঐ সবকিছু, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা গবেষণা করে।[৫৫]

এখানে 'নাস' শব্দটি দ্বারা সকল মানুষ বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ আরো বলেন :

ولقد انزلنا اليك ايت ٍ بينت وما يكفر بها الا الفسقون -

> নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি। ফাসিকরা ব্যতীত অন্য কেউ তা প্রত্যাখ্যান করে না।[৫৬]

দাওয়াতে ইসলামে কিছু গোপন রাখাকে লানত জানানো হয়েছে :

فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون

> নিশ্চয়ই যারা গোপন করে ছিল আমি যে সব বিস্তারিত তথ্য এবং হিদায়াতের পথ নাযিল করেছি মানুষের জন্য, সুতরাং সে সব লোকের প্রতি আল্লাহর লানত; কারণ তারা সত্য ত্যাগ করেছিল।[৫৭]

ইয়াহুদী ধর্মে দা'ওয়াতী কাজ সীমিত। যতটুকু হয়, তা বনী ইসরা'ঈল জাতিতেই। তবে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তাদের সহযোগী বা সহকর্মী সংগ্রহে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে কিছু কিছু অনুসারী সংগ্রহ করে থাকে। বাহ্যত এগুলো সমাজ কর্মের কথা বললেও তাদের বিভিন্ন সদস্যের মাধ্যমেই এগুলোর অন্যরকম লক্ষ্য উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়েছে। তাদের মূল উদ্দেশ্য ইয়াহুদীদের অনুসারী বানানো, অন্যান্য ধর্ম থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে বস্তুবাদিতা চর্চা করা ইত্যাদি।[৫৮] এ উদ্দেশ্যগুলো তাদের ধর্মীয় নেতাদের বাৎসরিক বক্তৃতাবলীতে ফুটে উঠেছে।[৫৯]

ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচী

হযরত আদম আ.-এর পুত্রদের প্রশিক্ষণমূলক দা'ওয়াতী কার্যাবলী বাদ দিলে যুগে যুগে সকল নবীই সমাজের সংস্কার কর্মসূচীতে হাত দিয়েছিলেন। তেমনি সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আগমনকালেও বিশ্ববাসীর 'আকীদা-বিশ্বাস, 'ইবাদত ও কাজকর্ম এবং আখলাকের ক্ষেত্রে চরম বিভ্রান্তি, বিকৃতি ও অজ্ঞতা বিরাজ করছিল। চতুর্দিকে জাহিলিয়াতের সয়লাব ছড়িয়ে পড়ছিল। ধর্মের নামে অধর্ম, শিরক ও শোষণ, নীতির নামে দুর্নীতি, শাসনের নামে স্বৈরাচার, সভ্যতার নামে অসভ্যতা, নৈতিকতার

---

৫৫. সূরা নাহল : ৪৪।

৫৬. সূরা বাকারা : ৯৯।

৫৭. সূরা বাকারা : ৫৯।

৫৮. দ্র. জেনারেল জুওয়াইদ, *আসরারুল মাসুনিয়া*, পৃ ১৯।

৫৯. দ্র. ড. আলী জারীশা, *আসালীব্বুল গাযউল ফিকরী লিল 'আলামিল ইসলামী*, কায়রো : দারুল ইহতিসাম, তা.বি, পৃ ১৭০-১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

নামে পাপাচার, শিক্ষার নামে কুশিক্ষা ছড়িয়ে পড়েছিল। মহানবী সা. তাঁর দা'ওয়াতের শুরু থেকে তাওহীদ রিসালাত আখিরাতের বিশ্বাস প্রচার, 'ইবাদত পদ্ধতি এবং স্বভাব চরিত্রের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ সংস্কার আনেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহর পরিচয়, তাঁর প্রতি কর্তব্য তথা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টাই ছিল তাঁর দা'ওয়াতের মুখ্য বিষয়। যুগে যুগে ইসলামী দা'ওয়াতের এ রূপ অপরিবর্তনীয়। এজন্য আল্লাহ বলেন :

هو الذى بعث فى الامين رسولا منهم يتلوا عليهم ايته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلل مبين -

> তিনিই উম্মীদের নিকট তাদেরই একজনকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করেন, তাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত, ইতিপূর্বে তো তারা ঘোর গোমরাহীতে ছিল।[৬০]

এ আয়াতে তাযকিয়া বা পবিত্রকরণ দ্বারা সংস্কার ও পরিশুদ্ধির দিকেই ইশারা করা হয়েছে।

বৈপ্লবিক

বিপ্লব অর্থ প্রচলিত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। ইসলাম মানব সমাজে আমূল পরিবর্তন আনতে চায়। তাই তার দা'ওয়াত ও স্বাভাবিক অবস্থায় প্রচলিত অনৈসলামী অবস্থাকে ইসলামের আলোকে সাজানোর মাধ্যমে ব্যাপক পরিবর্তনের কর্মসূচী দিয়ে থাকে। এ অর্থে ইসলামী দা'ওয়াত বৈপ্লবিক। হানাহানি, নৈরাজ্য বা হত্যা সন্ত্রাস নয়; বরং সুস্থ সরল এবং স্বাভাবিক পট পরিবর্তন। মহানবী সা.-এর রিসালাতের দায়িত্বের অপর নাম 'ইসলামী দা'ওয়াত' । সে রিসালাতের দায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল কুর'আনে বলা হয়েছে :

الر - كتب انزلنه اليك لتخرج الناس من الظلمت الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد -

> এই কিতাব, যা আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করে আনেন, পরাক্রান্ত প্রশংসাই পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে।[৬১]

এ আয়াতে সে পরিবর্তনের স্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অন্ধকার অবস্থা, গোমরাহী অবস্থা পরিবর্তন করতে হবে এবং মানুষকে হিদায়াতের আলোয় নিয়ে আসতে হবে। এ ব্যাপক পরিবর্তনের কথাই যুগে যুগে প্রকৃত ঈমানদারগণ বুঝে আসছেন।

মুসলমানগণ কর্তৃক পারস্য সাম্রাজ্যের তৎকালীন ইরাক অভিযানের প্রাক্কালে পারস্য সম্রাট কিসরার সেনাপতি রুস্তম মুসলিম বীর সেনা রাবী ইবন আমেরকে প্রশ্ন করেছিল, তোমরা কেন যুদ্ধ করতে এসেছ? তিনি বলেছিলেন দা'ওয়াতের জন্য, যার লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন :

> মানুষের মাঝে যারা ইচ্ছা করে তাদের আমরা মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর আনুগত্যে এবং দুনিয়ার বৈষয়িক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে এর প্রশস্ততায় এবং প্রচলিত ধর্মগুলোর অত্যাচার শোষণ থেকে মুক্ত করে ইসলামের ইনসাফের সুশীতল ছায়ায় নিয়ে আসার দা'ওয়াত নিয়ে এসেছি।[৬২]

এ কথার মাঝে একটি আমূল পরিবর্তনের সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বর্তমান যুগেও প্রফেসর বাহী খাওলী দা'ওয়াতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন :

> ইসলামী দা'ওয়াত জাতিকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করার নাম।[৬৩]

ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়

কেউ কেউ ধারণা করে থাকেন ইসলামী দা'ওয়াত বিশেষ ধর্মের প্রতি, এ দা'ওয়াত দ্বারা অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। এ ধারণা যথার্থ নয়। কারণ, কোন একটি বিষয় অন্যের নিকট উপস্থাপন

---

৬০. সূরা জুম'আ : ২।

৬১. সূরা ইবরাহীম : ১।

৬২. দ্র. ইবন জারীর তাবারী, *তারীখুর রসূল ওয়াল মূলক*, মিসর : দারুল মা'আরিফ, ১৩৮৭হি, ৩খ, পৃ ৫২০।

৬৩. দ্র. প্রফেসর বাহী খাওলী, *তাযকিরাতুত দুয়াত*, কায়রো :দারুত তুরাব, ১৪০৮ হি/১৯৮৭, পৃ ৩৫।

করলেই যে অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে, এমনটি নয়। উপস্থাপিত বিষয় মানা না মানার স্বাধীনতা না থাকলে এবং উপস্থাপনের পর জোর-জবরদস্তি করে চাপিয়ে দিলে বা উপস্থাপিত বিষয়কে জোর করে মানতে বাধ্য করলে, বলা যাবে ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে।

ইসলামী দা'ওয়াত গ্রহণ করণার্থে শক্তির মাধ্যমে জোর-জবরদস্তি নীতি প্রয়োগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল কুর'আনে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে :

لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى -

দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে... ।[৬৪]

অতএব গোমরাহী ও হিদায়াতের মধ্যে পাথর্ক্য নির্দেশ করার জন্য শুধু দা'ওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। তা চাপিয়ে দেয়ার জন্য নয়। এটা এ দা'ওয়াতের প্রকৃতি।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাস্তায় দা'ওয়াতদানকারীকে এ দা'ওয়াত নিতে শিক্ষা দিয়েছেন :

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة -

আপনি মানুষকে আপনার পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে।[৬৫]

আল্লাহ আরো বলেছেন : فذكر انما انت مذكر - لست عليهم بمصيطر -

অতএব আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল উপদেশদাতা, আপনি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নন।[৬৬]

সুতরাং ইসলামী দা'ওয়াত সত্যকে স্পষ্ট ও যুক্তিযুক্তভাবে তুলে ধরে। মানা না মানা ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছাধীন। যেমন কোন ব্যক্তি অসুস্থ হলে কোন ডাক্তার তার রোগ নির্ণয় করে বলে, এ অসুখ হয়েছে এবং তাকে নির্দিষ্ট ওষুধ সেবন করতে হবে। রোগী ইচ্ছার করলে ওষুধ সেবন করতে পারে, না-ও করতে পারে; যদিও ওষুধ সেবনে তাকে বাধ্য করলে অবিচার হতো না। তারপরও তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয় এবং ওষুধটা ভালভাবে সেবন করার জন্য কিছু মিষ্টি মিশিয়ে দেয়া হয় এবং এ ধরনের ওষুধ দ্বারা যে রোগী সুস্থ করতে তিনি সক্ষম, তার নিশ্চয়তা আছে। এমনি প্রত্যেক নবী আ. যুক্তি ও মুজিযা উভয় দ্বারা প্রমাণ করতে চাইতেন যে, তাঁরা আল্লাহ প্রেরিত এবং মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। দা'ওয়াতের এ দিক আল কুরআনের আয়াতে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر-

আর আপনি বলুন, তোমাদের রবের নিকট হতে সত্য সমাগত। অতপর যার ইচ্ছা মেনে নিতে পার, আর যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করতে পার ... ।[৬৭]

এখানে কারো কারো মনে জিজ্ঞাসা উদিত হতে পারে যে, তাহলে হযরত মুহাম্মদ সা. এবং পরবর্তীতে তাঁর অনুসারীরা এতগুলো যুদ্ধ করলেন কেন? যুদ্ধগুলো ইসলাম চাপিয়ে দেয়ার জন্য ছিল না; বরং মুসলমানদের নিরাপত্তা, বিশেষত অমুসলিম এলাকায় মুসলমানদের নিরাপত্তা এবং দা'ওয়াতের পথ থেকে বাধা অপসারণের জন্যই সে যুদ্ধগুলো হয়েছিল। এটা তো ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, মক্কী জীবনে তিনি কোন যুদ্ধ করেন নি। তা হলে কিভাবে শত শত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন? আবূ বকর, ওসমান, সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস, তালহা, যুবায়ের প্রমুখ মক্কার তৎকালীন প্রভাবশালী ব্যক্তিগণকে মহানবী সা. যুদ্ধে পরাস্ত করার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন নি। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, মধ্য আফ্রিকায় কি কোন যুদ্ধ বা রাজ শক্তির মাধ্যমে ইসলাম প্রসার লাভ করেছিল? করে নি। নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইসলামের প্রচার প্রসার যুদ্ধের মাধ্যমে হয় নি। দা'ওয়াতী কার্যক্রমের মাধ্যমেই

---

৬৪. সূরা বাকারা : ২৫৬।

৬৫. সূরা নাহল : ১২৫।

৬৬. সূরা আল গাশিয়াহ : ২১-২২।

৬৭. সূরা কাহফ : ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল। বুঝিয়ে শুনিয়ে, নরম আচার-আচরণ ও অনুপম আখলাকের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করে ইসলামের দা'ঈগণ লাখ লাখ মানুষকে ইসলামে বায়'আত দান করেন।

মহানবীই একমাত্র আদর্শ

দা'ওয়াতী কাজ ফরযে আইন। এ দা'ওয়াতের জন্য মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠত্ব। মহানবী সা. আল্লাহর নির্দেশে দা'ওয়াতের পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। দা'ওয়াতী কাজসহ সকল ক্ষেত্রে মহানবী সা. অনুপম আদর্শ। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মাঝেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ'। মহানবীর সা. দা'ওয়াতী সুন্নাত পালন করা ওয়াজিব। তিনি হিকমত অবলম্বন করতে গিয়ে কখনো ব্যক্তিগতভাবে দা'ওয়াত দিয়েছেন, কখনো সমষ্টিগতভাবে। তিনি ব্যক্তি নির্বাচন করেছেন। এ জন্য প্রথমে আপনজন, অতঃপর পরিচিত জন, তারপর সমাজের নির্বাচিত ব্যক্তিগণকে ও পরে সর্বসাধারণকে। মহানবী সা. যুদ্ধে পরাস্ত করার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করান নি।

যেখানে যে ব্যক্তি নিয়োগ করলে অধিক ফলাফল পাওয়া যাবে, সেখানে তাকেই নিয়োগ করেছেন। ব্যবসায়ীদের মাঝে হযরত আবূ বকর ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মাঝে হযরত ওসমানকে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি স্থান নির্বাচনেও অনন্য প্রজ্ঞার পরিচয় দিতেন। যেখানে যেভাবে দা'ওয়াত দিলে দা'ওয়াত প্রসার লাভ সহজসাধ্য মনে করেছেন, তিনি তাই করতেন। যেমন হজ্জ মওসুমে হজ্জ পালনকারীদের মাঝে এবং তৎকালীন আন্তর্জাতিক ব্যবসা কেন্দ্র হাবাসায় সাহাবীদের হিজরতের মাধ্যমে দা'ওয়াতকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেন। তিনি বিষয় নির্বাচনেও হিকমত অবলম্বন করতেন। প্রথমে তাওহীদের কথা, অতঃপর 'ইবাদত। অনন্তর অন্যান্য বিষয়। তবে 'আকীদার সংশোধনের উপর জোর দিতেন। অন্যায়ের সাথে আপস করতেন না। এভাবে তিনি মাওয়েযা অবলম্বন করতে গিয়ে হৃদয় নিংড়ানো বক্তব্য দিতেন। বিভিন্ন ঘটনা ও উদাহরণ পেশ করে মানুষকে ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করতে অত্যন্ত উদার ও নরম ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়ে দাওয়াতে প্রভাবিত করতেন। আল কুরআনের আলোকে সর্বোত্তম পন্থায় মুশরিক ও আহলে কিতাবদের সাথে যুক্তি তর্কে আলোচনায় মগ্ন হতেন যেন পরস্পর সম্পর্ক নষ্ট না হয়। অযথা অসময়ে বিরোধের কারণ হতে পারে, দা'ওয়াতী কাজে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতেন না। দা'ওয়াত পর্যায়ক্রমে দিতেন। প্রকাশ্যভাবে দিতেন, আবার গোপনেও দিতেন। দারুল আরকানসহ বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ, অঙ্গীকার, সংগঠন ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলমানদের সাংগঠনিক প্রজ্ঞা বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন। দা'ওয়াতের জন্য নির্যাতিত মানুষের সাহায্য করেছেন, সমাজকর্ম করেছেন, হিজরত করেছেন, সন্ধি করেছেন, সশস্ত্র জিহাদ করেছেন, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মাধ্যমে আল্লাহর বিধান চালু করেছেন। তৎকালীন বিশ্বের আরব অনারব বাদশাহ ও রাষ্ট্রনায়কদের কাছে দা'ওয়াতী চিঠি লিখেছেন। এভাবে তিনি দা'ওয়াতী কাজের প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। 404213

দাওয়াতে তাঁর পদাংক অনুসরণ করতে হবে। যারাই দা'ওয়াতী কাজ করবেন তারা তাঁর অনুসরণ করে দা'ওয়াত দিলে সফল হবেন। তাঁর অনুসারী সাহাবীগণ ও মহানবীর পদাংক অনুসরণ করে দা'ওয়াতী কাজ করেছেন। কেউ শুধু দা'ওয়াত নিয়ে, কেউ ব্যবসার পাশাপাশি দা'ওয়াতী কাজ করে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিলেন। যুগে যুগে মুসলিম শাসকগণ দা'ঈগণকে সহায়তা করেছেন। পরবর্তী দা'ঈগণ ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুন, ঐতিহ্য ও সম্পদ সংরক্ষণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। সারা বিশ্বময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে দা'ওয়াতী কাজ হয়েছে। কেউ খানকা প্রতিষ্ঠা করে আত্মশুদ্ধি ও সমাজ কর্মের মাধ্যমে দা'ওয়াতী কাজ করেন। কেউ লেখালেখি করে, কেউ যুক্তি তর্ক করে, কেউ ওয়ায-নসীহত বা সভা-সমিতি করে ইসলামী দা'ওয়াতের কাজ করেছেন। এভাবে দা'ওয়াতী কাজ চলে আসছে। কেউ ইসলাম কায়েমের নামে দা'ওয়াতী কাজ করে যাচ্ছেন। এসব কাজ আংশিক হলেও ইসলামী দা'ওয়াতের অন্তর্ভুক্ত। সব কিছুর সমষ্টিই ইসলামী দা'ওয়াতের স্বরূপ বা প্রকৃতি নির্দেশক। আল্লাহর দ্বীন প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত সকলের কাজই দা'ওয়াতের কাজ।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে আল কুর'আন ও সুন্নাহর নিজস্ব উপস্থাপনা পদ্ধতিতেও এতদুভয়ে বর্ণিত দা'ওয়াতের মূলনীতিসহ দ্বীনে ইসলাম প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় গৃহীত যুগে যুগে সকল কার্যাবলী ইসলামী দা'ওয়াতের প্রকৃতিকে বিশ্বে প্রচলিত অন্যান্য দা'ওয়াতী কার্যক্রম থেকে ঐ ধরনের বহু দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। এ দা'ওয়াতের বৈশিষ্ট্যগুলোই এর প্রকৃতি ও স্বরূপ তুলে ধরে। এটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার দা'ওয়াত। এ দা'ওয়াত মানবজাতির মতই সুপ্রাচীন। এটা সহজবোধ্য, উন্মুক্ত ও বুদ্ধিভিত্তিক ও ব্যবহারিক এবং মৌলিকত্ব ও গতিশীলতার মাঝে সমন্বয় সম্পন্ন রাব্বুল 'আলামীন আল্লাহর পক্ষ থেকে চির কল্যাণকর পয়গাম। এ দা'ওয়াত মূলত মানব জাতির জন্য আল্লাহর বিশেষ করুণা। যুগে যুগে সকল নবী সা. ও তাঁদের অনুসারীগণ নিঃস্বার্থভাবে একনিষ্ঠ চিত্তে মানব কল্যাণের পক্ষে এ দা'ওয়াতী দায়িত্ব পালন করেছেন। উদ্দেশ্য, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন– ইহ ও পারলৌকিক জগতে কল্যাণ লাভ।

ইসলামী দা'ওয়াতের পরিধি

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. দা'ওয়াতের সূচনা থেকেই তাঁর সে বিশ্বজনীন দা'ওয়াতকে সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে আজীবন চেষ্টা চালিয়ে গেছেন এবং তা বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করেছে। অসংখ্য সাহাবী, তাবে'ঈ ও তাবে তাবে'ঈন ও পরবর্তী যুগে মহানবী সা.-এর ওয়ারিস হিসেবে 'উলামায়ে দ্বীন তথা দা'ঈগণ দা'ওয়াতী কাজ করে আসছেন।

দা'ওয়াতী বিষয়ে বিভিন্ন পদ্ধতির ওপর জোর দেয়া হয়। সেগুলোর মাঝে কোনটার সম্পর্ক বক্তব্য-বক্তৃতা, সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগের সাথে, কোনটার সম্পর্ক সমাজকর্মের সাথে, কোনটা মনোবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের সাথে, যেগুলো যুগ-চাহিদা ও যুগ প্রেক্ষাপট এবং অবস্থাকে সামনে রেখে নির্ণীত হয়। এ আলোচনা থেকে ইসলামী দা'ওয়াতের পরিধির বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে।

সময়গত

হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ সা. পর্যন্ত যুগে যুগে সকল নবী আ. ইসলামের দা'ওয়াত নিয়ে এসেছিলেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর দা'ওয়াত কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ইসলামী দা'ওয়াত যেমন প্রাচীন তেমনি আধুনিক বা প্রতি যুগে যুগোপযোগী। মানব সভ্যতার উন্মেষ থেকেই তথা আদম আ.-এর সময় থেকেই তা শুরু, যা পরবর্তীতে শীষ, নূহ, হুদ, সালেহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা আ. এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.– সবাই এ দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহ বলেন :

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه -

> তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও 'ঈসাকে, এ মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।[৬৮]

তা ছাড়া এটা সকল যুগের জন্য সকল মানব সমাজের জন্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وأوحى إلى هذا القرأن لانذركم به ومن بلغ -

> এ কুর'আন আমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমাদের এবং যাদের নিকট এটা পৌঁছে সকলকে সতর্ক করার জন্য।[৬৯]

অতএব কুর'আন শুধু রাসূল সা.-এর যুগের মানুষের জন্য নয়; বরং সকল যুগের মানুষের জন্য।

দা'ওয়াতী কাজ একজন মুসলমান বা দা'ঈর সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। যতক্ষণ তার জীবনীশক্তি ও সামর্থ বর্তমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ দায়িত্ব থেকে রেহাই নেই। যেমন হযরত নূহ আ. বলেছেন :

---

৬৮. সূরা শূরা : ১৩।

৬৯. সূরা আন'আম : ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

رب إنى دعوت قومى ليلا ونهارا -

হে প্রভু আমি দিবারাত্র আমার জাতিকে দা'ওয়াত দিয়েছি।[৭০]

একজন দা'ঈ দা'ওয়াতী কাজ ছাড়া নিজেও তাঁর ঈমান বা বিশ্বাসের কাছে স্বস্তিতে থাকতে পারেন না। তাঁর দা'ওয়াতে একদল লোক হিদায়াত প্রাপ্ত হলে আরেক দল লোককে আল্লাহর দ্বীনের দিকে ডাকার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। এটা দা'ওয়াতী চেতনার দাবী। সর্বশ্রেষ্ঠ দা'ঈ হযরত মুহাম্মদ সা. মানুষের হিদায়াতের জন্য পেরেশান হয়ে যেতেন। এ অবস্থার দিকে ইশারা করে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন : - لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين

তারা ঈমান আনবে না বলে আপনি হয়তো মর্মব্যথায় আত্মঘাতী হবেন।[৭১]

জনসমাজগত

দা'ওয়াত নির্দিষ্ট কোন দল বা জনগোষ্ঠীর জন্য নয়। অর্থাৎ এশীয় হোক, আফ্রিকী হোক বা ইউরোপীয় হোক– সবার জন্য এ দা'ওয়াত। এ দা'ওয়াত শুধুমাত্র ছাত্রসমাজ বা শ্রমিক শ্রেণীর বা বিশেষ এক জাতি বা ভাষাভাষীর মাঝে কার্যকর নয়। ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, শিক্ষক, কর্মকর্তা সবাই এ দা'ওয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা মহানবী সা.-কে ঘোষণা করতে বলেছেন :

قل يا ايها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا -

(হে নবী) আপনি বলুন, হে মানবমণ্ডলী, আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।[৭২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون -

আমি তো আপনাকে সমগ্র জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।[৭৩]

অতএব দা'ওয়াত সকল যুগে বিশ্বের মানব সমাজকে এ আহবানের মহাপরিকল্পনা তথা সেই অনুসারে কর্মতৎপরতার আরেক নাম দা'ওয়াত।

উল্লেখ্য, কেউ কেউ মনে করেন, অমুসলিমদেরকে ইসলামের আহবান জানানো বা তাদের নিকট ইসলাম পেশ করাই শুধু দা'ওয়াত। এ ধরনের চিন্তা আল কুর'আন ও সুন্নাহর পরিপন্থী। দা'ওয়াত মুসলিম সমাজেও কার্যকর এবং অত্যাবশ্যক। এর সমর্থনে কয়েকখানা আয়াত পেশ করা যায় :

১. কুর'আনুল কারীমে এসেছে : - يا ايها الذين امنوا أمنوا

হে মুমিনগণ, তোমরা ঈমান আন।[৭৪]

এ আয়াতে ঈমানদারদেরকে ঈমান আনতে বলা হয়েছে। এর অর্থ কি? মুমিনরা তো এমনিতেই ঈমানদার। তাদের আবার নতুন করে ঈমান আনার প্রয়োজন কি? এর অর্থ হল, ইসলাম সম্পর্কে আরো জানা এবং এ জানার মাধ্যমে ঈমানকে আরো দৃঢ় করা। আর ইসলাম সম্পর্কে জানানোর অপর নাম দা'ওয়াত। এটি মুসলিম সমাজেও প্রযোজ্য। কারণ তারা ইসলাম সম্পর্কে জানলেও অনেক ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বা সঠিকভাবে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত নয়। অতএব তাদের সমাজেও দা'ওয়াতের প্রয়োজন রয়েছে।

২. এ বিষয়ে সরাসরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوأ فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون -

আর তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হল না, যারা দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে সতর্ক করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা সতর্ক হতে পারে।[৭৫]

---

৭০. সূরা নূহ : ৫।
৭১. সূরা শুআরা : ৩।
৭২. সূরা আরাফ : ১৫৮।
৭৩. সূরা সাবা : ২৮।
৭৪. সূরা নিসা : ১৩৬।

এ আয়াতে মুসলিম সমাজে সতর্কীকরণ বা ইসলাম চর্চার কথা বলা হয়েছে। এগুলো দা'ওয়াতী কার্যক্রমের অংশবিশেষ।

৩. অন্য আয়াতে মুসলিম সমাজের স্বরূপ ব্যাখ্যায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم -

আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক বন্ধু। তারা ভালো কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত থাকে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদের উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।[৭৬]

উপরোক্ত কার্যাবলী দা'ওয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যা সমাজেও কার্যকর। তা ছাড়া মুসলমানদের সচেতন করা, ঐক্য শক্তির মাধ্যমে সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ইরশাদ করেন :

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة -

আর তোমরা তাদের মোকাবেলায় যথাযথ শক্তি ও সামর্থ প্রস্তুত কর।[৭৭]

সুতরাং ঐক্য, সাংগঠনিক শক্তি, যে শক্তি অর্জন করা সহজসাধ্য নয়। এ শক্তি অর্জনের প্রচেষ্টা ইসলামী দা'ওয়াতেরই অংশবিশেষ। এভাবে দেখা যাচ্ছে দা'ওয়াতের কার্যাবলী মুসলিম সমাজেও প্রযোজ্য। সুতরাং মুসলিম সমাজ হোক আর অমুসলিম সমাজ হোক, সবাই ইসলামী দা'ওয়াতের পরিধিভুক্ত। যদিও অমুসলিম সমাজের কাছে দা'ওয়াত পেশ করা একদিকে কঠিন অপরদিকে গুরুত্বপূর্ণ, তবুও মুসলিম সমাজকে এর আওতাবহির্ভূত হিসেবে দেখা সমীচীন নয়। তেমনিভাবে শুধু পুরুষদের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করলেই চলবে না, নারী সমাজেও দা'ওয়াতী কাজ সম্প্রসারিত করতে হবে। এ জন্য উম্মুল মুমিনীনগণকে মহিলাদের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। আল কুর'আনে এসেছে :

واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من ايت الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا- ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنت والقنتين والقنتت والصدقين والصدقت والصبرين والصبرت والخشعين والخشعت والمتصدقين والمتصدقت والصائمين والصئمت والحفظين فروجهم والحفظت والذكرين الله كثيرا والذكرات, اعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما – وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلال مبينا -

আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ কথা, যা তোমাদেরগৃহে পঠিত হয়, তোমরা সেসব স্মরণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ে খবর রাখেন। নিশ্চয়ই মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকিরকারী পুরুষ ও আল্লাহর দিকে যিকিরকারী নারী– তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। আল্লাহ তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।[৭৮]

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, দা'ওয়াতী কাজে নারী পুরুষ উভয়ের অংশ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। তেমনি নারী পুরুষ উভয়ের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করা বাঞ্ছনীয়। উপরোক্ত আয়াত প্রমাণ করে যে, এমনিভাবে শিশু

---

৭৫. সূরা তওবা : ১২২।

৭৬. সূরা তওবা : ৭১।

৭৭. সূরা আনফাল : ৬০।

৭৮. সূরা আহযাব : ৩৪-৩৬।

কিশোর, যুবক বৃদ্ধ, ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিক, মালিক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ-সর্বস্তরের জনতার মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করতে হবে।

বিষয়গত

বিষয়গত দিক থেকে যদি আমরা এ দা'ওয়াত নিয়ে চিন্তা করি, তাহলে দেখব যে, এটি নির্দিষ্ট বিষয় গণ্ডিমুক্ত। শুধু নামায, রোযা ইত্যাদি কিছু কিছু 'ইবাদাতের দিকে দা'ওয়াত দেয়া বা অর্থনীতি, রাজনীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সংস্কার কর্মসূচীতেই ইসলামী দা'ওয়াতের ধারাকে সংকীর্ণ করা ঠিক নয়। যাঁরা শুধু এ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করেন, তাঁদের দা'ওয়াতকে খণ্ডিত দা'ওয়াত বলা যায়। বিষয়গত দিকে দা'ওয়াতের পরিধি ইসলামের খুঁটিনাটি সব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। খণ্ডিত ইসলাম আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ্ বলেন : - افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون

তোমরা কি এ কিতাবের অংশবিশেষ বিশ্বাস কর আর কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান কর?[৭৯]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন : - ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه

এ ছাড়া অন্য কিছু জীবন ব্যবস্থা হিসেবে অন্বেষণ করে, তা কখনো গ্রহণ করা হবে না।[৮০]

قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العلمين - لا شريك له وبذالك امرت وانا اول المسلمين -

বলুন, আমার সালাত, আমার 'ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক রবেরই উদ্দেশ্যে। তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।[৮১]

সুতরাং ব্যক্তি সমাজ তথা মানব জীবনের সকল বিষয়াদি এর পরিধিভুক্ত। মানব জীবনের যে কোন সমস্যা বা জিজ্ঞাসা দেখা দিক না কেন, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে তার সমাধান দেয়া ইসলামী দা'ওয়াতীর কার্যক্রমেরই অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের কিছু কিছু বিষয়কে বিভিন্ন অজুহাতে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়।

কার্যক্ষেত্রগত

দা'ওয়াতের কার্যক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। একে শুধু মসজিদ মাদরাসা বা মহল্লায় হেঁটে হেঁটে দা'ওয়াতী কার্যক্রম অব্যাহত রাখায় সংকীর্ণ করা ঠিক নয়। এ সবের পাশাপাশি বিভিন্ন রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণকেন্দ্র, কলকারখানা থেকে নিজ পরিবার-পরিজন, দেশ-বিদেশে সকল ক্ষেত্রেই এ দা'ওয়াত ছড়িয়ে দিতে হবে। কারো নিকট দা'ওয়াত পেশ করতে হলে নির্দিষ্ট কোন স্থানে নিয়ে যাওয়া শর্ত নয়। যেখানে যে কোন অবস্থায়ই সুবিধা অনুসারে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট সত্য দ্বীন ইসলামী দা'ওয়াতকে পেশ করতে হবে। এ জন্য দেখা যায়, হযরত ইউসুফ আ. জেলখানায় গিয়েও দা'ওয়াত ভুলে যান নি। বরং সেখানেও তিনি আল্লাহর দ্বীনের দা'ওয়াত প্রচার করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ সা. মক্কার বিভিন্ন মেলা উদযাপনের সময় মানুষের সামনে ইসলামী দা'ওয়াত পেশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

সারা বিশ্বকে ভাষাভিত্তিক দা'ওয়াতী এলাকায় বিভাজন করা প্রয়োজন দা'ওয়াতের ক্ষেত্র নির্ধারণকর্মে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য হিসেবে বিভাজন করে দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকা সমীচীন নয়। পূর্ব-পশ্চিম সকল এলাকার প্রভু তো আল্লাহ্ তা'আলা।

আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে :

আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার। নিশ্চয় আমি সক্ষম তাদের পরিবর্তে উৎকৃষ্টতম মানুষ সৃষ্টি করতে, নিশ্চয়ই এটা সাধ্যের অতীতে নয়।

---

৭৯. সূরা বাকারা : ৮৫।

৮০. সূরা আলে ইমরান : ৮৫।

৮১. সূরা আন'আম : ১৬২-১৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

পদ্ধতি মাধ্যমগত

দা'ওয়াত কার্যক্রম সাময়িক কোন আবেগ ও উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং এটি একটি পরিকল্পিত প্রজ্ঞাময় কার্যক্রমের নাম। মানুষের বিভিন্ন ভাব-ভাষা, বক্তব্য প্রকাশ ও প্রচারের জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে– বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে এগোচ্ছে।

মানুষকে আল্লাহর দ্বীন মেনে নিতে অনুপ্রাণিত করতে, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সকল স্তরে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে যে কোন মাধ্যম ও কৌশল ব্যবহার দা'ওয়াতের পরিধিভুক্ত, যদি তা ইসলামের মূলনীতি বা মূল্যবোধের পরিপন্থী না হয়। সুতরাং দা'ওয়াত ওয়ায-নসীহত, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, লেখালেখি, সমাজকর্ম সহ সকল বৈজ্ঞানিক প্রচার মাধ্যম, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। বাছ-বিচার না করে বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন রকমের প্রচারকৌশল বা মাধ্যম বিদ'আত বলে প্রত্যাখ্যান করা যেমনি, ঘোড়ার বাহন সেকেলে বলে এর গুরুত্ব অস্বীকার করাও বিজ্ঞতা প্রসূত নয়। পৃথিবীতে এখনো এমন অনেক স্থান রয়েছে, যেখানে যান্ত্রিক কোন যানবাহনের মাধ্যমে পৌঁছানো সম্ভব নয়। ঘোড়ার মাধ্যমে সেখানে পৌঁছানো সম্ভব। আফ্রিকায় মফস্বল এলাকায় খ্রীস্টান মিশনারীরা এসব বৈচিত্রময় বাহন ব্যবহার করে তাদের দা'ওয়াতকে ফলপ্রসূ করেছে। ইসলামী দা'ঈগণকে এসব সমাজ ও পরিবেশের চাহিদা অনুসারে দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও মাধ্যম ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

মহানবী সা.-এর কার্যক্রমের পদ্ধতিতে দেখা যায়, তিনি এতে অত্যন্ত গতিশীলতা অবলম্বন করতেন। প্রচলিত প্রচার-পদ্ধতির সব কটি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, প্রকাশ্য-গোপন, কথন-লিখনে সব ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করেন। কোন সময় আবেগ-অনুভূতি, কোন সময় যুক্তি, কোন সময় বন্ধুত্ব। অন্য সময় বংশীয় বা ব্যক্তিত্বের সুসম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন দিক কাজে লাগিয়েছেন। বিভিন্ন ব্যক্তিদের বাড়িতে, হাট-বাজারে, মেলা বা হজ্জ্ব মৌসুমে যে কোন জনসমাগম স্থলে গিয়ে দা'ওয়াত দিয়েছেন। মক্কার কাফিরদের পক্ষ থেকে নিরাশ হয়ে তায়েফ যান। তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তার নীতিতে আদি ইবন আবী হাতিমকে আজীর বা আশ্রয়কারী হিসেবে গ্রহণে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। হিজরতের সময় পথপ্রদর্শক হিসেবে একজন অমুসলিমকে গ্রহণে পিছপা হন নি। মাদানী জীবনে খন্দকের যুদ্ধে সালমান ফারসীর পরামর্শে খন্দক খনন করেন। এটা পারসিক অগ্নি উপাসকদের সমরকৌশল বলে পরিত্যাগ করেন নি। এভাবে বহু উদাহরণ রয়েছে, যাতে যুগ প্রেক্ষাপট সামনে রেখে প্রচলিত কৌশল প্রযুক্তি মাধ্যম ব্যবহার করেছেন। তবে যা মূল্যবোধের পরিপন্থী, তা থেকে বিরত থেকেছেন। যেমন জাহিলী যুগে কোন জরুরী বিষয়ে ঘোষণা দিতে ঘোষক বিবস্ত্র হয়ে ডাকাডাকি করতো, যাকে নযিরুল উরিয়ান نذير العريان বলা হত। কিন্তু সাফা পাহাড়ে লোকজন একত্রিত করতে মহানবী সা. ডাক দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু পরম মার্জিতভাবে। অতএব দা'ওয়াতের কৌশল ও মাধ্যমের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। দা'ওয়াতের হিকমতের মর্মকথাও তা-ই। যেখানে যা করণীয় যথাযথভাবে তাই করা হিকমত। এ ধারণাটি দা'ওয়াতের পদ্ধতিকে প্রসারিত করেছে। প্রজ্ঞাময় বাস্তবসম্মত কথা বিজ্ঞানসম্মত।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, দা'ওয়াতের পরিধি বিভিন্ন দিক দিয়ে অত্যন্ত ব্যাপক। 'আলিম শ্রেণীর পক্ষ থেকে দা'ওয়াত নয়, তা সারা জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ প্রদত্ত যুগে যুগে নবী রাসূলগণ কর্তৃক বাস্তবায়িত দা'ওয়াত। এ দা'ওয়াত শুধু অমুসলিমদের জন্য নয় বা শুধু পুরুষ বা কোন বিশেষ শ্রেণীর জন্য নয়। বরং নারী পুরুষ, মুসলিম অমুসলিম, শিশু যুবক, বৃদ্ধ, ছাত্র, শিক্ষক, কর্মজীবী নির্বিশেষে সবার জন্য এ দা'ওয়াত প্রযোজ্য। তা ছাড়া এটা 'আরবীয় দা'ওয়াত নয়; বরং গোটা পৃথিবীর সকল মানবগোষ্ঠীর মুক্তির একমাত্র অবলম্বন তথা সবার অধিকার। এটা জীবনে চলার রব্বানী সুন্নত অবলম্বনের দা'ওয়াত। মানব জীবনযাত্রার ধারা জীবন পদ্ধতি প্রযুক্তি উন্নয়নের যে কোন প্রেক্ষাপটে ইসলামী মূল্যবোধ ও মূলনীতির আলোকে এ দা'ওয়াতের পথ ও পদ্ধতি গৃহীত ও বাস্তবায়িত হওয়াই এ দা'ওয়াতের স্বভাব ও গতিধারা। সে আলোকেই তার পরিধি প্রসারিত।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : ছয়

ইসলামী দা'ওয়াত : উৎস ও প্রতিপাদ্য বিষয়

ইসলামী দা'ওয়াতের উৎস

এ দা'ওয়াতে যে উৎসগুলোর সাহায্য নেয়া হয় সে সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হলো।

কুর'আনুল কারীম

ইসলামী দা'ওয়াতের জন্য আল কুর'আন প্রথম ও প্রধান উৎস। ইসলামী দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু, নবীগণের দা'ওয়াতী কার্যক্রম, দা'ওয়াতের ইতিহাস, দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পথ ও পদ্ধতি ইত্যাদি দিক আল কুর'আনে এসেছে। এতে রয়েছে দা'ওয়াতী পথ রচনা করা ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার দিক নির্দেশনা। আল কুর'আনেই বলা হয়েছে :

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضو انه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم -

> অবশ্যই তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এবং একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ এসেছে। এর দ্বারা যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে তিনি তাদেরকে নিরাপদ শান্তিময় পথ প্রদর্শন করেন এবং স্বীয় নির্দেশ দ্বারা তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন।[১]

বস্তুত, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালাম আল কুরআন অবতীর্ণের মাধ্যমে একটি দা'ওয়াতী আন্দোলনের দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন, যা সকল যুগে কার্যকর। এ জন্য যুগে যুগে দা'ঈগণ আল কুরআন থেকে তাদের দিক-নির্দেশনা নিয়েছেন। আল কুর'আনই ইসলামী দা'ওয়াতের সংবিধান। ক্রমান্বয়ে আল কুরআন একটি দা'ওয়াতী প্রজন্ম গড়ে তোলে। ফলে এ প্রজন্ম সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবের স্থান দখল করেছিলেন। এ গ্রন্থের মাধ্যমেই মুসলমানগণ গোটা বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হয়েছিল। সাথে সাথে যখনই মুসলমানগণ এ গ্রন্থকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ থেকে সামান্যতম বিচ্যুত হয়েছে, তখন বিভ্রান্ত হয়েছে, পর্যদুস্ত হয়েছে পদে পদে। তবে এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা তথা তাফসীর ব্যবহারের ক্ষেত্রে দা'ঈগণকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সে তাফসীর গ্রন্থসমূহে যে সব ইসরা'ঈলিয়াত তথা ইয়াহুদীদের বানোয়াট কাহিনী স্থান পেয়েছে, তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

সুন্নাতে রাসূল সা.

সুন্নাতে রাসূল সা.-এর মধ্যে তাঁর বাচনিক, কার্যগত নির্দেশ ও মৌন সম্মতি সকলই এর অন্তর্ভুক্ত। আল কুর'আনের পরই সুন্নাহ ইসলামী দা'ওয়াতের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস। এমনকি আল্লাহর আনুগত্যের সাথে রাসূল সা.-এর আনুগত্যের নির্দেশকেও জোর দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

يايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا -

---

১. সূরা মায়িদা : ১৫-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

> হে মুমিনগণ, আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর– যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক।[২]

সুন্নাতে রাসূল সা. আল কুর'আনের ব্যাখ্যা স্বরূপ। কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত বা দিক-নির্দেশনা আল কুরআন থেকে উদ্ধার করতে ইসলামী দা'ঈ সক্ষম না হলে সে ক্ষেত্রে সুন্নাতে রাসূল সা.-এ পাওয়া গেলে তা-ই মানতে হবে। 'দা'ওয়াতে সুন্নাতে রাসূল' মানে রাসূল সা. দা'ওয়াতে কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, কি বলেছেন ইত্যাদির বর্ণনা। এ সব দিক হাদীস গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত আছে। একটি উৎস হিসেবে সুন্নাহকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে দা'ঈ কয়েকটি কাজ করতে পারেন। যেমন– দা'ওয়াতের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত হাদীসগুলোর একটি সংকলন তৈরী করে তা মুখস্ত করে নিতে পারে। সহীহ্ হাদীসগুলোকে দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে পৃথকভাবে উপস্থাপন করবেন। মাউদু বা বানোয়াট হাদীস পরিত্যাগ করবেন। এ সবের বক্তব্য যতই চমৎকার হোক না কেন, তা আল্লাহর রাসূলের বাণী হিসেবে পেশ করবেন না। যে হাদীসটি তিনি ব্যবহার করবেন, তা থেকে কি শিক্ষণীয় তাও উপস্থাপন করতে ভুলবেন না।

সীরাতুল আম্বিয়া 'আ.

সীরাত বলতে কারো জীবনচরিত ও তার জীবনের ঘটনাবলী বুঝায়। কুরআন-সুন্নাহসহ ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে সকল নবী 'আ-এর সীরাত আলোচিত হয়েছে। সকল নবী 'আ-এর জীবনীতে রয়েছে দা'ঈগণের জন্য প্রচুর শিক্ষা। যে জন্য তাদের অনুসরণের জন্য এমনকি মহানবী সা.কে আদেশ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে : - اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده

> তাঁরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছিলেন, অতএব আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন।[৩]

সুতরাং কিভাবে তাঁরা দা'ওয়াতী কাজ করেছেন তা জানা অতীব জরুরী। বিশেষত বিশ্বনবী মহানবী সা. স্বীয় দা'ওয়াতী কার্যক্রম কিভাবে পরিচালনা করেছেন, বিভিন্ন পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবেলা করেছেন, তা দা'ঈর জন্য বিশাল উৎস। এতে তাঁর সরাসরি দিক নির্দেশনার বাইরে তাঁর জীবন চরিত ও ঘটনাবলী থেকেও অনেক শিক্ষা নেয়া প্রয়োজন। বরং দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অনেক বেশী। বলা হয়, কুরআন কারীম হল আক্ষরিক ভাণ্ডার এবং মহানবী সা.-এর চরিত্র হল তাঁর দীপ্তিমান বিশেষণ বা প্রায়োগিক নমুনা। এ জন্য 'আয়েশা রা. বলেছেন, وكان خلقه القران 'আল কুরআনই তার চরিত্র।[৪] আর দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মহানবী সা.-এর জীবন আদর্শ ও চূড়ান্ত মডেল। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة -

> নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।[৫]

তবে যে কাজকে মহানবী সা. নিজের একান্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন, যেমন সাওমে বেসাল বা অনবরত রোযা রাখা ইত্যাদি এবং যে কাজ মু'জিযা বা অলৌকিকভাবে সংঘটিত, সে ব্যাপারে অন্য কথা। তা অনুসরণ করা জরুরী নয়। বরং সম্ভবও নয়। সীরাতের গ্রন্থাবলী ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বানোয়াট বর্ণনা পরিহার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রাচীন ও বিশুদ্ধ গ্রন্থ থেকে যাচাই

---

২. সূরা নিসা : ৫৯।

৩. সূরা আন'আম : ৯০।

৪. ইমাম আবূ আবদুর রহমান আহমদ ইবন শু'আইব আন্ নাসা'ঈ, *নাসা'ঈ শরীফ*, কিতাবুস্ সালাহ, বাবু জামই সালাতিল লাইল, মিসর : মাকতাবু হালাবী, ১৩৮৩ হি ১ম খ, পৃ ১০৩।

৫. সূরা আহযাব : ২১।

Dhaka University Institutional Repository

বাচাইমূলক তথ্যটি ব্যবহার করতে হবে। সীরাত থেকে দা'ওয়াতের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলো বের করতে হবে।

খুলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবীগণের বাণী ও জীবনচরিত

মহানবী সা.-এর সাহাবীগণ তাঁর কর্তৃক সরাসরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাছাড়া তাঁরা আল কুর'আনের অহী প্রত্যক্ষণ করেছেন। দা'ওয়াতের কোন্ পরিস্থিতিতে কী অবতীর্ণ হয়েছে এবং সে মতে মহানবী সা. কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ইত্যাদি। অতএব তাঁদের গড়া জীবন চরিত এবং বক্তব্যগুলোও দা'ওয়াহ অধ্যয়নে তাৎপর্যপূর্ণ। মহানবী সা. বলেছেন– أصحابى كالنجوم অর্থাৎ, আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য।[৬]
মহানবী সা. আরো বলেন :

وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين -

তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতপার্থক্য দেখবে। কিন্তু তোমাদের কর্তব্য হল আমার সুন্নাত ও হিদায়াতকারী আমার খোলাফায়ে রাশিদীনের অনুসরণ করা।[৭]

সুতরাং তাঁদের জীবনী থেকে দা'ওয়াতের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলো গ্রহণ করতে হবে। বরং তাদের যুগটি যেহেতু এমন পর্যায়ে যখন মহানবী সা. তাদের মাঝে ছিলেন না, তাই কুরআন সুন্নাহর আলোকে তারা কি পদক্ষেপ নিয়েছেন, এর ফলাফল কি দাঁড়িয়েছিল, সে সবের গুরুত্ব অপরিসীম। এগুলো সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণের পথে সহায়ক বটে। এ সব থেকে দা'ওয়াতী দরস নেয়া যেতে পারে যদি কুরআন সুন্নাহর সাথে বৈপরিত্যমূলক কিছু না হয়।

যুগে যুগে দা'ঈগণের দা'ওয়াতী অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ফলাফল

সাহাবীগণের পরবর্তীয় সময়ে যুগে যুগে যারা দা'ওয়াতী কাজ করেছেন, এ বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করেছেন বা করছেন তাদের অভিজ্ঞতা, ইজতিহাদমূলক মতামত ও ব্যাখ্যা বিশেষণ ইত্যাদিও ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে স্বীকৃত। আর এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে বলে আশা করা যায়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে ঘোষণা দেয়ার জন্য বলেছেন :

وأوحى إلى هذا القران لانذركم به ومن بلغ -

আর এ কুরআন আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, যেন এর দ্বারা তোমাদের সতর্ক করি এবং এ (কুরআন) যাদের নিকট পৌঁছে তাদেরও।[৮]

তিনি আরো বলেন :

فسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون -

তোমরা যদি না জান, তবে উপদেশওয়ালাদের নিকট জিজ্ঞেস করে নাও।[৯]

মানুষের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করতে করতে দা'ঈ কিছু কিছু বিষয়ে বা কার্যক্রমে একই ফলাফল অনুভব করবেন। এভাবে কিছু কৌশল বা বিষয় তার জন্য ধরা দিতে পারে। আর তা যদি ইসলামী মূল্যবোধের বিরোধী না হয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্যরাও দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে তা ব্যবহারের অনুমতি আছে।

---

৬. হাদীসটি যঈফ তথা দুর্বল, কিন্তু এর অর্থ সঠিক। দ্র. শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ'ঈফা*।
৭. দ্র. ইবন মাজা কাযবীনী, *সুনানু ইবন মাজাহ*, মুকাদ্দামাহ, বাবু ইত্তিবাই সুন্নাতিল খুলাফা আর রাশিদীন আল্ মাহদিয়্যীন, পৃ ৫।
৮. সূরা আন'আম : ১৯।
৯. সূরা নাহল : ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী দা'ওয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয়

সংক্ষেপে বলতে গেলে ইসলামী দা'ওয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান আল ইসলাম। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ ইসলামের প্রতি দা'ওয়াত দিতে হবে। কেউ এর কোন অংশের দিকে দা'ওয়াত দিলে তার সেটা হবে আংশিক দা'ওয়াত। ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা ব্যাপক। তবে তার মৌলিক বিষয়সমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

- 'আকীদা।
- শরী'আহ।
- আখলাক।

ইসলামী 'আকীদা বা বিশ্বাস

ইসলামী 'আকীদার মৌলিক বিষয় ছয়টি।

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।

২. ফিরিশতাগণের প্রতি ঈমান আনা।

৩. নবী রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা।

৪. পবিত্র আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান আনা।

৫. আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা।

৬. তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা।

উপরোক্ত বিষয়সমূহের প্রথম পাঁচটি সম্পর্কে একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضللا بعيدا –

> হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রাসূলের উপর এবং সে সমস্ত কিতাবের উপর, যেগুলো নাযিল করা হয়েছিল ইতিপূর্বে। যে আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশতাদের উপর, যারা তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রাসূলগণের উপর ও কিয়ামত দিনের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে।[১০]

তাকদীর সম্পর্কে অন্য আয়াতে বলা হয় :

وان من شئ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم –

> আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমাণে তা অবতারণ করি।[১১]

হাদীসে জিবরা'ঈলে ঈমানের পরিচয় দিতে গিয়ে মহানবী সা. উপরোক্ত ছয়টি বিষয় একসঙ্গে উলেখ করেছেন।[১২] এখানে এ ছয়টি বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

---

১০. সূরা নিসা : ১৩৬।

১১. সূরা হিজর : ২১।

১২. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম কুশায়রী, *সহীহ্ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, বাবু বায়ানিল ঈমানি ওয়াল ইসলাম ওয়াল ইহসান, ১ম খ, পৃ ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

১. আল্লাহর উপর ঈমান আনা : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার মানে হচ্ছে তাঁর একক রুবুবিয়্যাত, উলূহিয়্যাত এবং নাম ও সিফাত সম্পর্কে ঈমান আনা, বিশ্বাস করা। রুবুবিয়্যাত বলতে এ বিষয়ে ঈমান আনা যে, তিনি একমাত্র রব, খালিক (সৃষ্টিকর্তা), বাদশাহ, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ও সকল কাজেরই মহা নিয়ন্ত্রক। এ ক্ষেত্রে তিনি এক, অদ্বিতীয় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। উলূহিয়্যাত বলতে বুঝায় তিনি হলেন সত্য ইলাহ। তিনি ব্যতীত সব মা'বুদই বাতিল ও অসত্য। নাম ও সিফাতে ঈমান বলতে বুঝায়, তাঁর বহু পবিত্র নাম ও উন্নত সিফাতে কামেলা অর্থাৎ পরিপূর্ণ গুণাবলী রয়েছে। যেমন অসীম জ্ঞানী, সর্বজ্ঞাত, অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতাধিকারী, সদা জীবন্ত ও জাগ্রত, দয়াবান, কথাবার্তা বলা, ইচ্ছা শক্তির অধিকারী, দৃষ্টিশক্তির অধিকারী, শ্রবণ শক্তির অধিকারী, আইন দাতা, রিয্ক দাতা। আল্লাহর ভালবাসা পাওয়া যায়, তিনি পাপীর তওবা কবুল করেন, ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। কোন কিছুই তাঁর মত নয়। উপরোক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে আল কুর'আনে প্রচুর আয়াতে কারীমা এসেছে। যেমন আল্লাহর বাণী :

الله لا اله الا هو الحى القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما فى السموات وما فى الارض من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشئ من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظيم –

> আল্লাহ সেই চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তা, যিনি সমস্ত বিশ্ব চরাচরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছেন, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি নিদ্রাও যান না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন। এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করতে পারে? সামনে-পেছনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। তাঁর জানা বিষয়সমূহের কোন জিনিসই তাদের জ্ঞান সীমার আয়ত্বাধীন হতে পারে না। অবশ্য কোন বিষয়ের জ্ঞান যদি তিনি নিজেই কাউকে জানাতে চান (তবে তা অন্য কথা)। তাঁর সিংহাসন সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীকে ঘিরে আছে। আসমান ও যমীনের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত করে দিতে পারে না। বস্তুত তিনিই হচ্ছেন এক মহান শ্রেষ্ঠতম সত্তা।[১৩]

আল কুর'আনে আরো বলা হয়েছে :

هو الله الذى لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم, هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون, هو الله الخالق البارى المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما فى السماوت والارض وهو العزيز الحكيم-

> তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তিনি জানেন। তিনিই রহমান ও রাহীম। তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি বাদশাহ। অতীব মহান ও পবিত্র, শান্তির ধারক। নিরাপত্তার আধার। রক্ষণাবেক্ষণকারী। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজয়ী, মহাশক্তিধর এবং নিজ বড়ত্ব গ্রহণকারী। লোকেরা যেসব শিরক করছে, তা থেকে আল্লাহ সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনিই আল্লাহ যিনি সৃষ্টিকর্তা, পরিকল্পনাকারী, আকার আকৃতি রচনাকারী। তাঁর অনেক সুন্দর-সুন্দর নাম রয়েছে। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সব কিছুই তাঁর প্রশংসা করে। তিনি অতীব পরাক্রমশালী ও মহা বিজ্ঞানময়।[১৪]

আল কুর'আনে আরো উলেখ আছে :

يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور- ويزوجهم ذكرا انا و اناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير –

---

১৩. সূরা বাকারা : ২৫৫।

১৪. সূরা হাশর : ২২-২৪।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি যা-ই চান, সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে চান পুত্র সন্তান দান করে। আবার যাকে চান পুত্র-কন্যা উভয় রকমের সন্তানই দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সব কিছুই জানেন এবং সব বিষয়েই ক্ষমতাবান।[১৫]

আল কুর'আনে আরো উলেখ আছে :

ليس كمثله شئ وهو السميع البصير له مقاليد السموات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيئ عليم –

বিশ্বলোকের কোন জিনিসই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব কিছুই শুনেন ও দেখেন। আকাশ মণ্ডল ও যমীনের সকল ধন ভাণ্ডারের চাবি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। যাকে তিনি চান প্রচুর রিযিক দান করেন, আর যাকে চান পরিমিত দান করেন। তিনি সব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।[১৬]

সুতরাং ইসলাম আল্লাহ সম্পর্কে যে ঈমানের অনুমোদন করে, তা হল উপরোক্ত তাওহীদের তিন প্রকারের যৌথ ঈমান। শুধু আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করলে কিংবা শুধু সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করলেই কাউকে ঈমানদার বলা যাবে না। মক্কার মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করত। এ মর্মে ইরশাদ করা হয়েছে:

ولئن سالتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانى يوفكون –

যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে?[১৭]

কিন্তু তাদের ঈমানের জন্য ততটুকু বিশ্বাসকে যথেষ্ট হিসেবে মনে করা হয়নি। কারণ তারা আল্লাহর উলুহিয়্যাতে শরীক করত। অতএব আল্লাহর সম্পর্কে তাদের ঈমান মুসলমান হওয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে তাওহীদুর রুবুয়্যিাতে শুধু তাকে পালনকর্তা হিসেবে মানলেই চলবে না। বরং আইন দাতা হিসেবেও মানতে হবে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين –

শুনে রাখ, তারই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ বরকতময়, যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক।[১৮]

আরো বলা হয় :

ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون –

যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে তাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে উত্তম হুকুমের অধিকারী আর কে হতে পারে?[১৯]

তাওহীদের উপরোক্ত পূর্ণাঙ্গ ধারণাই ইসলামী দা'ওয়াতের মূল বিষয়বস্তু। এ ধারণাকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য শাখা প্রশাখার উৎপত্তি হয়েছে।

---

১৫. সূরা শুরা : ৪৯-৫০।
১৬. সূরা শুরা : ১১-১২।
১৭. সূরা আনকাবুত : ৬১।
১৮. সূরা 'আরাফ : ৫৪।
১৯. সূরা মায়িদা : ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

২. ফিরিশতাগণের উপর ঈমান আনা : অদৃশ্য জগতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ফিরিশতা জাতি সৃষ্টি করেছেন, যাদেরকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন। আল কুর'আনে তাদের ব্যাপারে বিভিন্ন স্থানে ইরশাদ করা হয়েছে :

بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون –

বরং তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। তারা তাঁর দরবারে আগে বেড়ে কথা বলে না। শুধু তাঁরই হুকুমে তারা কাজ করে।[২০]

আরো ইরশাদ হয়েছে :

لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون -

আল্লাহর 'ইবাদত করতে ত্রুটি করো না। আর তারা অহংকার করে না। পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে না। রাত দিন তাঁরই তাসবীহ পাঠে ব্যস্ত থাকে। এক বিন্দুও ক্লান্ত হয় না।[২১]

ফিরিশতাদেরকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন জিবরা'ঈল 'আ.-এর দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁরই ইচ্ছা অনুযায়ী নবী ও রাসূলগণের প্রতি অহী নাযিল করা। মীকা'ঈল 'আ-এর দায়িত্ব হচ্ছে বৃষ্টি বর্ষণ, তৃণ-লতা ও শাক সবজি উৎপাদনের আন্‌জাম দেয়া। ইসরাফীল 'আ-এর দায়িত্ব কিয়ামত ও পুনরুত্থানের সময় শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া। আজরা'ঈল 'আ-এর দায়িত্ব হচ্ছে, মৃত্যুর সময় 'রূহ' কবয করা। এমনিভাবে পাহাড় সংক্রান্ত ব্যাপারে ফিরিশতা নিয়োজিত রয়েছে। আবার জাহান্নামের রক্ষক হিসেবেও নিয়োজিত রয়েছে একদল ফিরিশতা। ফিরিশতাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছে, যারা মানুষের আমলনামা লেখার কাজে নিয়োজিত। এ কাজে প্রতিটি মানুষের জন্য দু'জন ফিরিশতা নিয়োজিত রয়েছে। আল্লাহর বাণী :

عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد -

ডান ও বাম দিকে বসে তারা প্রতিটি কাজ লিপিবদ্ধ করে। এমন কোন শব্দ বান্দার মুখে উচ্চারিত হয় না যা সংরক্ষণের জন্য স্থায়ী পর্যবেক্ষণকারী নেই।[২২]

৩. নবী রাসূলগণের উপর ঈমান আনা : আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন পরীক্ষা করার জন্য, কে কর্মে শ্রেষ্ঠ।[২৩] এ পরীক্ষা সম্পন্ন হবে না; বরং যথাযথ ও ইনসাফ পূর্ণও হবে না, যদি না মানুষকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বুঝিয়ে দেয়া না হয়। অন্যথায় মানুষ অভিযোগ করে বসতে পারে। তাই তিনি যুগে যুগে মানুষের হিদায়াতের জন্য তাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। তাদের উপর অহী নাযিল করেছেন :

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيز حكيم –

সুসংবাদ দাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রাজ্ঞ।[২৪]

---

২০. সূরা আম্বিয়া : ২৬-২৭।
২১. সূরা আম্বিয়া : ১৯-২০।
২২. সূরা ক্বাফ : ১৭-১৮।
২৩. সূরা মূলক : ২।
২৪. সূরা নিসা : ১৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আদম 'আ থেকে নিয়ে নূহ, ইবরাহীম, মূসা, 'ঈসা ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা. সকলেই ছিলেন আল্লাহর নবী। তাঁদের একজনকে অস্বীকার করার অর্থ গোটা নবীকুলকে অস্বীকার করার শামিল। এ মর্মে ইরশাদ করা হয়েছে :

ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن بعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذالك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا –

> যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণকে অস্বীকার করে এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায়, আর বলে, আমরা কাউকে মানবো আর কাউকে মানবো না এবং ঈমান ও কুফরের মাঝখানে কোন পথ বের করার ইচ্ছা পোষণ করে, তারা নিঃসন্দেহে কাফির। কাফিরদের জন্য আমি অপমানকর শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।[২৫]

তাঁদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল অহীর আলোকে ইকামাতে দ্বীন তথা দ্বীন কায়েম করার জন্য। যেমন ইরশাদ হয়েছে :

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه –

> তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার উপদেশ তিনি নূহ 'আ-কে দিয়েছিলেন। আর আমি তোমার প্রতি অহীর মাধ্যমে যা পাঠিয়েছি, যার নির্দেশ আমি ইবরাহীম, মূসা ও 'ঈসাকেও দিয়েছিলাম। তা হচ্ছে, তোমরা দ্বীন কায়েম করো এবং এতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো না।[২৬]

এসব বিষয়ের 'আকীদা মানব হৃদয়ে বদ্ধমূল করা ইসলামী দা'ঈর দায়িত্ব।

৪. আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান আনা : আল্লাহ তা'আলা নবী রাসূলগণের উপর কিতাব নাযিল করেছেন হিদায়াতগ্রন্থ ও দলীল হিসেবে। এসব কিতাবের মাধ্যমে নবী রাসূলগণ মানুষকে হিকমত শিক্ষা দেন এবং যাবতীয় গোমরাহী হতে তাদেরকে মুক্ত করেন। সমাজে ন্যায় বিচারের মানদণ্ড প্রতিস্থাপন করেন। সাথে সাথে তাঁদেরকে বিভিন্ন মু'জিযা দান করেছেন। আর কুর'আনে এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط –

> আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ পাঠিয়েছি। তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব এবং মানদণ্ড। যাতে করে মানুষ ইনসাফ ও সুবিচারের উপর কায়েম থাকতে পারে।[২৭]

এভাবে অতীতে হযরত মূসার উপর তাওরাত, হযরত দাউদ 'আ-এর উপর যবুর, হযরত 'ঈসা 'আ-এর উপর ইন্‌জীল, সর্বশেষে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর কুরআনুল কারীম নাযিল করেন। অতীতের সকল গ্রন্থের সার সংক্ষেপ আল কুর'আনে সমাহার ঘটানো হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী :

رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة فيها كتب قيمة -

> আল্লাহর একজন রাসূল যিনি আবৃত্তি করতেন পবিত্র সহীফা, যাতে আছে সঠিক গ্রন্থগুচ্ছ।[২৮]

এ গ্রন্থে পূর্ববর্তী গ্রন্থের সারসংক্ষেপ থাকলেও কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় আরো হিদায়াত সংযোজন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যকে সত্য বলে স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথে তৎবিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালাও দান করা হয়েছে।

---

২৫. সূরা নিসা : ১৫০-১৫১।
২৬. সূরা শুরা : ১৩।
২৭. সূরা হাদীদ : ২৫।
২৮. সূরা বাইয়্যিনা : ২-৩।

Dhaka University Institutional Repository

وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواء هم عما جاءك من الحق –

আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।[২৯]

আল কুর'আনের পূর্বে যে সব গ্রন্থ এখনো পাওয়া যায় সেগুলো মূল গ্রন্থ নয়; বরং মানুষের দ্বারা এগুলো পরিবর্তিত পরিবর্ধিত ও বিকৃত এবং অধিকাংশ বাণী হারিয়ে গেছে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে:

يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به –

তারা বাণীকে তার স্থাকে বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তার বিরাট অংশ বিস্মৃত হয়েছে।[৩০]

ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে ইয়াহুদী ও নাসারারা যা করেছে তার নিন্দা জানিয়ে আল কুর'আনে আরো বলা হয় :

فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون –

সেসব লোকের জন্য ধ্বংস অনিবার্য যারা নিজেদের হাতে শরী'অতের বিধান রচনা করে। তারপর লোকদেরকে বলে যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। এ রকম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর বিনিময়ে তারা সামান্য স্বার্থ উদ্ধার করবে। তাই তারা নিজ হাতে যা রচনা করেছে এবং অন্যায়ভাবে যা কামাই করেছে, তার জন্য রয়েছে ধ্বংস ও শাস্তি।[৩১]

অতএব আল কুরআনই একমাত্র আসমানী সহীহ ও সংরক্ষিত গ্রন্থ। এ সংরক্ষণের ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ ব্যবস্থার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون – :

আমি স্বয়ং এই উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং নিজেই এর সংরক্ষক।[৩২]

৫. আখিরাতের উপর ঈমান আনা : এ জীবনে মানুষের কৃতকর্মের বিচারের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের আখিরাতর জীবন নির্ধারণ করেছেন। সে দিন মানুষ পূর্ণ জীবন লাভ করবে। বিচারের পর যারা সৎকর্মশীল হিসেবে প্রমাণিত হবে তারা বেহেশতে যাবে এবং অপরাধী বলে প্রমাণিত হলে এবং শাফায়াতের যোগ্য না হলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাই আখিরাতে কয়েকটি বিষয়ের 'আকীদার কথা বলা হয়। যেমন :

ক. পুনরুত্থানের পর হাশরে একত্রিত হওয়া। যেমন আল্লাহর বাণী :

ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذاهم قيام ينظرون –

---

২৯. সূরা মায়িদা : ৪৮।
৩০. সূরা মায়িদা : ১৩।
৩১. সূরা বাকারা : ৭৯।
৩২. সূরা হিজর : ৯।

Dhaka University Institutional Repository

সেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। তখন আসমান ও যমীনের সকল প্রাণী মরে পড়ে থাকবে। অবশ্য আল্লাহ যাদেরকে জীবন্ত রাখবেন তারা ছাড়া। অতপর শিঙ্গায় আরেকবার ফুঁক দেয়া হলে সবাই উঠে দাঁড়াবে এবং তাকিয়ে থাকবে।[৩৩]

খ. আমল নামা : আমল নামা হয় ডান হাতে দেয়া হবে নয়তো পেছন দিক থেকে বাম হতে দেয়া হবে। ইরশাদ হয়েছে :

فاما من اوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى اهله مسرورا واما من اوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعوا ثبورا ويصلى سعيرا –

অতঃপর যার আমল নামা ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব সহজভাবে নেয়া হবে। আর সে আপনজনদের কাছে হাসিখুশী ও আনন্দচিত্তে ফিরে যাবে। আর যে ব্যক্তির আমল নামা পেছন দিক থেকে দেয়া হবে, সে ভয়ে মৃত্যুকে ডাকবে। সে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে।[৩৪]

গ. মীযান : কিয়ামতের দিন 'মীযান' বা ভাল মন্দ ওযন করার ব্যবস্থা থাকবে। কোন ব্যক্তির প্রতি যুলুম করা হবে না। ইরশাদ করা হয়েছে :

فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم فى جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون -

যাদের (নেক আমলের) আমলের পালা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পালা হাল্‌কা হবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডলের চামড়া চেটে-চেটে খাবে। এর ফলে তাদের জিহবা বের হয়ে আসবে।[৩৫]

ঘ. শাফা'আত : রাসূলে কারীম সা.-এর জন্য 'শাফা'আতে ওযমা' বা (মহান শাফা'আত) বিশেষভাবে নির্দিষ্ট রয়েছে। বান্দাদের বিচার ফায়সালার করার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁরই অনুমতিক্রমে এ শাফাআত এমন এক সময়ে করবেন যখন মানুষ হাশরের মাঠে সীমাহীন দুশ্চিন্তা আর সংকটের মধ্যে পড়ে যাবে। লোকেরা প্রথমে হযরত আদম 'আ-এর কাছে যাবে। তারপর নূহ 'আ, তারপর ইবরাহীম 'আ, মূসা, ঈসা, এবং সর্বশেষে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর কাছে যাবে।

ঙ. জান্নাত-জাহান্নাম : জান্নাত পরম সুখ ও শান্তির স্থান। আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী মুমিনদের জন্য জান্নাত তৈরী করেছেন। জান্নাতে এমন সুখ-শান্তির উপকরণ রয়েছে যা কোন চোখ দেখে নি। কোন কান যা শোনে নি। কোন অন্তর যা কখনো কল্পনা করে নি। এ সম্পর্কে ইরশাদ করা হয়েছে :

فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون –

তাদের কর্মের প্রতিফল হিসেবে চক্ষু শীতলকারী যে সুখ-সামগ্রী তাদের জন্য গোপন রাখা হয়েছে কোন প্রাণীই তা জানে না।[৩৬]

জাহান্নাম হচ্ছে শান্তির স্থান। যালিম, কাফিরদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম তৈরী করেছেন। এতে এমন দুঃখ-কষ্ট এবং শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে যা কোন হৃদয় কল্পনা করতে পারে না।

انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وسائت مرتفقا -

---

৩৩. সূরা যুমার : ৬৮।

৩৪. সূরা ইনশিকাক : ৭-১২।

৩৫. সূরা মুমিনুন : ১০২-১০৪।

৩৬. সূরা সাজদাহ : ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

আমি যালিমদের জন্য আগুনের (জাহান্নামের) ব্যবস্থা করে রেখেছি। এ আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেষ্টিত করবে। সেখানে তারা পানি চাইলে এমন পানি সরবরাহ করা হবে যা গলিত পদার্থের মত। এর ফলে তাদের মুখমণ্ডল বিদগ্ধ হয়ে যাবে। এটা কতই না নিকৃষ্ট পানীয়। কতই না খারাপ আশ্রয়স্থল।[৩৭]

আল্লাহ্ আরো বলেন :

ان الله لعن الكافرين واعدلهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا رسولا –

আল্লাহ্ কাফিরদের উপর লানত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন তৈরী করে রেখেছেন। তারা সেখানে অনন্ত কাল ধরে থাকবে। সেখানে কোন সাহায্যকারী বন্ধু তারা পাবে না। যেদিন তাদের চেহারা আগুনের উপর উলট-পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে, হায়, আমরা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতাম।[৩৮]

চ. কবরে মৃত ব্যক্তির পরীক্ষা : কবরে মৃত ব্যক্তির পরীক্ষা হবে। সে পরীক্ষাটা হচ্ছে, কবরে মৃত ব্যক্তিকে ফিরিশতারা তাঁর রব, দ্বীন এবং নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তখন :

ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الاخرة –

'শাশ্বত বানীতে বিশ্বাসীগণকে আল্লাহ্ ইহকালে এবং পরকালে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন।[৩৯]

ছ. কবরের শান্তি : কবরে মুমিনদের জন্য সুখ-শান্তি আছে। আল্লাহ্ বলেন :

الذين تتوفهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون –

পবিত্র থাকা অবস্থায় ফিরিশতারা যাদের রূহ কবয করে, তাদেরকে তারা বলেন, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা তোমাদের আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।[৪০]

জ. কবরের আযাব : যালিম, কাফিরদের জন্য কবরে আযাবের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন :

ولو ترى اذ الظالمون فى عمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون العذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون

হায়, তুমি যদি যালিমদেরকে সে অবস্থায় দেখতে পেতে যখন তারা মৃত্যুর যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। ফিরিশতারা তখন হাত বাড়িয়ে বলতে থাকে, দাও, বের করে দাও তোমাদের প্রাণ। আর তোমাদের সে সব অপরাধের শাস্তি হিসেবে লাঞ্ছনার আযাব দেয়া হবে, যে অপরাধ আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ও অন্যায় বলার মাধ্যমে এবং তাঁর আয়াতসমূহের মোকাবেলায় অহংকার ও বিদ্রোহের মাধ্যমে তোমরা করেছো।[৪১]

৬. তাকদীরের উপর বিশ্বাস : তাকদীর হলো সর্বজ্ঞাত হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব জ্ঞান ও হিকমতের দাবী অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের ভাগ্যলিপি। বিশ্ব জগতের কি ছিল, কিভাবে হবে, এ সব তিনি তাঁর চিরন্তন অপরিসীম জ্ঞান শক্তির মাধ্যমে জেনে নিয়েছেন। এবং লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এটাই তাকদীর। ইরশাদ হয়েছে :

الم تعلم ان الله يعلم ما فى السماء والارض ان ذلك فى كتاب ان ذلك على الله يسير –

---

৩৭. সূরা কাহাফ : ২৯।
৩৮. সূরা আহযাব : ৬৪-৬৬।
৩৯. সূরা ইবরাহীম : ২৭।
৪০. সূরা নাহল : ৩২।
৪১. সূরা আন'আম : ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

তুমি কি জান না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তার সব কথাই আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। সব কিছুই একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহর পক্ষে এসব কাজ খুবই সহজ।[৪২]

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জগতে কিছু নিয়ম জারি করেছেন, সে অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ে ঘটে থাকে। তাই কোন কিছু ঘটার আগে তিনি অবহিত, কিন্তু মানুষের জ্ঞান সীমিত। তাই সে ভবিষ্যত সম্পর্কে যথাযথভাবে জানে না। তাই যা ঘটে তার নিয়ম অনুসারেই ঘটে। এবং এই নিয়মের এই পরিমাপটি তথা তাকদীরের বিষয়টি মানুষের স্বাধীনতা বা ইচ্ছা শক্তির পরিপন্থী নয়। কারণ মানুষকে ভাল-মন্দ জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সে ভাল মন্দের উপরই ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যদিও সকল কিছু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায়ই সংঘটিত হয়। ইরশাদ হয়েছে :

لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين –

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সোজা-সরল পথে চলতে চায় (তার জন্য এ কিতাব উপদেশ স্বরূপ)। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা না চান ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের চাওয়ায় কিছুই হয় না।[৪৩]

তারপরও মানুষকে দায়ী করা হয়, কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে কাজ করার শক্তি সৃষ্টি এবং বান্দার পক্ষ থেকে ইচ্ছা এই দুয়ের সমন্বয়ে কোন কাজ সংগঠিত হয়। আর বান্দার ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগের হিসাব নিকাশ করা হয়। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন– এর অর্থ হল আল্লাহর ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু বান্দাকে কিছু ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য : - ليبلوكم ايكم احسن عملا

যেন তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন, কে কাজে কর্মে উত্তম।[৪৪]

উলেখ্য যে, ইসলামী 'আকীদা উপরোক্ত ছয়টি বিষয়ের মধ্যে আল্লাহর উপর ঈমান আনার বিষয়টি তাওহীদ তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত। আর ফিরিশতাদের উপর ও তাকদীরের উপর ঈমান মহান আল্লাহর সৃষ্টি জগতের নিয়ন্ত্রণের মহা আয়োজনের অংশ বিশেষ। তাই এগুলো তাওহীদ-তত্ত্বের সাথে সংশিষ্ট। আর রাসূলের উপর ঈমান মানে তাকে প্রদত্ত অহী গ্রন্থের আলোকে রিসালাতের উপর ঈমান আনাও বটে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী 'আকীদার মৌলিক বিষয়গুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। এ তিন স্তম্ভের উপর বিশ্বাস ইসলামী দা'ওয়ার বৈপবিক তত্ত্ব। মানুষের চিন্তা-চেতনায় এ বিশ্বাসগুলো বদ্ধমূল করতে পারলে তাদের অন্তরে বিপব সৃষ্টি করে। চিন্তা ও কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। তাদের সুপ্ত শক্তির বিকাশ ও অফুরন্ত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়। জীবনে তাদের ভূমিকাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তরিত করে। তাই ইসলামী 'আকীদা মানব জীবনে পরিবর্তন আনতে এক মূখ্য ভূমিকা পালন করে নিঃসন্দেহে।

ইসলামী শরী'আহ্

ইসলামী শরী'আহ মানে মানব জীবনের বিভিন্ন সম্পর্কের বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। যা আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে স্থিরকৃত। সংক্ষেপে, একে 'ইবাদত ও মো'আমেলাত হিসেবেও নামকরণ করা হয়। ঐ সব সম্পর্ক বিভিন্ন ধরনের :

প্রথমত আল্লাহ্ ও সৃষ্টিজগতের সম্পর্ক

এক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আর দৃষ্টিভঙ্গি হল, জগতে যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক আল্লাহ।

ولله ما فى السموات وما فى الارض وكفى بالله وكيلا –

---

৪২. সূরা হজ্জ : ৭০।

৪৩. সূরা তাকবীর : ২৮-২৯।

৪৪. সূরা মূলক : ২।

Dhaka University Institutional Repository

আর আল্লাহর জন্যই সে সব কিছু, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে। আল্লাহই যথেষ্ট কর্মবিধায়ক।[৪৫]

দ্বিতীয়ত আল্লাহ্ ও মানুষের মাঝে সম্পর্ক

এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সকলের আহারের ব্যবস্থা করেন। যেমন :

وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها –

পৃথিবীতে বিচরণশীল সকল প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর।[৪৬]

এর অর্থ হলো এ ক্ষেত্রে কেউ অক্ষম হলে সমাজ তার দায়িত্ব নিতে হবে। মোটকথা খিলাফতের ভিত্তিতে এ ব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকে। তেমনি তিনি বান্দার প্রতি সাহায্য রহম ও হিদায়াতের ব্যবস্থা করেন।

অপর দিকে বান্দার দায়িত্ব হল, তার হিদায়াত অনুসারে চলা তথা 'ইবাদত বন্দেগী করা। তাদের সৃষ্টি লক্ষ্য তা-ই। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون –

জ্বীন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি আমার 'ইবাদতের জন্যই।[৪৭]

ইসলামী শরী'আহ এখানে 'ইবাদতের নুন্যতম পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর তা হলো নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত আদায় করা। 'ইবাদতের সর্বোচ্চ পরিমাণ বান্দার প্রচেষ্টার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, ইসলামের দৃষ্টিতে বান্দার প্রতিটি কাজই 'ইবাদত। যদি সে কাজের পেছনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিহিত থাকে।

তৃতীয়ত মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ

আসমানে যমীনে অবস্থিত গোটা প্রকৃতি জগতকে মানুষের অনুগত করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর দেয়া সুন্নত বা নিয়ম অনুসারে তা থেকে মানুষ সেবা গ্রহণ করতে পারে। যেমন :

الم تروا ان الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض –

'তোমরা কি দেখ না, অবশ্যই আল্লাহ্ আসমান যমীনে যা কিছু আছে সব কিছুকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন।[৪৮]

ইসলামী শরী'আহর দৃষ্টিতে তাই যমীন আবাদ করা এবং প্রাকৃতিক শক্তি আবিষ্কার ও ব্যবহার করা ফরয। তবে প্রাকৃতিক সে ভারসাম্য নষ্ট করে এ ধরনের কিছু করা শরী'আর দৃষ্টিতে অবৈধ। যথা বর্জ্য নিক্ষেপ ও বাষ্পীয় ধোঁয়ায় পরিবেশ দূষণ করা, নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করা, যেমন গঙ্গা বাঁধসহ বাংলাদেশে প্রবাহিত নদীর উজানে বাঁধ দেয়া অবৈধ ও অমানবিক। আল্লাহ বলেন :

ولا تبغ الفساد فى الارض ان الله لا يحب المفسدين –

পৃথিবীতে বিপর্যয় ডেকে আনবে না। নিশ্চয় বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।[৪৯]

নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য সব কিছুতে সকলের সমান অধিকার সকলের কল্যাণে প্রকৃতিগতভাবে নিয়োজিত। ইরশাদ হয়েছে :

---

৪৫. সূরা নিসা : ১৩২।
৪৬. সূরা হূদ : ৬।
৪৭. সূরা যারিয়াত : ৫৬।
৪৮. সূরা লুকমান : ১৯।
৪৯. সূরা কাসাস : ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

الله الذى خلق السموات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, سخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بامره وسخر لكم الانهار, وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدو نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار –

তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্য ফলের রিযিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজ্ঞাবহ করেছেন, যাতে তার আদেশে সমুদ্রে চলাফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন আর তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিবাকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটিই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ।[৫০]

চতুর্থত মানুষের মাঝে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ

একজন আরেকজনের সাথে একত্রে বাস করলে গড়ে উঠে সম্পর্ক। তাই মনব সমাজে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রয়েছে বিভিন্ন রকমের সম্পর্ক। এসব সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে ইসলাম মানুষের জন্য একদিক দিয়ে অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে, অন্যদিকে তার দায়িত্বও বলে দেয়া হয়েছে। আর এসব ক্ষেত্রে ইসলামের বিস্তারিত বিধি বিধান ও ব্যবস্থাদি রয়েছে, যা এ ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে একান্ত মৌলিক কিছু দিক তুলে ধরা হলো :

ক. পারিবারিক

ইসলামের দৃষ্টিতে একদিকে যেমনি পুত্র-কন্যাসহ পরিবার পরিজনদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তিদের উপর। অন্যদিকে পিতা মাতার ভরণ পোষণ ও তাদের প্রতি সদাচারের বিধানও চালু করা হয়েছে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

وبالوالدين إحسانا –

আর পিতা-মাতার প্রতি ইহসান কর।[৫১]

আরো বলা হয় :

واولو الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله –

বস্তুত, যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তারা বেশী হকদার।[৫২]

খ. সামাজিক

১. সৎ প্রতিবেশী সুলভ উঠাবসা করা, ইয়াতীম, মিসকীন তথা দুর্বলদের অসহায়দের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য ও সহযোগিতা করা ফরয। যা একই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয় :

وبالوالدين إحسانا وبدى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب, والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا

পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক গর্বিতজনকে।[৫৩]

২. ভ্রাতৃত্ব, পরস্পর সহযোগীতামূলক বিনিময় হৃদ্যতা ও ভালোবাসা বজায় রাখা। আল্লাহ বলেছেন :

---

৫০. সূরা ইবরাহীম : ৩২-৩৪।

৫১. সূরা নিসা : ৩৬।

৫২. সূরা আনফাল : ৭৫।

৫৩. সূরা নিসা : ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم –

নিশ্চয়ই মুমিনরা ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের মাঝে আপোস মীমাংসা কর।[৫৪]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان –

তোমরা নেক কাজ ও পরহেযগারীতে একে অন্যের সহযোগিতা কর, গুনাহ ও শত্রুতা চড়ানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করো না।[৫৫]

সহীহ্ হাদীসে এসেছে, মহানবী সা. বলেছেন :

مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الحسد اذا اشتكى منه عضوته اشتكى كله الجسد السهر والحمى –

ভালোবাসা, দয়া ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে মু'মিনগণ এক দেহের ন্যায়। যার এক অঙ্গ আক্রান্ত হলে সারা শরীর জাগ্রত হয়ে যায় ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।[৫৬]

৩. সাম্য বজায় রাখা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقكم –

হে লোক সকল, আমি তোমাদের নারী-পুরুষ করে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভাজিত করেছি (তোমাদের পরিচিতির জন্য), তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই শ্রেষ্ঠ যে তোমাদের মাঝে তাকওয়ায় শ্রেষ্ঠ।[৫৭]

তাই সকল মানুষ সমান। তাদের মাঝে পার্থক্য তাকওয়া তথা পরহেযগারীতার ভিত্তিতে। জ্ঞান ও কুরবানীর ভিত্তিতে। ইরশাদ হয়েছে–

هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون –

যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?[৫৮]

আরো বলা হয় :

فضل الله المجاهدين على القاعدين اجر عظيما –

যারা জিহাদ থেকে বিরত তাদের উপর জিহাদকারীদের আল্লাহ্ তা'আলা মহা প্রতিদান দ্বারা বেশী সম্মান দান করেছেন।[৫৯]

৪. নসীহত করা এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা।

المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر –

মু'মিন পুরুষ, মহিলা পরস্পরের বন্ধু, তারা সৎকাজে আদেশ করে ও অসৎকাজে নিষেধ করে।[৬০]

---

৫৪. সূরা হুজরা : ১০।

৫৫. সূরা মায়িদা : ২।

৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, *সহীহ্ আল বুখারী*, কিতাবুল আদব, বাবু রাহমাতুন নাসি বিল রাহাইম, ৮ খ, পৃ ১৭।

৫৭. সূরা হুজুরাত : ১৩।

৫৮. সূরা যুমার : ৯।

৫৯. সূরা নিসা : ৯৫।

৬০. সূরা তাওবা : ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী সা. বলেছেন- ধর্মই হল নসীহত। (সাহাবা কিরাম বলেন) আমরা বললাম, কার জন্য? মহানবী সা. বললেন, আল্লাহর জন্য, তার কিতাবের জন্য, তার রাসূলের জন্য, মুসলমানদের নেতার জন্য ও সর্বসাধারণের জন্য।[৬১]

৫. এককভাবে সিদ্ধান্ত না নিয়ে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন- امرهم شورى بينهم 'তাদের কাজ পরস্পরের পরামর্শের ভিত্তিতে।'[৬২]

গ. রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক

এ দিকটি সামাজিক দিকের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। সামাজিক ঐ মূলনীতিসমূহ সহ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরো কিছু মূলনীতি রয়েছে।

১. হুকুমত চলবে আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আতের মাধ্যমে।

ان الحكم الا لله -

আদেশ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।[৬৩]

২. প্রশাসকের আনুগত্য করা। আল্লাহর বাণী :

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم -

আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা আদেশ দাতা তাদের আনুগত্য কর।[৬৪]

৩. সকল দায়িত্ব ইনসাফ ও আমানতের সাথে পালন করতে হবে। ইরশাদ হয়েছে-

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل –

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক।[৬৫]

ঘ. অর্থনৈতিক

১. যমীন আবাদ করা, উৎপাদন করা : আল্লাহর বাণী :

هو انشاكم من الارض وستعمركم فيها –

তিনি তোমাদের যমীন থেকেই সৃজন করেছেন এবং এটা আবাদ করার কাজেই তোমাদেরকে নিয়োজিত করেছেন।[৬৬]

২. ব্যবসা হালাল আর সুদ হারাম। যেমন আল্লাহর বাণী :

احل الله البيع وحرم الربوا –

আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন।[৬৭]

৩. হালাল রুজি-রোজগার করা এবং অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ না করা। অন্যায় পন্থা বলতে চুরি, ঘুষ, ছিনতাই ইত্যাদি। আল্লাহর নির্দেশ হল :

---

৬১. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, *বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, বাব আদ্দ্বীন আন্ নাসীহাহ, ১খ, পৃ ৩৮।
৬২. সূরা শুরা : ৩৮।
৬৩. সূরা ইউসুফ : ৪০।
৬৪. সূরা নিসা : ৫৯।
৬৫. সূরা নিসা : ৫৮।
৬৬. সূরা হুদ : ৬১।
৬৭. সূরা বাকারা : ২৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

لا تاكلوا اموالكم بالباطل –

অন্যায়ভাবে তোমাদের মধ্যে ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করো না।[৬৮]

৪. যাকাত ও সদকার মাধ্যমের সম্পদে আল্লাহর হক আদায় করা। কেননা সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। ইরশাদ হয়েছে :

واتوهم من مال الله الذى اتاكم –

তোমরা তাদেরকে আল্লাহর ধন-সম্পদ থেকে দান কর, যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন।[৬৯]

৫. অপব্যয় না করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

كلو واشربوا ولا تسرفوا –

খাও এবং পান কর, আর অপব্যয় করো না।[৭০]

৬. নারী, পুরুষ সকলের ওয়ারিসী হক আদায় করা। আল্লাহর বাণী :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون-

পুরুষের জন্য তাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজন যা রেখে গেছে, তাতে অংশ রয়েছে এবং নারীদেরও অংশ রয়েছে ...।[৭১]

ঙ. আইন ও বিচার-আদালত

১. ফয়সালা করতে হবে ইনসাফভিত্তিক। যেমন পূর্বেই উলেখ করা হয়েছে।

২. একজনের অপরাধের জন্য আরেকজনকে দায়ী করা যাবে না। যেমন আল্লাহর বাণী :

ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى –

যে ব্যক্তি কোন গোনাহ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।[৭২]

৩. ইসলাম চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার, হত্যা ইত্যাদির প্রতিরোধে দণ্ডবিধি জারি করেছে।

৪. আইন প্রণয়ন হবে কুরআন সুন্নাহর আলোকে।

চ. সামাজিক ও আন্তর্জাতিক

১. যুদ্ধের উপর শান্তিকে প্রাধান্য দিতে হবে। চুক্তি মেনে চলতে হবে। যেমন আল্লাহর বাণী :

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها –

যদি তারা শান্তিচুক্তি করতে চায়, তাহলে তা-ই কর।[৭৩]

২. যুদ্ধ শুরু করা যাবে ফেতনা ফ্যাসাদ দূর করার জন্য এবং দা'ওয়াতের পথ থেকে বাধা অপসারণের জন্য।

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين –

আর তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যতক্ষণ না ফেতনা বিদূরিত হয় এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্যই হয়। অতঃপর এ যুদ্ধ থেকে যদি তারা বিরত হয়, তখন একমাত্র যালিম ব্যতীত অন্য কারো সাথে শত্রুতা নয়।[৭৪]

---

৬৮. সূরা বাকারা : ১৮৮।
৬৯. সূরা নূর : ৩৩।
৭০. সূরা আরাফ : ৩১।
৭১. সূরা নিসা : ৭।
৭২. সূরা আন'আম : ১৬৪।
৭৩. সূরা আনফাল : ৬১।
৭৪. সুরা বাকারা : ১৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩. ইসলামী দা'ওয়াত বিশ্ব মানবতার জন্য।

৪. শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুতি নিতে হবে। যেমন আল্লাহর বাণী :

واعدوا لهم ماستطعتم من قوة –

তাদের মোকাবেলায় যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয়ে প্রস্তুতি নাও।[৭৫]

৫. যারা শান্তিপ্রিয় আহ্‌লে কিতাব, তাদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা যাবে।

এ হল সংক্ষিপ্ত আলোচনা মাত্র। বিস্তারিত বর্ণনা ফিক্‌হের গ্রন্থাবলীতে আছে।

ইসলামী শরী'আহ ইনসাফভিত্তিক ও মানব কল্যাণের বিবেচনায় রচিত।

وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا –

আপনার প্রভুর বাণী সত্য ও আদলের পরিপূর্ণ হয়েছে।[৭৬]

এ শরী'আর অধীনে প্রত্যেকের অধিকার নির্দিষ্ট হয়েছে এবং দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে–

كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته –

তোমরা সকলই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।[৭৭]

ইসলামী আখলাক

ইমাম গাযালীর মতে, আখলাক হলো মনের এমন মজবুত অবস্থার নাম যা থেকে কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়াই অনায়াসেই ক্রিয়া-কর্ম বের হয়ে আসে।[৭৮]

ইসলামের দৃষ্টিতে ইসলামী 'আকীদা ও শরী'আর ফসল হল ইসলামী আখলাক। অন্যভাবে বলতে গেলে আখলাকের মূলে তাক্‌ওয়া। এ থেকে বাহ্য আচরণ জন্ম নেয়। উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ইসলামী আখলাকের দু'টি দিক আছে। একটি আদেশকৃত, যা প্রশংসনীয়। অপরটি নিষিদ্ধ, যা নিন্দনীয়।

প্রথমত আদেশকৃত আখলাক

১. ওয়াদা ও আমানত পূর্ণ করা।

والذين هم لامناتهم وعهدهم راعون –

যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।[৭৯]

২. সবর অবলম্বন করা।

يا ايها الذين امنوا واصبرو وصابروا –

হে ঈমানদারগণ, সবর কর ও সবরের কথা পরস্পর বল।[৮০]

৩. সত্যবাদিতা।

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين –

হে ঈমানদারগণ, তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, আর সত্যবাদীদের সাথে থাক।[৮১]

---

৭৫. সূরা আনফাল : ৬০।

৭৬. সূরা আন'আম : ১১৫।

৭৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল জুম'আ, বাবুল জুম'আ ফিল কুরা ওয়াল মুদ্‌ন, ২য় খ, পৃ ৩৩।

৭৮. ইমাম গায্‌যালী, *ইয়াহ ইয়াই উলূমিদ দীন*, বৈরুত : দারুল মা'রিফা তা.বি, ৩য় খ, পৃ ৫৩।

৭৯. সূরা মু'মিনুন : ৮।

৮০. সূরা আলে ইমরান : ২০০।

৮১. সূরা তাওবা : ১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

৪. নম্র, শান্তশিষ্ট থাকা এবং চলাফেরায় ভারসাম্য রক্ষা করা। – واقصد فى مشيك
তোমার চলাফেরায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।[৮২]

৫. আওয়ায নীচু রাখা। – واخضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير
তোমার আওয়াজ নীচু কর, নিশ্চয় সব চেয়ে খারাপ আওয়াজ গাধার আওয়াজ।[৮৩]

৬. যে কোন মূল্যে সত্যের উপর অটল থাকা।

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون –

নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফিরিশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন।[৮৪]

৭. ক্রোধ সংবরণ করা ও ক্ষমা করা।

الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين غيضا والعافين عن الناس والله يحب المحسنين -

যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে, আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদেরকেই ভালোবাসেন।[৮৫]

৮. 'ইবাদতে একনিষ্ঠ হওয়া। – والذين هم فى صلاتهم خاشعون
যারা তাদের নামাযে আল্লাহর কাছে কাকুতি মিনতি করে।

৯. নরম ও হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করা। – فيما رحمة من الله لنت لهم
আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের ছায়ায় ছিলেন যে, তাদের সাথে নরম ব্যবহার করতেন।

১০. বিনয়।
আমি আমার নিদর্শনসমূহের মধ্য হতে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব করে।[৮৬]

১১. যে কোন কাজ উত্তমভাবে করার চেষ্টা করা।

انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا –

আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে।[৮৭]

১২. প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا –

আমি তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এতে কোন প্রতিদান পাওয়ার জন্যও নয়, আর ধন্যবাদ পাওয়ার জন্যও নয়।[৮৮]

১৩. আল্লাহর উপর ভরসা করা। – وعلى الله فليتوكل المؤمنون
মুমিনদের উচিত একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করা।[৮৯]

---

৮২. সূরা লুকমান : ১৯।
৮৩. সূরা লুকমান : ১৯।
৮৪. সূরা হা-মীম-সাজদা : ৩০।
৮৫. সূরা আলে ইমরান : ১৩৪।
৮৬. সূরা আ'রাফ : ১৪৬।
৮৭. সূরা কাহাফ : ৭।
৮৮. সূরা আল ইনসান : ৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. বেশী বেশী তওবা করা।

وتوبو إلى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون –

তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তওবা কর, হে মুমিনগণ, তাহলেই তোমরা সফল হবে।[৯০]

১৫. সবকিছুর উপর আল্লাহর ভালবাসাকে স্থান দেয়া।

ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله –

আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে শরীক বানায়, তারা এদেরকে আল্লাহর মতই ভালবাসে। আর যারা মু'মিন তারা একমাত্র আল্লাহকেই প্রচণ্ড ভালবাসে।[৯১]

১৬. দা'ওয়াতে জোর জবরদস্তি না করা; বরং হিকমতের সাথে দা'ওয়াত দেয়া।

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة –

আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দাও হিকমত ও মাওয়েযা হাসানার দ্বারা।[৯২]

১৭. লজ্জা। – الحياء شعبة من الايمان

লজ্জা ঈমানের অংশ।[৯৩]

দ্বিতীয়ত নিষিদ্ধ আখলাকসমূহ

১. দাম্ভিকতায় চলাফেরা করা।

ولا تمش فى الارض مرحا انك لن تحرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا –

পৃথিবীতে দম্ভভরে চলাফেরা করো না। নিশ্চয়ই তুমি তো ভূপৃষ্ঠকে কখনো বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।[৯৪]

২. কৃপণতা অবলম্বন করা।

ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا –

একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্ত হস্ত হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে।[৯৫]

৩. মিথ্যা বলা : কারণ এটা নেফাক সৃষ্টি করে এবং অনেক পাপের উৎস। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ان الله لا يهدى من هو مسرف كذاب –

নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদীকে পথপ্রদর্শন করেন না।[৯৬]

৪. অহংকার ও গর্ব করা :

ولا تمش فى الارض مرحا ان الله لا يحب كل منجتالا فخورا -

যমীনে গর্ব ভরে চল না, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।[৯৭]

৫. অন্যের সুখে, সম্মানে ও সফলতায় হিংসা করা।

ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله -

---

৮৯. সূরা ইবরাহীম : ১১।
৯০. সূরা নূর : ৩১।
৯১. সূরা বাকারা : ১৬৫।
৯২. সূরা নাহল : ১২৫।
৯৩. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, বাবু আদাদু শুয়াবিল ঈমান, ১খ, পৃ ৬৩।
৯৪. সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৭।
৯৫. সূরা বনী ইসরাঈল : ২৯।
৯৬. সূরা মু'মিন : ২৮।
৯৭. সূরা লুকমান : ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে যে নেয়ামত দেয়া হয়েছে তাতে কি তারা হিংসা করছে?[৯৮]

মহানবী সা. বলেন, হিংসা নেক কাজের সওয়াবকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়। যেমনভাবে আগুন কাষ্ঠখন্ডকে খেয়ে ফেলে।[৯৯]

৬. ঠাট্টা বিদ্রুপ করা। যেমন : — يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم

হে ঈমানদারগণ, একদল আরেক দলের সাথে ঠাট্টা যেন না করে।[১০০]

৭. গীবত করা

ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم-

পরস্পরে যেন গীবত না করা হয়। তোমাদের কেউ অপর মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করতে পছন্দ করবে? অতএব তাকেও অপছন্দ কর, আর আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তওবা কবুলকারী ও দয়াময়।[১০১]

৮. পরনিন্দা করে বেড়ানো। যেমন : — ويل لكل همزة لمزة

প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ।[১০২]

৯. মিথ্যা সাক্ষী দেয়া।

ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم —

তোমরা সাক্ষী গোপন করো না, যে তা করে সে তার অন্তরের সাথে অপরাধ করল, আর তোমরা যা কর আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত।[১০৩]

এভাবে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, অযথা রাগান্বিত হওয়া ইত্যাদি। এছাড়াও অনেক নিন্দিত কাজ আছে যা ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। এসবের আলোচনা ইসলামের আখলাকের বই পুস্তকে রয়েছে।

মোটকথা, উপরোক্ত দিকগুলো ইসলামী আখলাকের নুন্যতম বিষয়। ইসলামী আখলাকের উচ্চতম মাত্রা পর্যন্ত পৌঁছতে বান্দার প্রচেষ্টার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তবে এ পূর্ণাঙ্গতা বিধান করেছেন, উচ্চতম মাত্রায় পৌঁছেছেন হযরত মুহাম্মদ সা. নিজের আচার-আচরণে, চরিত্রে তথা সর্বক্ষেত্রে। মহানবী সা. বলেছেন : - بعثت لا تمم مكارم الاخلاق

উন্নত চরিত্রের পুর্ণাঙ্গতা বিধানের জন্যই আমি প্রেরিত।[১০৪]

অতএব অন্যান্য বিষয়ের মত মহানবী সা.ই সর্বোচ্চ আদর্শের অধিকারী। তাঁকে দেখেই মানবজাতি তাদের চারিত্রিক উৎকর্ষতা অর্জন করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة -

নিশ্চয় আল্লাহর রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।[১০৫]

---

৯৮. সূরা নিসা : ৫৪।

৯৯. ইবন মাজা কাযবীনী, *ইবন মাজাহ*, কিতাবুয্ যুহুদ, বাবুল হাসাদ, ২য় খ, পৃ ১৪০৮।

১০০. সূরা হুজুরাত : ১১।

১০১. সূরা হুজুরাত : ১২।

১০২. সূরা হুমাযাহ : ১।

১০৩. সূরা বাকারা : ২৮৩।

১০৪. ইমাম আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল আশশায়বানী, *মুসনাদ আহমদ*, ২খ, পৃ ৩৮১।

১০৫. সূরা আহযাব : ২১।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : সাত

ইসলামী দা'ওয়াতের শর'ঈ বিধান

ইসলামী দা'ওয়াত মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দা'ওয়াত। যুগে যুগে সকল নবী 'আ সে দা'ওয়াত নিয়েই এসেছিলেন। আখেরী নবী মুহাম্মদ সা.-এর সময়ে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন স্বীয় কালাম আল কুর'আনের মাধ্যমে সেই দা'ওয়াতই রেখেছেন সৃষ্টিকূলের সেরা মানবজাতির উদ্দেশ্যে।

আল কুর'আনে অবতীর্ণ আল্লাহর সেই শাশ্বত দা'ওয়াত তথা নবীগণ 'আ-এর ওয়ারিশ বহনে বর্তমান উম্মতে মুহাম্মদীকে দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু ইসলামী শরী'অতের দৃষ্টিতে ঐ দায়িত্ব পালনের প্রকৃতি কি? এটা কি ফরয না সুন্নাত, না মুস্তাহাব। সেটা ফরয হলে তা ফরযে আইন (যা সকলের পালন করা কর্তব্য), যেমন ওয়াক্তীয়া নামায, রমযানের রোযা), না ফরযে কিফায়া (যা সকলের পক্ষে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আদায় করলেই সকলের যিম্মাদারী আদায় হয়ে যায়। যেমন জানাযার নামায, সালামের উত্তর দেয়া ইত্যাদি) এ নিয়ে 'উলামা কিরামের মধ্যে প্রচুর মতানৈক্য রয়েছে। এখানে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো।

ইসলামী দা'ওয়াত ফরয

ইসলামী দা'ওয়াত ফরয হওয়ার ব্যাপারে 'উলামা কিরাম প্রায় সকলেই একমত। তবে প্রখ্যাত তাবে'ঈ হাসান বসরী ও আবু শাবরামাহ (র)-এর পক্ষ থেকে একটি দুর্লভ বর্ণনা বা রেওয়ায়েত পাওয়া যায় যে, সৎ কাজে আদেশ দান করা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার বিষয়টি মুস্তাহাব পর্যায়ের।[১] কিন্তু এই রেওয়ায়েতটি সাধারণত সমর্থনযোগ্য নয়, আর এটা অনেক কারণে।

১. উক্ত রেওয়ায়েতটি অত্যন্ত দুর্বল ও দুর্লভ, যা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। তাছাড়া, সালফে সালেহীনের মতামত নিয়ে প্রণীত গ্রন্থাবলীতে এটা পাওয়া যায় না। 'আল্লামা আলূসী উল্লেখ করেন, হাসান বসরী (র)-এর মতে, কখনো তা মুস্তাহাব হয় বিষয় অনুসারে।[২] অর্থাৎ মুস্তাহাব বিষয়ের দা'ওয়াত মুস্তাহাব। অতএব একই ব্যক্তির নিকট থেকে বিভিন্ন বর্ণনা, যা এর দ্বারা প্রমাণিত মূল বিষয়টিকেই সংশয়িত করেছে।

২. এটি হযরত হাসান আল বসরী থেকেও রেওয়ায়েত করা হয়, অথচ তিনি শাসকদের অন্যায় কাজে প্রতিবাদমুখ ও কঠোর ভূমিকার অধিকারী হিসেবে ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছেন। অতএব ইসলামী আইনের মূলনীতি অনুসারে বলা যায়, কোন ব্যক্তির নিকট হতে বর্ণিত বক্তব্যের বিপরীত কর্ম প্রমাণিত হলে সে বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয় না।[৩]

৩. সেটা ইসলামী শরী'অতের বা বিধানের মূলনীতির পরিপন্থীও বটে। কেননা দা'ওয়াহ ফরয হওয়ার ব্যাপারে আল কুর'আনে একাধিক বাণী এসেছে। আল্লাহ বলেছেন : ادع الى سبيل ربك 'অর্থাৎ তোমার রবের পথে দা'ওয়াত দাও।[৪] এখানে ادع শব্দটি আদেশসূচক।

---

১. দ্র. ড. মুহাম্মদ সাইয়িদ আবদুত তাওয়াব, *আদ-দিফা' আশ-শার'ঈ ফিল ফিকহিল ইসলামী*, বৈরুত : 'আলামুল কুতুব, ১৯৮৩, পৃ ৩৯৮, আরো দ্র. ড. মুহাম্মদ কামালুদ্দীন ইমাম, *উসূলুল হিসবাহ ফিল ইসলাম*, মিসর : দারুল হিদায়াহ, ১৯৮৬, পৃ ৪৯।

২. আল্লামা শিহাব উদ্দীন আল-আলূসী, *রূহুল মা'আনী*, বৈরুত : দারু ইয়াহ ইয়া উত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা বি, ৩খ, পৃ ২২।

৩. দ্র. মোল্লা জীওন, *নূরুল আন্ওয়ার*, করাচী : সাঈদ কোম্পানী, তা.বি, পৃ ১৯০।

Dhaka University Institutional Repository

৪. মুস্তাহাব হওয়ার মতামতটি ইসলামের স্বভাববিরুদ্ধও বটে। কারণ ইসলাম মানব সমাজের জন্য জীবন ব্যবস্থা। মানবীয় স্বভাব প্রকৃতি ও সামর্থ অনুসারেই তা মানুষের দ্বারা বাস্তবায়িত হবে। এ জন্য যুগে যুগে মানুষের মধ্য থেকে অসংখ্য নবী রাসূল 'আ তথা দা'ওয়াত দানকারী প্রেরণ করা হয়েছে। কোন ফিরিশতা বা অমানবীয় সত্ত্বাধিকারী জীবের মাধ্যমে তা মানব সমাজে চাপিয়ে দেয়া হয়নি।

৫. এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন, সত্য যতই শক্তিশালী হোক তা নিজে নিজে প্রচারিত হয় না, বরং তা প্রচার করতে হয়। তাই আল্লাহ পাকের শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সমাজে তাঁর দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় দা'ঈ পাঠিয়েছেন। তাই দা'ওয়াতের মত একটি বিষয়কে মুস্তাহাব মনে করলে সত্য প্রচার ও প্রসারের বিষয়টি অবহেলিত থেকে যাবে। গোটা মানব সমাজ বিভ্রান্তি তথা ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

৬. দা'ওয়াত ফরয হওয়ার ব্যাপারে সাহাবা কিরাম রা. ও তাবে'ঈনগণের সময়ে ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে।[৫]

মোটকথা, তা ফরয হওয়ার ব্যাপারে উম্মার ইজমা' রয়েছে। ইমাম নওবী উল্লেখ করেন, ঐ ইজমার বিরোধিতা করেছে একমাত্র রাফিযিরা, যা ধর্তব্য নয়।[৬]

তাই দা'ওয়াত ফরয হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত ও ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু এটা কোন ধরনের ফরয? ফরযে আইন না ফরযে কিফায়া? এ সম্পর্কে 'উলামা কিরামের মাঝে প্রচুর মতপার্থক্য বিদ্যমান। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত প্রকাশে কুর'আন হাদীসের আলোকে বৈচিত্র্যময় প্রমাণাদি উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তবে দু'টি পক্ষ প্রধান।

প্রথম পক্ষের মত : ইসলামী দা'ওয়াত ফরযে কিফায়া।

দ্বিতীয় পক্ষের মত : ইসলামী দা'ওয়াত ফরযে 'আইন।

ইসলামী দা'ওয়াত ফরযে কিফায়া হওয়ার পক্ষে মতামত ও দলীল

'আলিমগণের মধ্যে অনেকেই বলেছেন যে, ইসলামী দা'ওয়াত ফরযে কিফায়াহ। অর্থাৎ গোটা মুসলিম উম্মাহর মাঝে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এ দায়িত্ব পালন করলে সকলের পক্ষ থেকে যিম্মাদারী আদায় হয়ে যাবে। ঐ 'আলিমগণের মাঝে বিশেষ করে ক'জনের নাম উল্লেখ্য।

১. আবূ বকর আল জাস্‌সাস।[৭]
২. আবুল হাসান আল মাওয়ারদী।[৮]
৩. আবূ 'আলা আল হাম্বলী।[৯]
৪. ইমাম আবূ হামেদ আল গায্‌যালী।[১০]

---

৪. সূরা নাহল : ১২৫।
৫. শায়খ মুহাম্মদ আবূ যাহরা, *আদ-দা'ওয়াত ইলাল ইসলাম*, কায়রো : দারুল ফিকরিল 'আরাবী, ১৯৯১, পৃ ২৫।
৬. ইমাম ইয়াহইয়াহ ইবন শারফ নওবী, *শারহুন নওবী 'আলা সহীহ্ মুসলিম*, বৈরুত : দারু ইয়াহ ইয়া উত্ তুরাসিল 'আরাবী, তাবি, ২য় খ, পৃ ২২।
৭. আবূ বকর আল জাস্‌সাস, *আহ্‌কামুল কুর'আন*, লাহোর : সুহাইল একাডেমী, তা.বি, ২য় খ, পৃ ২৯।
৮. আবুল হাসান আল্ মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, মিসর : শারিকাতু মুস্তফা আলবাবী, ১৯৭৩, পৃ ২৪০।
৯. কাযী আবূ 'য়েলা আল্ হাম্বলী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, মিসর : শারিকাতু মুস্তফা আলবাবী, ১৯৮৭, পৃ ২৮৪।
১০. ইমাম আবূ হামেদ আল গাযালী, *ইয়াহ্‌য়াউ 'উলূমুদ্ দীন*, বৈরুত : দারুল মারিফা, তা.বি, ২য় খ, পৃ ৩০৭।

Dhaka University Institutional Repository

৫. ইবনুল 'আরাবী।[১১]
৬. মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল কুরতুবী।[১২]
৭. ইমাম ইয়াহইয়াহ ইবন শারফ নওবী।[১৩]
৮. শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া।[১৪]
৯. ইমাম আবদুর রহমান আস্ সুয়ূতী।[১৫]
১০. আবূ আস্ সা'উদ।[১৬]
১১. মুহাম্মদ ইবন আলী আশ্ শাওকানী।[১৭]
১২. 'আল্লামা শিহাব উদ্দীন আল্ আলূসী।[১৮]

তাঁরা সকলেই 'আল আমরু বিল মারূফ, ওয়ান নাহী আনিল মুনকার' (সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকরণ) মাসআলার বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে উপরোক্ত মতামত দিয়েছেন। উক্ত মতামতের পেছনে কতগুলো প্রমাণ ও যুক্তি পেশ করা হয়।

নকলী (উদ্ধৃতিমূলক) দলীল

প্রথম দলীল : আল্লাহর বাণী :

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون -

অর্থাৎ আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত, যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।[১৯]

উপরোক্ত দলের মতে, অত্র আয়াতে منكم অর্থ তোমাদের মধ্য হতে। আর এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত আয়াতে সকলকে দায়িত্ব দেয়া হয়নি, বরং তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে দায়িত্ব দেয়া হয়।

দ্বিতীয় দলীল : আল্লাহর বাণী :

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون -

---

১১. ইবনুল 'আরাবী, *আহ্কামুল কুর'আন*, বৈরুত : দারুল মারিফা, তাবি, ১ম খ, পৃ ২৯২।
১২. মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবী, *আল-জামি'উ লি আহ্কামিল কুর'আন*, বৈরুত : দারু ইয়াহ ইয়া উত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি, ৪র্থ খ, পৃ ১৬৫।
১৩. ইমাম ইয়াহইয়াহ ইবন শারফ নওবী, *শারহুন্ নওবী 'আলা সহীহ্ মুসলিম*, বৈরুত : দারু ইয়াহ ইয়া উত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি, ২য় খ, পৃ ২৩।
১৪. শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া, *মাজমু'উল ফাতাওয়া*, রিয়াদ : বুআসাতুল আমাহ লি শুউনিল হারামাইনিশ শারিফাইন, তা.বি, ১৫শ খ, পৃ ১৬৭।
১৫. ইমাম আবদুর রহমান আস্ সুয়ূতী, *আল-ইকলিল ফী ইসতিম্যাতিত্ তানযালি*, পৃ ৭২।
১৬. আবূ আস সা'উদ, *ইরশাদুল 'আকলিস সালীম*, ২খ, পৃ ৬৭।
১৭. মুহাম্মদ ইবন 'আলী আশ্ শাওকানী, *ফাত্হুল কাদীর*, বৈরুত : দারুল ফিকরি ১৪০৩ হি, ১খ, পৃ ৩৬৯।
১৮. 'আল্লামা শিহাব উদ্দীন আল-আলূসী, *রুহুল মা'আনী*, বৈরুত : দারু ইয়াহ ইয়া উত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি, ৩য় খ, পৃ ২১।
১৯. সূরা আলে ইমরান : ১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

আর সমস্ত মু'মিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে এরা দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা সতর্ক হতে পারে।[২০]

উপরোক্ত 'উলামার মতে, এ আয়াতে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও বিতরণের ক্ষেত্রে বিশেষ দলকে নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। সকলকে এ কাজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।[২১] কেননা এ আয়াতে যুদ্ধে মু'মিনদের অংশগ্রহণের নির্দেশ প্রদানের সন্ধিক্ষণে দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছিল। কিছু সংখ্যক মুসলমান যুদ্ধাভিযানে যাবে, আর কিছু সংখ্যক দ্বীন সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করবে। তাই বুঝা গেল, দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ককরণ যা দা'ওয়াতেরই অন্তর্ভুক্ত, তা সকলের উপর ফরয নয়। তাছাড়া, দা'ওয়াত দিতে গেলে জ্ঞান অর্জন শর্ত, তাও উপরোক্ত আয়াতের ভাব থেকে বুঝা যায়।

তৃতীয় দলীল : আল্লাহর বাণী :

والذين ان مكنهم فى الارض اقاموا الصلوة واتو الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور -

আর তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।[২২]

উপরোক্ত 'উলামার মতে, অত্র আয়াতে আল্লাহ্ পাক দা'ওয়াতী কাজের জন্য তাদেরকে নিয়োজিত করেছেন, যাদেরকে এ যমীনে কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে, আর কর্তৃত্ব চর্চাকারীগণ সমাজের কিছু অংশ মাত্র, সকলে নয়।

এ মর্মে ইমাম কুরতুবী বলেন :

قلت القول الاول أصح على ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض على الكافية-

আমি বললাম, প্রথম কথাটি সঠিক, কেননা এ আয়াতের মর্ম হল সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা ফরযে কিফায়া। কেননা যমীনের কর্তৃত্ব কিছু সংখ্যককে দেয়া হয়, সকলকে দেয়া হয় না।[২৩]

'আকলী (বুদ্ধিনির্ভর) দলীল

এছাড়া, উপরোক্ত মতাবলম্বীগণ কিছু 'আকলী দলীলও উপস্থাপন করে থাকেন।

১. সকলে যদি দা'ওয়াতী কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে তাহলে হতে পারে, যে অন্যকে দা'ওয়াত দিতে জানে না, সে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে ভুল করে বসবে। হয়তো যেখানে কঠোর হওয়া প্রয়োজন সেখানে নরম হবে, আবার যেখানে নরম হওয়ার প্রয়োজন সেখানে কঠোর হবে। ফলে দা'ওয়াতী কাজে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী হবে। অতএব সকলের উপর ফরয না বলে বিশেষজ্ঞের উপর ফরয। এ ধরনের বলাটা শ্রেয়।

২. এটা যদি ফরযে কেফায়া না হত, তাহলে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক কোন ব্যক্তি বা সমষ্টিকে দা'ওয়াত দিলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হত না। যেমন কাফন-দাফন, সালাতুল জানাযা, সালামের উত্তর দেয়া ইত্যাদি।[২৪]

পক্ষান্তরে নামায, রোযা, কারো পক্ষ থেকে আদায় করলে তা আদায় হবে না, ব্যক্তি নিজেকে তা আদায় করতে হবে। তাই এগুলো ফরযে আইন।

---

২০. সূরা তাওবা : ১২২।

২১. দ্র. শাতুবী, *আল মুওয়াফিকাত*, বৈরুত : দারু ইয়াহ ইয়া উত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি, ১ম খ, পৃ ১৭৬।

২২. সূরা হজ্ব : ৪১।

২৩. দ্র. ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ কুরতুবী, *আল জামি'উ লি আহকামিল কুর'আন*, বৈরুত : দারু ইয়াহইয়া উত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা বি, ৪র্থ খ, পৃ ১৬৫।

২৪. দ্র. আবূ বকর আল জাস্সাস, *আহকামুল কুর'আন*, লাহোর : সুহাইল একাডেমী, তা বি, ২য় খ, পৃ ২৯০।

Dhaka University Institutional Repository

ফরযে আইন হওয়ার দাবীদারগণের মতামত ও দলীল

যারা ইসলামী দা'ওয়াতকে ফরযে আইন মনে করেন, তাদের সংখ্যাও কম নয়। তাঁদের মধ্যে ক'জন হলেন :

১. আবূ ইসহাক ইবরাহীম আয্ যাজ্জাজ।[২৫]

২. ইবন হাযম আল আন্দালুসী।[২৬]

৩. হাফেয 'ইমাদুদ্দীন ইবন কাসীর।[২৭]

৪. শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু।[২৮]

৫. মুহাম্মদ রশীদ রিযা।[২৯]

৬. শায়খ মুহাম্মদ আবূ যাহরা[৩০] প্রমুখ।

তাঁরাও আল কুর'আন-সুন্নাহ ও বুদ্ধিভিত্তিক দলীল উপস্থাপন করে থাকেন।

আল কুর'আন থেকে দলীল

ক. উপরোক্ত আল্লাহর বাণী :

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون-[৩১]

এ আয়াতে منكم শব্দটি 'কিছু সংখ্যক' (تبعيض) বুঝানোর জন্য নয়; বরং এটা 'ব্যাখ্যামূলক' (تبيين) অর্থাৎ তোমরা সকলে এমন দল হয়ে যাও, তোমরা কল্যাণের দিকে দা'ওয়াত দিবে। তাছাড়া, ইমাম শা'আলাবী বলেন– যাজ্জাজ ও প্রমুখের মত হল উক্ত আয়াতে (تبيين) শব্দটি সমগ্র জাতিকে অন্তর্ভুক্তকরণ (جنس) মূলক প্রত্যয় বিশেষ।[৩২]

তাদের মতে, তাই আয়াতের মর্মার্থ হল, তোমরা গোটা জাতি কল্যাণের দিকে দা'ওয়াত দানকারী হয়ে যাও।

অতএব আয়াতের হুকুমটি হল সকল মুসলমানকে অন্তর্ভুক্ত করে। শুধু কিছু সংখ্যককে নয়। যেমন অন্য এক আয়াতে এসেছে :

فاجتنبوا الرجس من الاوثان -

সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক।[৩৩]

তাদের বক্তব্য হলো, উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় এটা বলা যাবে না যে, মূর্তিদের ভিতরে কিছু পবিত্র আর কিছু অপবিত্র, বরং সব ধরনের মূর্তি অপবিত্র। সুতরাং উক্ত আয়াতে من শব্দটি একই ধরনের সর্বজ্ঞাপক (جنسى)।

---

২৫. ইবনুল জাওযী, *যাদুল্ মাসীর*, বৈরুত : আল মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৪ হি, ১ম খ, পৃ ৪২৪-৪২৫।

২৬. ইবন হাযম আল আন্দালূসী, আল-মহল্লা, ১০ম খ, পৃ ৫০৫।

২৭. হাফেয 'ইমাদুদ্ দীন ইবন কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, বৈরুত : দারুল মারিফা, ১৯৮৭, ১ম খ, পৃ ৩০৬।

২৮. শায়খ মুহাম্মাদ রশীদ রিযা, *তাফসীরুল মানার*, বৈরুত : দারুল মারিফা, ১৪০৭ হি, ৪র্থ খ, পৃ ২৬-৩৮।

২৯. প্রাগুক্ত।

৩০. শায়খ মুহাম্মদ আবূ যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭।

৩১. সূরা আলে ইমরান : ১০৭।

৩২. দ্র. ড. রউফ শালাবী, তাফসীরে শালাবী, ১খ, পৃ ২৯৭; তাফসীরে মানার, ৪র্থ খ, পৃ ২৬-২৭।

৩৩. সূরা হজ্জ : ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

তারপর আয়াতে উম্মাহ শব্দ দ্বারা জামা'আত উদ্দেশ্য নয়। কেননা উম্মাহর অর্থ আরো ব্যাপক, অর্থাৎ গোটা জাতি।[৩৪]

খ. উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহর বাণী– واولئك هم المفلحون আয়াত অংশটিও ইশারা করে যে, দা'ওয়াহ সকলের উপর ফরযে আইন। কেননা তার অর্থ হল 'তারাই হল সফলকাম।' আর উপরোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, যারা কল্যাণের দা'ওয়াত দেয়, সৎ কাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ করে, তারাই হল সফলকাম।

অতএব বুঝা যাচ্ছে, জীবনে সফলকাম হতে হলে দা'ওয়াতী কাজ করতে হবে। তাই ফরযে কেফায়া বলে সে ফরয আদায়কারীদের সাথে সফলতাকে সীমিত করা সহীহ নয়।[৩৫]
আর সফলতা অর্জন করা সকলেরই কাম্য। সফলতা কারো কাম্য এবং কারো কাম্য নয়– এ ধরনের বলাও সমীচীন হবে না।

সুতরাং সফলতা অর্জন করা যেমন সকলের কর্তব্য, সফলতা অর্জনে উপরোক্ত কাজগুলো করাও সকলের জন্য কর্তব্য। কেননা ইসলামী শরী'অতে বলা হয়েছে- ما لا يتم الواجب فهو واجب অর্থাৎ যা ব্যতীত একটা ওয়াজিব কাজ পূর্ণ করা সম্ভব হয় না, তা অর্জন করা ওয়াজিব।[৩৬]

গ. আল্লাহর বাণী[৩৭]–

كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله -

আর তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।[৩৮]

উপরোক্ত আয়াতের ভাষ্য থেকে বুঝা যায় যে, মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত হতে হলে অবশ্যই তিনটি গুণ অর্জন করতে হবে।

১. সৎ কাজে আদেশ করা।
২. অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা।
৩. আল্লাহর উপর দৃঢ়ভাবে ঈমান আনা।

অতএব যেখানে মুসলিম উম্মাহর অন্তর্গত হওয়া ফরযে আইন, সেখানে উক্ত গুণাবলী অর্জন করাও ফরযে আইন। কেননা উপরেই বলা হয়েছে, যে কাজ ব্যতীত একটি ওয়াজিব কাজ আদায় হয় না, সে কাজটি করাও ওয়াজিব। এটাই শরী'অতের বিধান বা মূলনীতি। তাই উপরোক্ত কাজগুলো যেহেতু ফরযে আইন, যা দা'ওয়াতেরই অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু দা'ওয়াতী কাজও ফরযে আইন।

ঘ. আল্লাহর বাণী :

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر -

আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক বন্ধু, তারা পরস্পরে সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে।[৩৯]

অতএব অত্র আয়াতের আলোকে দেখা যাচ্ছে, ইসলামী দা'ওয়াতী কাজের দায়িত্ব সকল মু'মিনের উপর। কেউ এই সাধারণ দায়িত্বের গণ্ডিমুক্ত নয়।

---

৩৪. শায়খ মুহাম্মাদ রশীদ রিযা, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ ৩৬।
৩৫. প্রাগুক্ত।
৩৬. *তাফসীরে আবী আস্ সা'উদ*, ২খ, পৃ ৬৮।
৩৭. দ্র. আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ ২১।
৩৮. সূরা আলে ইমরান : ১১০।
৩৯. সূরা তাওবা : ১৭১।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস থেকে দলীল

ক. মহানবী মুহাম্মদ সা. বলেছেন :

بلغوا عنى ولو أية -

একটি আয়াত হলেও তার আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও।[৪০]

এতে বুঝা গেল, ইসলামের সামান্য একটি বিষয় হলেও তা অন্যের নিকট পৌঁছানো সকলের উপর দায়িত্ব।

খ. মহানবী সা. আরো বলেছেন :

من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعفه الايمان -

যে কেউ কোন অসৎ কিছু দেখবে, তা যেন তার হাত (শক্তি প্রয়োগ) দ্বারা প্রতিহত করে, অতপর এতে সামর্থ না থাকলে মৌখিকভাবে প্রতিহত করবে, এতেও সক্ষম না হলে অন্তরের (ঘৃণার) মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করবে। আর এটা দূর্বলতর ঈমানের পর্যায় বটে।[৪১]

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল, যে কোন অবস্থায় সমাজে অন্যায় অপরাধ নিরোধে একজন মুসলমানকে অবশ্যই ভূমিকা রাখতে হবে।

বুদ্ধিভিত্তিক দলীল

উল্লেখ্য, এ মতের প্রবক্তাগণ বুদ্ধিভিত্তিক দলীলও উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। যেমন শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু বলেছেন :

আল কুর'আন এর ভাষ্যটাকে এভাবে নিতে হবে যে, প্রত্যেক মুসলমান তার নিজের উপর যা ওয়াজিব করা হয়েছে সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে না। আর সে তো জ্ঞান অর্জন করা এবং সৎ ও অসতের মাঝে পার্থক্যসমূহ জানার ব্যাপারে আদিষ্ট।[৪২]

প্রত্যেক মুসলমান ইসলাম সম্পর্কে জানবে, এটাই স্বাভাবিক। সে যতটুকু জানবে ততটুকুই অন্যের নিকট পৌঁছাবে বা তার দা'ওয়াত দিবে। এ দৃষ্টিতে সকলকে দা'ওয়াতী কাজ করতে হবে এবং সকলের উপরই সেই কাজ করা ফরয।

এ ক্ষেত্রে আরো বলা হয় যে, দা'ওয়াতকে ফরযে কেফায়া বলা হলে গোটা দা'ওয়াতী কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ একজন আরেক জনের উপর দায়িত্ব বর্তাবে এবং ব্যর্থতার জন্য দোষারোপ করবে। আর মুসলিম উম্মাহর অবস্থার দৃষ্টিতে মনে হয় বর্তমান অবস্থাও তাই। সুতরাং দা'ওয়াতকে ফরযে আইন বলাটাই অধিকতর উপযোগী ও শ্রেয়।

প্রথম পক্ষের দলীলসমূহ পর্যালোচনা

দ্বিতীয় পক্ষ থেকে প্রথম পক্ষের দলীলসমূহের সমালোচনা করা হয়। এখানে তাদের ক'টি ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হলো :

১. প্রথম পক্ষের দলীলে উত্তরে বলা হয় যে, ولتكن منكم الخ আয়াতাংশে من শব্দটি কিছু সংখ্যক বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে– এটা নিশ্চিতভাবে বলা যথাযথ নয়। কেননা আরবী من শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন অনেকের মাঝে কিছু সংখ্যক বুঝাতে, বয়ান বা স্পষ্টকারী

---

৪০. দ্র. ঈসা আত্-তিরমিযী, *আল-জামি'উস সাহীহ*, কিতাবুল 'ইলমি, মিসর : মস্তফা আল বাবী, ১৩৯৮ হি, ৫খ, পৃ ৩০।

৪১. দ্র. ইবনুল মানযারী, *মুখ্তাসারু সাহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, ১খ, পৃ ১৬।

৪২. শায়খ মুহাম্মদ রশীদ রিযা, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

বুঝাতে, কোন বিষয় বা স্থানের শুরু বুঝাতে, এক জাতীয় বিষয়গুলো বুঝাতে (جنس), ইত্যাদি অর্থে আরবী من শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অতএব উপস্থাপিত দলীলের কোন একটা অংশে একাধিক ভাব বা অর্থ বুঝানোর সম্ভাবনা থাকলে নির্দিষ্ট একটা অর্থ নিয়ে অকাট্যতা প্রমাণের চেষ্টা করা যথাযথ নয়, যদি না অন্য কোন 'আলামত বা দলীল সেটাকে সমর্থন করে। অতএব তাদের মতে, উক্ত আয়াতে من শব্দ দ্বারা ইসলামী দা'ওয়াত ফরয হওয়ার বিষয়টিকে কিছু সংখ্যকের সাথে নির্দিষ্ট করা যথাযথ নয়।

২. দ্বিতীয় দলীলের উত্তরে বলা হয়, দা'ওয়াতী কাজ করতে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জনের শর্তটি এই আয়াত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা ঠিক নয়। কারণ আয়াতের ভাষ্য এই নয় যে, সে একমাত্র পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারলে দা'ওয়াতী কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারবে, অন্যথায় পারবে না; বরং উপরোক্ত আয়াতটিতে বিশেষজ্ঞ দল তৈরী করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৩. তৃতীয় দলীলের উত্তরে বলা হয় যে, আল্লাহর যমীনে কর্তৃত্ব করা দা'ওয়াতের পূর্বশর্ত নয়। বরং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা দা'ওয়াতের একটা চূড়ান্ত পর্যায় বটে। ইসলামী দা'ওয়াহ কার্যক্রমের ক্রমধারায় কর্তৃত্ব পর্যায়ে পৌঁছতে আরো কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। যেমন প্রচার করা, এর পর দা'ওয়াতের বিষয়বস্তুর সমর্থকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, তারপর সংগঠিত করা, অতঃপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। এটাই চূড়ান্ত পর্যায়। এর পূর্বের পর্যায়গুলো অতিক্রম না করে এ পর্যায়ে আসা সুকঠিন।

বুদ্ধিগত দলীলদ্বয়ের প্রথমটির উত্তরে বলা হয় যে, এ কথাটি সরাসরি একটি হাদীসের পরিপন্থী। তা হল-- بلغوا عنى ولو أية অর্থাৎ 'একটি আয়াত হলেও আমার পক্ষ থেকে তা অন্যের নিকট পৌঁছে দাও।' সুতরাং একজন মুসলমান হতে হলে ব্যক্তিকে ইসলামের কিছু না কিছু জানতে হবে। আর অন্যের নিকট তা পৌঁছাতেও হবে। এটাই ঈমানের দাবী। তবে সে তার যোগ্যতা ও সামর্থ অনুসারেই করবে। একজন সচেতন মুসলমান হিসেবে এই প্রশিক্ষণ নেয়া তার উপর ফরয। এই অবস্থায় সে যদি সামর্থ অনুসারে দা'ওয়াতী কাজ করে, তবে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে– এমনটি বলা যথাযথ নয়।

বুদ্ধিভিত্তিক দ্বিতীয় দলীলের উত্তরে বলা হয় যে, একজনের পক্ষ থেকে অন্যের জিম্মা আদায় হয় সে ক্ষেত্রে, যেখানে জিম্মায় কার্যক্রম বা উপলক্ষ্য অবশিষ্ট থাকে না। যেমন জানাযার নামায, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার কার্যক্রম শেষ হয়ে যায়। মৃত ব্যক্তিকে দীর্ঘ সময় মাটির উপর রেখে জানাযায় সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে পরিবেশ বিপর্যয়সহ আরো অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া, একই বিষয়ে সকলে বিশেষজ্ঞ হলে মানব জীবনের অন্যান্য দিকগুলোর ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। একটি সমাজ গঠনে ডাক্তার যেমন প্রয়োজন, তেমনি ইঞ্জিনিয়ারেরও প্রয়োজন আছে, যেমন প্রয়োজন আছে অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদদের। তাই অর্থনৈতিক কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে শুধু অর্থনীতিবিদ নিয়োগ করলে অনেক অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাকী থেকে যাবে। তাই সকলেরই কিছু না কিছু অর্থনৈতিক জ্ঞান থাকা এবং সেই অনুসারে কার্যক্রম পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয়।

তাই দা'ওয়াতী বিশেষজ্ঞ হওয়া এবং তাদের দিক নির্দেশনায় দা'ওয়াতী কাজ করা এক বিষয় নয়। বিশেষজ্ঞ হওয়া ফরযে কিফায়া, কিন্তু দা'ওয়াতী কাজ করা ফরযে আইন তথা সকলের উপর ফরয।

আর দা'ওয়াতের বিষয়বস্তুর কোন শেষ নেই, তেমনিভাবে সমাজে দা'ওয়াত বিরোধী তৎপরতারও কোন শেষ নেই। তাই দা'ওয়াতের কার্যক্রম শেষ হয়েছে– এটাও বলা ঠিক নয়। কার্যক্রম যে অবস্থায় যেখানে থাকে, সেখানে সকলের উপর তা ফরয। এই দৃষ্টিতেও প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের দা'ওয়াতে যথাসম্ভব আত্মনিয়োগ করা সবার উপর ফরযে আইন।

ফলাফল নেতিবাচক হওয়ার সম্ভাবনা– এই আশংকায় দা'ওয়াতী কাজ থেকে কাউকে বিরত রাখাও অনেক সময় যথাযথ নয়। যেমন অনেক তোতলা ব্যক্তি স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে কথা বলতে অক্ষম। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

অনেক সময় তার কথাও মানুষ মনোযোগ দিয়ে শোনে। অতএব কোন দিক দিয়ে অযোগ্য হলেই তার উপর দা'ওয়াত ফরয নয়– এ বলে তাকে বিরত রাখা উচিত হবে না। সব সময় শুধুই ফলাফল দেখলেই চলবে না। আল্লাহ আমাদেরকে কাজ করতে আদেশ দিয়েছেন। প্রকৃত ফলাফল সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জ্ঞাত। যেমন আল্লাহর বাণী :

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون -

অর্থাৎ, আর তুমি বলে দাও, তোমরা আমল করে যাও, তার পরবর্তীতে আল্লাহ দেখবেন তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রাসূল ও মুসলমানগণ। তাছাড়া, তোমরা শীঘ্রই প্রত্যাবর্তিত হবে তাঁর সান্নিধ্যে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। তারপর তিনি জানিয়ে দেবেন তোমাদেরকে যা করতে।[৪৩]

দ্বিতীয় পক্ষের দলীলসমূহ পর্যালোচনা

প্রথম পক্ষ থেকেও দ্বিতীয় পক্ষের দলীলসমূহের সমালোচনা করা হয়।

প্রথমত আল কুর'আনের আলোকে উপস্থাপিত দলীলগুলোর পর্যালোচনা

ক. আয়াতে উল্লেখিত শব্দটি নিয়ে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, এর বিভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব এর দ্বারা দা'ওয়াত ফরযে আইন হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যথার্থ নয়।

খ. আয়াতে উল্লেখিত اولئك هم المفلحون শব্দটি দ্বারা দা'ওয়াত ফরযে আইন হওয়ার ব্যাপারে দলীল চয়নও যথার্থ নয়। কেননা উভয় পক্ষের মতে দা'ওয়াত ফরয হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ নেই। বরং মতবিরোধ হল সেই ফরয কিভাবে আদায় করা হবে– তা নিয়ে। আর উক্ত আয়াতে দা'ওয়াত ফরয হওয়ার ব্যাপারে জোর দেয়া হয়েছে। কিন্তু ফরযে আইন বা ব্যক্তিগতভাবে সকলের উপর ফরয হওয়ার অর্থে আসেনি। সুতরাং দলীলটি যথাস্থানে ব্যবহৃত হয়নি।

তারপর সফলতা লাভের শর্তে আয়াতকে যেভাবে সীমিত করা হয়েছে, সেটাও সঠিক নয়। কেননা সফলতা লাভের জন্য আরো অনেক বিষয় আছে যেগুলো উক্ত আয়াতে আসেনি। তাই সাফল্যের শর্তাবলী শুধু উক্ত আয়াতের আলোকেই সীমিত (حصر) করা যথাযথ নয়।

গ. পরবর্তী দু'টি দলীলের উত্তরে বলা হয় যে, এগুলো দা'ওয়াতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য এর প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত হয়েছে। যে জন্য একে গোটা মুসলিম উম্মাহর উপর ফরয করে দেয়া হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, এটা নামায রোযার মত ফরযে আইন। আল কুর'আন যে বিষয়টির গুরুত্ব দিয়েছে, তা হল 'লক্ষ্যমাত্রা অর্জন' (حصول المطلوب) বা দা'ওয়াতী কাজ আন্‌জাম দেয়া, অন্যান্য সমাজের তুলনায় ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা এবং মুসলমানদের সফলতার কারণ বর্ণনা করা।

দ্বিতীয়ত হাদীসের আলোকে উপস্থাপিত দলীলের পর্যালোচনা

হাদীস দ্বারা যে দলীলগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে, সেগুলোতে ইসলামী দা'ওয়াতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। সত্যের প্রচার ও অসত্যের মূলোৎপাটন করার ব্যাপারে মুসলমানদের চরম দায়িত্বের দিকেও ইশারা করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে একটি কাজে পূর্ণাঙ্গরূপে এককভাবে অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে। যেমন নামায, রোযাতে করা হয়। সুতরাং দা'ওয়াতী কাজটি সুসম্পন্ন হওয়াটাই বড় কথা। কোন ব্যক্তি বা জামা'আতের পক্ষ থেকেও হতে পারে। যেমন একটি রাস্তা দিয়ে একদল লোক হেঁটে যাচ্ছে, তাদের সামনে একজন সম্মানিত ব্যক্তি আসল, ঐ দলের কেউ সে ব্যক্তিকে সালাম দিলেই সকলের পক্ষ থেকে সালাম দেয়া হয়ে যাবে। কিন্তু সকলেই যদি আলাদা আলাদা পর পর সালাম

---

৪৩. সূরা তাওবা : ১০৫।

Dhaka University Institutional Repository

দিতে শুরু করে, তখন তা হাস্যকর বা বিরক্তিকর অবস্থায় পর্যবসিত হবে। এমনিভাবে কোন ব্যক্তি যদি অন্যকে নামাযের জন্য আহবান করে নামাযে নিয়ে আসে, তাহলে সকলের থেকেই দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে। কিন্তু একমাত্র ফরয আদায়ের লক্ষ্যে যদি সকলেই এক ব্যক্তিকে দা'ওয়াত দিতে হয়, তবে বিষয়টি সকলের জন্যই জটিল আকার ধারণ করবে।

অগ্রগণ্য মত কোনটি?

উপরোক্ত দু'টি মত পর্যালোচনার পর দেখা গেল ফরযে আইন বা ফরযে কেফায়া হওয়ার পক্ষে কুর'আন হাদীসের আলোকে সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নেই। উপরোক্ত সব দলীল দা'ওয়াত ফরয হওয়ার ব্যাপারে জোর তাগিদ দিয়েছে নিঃসন্দেহে। তবে সে ফরয কিভাবে আদায় করা হবে তা বিচার করতে গেলে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সেটা এককভাবে ফরযে কেফায়াও নয় এবং এককভাবে নামায, রোযার মত ফরযে আইনও নয়। দা'ওয়াতী কাজটির প্রকৃতি অনুসারে বলা যায় এটা সাধারণত ফরযে কিফায়া।

কোন একটি সমাজে কিছু সংখ্যক লোক দ্বারা সেই কাজে আন্জাম দেয়া হলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। এ দিক দিয়ে যা অন্যের পক্ষ থেকে আদায়যোগ্য, তা ফরযে কিফায়া, এটা মূলত ধরন হিসেবে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে দা'ওয়াত ফরযে আইনের মতই ফরয হওয়ার বিবেচনার দাবী রাখে।

ইসলামী দা'ওয়াত যখন ফরযে 'আইন

ক. রাষ্ট্রকর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়া : রাষ্ট্র কর্তৃক যদি কোন ব্যক্তিকে দা'ওয়াতী কাজে নিয়োগ করা হয়, তবে তা তার উপর ফরযে আইন হিসেবেই বিবেচিত হবে। সমাজে অন্য ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে আদায় করবে বা আদায় হবে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। যদি না সে শরী'অতের দৃষ্টিতে স্বীকৃত কোন অসুবিধায় নিপতিত হয়।

'আল্লামা মাওয়ার্দীর মতে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মুহ্তাসেব (অপরাধ নিরোধে সমাজকর্মী) নিয়োগ হলে তার দায়িত্ব ফরযে আইন হিসেবে বিবেচিত।[৪৪]

মোটকথা, কোন দায়িত্বে নিয়োজিত হলে সেটা আমানত হিসেবে গণ্য, আর আমানত আদায় করা ফরযে আইন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى اهلها -

নিশ্চয়ই আল্লাহ আদেশ করেছেন আমানতসমূহকে তার অধিকারীদের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য।[৪৫]

খ. দা'ওয়াত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হওয়া : কোন এক ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বিষয় সম্পর্কে একক জ্ঞানের অধিকারী হয়, সে ক্ষেত্রে তার উপর দা'ওয়াতী কাজ ফরযে আইন হিসেবে পরিগণিত হয়।

আল্লামা ইবনুল 'আরাবী বলেন :

وقد يكون فرض عين اذا عرف المرء فى نفسه صلاحية النظر والاستقلال بالجدال او عرف ذلك منه -

---

৪৪. দ্র. আবুল হাসান আল মাওয়ারদী, *আল আহকাম আস সুলতানিয়া*, মিসর : শারিফাতু মুস্তফা আলবাবী, ১৯৭৩, পৃ ২০।

৪৫. সূরা নিসা : ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

কোন ব্যক্তি এককভাবে যুক্তি তর্কে ক্ষমতাবান হলে বা এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করলে তার উপর সেটা করা ফরযে আইন হয়ে যায়।[৪৬]

ইমাম নওবী বলেন :

والامر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية وقد يكون فرض عين اذا كان فى موضع لا يعلم به الا هو -

সত্যের আদেশ ও অসত্যের নিষেধমূলক কাজটি ফরযে কিফায়া, তবে কখনো কখনো তা ফরযে আইন হয়। বিশেষত এমন ক্ষেত্রে হয়, যে সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ জানে না (তখন সে ব্যক্তির উপর ফরযে আইন হয়)।[৪৭]

এমনিভাবে মোল্লা আলী ক্বারীও অনুরূপ মত পেশ করেছেন।[৪৮]

মোটকথা, কেউ কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হলে আর তা গোপন করলে সেটা তথ্য গোপন করারই নামান্তর, যা নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون -

সত্যকে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করো না, আর যা জান সে সত্য গোপন করো না।[৪৯]

অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও দা'ওয়াতী কাজ না করা তা গোপন করারই নামান্তর। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তার উপর ফরযে আইন হয়ে যায়।

গ. **বিশেষ দা'ওয়াতী কাজে সামর্থ গুটি কয়েক ব্যক্তির মধ্যে সীমিত হওয়া** : নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে দা'ওয়াতী কাজ করা ফরযে আইন হয়ে যায়।

আল্লামা ইবন তাইমিয়া সমাজকর্মী নিয়োগে এ মতই পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, কোন বিষয়ে একক সামর্থবান ব্যক্তির উপর তা ফরযে আইন হয়ে যায়।[৫০]

এমনিভাবে ইমাম নওবী ও ইমাম গায্যালীও মতামত ব্যক্ত করেছেন।[৫১] আর এ বিষয়ে কুর'আন কারীমেরও সমর্থন আছে বলে মনে হয়। যথা আল্লাহর বাণী :

فاتقو الله ما استطعتم –

তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর।[৫২]

ঘ. **আদর্শিক মডেল উপস্থাপনার মাধ্যমে দা'ওয়াত দান** : ইসলামী শরী'আহ মানা সকলের উপর ফরযে আইন। তাই ইসলামী শরী'আহ মানতে গেলে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় তার আচার আচরণে ফুটে উঠবে। এটাই আদর্শিক মডেল উপস্থাপনের মাধ্যমে দা'ওয়াত, যা সকলের উপর ফরযে আইন। আর এ বিষয়ে কুর'আন কারীমেরও সমর্থন আছে বলে মনে হয়। ইরশাদ হচ্ছে :

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون -

---

৪৬. ইবনুল 'আরাবী, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ ২৯২।
৪৭. দ্র. আবু যাকারিয়্যা মুহ্য়িদ্দীন ইয়াহ্ইয়া আন নববী, *শরহে মুসলিম*, দিল্লী : আল্-মাকতাবাতুর রশীদিয়া, ২খ, পৃ ২৩।
৪৮. দ্র. মোল্লা আলী ক্বারী, *আল-মুবীন আল-মযীন লি ফাহমি আল আরবাঈন*, পৃ ১৮৯।
৪৯. সূরা বাকারা : ৪২।
৫০. দ্র. ইমাম ইবন তাইমিয়া, *আল হিসবাতু ফিল ইসলাম*, পৃ ১২-১৩।
৫১. দ্র. আবু যাকারিয়্যা মুহ্য়িদ্দীন ইয়াহ্ইয়া আন নববী, প্রাগুক্ত; ইমাম গায্যালী, *ইহ্য়াউ 'উলূমুদ্দীন*, বৈরুত : দারুল মা'রিফা, তা বি, ২খ, পৃ ৩১১-৩১২।
৫২. সূরা তাগাবুন : ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

আর বলুন, তোমরা কাজ কর, অচিরেই তোমাদের কাজ আল্লাহ্ দেখবেন, আর তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও (দেখবেন)।[৫৩]

কারো কারো মতে, পরিবর্তিত অবস্থা ভয়াবহ হলে দা'ওয়াহ্ ফরযে আইন। অর্থাৎ যখন দা'ঈদের সংখ্যা স্বল্প, অথচ অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অপরাধ প্রবণতা ইত্যাদি ব্যাপক হারে প্রসার লাভ করে, তখন প্রত্যেকের সামর্থ অনুসারে দা'ওয়াতী কাজ করা সকলের উপর ফরযে আইন। যেমন বর্তমান অবস্থা। এ অবস্থায় অনেক 'উলামা কিরাম দা'ওয়াতী কাজ ফরযে আইন হওয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন।[৫৪]

তবে এখানে কথা হলো, ফরয নির্ধারণ হয় কুর'আন-সুন্নাহর নির্দেশ দ্বারা, যুগের চাহিদার দ্বারা নয়। তাই উপরোক্ত মতটি যথাযথ নয় বলে মনে হয়।

উপসংহারে বলা যায়, আদায় পদ্ধতি বিবেচনায় এটি ফরযে কিফায়া। তবুও যারা ফরযে কিফায়া বলেছেন, তাঁরাও ক্ষেত্র বিশেষে একে ফরযে আইন হিসেবে মেনে নিয়েছেন। যেমন ইবনুল আরাবী, মাওয়ারদী, নওবী, ইবন তাইমিয়া প্রমুখ। তবে ফরযে কিফায়া ধরে নিয়ে পরস্পরে দায়িত্ব অবহেলা করা উচিত নয়। এটা সমগ্র উম্মাহর দায়িত্ব তাই সকলের যথাসাধ্য অংশগ্রহণ করা উচিত।

---

৫৩. সূরা তাওবা : ১০৫।
৫৪. দ্র. শায়খ ইবন বায, *আদ-দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ*, পৃ ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : আট

ইসলামী দা'ওয়াত : ব্যক্তি নির্বাচন ও কর্মকৌশল

ইসলামী দা'ওয়াত গোটা মানবজাতির জন্য। মহানবী সা.-কে উদ্দেশ্য করে আল কুর'আনে বলা হয় :

وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا –

গোটা মানবজাতির জন্য আপনাকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি।

অতএব 'আরব অনারব সকলেই ইসলামী দা'ওয়াহর লক্ষ্যস্থল।

ইসলামী দা'ওয়াতে ব্যক্তি নির্বাচন ও কর্মকৌশল

যে ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিকে উদ্দেশ্য করে দা'ওয়াত দেয়া হয় তাদেরকে মাদ'উ বলে। ইসলামী দা'ওয়াত সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত। এর পরও দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বিভাজন করতে হয়। এবং সে অনুযায়ী দা'ওয়াত প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়।

ক. সৃষ্টিগত দিক দিয়ে

সৃষ্টিগত দিক দিয়ে মাদ'উ নারী-পুরুষ। শুধু পুরুষদেরই দা'ওয়াত দেয়া হবে না বরং; মহিলাদেরকেও দা'ওয়াত দিতে হবে। দ্বীন সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের অধিকার সমান। এ মর্মে কুরআনে বলা হয় :

من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حيواة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون -

যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার পুরুষ হোক কিংবা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত।[১]

বরং নারীদেরকে দা'ওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া উচিত। কারণ একজন নারী মানে একটি ঘর, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেখান থেকে নতুন প্রজন্ম শিক্ষা লাভ করে, তাদের জীবনের ভিত্তি রচিত হয়। এজন নারীগণের মাঝে কুর'আন চর্চা ও হিকমত শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন। আর মহিলাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন :

واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من أيت الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا –

আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়, যা তোমাদের গৃহে পাঠ করা হয়, তোমরা স্মৃতিচারণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে খবর রাখেন।[২]

নারী পুরুষের মাঝে সৃষ্টিগতভাবেই কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যা দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেও বিবেচ্য । যেমন– পুরুষরা সাধারণত কর্কশ মেজাজী, হিম্মত ও সাহসিকতায় অগ্রগামী, ঝুঁকি নিতে পারে, অধিক কৌতুহলী, পরিশ্রমী, কোন কাজে চলমান ও অধ্যবসায়ী, অধিক চিন্তাশীল, সূক্ষ্মদর্শী এবং পরস্পর আত্মরক্ষী। পক্ষান্তরে নারীর হৃদয় অধিক কোমল, বেশী আবেগপ্রবণ, মমতাময়ী, পরসেবী, সৌন্দর্যবিলাসী, নাটকীয়তায় অধিক পারদর্শী, সামাজিক প্রবণতা প্রবল, প্রেরণাময়ী, প্রেমময়ী, আক্রমণের মুখে সহায়ক অন্বেষণী, হায়েয নেফাসে শারীরিক ও মানসিক প্রভাবে বাধাগ্রস্ত। এমনিভাবে তারা দ্রুত রাগান্বিত হয়, আবার দ্রুত থেমে যায়। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয় এবং নিকট অবস্থাকে প্রাধান্য দেয়, ইত্যাদি।

---

১. সূরা নাহল : ৯৭।

২. সূরা আহযাব : ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব দা'ওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের মাঝে আবেগ উদ্দীপক দা'ওয়াতী কৌশলগুলোর প্রাধান্য থাকা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া, নারী পুরুষ উভয়ের মাঝে উপস্থাপন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রগত স্বাতন্ত্রতা কাম্য। যেহেতু সৃষ্টিগত আবেদনে দায়িত্বগত ও বৈচিত্র্য রয়েছে। যেমন– শিশু জন্মদান, লালন-পালন, প্রাথমিক শিক্ষা ও সংসার গুছানোর দায়িত্ব স্বভাবত মহিলাগণই লাভ করে থাকেন। সেহেতু শিক্ষা প্রশিক্ষণে অবশ্যই স্বাতন্ত্রতা থাকা উচিত। অপর দিকে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা বাণিজ্য, কলকারখানা, স্থাপত্য, নির্মাণ ইত্যাদি কঠোর শ্রমনির্ভর কর্মক্ষেত্রে পুরুষের প্রাধান্য বিবেচনায় আনা উচিত। অন্যথায় এ ক্ষেত্রেও নারীদেরকে নিয়োজিত করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিনষ্ট হয়ে মানব সমাজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে পারে।

অতএব উভয় শ্রেণীর কর্মক্ষেত্র অনুসারে দা'ওয়াতী পরিকল্পনাতেও স্বতন্ত্র কর্মপরিকল্পনা থাকা বাঞ্ছনীয়।

দা'ওয়াহ বিশেষজ্ঞগণের কেউ কেউ মনে করে মাদ'উকে বুদ্ধিমান ও বালেগ হতে হবে। যেমন প্রফেসর আবদুল করীম যায়দান ও ড. মহিউদ্দীন আলওয়াঈ[৩]। আমার মতে এটা যথাযথ নয়, কারণ এটা মেনে নিলে শিশু, আহম্মক, বোকা, বোবা ও পাগল ইত্যাদি শ্রেণীর লোকজনকে দা'ওয়াতের গণ্ডী থেকে বের করে দিতে হয়। যা বিজ্ঞজনোচিত নয়। কারণ বর্তমান মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, ধর্মীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে অনেক পাগল ও বোকা ব্যক্তিকে ভাল করা যায়। আল কুর'আন রহমত ও শেফা। আল্লাহ বলেন :

وننزل من القرأن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الاخسارا –

আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।[৪]

আর দা'ওয়াতে শিশুদের গুরুত্ব আরো বেশী। তারাই মানব সমাজের বীজস্বরূপ। আজকের শিশু কালকের নেতা, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, আরো কত কি। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে :

كل مولد يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او بمجسانه -

প্রত্যেক শিশুই তার স্বভাবজাত অবস্থার জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে হয় ইহুদী বানায়, না হয় নাসারা কিংবা অগ্নিউপাসক মাজুসীতে রূপান্তরিত করে।[৫]

এমনিভাবে যারা সৃষ্টিগতভাবে প্রতিবন্ধী তাদেরকে উপেক্ষা করা যাবে না। ইসলামী দা'ঈদের জন্য উচিত নয়, পাগল ও অন্যান্য প্রতিবন্ধী এবং শিশুদেরকে দা'ওয়াতের গণ্ডী থেকে বের করে দেয়া এবং অমুসলিম মিশনারীদের হাতে ছেড়ে দেয়া। ফলে তারা লালন পালন ও চিকিৎসা করে ধর্মান্তারিত করবে, আর আমরা সকলে তাদের সমাজসেবক বলে শুধু বাহবা দেব। আল কুরআনে এক অন্ধ উম্মে মাকতূমকে উপেক্ষা করার প্রসঙ্গে পরোক্ষভাবে তিরস্কার করা হয়েছে এভাবে :

عبس وتولى ان جاءه الا دعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى –

'তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তার কাছে এক অন্ধ আগমন করল। আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশে তার উপকার হতো।[৬]

---

৩. শায়খ আবদুর কারীম যায়দান, *উসূলুদ দা'ওয়াহ*, ইসকান্দারিয়া : দারু উমর ইবনিল খাত্তাব, ১৯৭৬, পৃ ৩৫৮; আরো দ্র. ড. মহিউদ্দীন আলওয়াঈ, *মিনহাজুদ দু'আত*, জেদ্দাহ : মাক্তাবাহ 'উকায, ১৯৮৫, পৃ ৭৩।

৪. সূরা বনী ইসরাঈল : ৮২।

৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, *বুখারী*, কিতাবুল জানায়েজ, বাবু মা কীলা ফি আউলাদিল মুশরিকীন, ২খ, পৃ ২০৮।

৬. সূরা 'আবাসা : ১-৪।

Dhaka University Institutional Repository

খ. আত্মীয়তার নৈকট্যতার দিক দিয়ে

অনেক মাদ'উ আছেন যারা দা'ঈর সাথে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন। সাধারণ জনগণের চেয়ে দা'ঈর নিকট তাদের গুরুত্ব আলাদা। রক্তের টানে দা'ঈর কথার প্রভাব বেশী হয়ে থাকে। তারপর তাদের পক্ষ থেকে দা'ঈর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা বা নির্যাতন করার সম্ভাবনা কম। যদিও এর উল্টোও হতে পারে। যেমন হযরত ইবরাহীম 'আ. তাঁর পিতার পক্ষ থেকেই প্রথম বাধা পেয়েছিলেন। তবে সাধারণত পূর্ব সম্পর্কের কারণে নিকটাত্মীয় স্বজনের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করা দা'ঈর জন্য সহজ ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিক ফলপ্রসূ। কারণ দা'ঈ তাদেরই একজন, তিনি তাদের আবেগ উদ্দীপনা, ঝোঁক-প্রবণতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত এবং এর কিছু কিছুর সাথে জড়িতও বটে।

সুতরাং দা'ওয়াত দিতে হবে প্রথমে পরিবারের স্বজনদেরকে, অতঃপর নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে, তারপর বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনকে, এরপর প্রতিবেশীকে, তারপর অন্যদেরকে। মাদ'উ নির্বাচনে নিকটাত্মীয়দেরকে প্রাধান্য দেয়ার বিধান আল কুরআনেও এসেছে। সেখানে মহানবী সা.কে বলা হয় :

وانذر عشرتك الأقربين –

আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন।[৭]

দা'ঈ তার নিজের পরেই নিজ পরিবারের নাযাতের চিন্তা করতে আদেশ দেয়া হয় এ আয়াতের মাধ্যমে :

يايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا –

হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর।[৮]

গ. বয়সগত দিক দিয়ে

বয়সের তারতম্যও মাদ'উর মাঝে তারতম্য ঘটে। বয়সের দিক দিয়ে কেউ শিশু, কেউ যুবক, কেউ পৌঢ় বা বৃদ্ধ। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মানুষের বয়সের এ তারতম্যের কারণে সে সব অবস্থায় বৈচিত্র্যময় মনস্তাত্ত্বিক অবস্থায় মানুষ অতিবাহিত করে। একজন শিশু যে পরিমণ্ডলে যে চিন্তা করে, একজন যুবক তা করে না কিংবা একজন বৃদ্ধও তা করে না। প্রত্যেকের চিন্তা-চেতনা, উদ্দীপনা, কর্মতৎপরতার মাঝে পার্থক্য লক্ষণীয়। একজন শিশুকে যে ভাষায় কিংবা যে বিষয়ে যেভাবে কথা বলা হবে, একজন যুবককে অথবা একজন বৃদ্ধকে সেভাবে কথা বলা যাবে না।

শিশুদেরকে বস্তুগত দিক নির্দেশনা ও উপমা উদাহরণের উপর জোর দিতে হবে। যুবকদের বেশী বেশী স্বপ্ন ও আশা আকাঙ্খা জাগাতে হবে। জীবনে মহা পরিকল্পনা, আবেগ, উদ্দীপনা, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলাবোধ, সাহসিকতা, নেতৃত্ব ইত্যাদির দ্বার উন্মোচন করে বাস্তববাদিতা প্রদর্শন করতে হবে। সেখানে বৃদ্ধদেরকে মৃত্যুর ভয়, পরকালীন জীবন ও পূর্বতন জীবনযুদ্ধের অভিজ্ঞতামূলক স্মৃতিচারণ করে আকৃষ্ট করতে হবে। এভাবে বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে দা'ওয়াতে ভিন্ন ভিন্ন পরকল্পনা ও পদ্ধতি অবলম্বন করলে অধিক ফলাফল লাভ করা দা'ঈর জন্য সহজ হবে।

ঘ. ধর্মীয় দিক দিয়ে

মানুষ বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী। যেমন আল্লাহর বাণী :

كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم –

---

৭. সূরা শু'আরা : ২১৪।

৮. সূরা তাহরীম : ৬।

Dhaka University Institutional Repository

সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে। আর তাদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুত কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদেরকে পারস্পরিক জেদবশত তারাই করেছে, যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ ঈমানদারদেরকে হিদায়াত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ বাতলে দেন।[৯]

দা'ওয়াত দেয়ার পর প্রথমত মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়। কেউ সাড়া দিল আর কেউ সাড়া দেয় নি, অস্বীকার করল। যারা সাড়া দিল তারা মু'মিন মুসলমান। জান্নাতবাসীদের পরিচয়ে বলা হয় :

والذين امنوا بايٰتنا وكانوا مسلمين -

আর যারা আমার নিদর্শনের প্রতি ঈমান আনল, আর তারা ছিল মুসলমান।[১০]

আর যারা দা'ওয়াতে সাড়া দেয় নি বরং অস্বীকার করলো তারা কাফির। এদের সম্পর্কে বলা হয় :

والذين كفروا عما انذروا معرضون –

আর যে বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হচ্ছে সে বিষয়ে যারা অস্বীকার করল, তারা দা'ওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তিবর্গ।[১১]

এছাড়া মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে প্রকাশ করলেও গোপনে কুফরীর মাঝেই নিপতিত। তারা হল মুনাফিক। তাই আল কুরআনে মু'মিন ও কাফিরের মাঝামাঝি আরেক শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে :

يايها النبى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما –

হে নবী, আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের ও কপট বিশ্বাসীদের কথা মানবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[১২]

অতএব ইসলামী দা'ওয়াত কবুল করা না করার দিক দিয়ে মানব সমাজ তিন ভাগে বিভক্ত।

- মু'মিন মুসলমান।
- অমুসলিম।
- মুনাফিক।

মু'মিন মুসলমান

তারা হল ঐ ব্যক্তিবর্গ যারা মনে প্রাণে কাজে কর্মে ইসলামী দা'ওয়াত কবুল করেছে। যদিও তাদের ঈমান ও আমলে পার্থক্য আছে। যে জন্য আল কুরআনে তাদেরকে তিন স্তরে বিভক্ত করে।

- কল্যাণকর ও পূণ্য কর্মে অগ্রগামী।
- নিজের উপর যুলুমকারী।
- মুক্‌তাসিদ বা উভয়স্তরের মাঝামাঝিতে অবস্থানকারী।

এগুলো নিম্নোক্ত আয়াতে বিবৃত হয় :

ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير –

---

৯. সূরা বাকারা : ২১৩।

১০. সূরা যুখরুফ : ৬৯।

১১. সূরা আহকাফ : ৩।

১২. সূরা আহযাব : ১।

Dhaka University Institutional Repository

অতঃপর আমি কিতাবের অধিকার করেছি তাদেরকে, যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহা অনুগ্রহ।[১৩]

কল্যাণকর ও পূণ্যকর্মে অগ্রগামী : এরা ঐ শ্রেণীর খাঁটি মু'মিন মুত্তাকী লোক, যারা সব সময় আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল সা. প্রদর্শিত বিধি বিধানের অন্বেষণকারী ও বাস্তব জীবনে অনুসরণকারী। ইসলামের বিধি-নিষেধ পালনের মাঝে তারা অমীয় তৃপ্তি লাভ করে থাকে। সব সময় অধিক যিকির, ফিকির, 'ইবাদত-বন্দেগী ও কল্যাণকর কাজে লিপ্ত থাকে এবং এতে আরো কত অধিক মনোনিবেশ করা যায়, তাতে তারা সদাচেষ্ট। কুফরী বা নেফাকী তো দূরের কথা, কোন রকম গুনাহের প্রতি তাদের ঝোঁক নেই। কোন্ কাজ করলে আল্লাহ পাক অধিক সন্তুষ্ট হবেন তা নিয়ে প্রতিযোগিতায় নিমগ্ন। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের অনুসরণকেই তাদের জীবনের মূলব্রত বানিয়ে নিয়েছে। তাদের ভাষ্য এ আয়াত অনুসারে:

قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين -

বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ সারা জাহানের প্রভু আল্লাহর জন্যই।[১৪]

ইসলামের দা'ঈগণ এ শ্রেণীর মুসলমানদেরকে নেক কাজে আরো উৎসাহিত করবে, তাদের বাধা অপসারণে সহযোগিতা করবে, আরো অগ্রগামী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। যেন তাদের তাক্ওয়া পরহেযগারী আরো বেড়ে যায়, ঈমান আরো দৃঢ় হয়, তাদের অগ্রযাত্রায় তারা সচল থাকে। এ শ্রেণীর মু'মিন সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয় :

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون –

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় কর, আর মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না।[১৫]

অতএব এ তাকওয়া ও ইসলামের পরিধি প্রশস্ত, সীমাহীন। এ সফর সুদীর্ঘ। এ সফরে প্রতিযোগীদের চলার গতি সম্পর্কে আরো বলা হয় :

اولئك يسرعون فى الخيرات وهم لها سابقون –

তারাই কল্যাণকর দিকসমূহের দ্রুত নিবিষ্ট হয় এবং তারাই অগ্রগামী।[১৬]

নিজের উপর যুলুমকারী মুসলমান : তারা ঐ শ্রেণীর মুসলমান যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান এনেছে। কালিমা শাহাদাতের উপর আছে ঠিকই, কিন্তু অজ্ঞতাবশত কিংবা বৈষয়িক চাকচিক্যময়তায় মত্ত হয়ে বাস্তব জীবনে ইসলামের বিধি-নিষেধ মেনে চলে না। বরং শরী'অতের সীমালংঘন করে। যদিও তাদের মাঝে প্রকাশ্য কুফরী বা নেফাকের ভাব বা ঝোঁক নেই।

উল্লেখ্য, যালিম শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত। অমুসলিম তথা কাফিরদেরকেও যালিম বলা হয়েছে। শিরককেও মারাত্মক যুলুম বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সাধারণত শরী'অতের সীমালংঘনকেও যুলুম বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণীতে :

ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه –

যে আল্লাহর হদ তথা সীমালংঘন করল, সে নিজেই নিজের উপর যুলুম করল।[১৭]

---

১৩. সূরা ফাতির : ৩২।

১৪. সূরা আন'আম : ১৬২।

১৫. সূরা আল ইমরান : ১০২।

১৬. সূরা মু'মিনুনন : ৬১।

১৭. সূরা তালাক : ১।

Dhaka University Institutional Repository

নিজের উপর যুলুমকারী তথা পাপাসক্ত মুসলমানের উপর দা'ঈ নীরব থাকতে পারে না। কেননা, এ যুলুম সে যালিমকে ধ্বংস করবে এবং দোযখে নিয়ে যাবে। পূর্ববর্তী অনেক জাতির ধ্বংসের মূল কারণ ছিল এই যুলুম। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا –

তোমাদের পূর্বে অনেক জাতিকে তোদের যুলুমের কারণেই ধ্বংস করেছি।[১৮]

যুলুম করা জাহান্নামে যাওয়ার উপলক্ষ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين -

তাদের ঠিকানা দোযখের অগ্নি। যালিমদের ঠিকানা কতই না নিকৃষ্ট।[১৯]

যালিমরা নেতৃত্বের যোগ্য নয়। যেমন আয়াতে কুর'আন :

قال لا ينال عهدى الظالمين -

তিনি বলেন, আমার প্রতিশ্রুতি যালিমদের বেলায় কার্যকর নয়।[২০]

তবে ঈমানদারের পক্ষ থেকে কোন যুলুম সংঘটিত হলে তা ক্ষমার যোগ্য, যদি সে তওবা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم –

আর নিশ্চয়ই আপনার প্রভু মানুষের যুলুমের মাগফিরাতকারী।[২১]

আর এভাবে যারা তওবা করেনি, তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ধমক দেয়া হয়েছে বিভীষিকাময় কঠিন শাস্তির। অতএব দা'ঈর উচিত হবে তাদেরকে তওবার দা'ওয়াত দেয়া কোমলে কঠোর মিশ্রিত পন্থায় সতর্ক করা, ওয়ায-নসীহত করা। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরা ও তা অনুসরণে শুভ প্রতিদানের সুসংবাদ দেয়া। কারণ অধিকাংশ অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে অজ্ঞতা ও অসতর্কতা থেকে এবং কোন বিষয়কে হালকাভাবে নেয়ার ফলে।

মুক্তাসিদ বা মধ্যম পর্যায়ের মুসলমান : উপরোক্ত দু'স্তরের মুসলমানের মাঝামাঝি যারা অবস্থান করছে, তারাই মধ্যম পর্যায়ের তথা মুক্তাসিদ। অর্থাৎ তারা চেষ্টা করছে শরী'অতের অনুসরণ করতে, কিন্তু কখনো কখনো দুনিয়ার চাকচিক্য, জাঁকজমক ও লোভ-লালসা তাদেরকে ধরে বসে, তখন তারা অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে যান। এভাবে কখনো আল্লাহর কথা মনে পড়ে, আবার গুনাহের কথা। ফলে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে সময় অতিক্রম করতে থাকে। পরহেযগারী ও খোদাভীতির দিকটি প্রাধান্য পেলেই তওবা করে বসে। অন্যথায় ভুল-ভ্রান্তি ও গুনাহের দিকটি ভারী হতে হতে এক সময় যালিমের স্তরে পৌঁছে যায়। যালিম ও মুকতাসিদের মাঝে পার্থক্য হল মুক্তাসিদ তওবা করে ফেলে, কিন্তু যালিম তখনও তওবা করে না। দা'ঈগণের উচিত তাদেরকে দ্বীনের উপর অটল থাকার ব্যবস্থা নেয়া। এতে সতর্ক করা, উৎসাহ দান, আল্লাহভীতি বর্ধনে ওয়ায নসীহত, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। এ শ্রেণীর লোকদেরকে আল কুরআনে বিভিন্নভাবে দা'ওয়াত দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী :

يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون -

মুমিনগণ তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না করে। যারা এ কারণে গাফিল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।[২২]

---

১৮. সূরা ইউনূস : ১৩।

১৯. সূরা আল ইমরান : ১৫১।

২০. সূরা বাকারা : ১২৪।

২১. সূরা রা'দ : ৬।

২২. সূরা মুনাফিকুন : ৯।

Dhaka University Institutional Repository

আরো বলা হয় :

وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا –

আর এই প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, তারা যদি সত্য পথে কায়েম থাকতো, তবে আমি তাদেরকে (বেহেশত) সুপেয় পানি পান করাতাম।[২৩]

আরো ইরশাদ হয় :

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التى كنتم توعدون, نحن اولياكم فى الحياة الدنيا وفى الأخرة ولكم فيها ما تشتهى انفسكم ولكم فيها ما تدعون -

নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফিরিশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমরা দাবী কর।[২৪]

উপরোক্ত তিনটি স্তর অপরিবর্তনশীল নয়; বরং নীচের স্তর থেকে উপরেও যেতে পারে, আবার উপরের স্তর থেকে ক্রমান্বয়ে নীচেও আসতে পারে। কেননা মানবজীবন মানে পরীক্ষা। আর শয়তান সর্বদা কুমন্ত্রণা দান ও পথভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। দা'ওয়াতী আন্দোলনের সকল যুগেই ঐ ধরনের বিবিধ স্তরের মুসলিম বিদ্যমান ছিল। শেষোক্ত দু'টি স্তরের কোন কোন ব্যক্তির মাঝে কাফির বা মুনাফিকের কোন একটি বা একাধিক কাজ পাওয়া যেতে পারে। প্রকাশ্যে কুফরীর ঘোষণা না দিলেও কিংবা 'আকীদাগতভাবে মুনাফিক না হয়েও এমন কোন গুণাগুণ প্রকাশ পেতে পারে, যা কুফরীর পর্যায়ের। কিন্তু তা ইসলামের মৌলিক নীতিমালা সংক্রান্ত নয়। এটা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে না বলে 'উলামায়ে কিরাম মত দেন। তাদের মতে সে গুমরাহ তথা বিভ্রান্ত ব্যক্তির অন্তর্গত। যেমন– শি'আ, খারেজী, মু'তাযিলা ইত্যাদি সম্প্রদায়। এদের বুঝাতে ইমাম বুখারী স্বীয় হাদীস গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের নামকরণ করেন : – كفردون كفر ظلم دون ظلم

কুফরী ব্যতীত কুফরী, যুলুম ব্যতীত যুলুম বা কুফরীর নীচ স্তরের কুফরী, যুলুমের নীচ স্তরের যুলুম।[২৫]

তবে আল কুরআনের পদ্ধতি অনুসারে যা কুফরী, তাকে কুফরী বলে আখ্যা দিলে মুসলমানগণ অধিক সতর্ক হবে এবং খাঁটি ইসলামী সমাজের স্বকীয়তা স্পষ্ট হবে বলে মনে হয়। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। অন্যথায় মুসলমানদের মাঝে কুফরীমূলক অপরাধ অহরহ দেখা দিতে পারে। যেমন আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন না করা কুফরী। এটা এ হিসেবে নিলে মুসলমানগণ আরো বেশী সচেতন হতেন।

অমুসলিম

তারা প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত।

ক. যারা প্রথম থেকেই কাফির তথা কুফরীর উপরই তাদের জন্ম। তাদের মধ্যে কারো কারো নিকট দা'ওয়াত উপস্থাপন করা হয়, কিন্তু তা কবুল করে নি। তাদের ব্যাপারে আল কুরআনে বলা হয়:

لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينت –

আহলে কিতাব ও মুশরিকরা তাদের কুফরী থেকে বিরত হল না, এমনকি স্পষ্ট দলীল আসার পরও।[২৬]

---

২৩. সূরা জ্বীন : ১৬।

২৪. সূরা হা মীম সাজদা : ৩০-৩১।

২৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, *বুখারী*, ১খ, পৃ ২৪, ২৬।

২৬. সূরা আল বাইয়্যিনা : ১।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের সকলকে ঈমান আনার দা'ওয়াত দিতে হবে। এতে হিকমত, মাউয়িযা, প্রয়োজনে মুজাদালা ও মুআকাবা (সশস্ত্র প্রতিরোধ)-এর পদক্ষেপসমূহ নিতে হবে। আর এ পর্যায়ের লোকজন উক্ত আয়াতের আলোকে দু'প্রকার :

আহলে কিতাব : আল কুরআনের পরিভাষা অনুযায়ী এরা হল ইয়াহুদী ও নাসারা। ইহুদীদের তাওরাত ও নাসারাদেরকে তাওরাত ও ইন্‌জীল আসমানী কিতাব দেয়া হয়েছিল। সে কিতাবদ্বয়ের জ্ঞান তাদের সাথে ছিল। কিন্তু তা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে এর মূল শিক্ষা থেকে তারা বিচ্যুত হয়ে যায়। এরপর এ কিতাবদ্বয়ের মূল শিক্ষা ছিল তাওহীদ, যা পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থাবলী থেকে ব্যতিক্রম। তাই ইসলাম এ কিতাবের অধিকারীদের আলাদা মর্যাদা দিয়েছে, তাওহীদের দা'ওয়াত কবুল করার করার জন্য কৌশলগত দিক বিবেচনায়। কিন্তু এ দা'ওয়াত তারা প্রত্যাখ্যান করে কাফির হয়ে গেল।

তাদের প্রথমে নিষ্কলুষ তাওহীদের দা'ওয়াত দিতে হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর ঈমান আনার দা'ওয়াত দিতে হবে। অতঃপর নামায, রোযা, যাকাত ও অন্যান্যের দা'ওয়াত দিতে হবে। যেমন মু'আয (রা.)কে মহানবী সা. দাওয়াতী পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাদের সাথে আইনগত উদারতা প্রদর্শন করতে হবে। যেমন তাদের রান্না করা খাবার ভক্ষণ, বিবাহ শাদী বৈধ রাখা, জিযিয়া কর গ্রহণ করা ইত্যাদি। এমনিভাবে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থাদির অবস্থা তুলে ধরে দা'ওয়াত দিতে হবে।

মুশরিক : যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে, আল্লাহর 'ইবাদতে শরীক করে; বরং আল্লাহর 'ইবাদত না করে তার প্রতি মাধ্যম হিসেবে অন্যের 'ইবাদত করে। এ পথে তারা শত শত নয়; বরং কোটি কোটি দেব-দেবী বানিয়ে নিয়েছে। এ মুশরিকদের ভেতর 'আরব, রোমান, গ্রীক, ভারতীয় ও অগ্নি উপাসক পারসিক সকলেই অন্তর্ভুক্ত। দেব-দেবীর মূর্তিগ্রহণ ও পূজায় এদের মাঝে প্রতিযোগিতা সদা কার্যকর।

তাদেরকে তাওহীদের দা'ওয়াতের উপর জোর দিতে হবে। এতে আল্লাহর নিদর্শন উপস্থাপন, রুবুবিয়্যাত ব্যাখ্যা করা ও উলহিয়্যাতের বাস্তব অবস্থা ও সকল কিছুতে তাওহীদের রূপায়ণ বলতে যা বুঝায় তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে। এমনিভাবে মূর্তিপূজার অসারতা ও মানবমর্যাদার দিকটিও প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে।

তাদের মধ্যে আরেক শ্রেণীর লোক হল মুল্‌হিদ বা দাহ্‌রিয়া। যারা একমাত্র দৃশ্যমান বৈষয়িক জীবনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। পরকালে বা অদৃশ্য জগতে বিশ্বাসী নয়। এদের কেউ কেউ জীবন মৃত্যুতে সৃষ্টিকর্তার প্রভাবে বিশ্বাসী নয়। তাদের মতে জগত এমনিতেই চলছে। তারা মূলত প্রবৃত্তির দাস। হুদ জাতি ও মক্কার মুশরিকদের মাঝেই এ ধরনের এক দল লোক ছিল। তাদের বক্তব্য আল কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ :

ان هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين –

আমাদের দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন, মরি-বাঁচি এ-ই। আমরা পুনরুত্থিত হবো না।[২৭]

তাদের সম্পর্কে আল কুরআনে আরো এসেছে :

وقالوا ما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون –

তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি-বাঁচি। মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে।[২৮]

আল কুরআনের ভাষায় প্রবৃত্তিই তাদের খোদা। বেলেল্লাপনায় মনে যা চায় তা-ই বলে ও করে। ইরশাদ হয়েছে :

---

২৭. সূরা মু'মিনুন : ৩৭।

২৮. সূরা জাসিয়া : ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

افراءيت من اتخذ إلهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون –

আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ্ জেনে-শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করো না।[২৯]

এ শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে আরেক প্রকার হল, তারা সৃষ্টিকর্তাকেই অস্বীকার করে বসে। তারা নাস্তিক। বর্তমান যুগে মুশরিক ও খ্রীস্টান সমাজে এদের সয়লাব বয়ে যায়। এরা দার্শনিকতার আশ্রয় নিলেও মূলত তারা প্রবৃত্তির গোলাম। আল্লাহর অস্তিত্ব মাঝে মাঝে মানে, আবার অস্বীকার করে। কমিউনিস্টরা তাদেরই উত্তরসূরী।

আল কুরআনে সৃষ্টির কারণতত্ত্ব (Cosmological Theory)-এর মাধ্যমে এদের মতবাদ খণ্ডন করা হয় এ আয়াতে :

ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون –

তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না।[৩০]

অর্থাৎ বস্তু নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে না– এটা দার্শনিকভাবেই সত্য। এর পেছনে উপলক্ষ্য আছে। তিনিই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। এভাবে আসমান যমীনের বিভিন্ন প্রত্যক্ষ নিদর্শনের মাধ্যমে দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করে নাস্তিকদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমানের দা'ওয়াত দিতে হবে।

মুরতাদ

যারা প্রথম থেকেই কাফির ছিল না। তারা ছিল মুসলিম। কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই ইসলাম ত্যাগ করে কুফরীর ঘোষণা দেয়। এদের পূর্ববর্তী সকল আমল বাতিল হয়ে যায়। এদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

ومن يرتد منكم عن دينه وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم فى الدنيا والاخرة واولئك هم اصحاب النار هم فيها خالدون -

তোমাদের মধ্য থেকে যারা তার ধর্ম থেকে মুরতাদ হয়ে গেল, আর সে কাফির। তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সকল আমল বরবাদ হয়ে গেল। তারা দোযখের আগুনের অধিবাসী। এরা এতেই চিরকাল থাকবে।[৩১]

এদেরকে তাওবার দা'ওয়াত দিতে হবে। তাওবা না করলে তাদের বিরুদ্ধে 'আলিমগণের ইজমা' ভিত্তিক হুকুম হল কতল করা।

মুনাফিক

এরা কাফিরও না মুমিনও না; বরং মাঝামাঝি। তবে দা'ওয়াতী তৎপরতার জন্য ভয়ংকর। এজন্য এদের শাস্তি সব চেয়ে কঠিন। শজারু তার গর্তের মধ্য থেকে বের হওার জন্য কয়েকটি মুখ রাখে। একটি মুখ নরম মাটি দিয়ে বন্ধ করা থাকে। রাস্তাটি দেখতে বন্ধ হলেও আসলে বন্ধ নয়। কোন দুশমন দ্বারা আক্রান্ত হলেই সে গোপন নরম মাটির মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়। এ গোপন রাস্তাটি দিয়ে বের হওয়ার

---

২৯. সূরা জাসিয়া : ২৩।

৩০. সূরা তূর : ৩৫-৩৬।

৩১. সূরা বাকারা : ২১৭।

Dhaka University Institutional Repository

নাম নাফিকা। মুনাফিক মানুষের চরিত্রও তা-ই। সুবিধাভোগী, সুযোগ বুঝেই মত পাল্টায়, এমনকি নিজ ধর্ম ত্যাগ করে হলেও।

বিভিন্ন ধরনের মুনাফিক আছে। 'আকীদা-বিশ্বাসে, কাজে। যার মধ্যে যতটুকু মুনাফিকের আলামত আছে সে সে হারে ততটুকুই মুনাফিক। তবে 'আকীদাগত মুনাফিক মারাত্মক। আরো মারাত্মক যে গোপনে দা'ওয়াতী কাফেলায় প্রবেশ করে এর ক্ষতি করতে চায়।

মুনাফিক চেনার উপায় : মুনাফিক ঘাপটি মেরে বসে থাকে। তাকে সহজে চেনা যায় না। তবে চেনা যায় আলামত ও গুণাগুণ বিচারে এবং নির্ভরযোগ্য লোকের সাক্ষ্যের মাধ্যমে। কুর'আন সুন্নাহ্য় মুনাফিকের কিছু গুণাগুণ আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামে তার আলোকে মুনাফিক চেনার উপায় নির্ধারণ করা হয়। মুনাফিকের প্রচুর আলামত আছে। এখানে কটি উল্লেখ করা হলো :

১. বারবার একই পাপে লিপ্ত হয় (সূরা তাওবা : ১০১-১০২)।
২. বেশী মিথ্যা শপথ করে (সূরা মুনাফিকুন : ২)।
৩. ওয়াদা ভঙ্গ করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে (সূরা তাওবা : ৫৭, ৭৫-৭৭)।
৪. আমানতে খেয়ানত করে (মহানবী সা.-এর হাদীস)।
৫. মানসিক বিকারগ্রস্ত (সূরা বাকারা : ১০)।
৬. মু'মিনদের মাঝে সম্পর্ক বিনষ্ট করতে চায় (সূরা তওবা : ৪৭)।
৭. অন্যকে পথভ্রষ্ট করতে চায় (সূরা বাকারা : ২০৫)।
৮. আত্মত্যাগী খাঁটি নিবেদিত প্রাণ মু'মিনদেরকে বোকা বলে (সূরা বাকারা : ১৩)।
৯. প্রচণ্ড ঝগড়াটে (সূরা বাকারা : ২০৪)।
১০. নসীহত শোনে না। পাপ করে গর্ববোধ করে (সূরা বাকারা : ২০৬)।
১১. কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলে (সূরা নিসা : ১৩৭)।
১২. দা'ঈদেরকে বিপদে ফেলার প্রতীক্ষায় থাকে (সূরা নিসা : ১৩৮-১৩৯)।
১৩. ধোকা দেয় ও প্রতারণা করে (সূরা নিসা : ১৪২)
১৪. লোক দেখানো কাজে আগ্রহী বেশী (সূরা নিসা : ১৪২)।
১৫. 'ইবাদত পরিপালনে অলসতা দেখায় (সূরা নিসা : ১৪২)।
১৬. ভাল-মন্দ নির্বাচনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় থাকে (সূরা নিসা : ১৪৩)।
১৭. তাগূতী শক্তিকে ক্ষমতায় বসাতে চায় আর ইসলামী হুকুমতের বিরোধিতা করে (সূরা নিসা : ৬০-৬১, ১৪৩)।
১৮. সত্যপন্থীদের বেশী বেশী ভুল ধরে ও তাদের সাথে রাগান্বিত হয় (সূরা তাওবা : ৫৮)।
১৯. অসৎ কাজে উৎসাহিত করে ও সৎকাজে নিরুৎসাহিত করে (সূরা তাওবা : ৬৭)।
২০. মু'মিনদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে (সূরা তাওবা : ৭৯)।
২১. জিহাদ পরিত্যাগ করতে বলে (সূরা তাওবা : ৮১)।
২২. কঠিন মুহূর্তে কাপুরুষতা দেখায় (সূরা তাওবা : ৬৫, মুহাম্মদ : ২০)।
২৩. মিথ্যা গুজব ছড়ায় (সূরা নিসা : ৮৩, নূর : ১৯০)।
২৪. কথা ও কাজে মিল নেই (সূরা ফাত্হ : ১১)।
২৫. মিষ্টি কথা বলে বেশী বেশী ওযর পেশ করে (বাকারা : ২০৪)।
২৬. ইসলামী মানদণ্ড ও মূল্যবোধের পরিবর্তন চায় (সূরা বাকারা : ১২)।

Dhaka University Institutional Repository

২৭. মুসলিম ও অমুসলিম উভয় শক্তির সাথে একই সঙ্গে গোপনে আঁতাত করে চলে। ফলে কোন পক্ষ থেকেই ক্ষতির আশংকা থাকে না (সূরা নিসা : ৬২)।
২৮. মুসলমানদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয় (সূরা নিসা : ৮৩)।
২৯. নামায রোযাসহ দ্বীনের মূল বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে (সূরা মায়িদা : ৫৮)।
৩০. আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়কে বেহুদা মনে করে (সূরা তাওবা : ৮)।
৩১. কঠোর সময়ে দা'ঈদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে (সূরা হজ্জ : ১১)।
৩২. দ্রুত পাপে লিপ্ত হয়, শত্রুতা ছড়ায় এবং ঘুষ খায় (সূরা মায়িদা : ৬২)।
৩৩. কাজ ছাড়াই প্রশংসা চায় (সূরা আল ইমরান : ১৮৮)।
৩৪. জিহাদে অংশগ্রহণে ওযর আপত্তি দেখায় (সূরা তাওবা : ৮৬)।
৩৫. জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করে (সূরা আহযাব : ১৩)।
৩৬. ইসলামের শত্রুদের নিকট থেকে তাদের ইজ্জত সম্মান কামনা করে, এমনকি মুসলমানদের বিরুদ্ধে গিয়ে হলেও (সূরা নিসা : ১৩৯)।
৩৭. বিপদ চলে গেলে বড় গলায় কথা বলে এবং লভ্যাংশ চায় (সূরা আহযাব : ১৯)।
৩৮. ধন-সম্পদ বা কোন সুবিধা না দিলেই নাখোশ হয় (সূরা তাওবা : ৫৮)।
৩৯. নিজে ইসলাম গ্রহণ করাটাকে দা'ঈর জন্য অনুগ্রহ মনে করে (সুরা হুজরাত : ১৭)।

এ ধরনের গুণাবলী আল কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। এগুলো যতটুকু যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে ততটুকু মুনাফিক। দা'ঈর জানা উচিত, মুসলিম সমাজে নিফাক যে সব কারণে জন্ম নেয় তা অনেক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তিনটি :

১. যে দা'ওয়াতী কাফেলা শত্রুদের মোকাবেলায় তৎপর তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা।
২. কাপুরুষতা ও বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধি।
৩. দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ, সংশয় ও দ্বীন মানতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব।

মুনাফিকদের বেলায় দা'ওয়াতী পদক্ষেপ : মুনাফিকদের মাঝে সাধারণ দা'ওয়াতী পদ্ধতি অবলম্বনের পাশাপাশি ক'টি পদক্ষেপ নেয়া গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি :

১. তাদের বাহ্য অবস্থা মেনে নেয়া। কাফির বলে বিতাড়িত না করা; বরং এদের মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
২. চরম মুহূর্তে উদাহরণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তাদের নিফাকী আখলাক ধরে দেয়া।
৩. ওয়ায নসীহত করা। চরম আবেগাপ্লুতভাবে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় দ্বীনের ব্যাপারে চরম বাণী শোনানো।
৪. কখনো কখনো ভীতি প্রদর্শন ও ধমক প্রদান করা যেতে পারে। তবে এদের সম্পর্কে সদা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।
৫. বয়কট করা (উপরোক্ত পদ্ধতিতে কাজ না হলে)।
৬. কঠোর ভূমিকা নেয়া। প্রয়োজনে তথা এরা যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাইলে অস্ত্র ব্যবহার করা, যুদ্ধ করা (সূরা তাওবা : ৭৩-৭৪)।

মোটকথা, নিফাক একটি মারাত্মক ক্যান্সার ব্যাধি। এটা শুরু হয় কাপুরুষতা ও পাপাচার থেকে। তারপর ধোঁকা, প্রতারণা ও বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির পর্যায় অতিক্রম করে ইসলামের শত্রুদের হাতে ঈমান বিকিয়ে দেয়ার পর্যায়ে নিয়ে যায়। নিফাক উদ্ভবের কারণগুলো নিরাময়ের ব্যবস্থা নিলে ও সতর্ক থাকলে এর প্রকোপ থেকে অনেকাংশে বেঁচে থাকা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. সামাজিক পদ সোপানগত দিক থেকে

যুগে যুগে মানব সমাজে তার সদস্যদের মাঝে গড়ে উঠেছে শ্রেণী প্রথা ও পরস্পরে পার্থক্যের দেয়াল। কখনো ধর্মের নামে, যেমন হিন্দু ধর্মের শ্রেণী প্রথায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈষ্ণব, শূদ্র। কখনো বা সামাজিক প্রথা ও পদমর্যাদার নামে, যেমন– পুঁজিবাদী সমাজে শাসক শ্রেণী, পুঁজিপতি, ধর্মগুরু এবং শ্রমিক শ্রেণী। উভয় ব্যবস্থাই বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য পদমর্যাদাগত বৈশিষ্ট্য, দায়িত্ব ও অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে।

ইসলাম সামাজিক ক্ষেত্রে সমতার নীতি ঘোষণা করেছে। ইসলামে ঐ ধরনের শ্রেণী বিশেষে পদমর্যাদাগত ভেদাভেদের স্বীকৃতি নেই। তবে প্রথাগতভাবে চলে আসা দায়িত্ব বন্টনে পদ সোপানগত কিছু বিভাজন মেনে নিয়েছে শৃঙ্খলা বিধানের নিমিত্তে, শ্রেণীগত বিশেষ মর্যাদার ভিত্তিতে নয়, দায়িত্বের ভিত্তিতে। এ মর্মে আল্লাহ পাক বলেছেন :

نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيواة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا –

আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবকরূপে গ্রহণ করে।[৩২]

মানব জীবনে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এ সুন্নাত কার্যকর করেছেন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য, একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করার জন্য। অন্যথায় মানব জীবন অচল হয়ে যাবে। সমাজের জন্য যেমন প্রয়োজন শিক্ষাবিদের, তেমনি প্রয়োজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, প্রশাসক, কৃষক, মিস্ত্রী, পেশাজীবিসহ বিভিন্ন পেশার মানুষের।

তাই একজন দা'ঈকে সমাজের এ ধরনের বৈচিত্র্যময় পেশার মানুষের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করতে হলে প্রয়োজন বৈচিত্র্যময় মৌলিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার। দা'ঈকে মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকেই তার আপন পেশাকে স্বভাবতই ভালোবাসে। আল কুরআনে এসেছে :

كل حزب بما لديهم فريحون –

প্রত্যেক দলের যা আছে, তা নিয়ে তারা খুশী।[৩৩]

এভাবে সমাজে যত রকমের বিশেষজ্ঞ পেশা রয়েছে, তাদের মন-মানসিকতা সে পেশাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। দা'ঈকে তার কৌশলগত দিক বিবেচনা করতে হবে। যেমন একজন ডাক্তার স্বভাবত আল্লাহ ভীরু হয়। কারণ মানুষের ভিতরে ও বাইরের পরিবেশে তার জন্য রক্ষণ ব্যবস্থায় সতত সে বিস্ময় অনুভব করে। একজন ইঞ্জিনিয়ারও সৃষ্টি জগতে অবস্থিত বিভিন্ন কলা-কৌশল অবলোকনে মোহিত। এ ধরনের পেশার মানুষ সাধারণত ধার্মিক হয়। তাই তাদের মাঝে দা'ওয়াতী কাজ করা সহজ। অপর দিকে শ্রমজীবি মানুষের কাছে যদিও ধর্মের গুরুত্ব থাকে, তবুও তারা ধর্মভীরু হয়, কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট ও সমস্যাই তাদের কাছে মূল বিষয় বলে বিবেচ্য হয়। এমনিভাবে ব্যবসায়ীগণ সাধারণত চালাক প্রকৃতির হয়ে থাকে। তাই তাদের মাঝে কর্কশ ভাব, কপটতা, লাভ রোকসানের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তোলা ও সম্পদে দাম্ভিকতা প্রাধান্য পায়। এমনিভাবে শিক্ষকতার পেশায় মানুষ আত্মসম্মানবোধ, আদর্শবাদিতায় বেশী সচেতন থাকে। প্রশাসকদের মাঝে দম্ভ ও আত্মগরিমা বেশী কাজ করে। তারা আনুগত্য ভোগে বেশী অভ্যস্ত হয়। তারা নির্দেশ দানে খুশী। নির্দেশিত হতে অপ্রস্তুত। এভাবে সমাজের বিশেষজ্ঞ পেশার মানুষের মাঝে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যা দা'ঈকে বিচেনায় আনতে হবে। এখানে সমাজের অধিকাংশ মানুষ যে পদ সোপানে বিভাজিত ও পরিচালিত এবং বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, সে সবের উপর আলাদাভাবে আলোকপাত করা হলো।

---

৩২. সূরা যুখরূফ : ৩২।

৩৩. সূরা রূম : ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

ক. শাসক ও নেতৃপর্যায়ের মানুষ : আল কুরআনে যাদেরকে মালা'আ (ملع) বলা হয়েছে। দেশ বা সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব তাদের হাতেই ঘুরে ফিরে আসে। সাধারণত জনগণ তাদেরই অনুসরণ করে থাকে। সমাজে তাদেরই প্রভাব বেশী। যেমন ইরশাদ করা হয়েছে :

وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا -

আর তারা বলল, হে আমাদের প্রভু, আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দ ও বড় লোকদের অনুসরণ করি তারা আমাদের পথচ্যুত করেছে।[৩৪]

মহানবী সা. বলেছেন :

الناس على دين ملوكهم -

মানুষ তাদের রাজাদের ধর্মের উপরই চলে থাকে।

এ ধরনের রাজা-বাদশা, নেতা-নেত্রীগণ স্বভাবতই প্রাথমিক অবস্থায় ইসলামী দা'ওয়াতের বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামী দা'ওয়াতের ইতিহাসে এ এক তিক্ত অভিজ্ঞতা। এজন্য আল কুরআনে বলা হয় :

وكذلك جعلنا فى كل قرية اكابر مجرميها ليمكرو فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون- واذا جاءتهم أية قالوا لن نؤمن حتى توتى مثل ما اوتى رسل الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وغداب شديد بما كانوا يمكرون –

আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার নিয়োগ করেছি, যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চক্রান্ত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। যখন তাদের কাছে কোন আয়াত পৌঁছে তখন বলে, আমরা কখনোই মানব না যে পর্যন্ত না আমরাও তা প্রদত্ত হই, যা আল্লাহর রাসূলগণ প্রদত্ত হয়েছেন। আল্লাহ এ বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে। যারা অপরাধ করছে, তারা অতি সত্ত্বর আল্লাহর কাছে পৌঁছে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি পাবে, তাদের চক্রান্তের কারণে।[৩৫]

এখানে দেখা যাচ্ছে, তারা দা'ওয়াতের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে যে প্রতিক্রিয়া দেখায় তাতে তাদের স্বভাব এরূপ :

১. তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

২. অলৌকিকতা প্রদর্শনের দাবী করে।

৩. নেতৃত্বের দম্ভ প্রদর্শন করে।

অনেক সময় পূর্ববর্তী প্রথা, ধর্ম বা জাতীয় স্বার্থও তুলে ধরে। মূলে ক্ষমতা হারানোর ভয়, যেমন মূসা ও হারুন 'আ.-কে ফিরআউন ও তার দলবল বলেছিল :

قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكما الكبرياء فى الارض وما نحن لكما بمؤمنين -

তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে এসেছ যাতে আমরা পেয়েছি আমাদের বাপ-দাদাদেরকে? আর যাতে তোমরা দুইজন এদেশের সর্দারী পেয়ে যেতে পার? আমরা তোমাদেরকে কিছুতেই মানবো না।[৩৬]

তবে কোন কোন শাসক দা'ওয়াত কবুলও করেছেন এবং তাদের সাথে হাজার হাজার মানুষ দা'ওয়াত কবুল করেছে। এজন্য যুগে যুগে দা'ঈগণ রাজা-বাদশা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের টার্গেট করেছেন। দা'ওয়াত দিয়েছেন। যেমন ইবরাহীম 'আ. নমরূদকে, মূসা 'আ. ফিরআউনকে। তবে কোন কোন সমাজপতি দা'ওয়াতের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেও জনগণ সে দা'ওয়াতের বিরোধী হওয়ার কারণে

---

৩৪. সূরা আহযাব : ৬৭।

৩৫. সূরা আন'আম : ১২৩-১২৪।

৩৬. সূরা ইউনুস : ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

তার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে দা'ওয়াত কবুল করেন নি। আবার উল্টো দিকে জনগণ দা'ওয়াত কবুল করে ফেলার কারণে তাদের নেতাও বাহ্যত দা'ওয়াতের প্রতি সমর্থন দিয়ে থাকে।

মূলত নেতারা সবেচেয়ে বেশী ভয় করে ক্ষমতা হারানো এবং আরাম-আয়েশী জীবনের অবসান। তাই এ দুটি দিক ঠিক রেখে অন্যান্য চলমান আন্দোলন বা পরিবর্তনের সাথে চলতে চায়। হয় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে, না হয় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাই দা'ঈর উচিত হবে এ ক্ষেত্রে ক্ষমতার লোভ না দেখানো ও তাকে ভয় না দেখানো। তার সাথে সহযোগিতা দেখিয়ে তাকে ইসলামের চিন্তা চেতনায় পরিশুদ্ধ করা উচিত। সাথে সাথে ইসলামী হুকুমত চালু করার চেষ্টাই সর্বাগ্রে স্থান দেয়া বাঞ্ছনীয়। তার সাথে নরম নরম কথা ও ব্যবহার পেশ করতে হবে। একনিষ্ঠ কল্যাণকামিতার ভাব ব্যঞ্জনায় নসীহত করতে হবে। যেন তার আবেগ ও বোধ একই সঙ্গে প্রভাবিত হয়। তবে সে অত্যাচারের পথ বেছে নিলে দা'ওয়াতী পথে অন্য পদক্ষেপ আছে, যা সামনে আলোচনা করা হবে।

খ. সাধারণ জনগোষ্ঠী : তারা মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক, সমাজের সাধারণ মানুষ। সমাজ সদস্যগণের তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ পেশাজীবি। তারা শাসিত এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে শোষিত, বঞ্চিত বা নিপীড়িত। তাদের অধিকাংশ দরিদ্র ও দুর্বল এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। তাদের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে :

১. ক্ষমতাধর শক্তির সামনে প্রধানত তারা দুর্বলতাই প্রকাশ করে, বিশেষত নতুন কোন দা'ওয়াত কবুল করার ক্ষেত্রে। তা সে যে কোন সমাজেই হোক।

২. তাদের স্বভাব সাদাসিধে তথা সহজ সরল প্রকৃতির। তাই দা'ওয়াতে সাড়া দিয়ে থাকে। কারণ দা'ওয়াত কবুল করার পথে যে, সব বিষয় অন্তরায় সৃষ্টি করে তার অনেকাংশই তাদের মাঝে নেই। যেমন নেতৃত্বের লোভ, কর্তৃত্ব চর্চার আকর্ষণ, অন্যের প্রতি আনুগত্যে অনাগ্রহ, মনস্তাত্বিক ও সামাজিক দম্ভ ইত্যাদি, যা সমাজে নেতৃস্থানীয়দের মাঝে পাওয়া যায়, তা সাধারণ মানুষের মাঝে নেই। এ জন্য আম্বিয়া কিরামগণের দা'ওয়াত সবচেয়ে যারা বেশী সাড়া দেয়, তারা হল সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষ। আবূ সুফিয়ানের সাথে কথাবার্তায় রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসও তাই বলেছিলেন।[৩৭]

৩. অনুকরণ প্রবণতার প্রাধান্য। বিশেষত বাপ-দাদার পক্ষ থেকে চলে আসা 'আকীদা, বিশ্বাস, রীতিনীতির উপর তারা অটল থাকতে বেশী ভালোবাসে। যেমন আল্লাহর বাণী :

واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالو بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان أباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون –

আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না। আমরা তো সে বিষয়েই অনুসরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছু জানতো না, জানতো না সরল পথও।[৩৮]

এজন্য কেউ কেউ বলেন, সাধারণ জনগণ বকরীর পালের মত। একটা যে দিকে যায়, সবগুলোই সেদিকে যায়।

৪. সমাজের নেতৃস্থানীয় ও বিজয়ী শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তাদের অনুসরণ করে। আর এটা কয়েকটি কারণে :

---

৩৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল্‌-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, বাবু বাদউল ওহী, ১খ, পৃ ৭-৯।
৩৮. সূরা বাকারা : ১৭০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত শাসকদের ভয় করে। কারণ শাসকদের হাতে থাকে সকল শক্তি প্রভাববলয় ও ধন-সম্পদ। তারা ইচ্ছা করলে সে শক্তি প্রয়োগ করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করতে পারে। তাই নির্যাতনের ভয়ে তাদের সব হিকমত ও সাহসিকতার স্ফূরণ স্তিমিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত শাসকগণ কিছু কিছু ব্যক্তিকে বিভিন্ন উপহার উপঢৌকন, খেতাব, বখশীশ ও সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদের সমর্থক করে রাখে। সময় মত নতুন দা'ওয়াতের দা'ঈদের বিরুদ্ধে এদেরকে ব্যবহার করে থাকে।

তৃতীয়ত দা'ঈদের বিরুদ্ধে শাসকরা বিভিন্ন ধরনের অপবাদ ও সংশয় সৃষ্টি করে। যাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়। ফলে তারা দা'ঈদের পরিবর্তে যালিম হলেও সে নেতাদেরই অনুসরণ করে। দা'ঈদের বিরুদ্ধে ঐ নেতারা যে সব অভিযোগ করে ও অপবাদ দেয় আল কুর'আনের ভাষায় তার কয়েকটি হলো :

১. দা'ঈরা পাগল, পথভ্রষ্ট ও বোকা ধরনের লোক। যেমন নূহ 'আ.-এর সময়ে :

قال الملاء من قومه انا لنراك فى ضلال مبين –

তার সম্প্রদায়ের নেতারা বলল, নিশ্চয় আমরা তোমাকে স্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত দেখেছি।[৩৯]

হূদ 'আ.-এর কওমের নেতারা যা বলেছিল :

قال الملاء الذين كفروا من قومه إنا لنرأك فى سافهة وانا لنظنك من الكاذبين –

তার সম্প্রদায়ের কাফির নেতারা বলল, নিশ্চয় আমরা তোমাদের বড় আহম্মক হিসেবে দেখছি। আর অবশ্যই আমরা ধারণা করছি, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।[৪০]

২. রাসূল হওয়ার দাবীদার ব্যক্তিটি তাদের ন্যায় সাধারণ মানুষ। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দাবী করলে তাদের মতে মানুষ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহর বাণী :

وقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا -

তার সম্প্রদায়ের কাফির নেতারা বলল, তোমাকে তো আমাদের মতই একজন মানুষ হিসেবে দেখছি।[৪১]

৩. নেতারা মানুষের জন্য সত্যের রক্ষক। তারা তাদের ধর্ম বিশ্বাসের হিফাযতকারী, কল্যাণকামী ও ফ্যাসাদ নিরসনকারী। যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وقال فرعون ذرونى اقتل موسى وليدع ربه إنى اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر فى الارض الفساد -

আর ফির'আউন বলল, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি, সে তার প্রভুকে ডাকতে থাকুক। আমার ভয় হচ্ছে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে ফেলবে, যা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে।[৪২]

৪. সংশয় সৃষ্টির আরেকটি হাতিয়ার হলো, এ নেতারা অনেক ধন-সম্পদ, যশ-খ্যাতি ও কর্তৃত্বের অধিকারী। আর দা'ঈদের মুখের বুলি ছাড়া কিছুই নেই। আল্লাহ বলেন :

ونادى فرعون فى قومه قال يا قوم اليس لى ملك مصر وهذه الانهار تجرى من تحتى افلا تبصرون -

ফির'আউন তার সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, হে আমার কওম, আমি কি মিসরের অধিপতি নই? এই নদীগুলো আমার নির্দেশে প্রবাহিত হয়, তোমরা কি দেখ না?[৪৩]

---

৩৯. সূরা 'আরাফ : ৬০।

৪০. সূরা 'আরাফ : ৬৬।

৪১. সূরা হূদ : ২৭।

৪২. সূরা মু'মিন : ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের এসব বক্তব্যে সাধারণ জনগোষ্ঠী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রভাবিত হয়। তাছাড়া এগুলো অত্যন্ত জৌলুসপূর্ণ আবেশে ও আভিজাত্যে উপস্থাপন করা হয়। যাতে মানুষ আরো বেশী মোহিত হয়ে থাকে। তাদের চাকচিক্য ও চোখ ধাঁধানো জাঁকজমকতায় সাধারণ মানুষ প্রভাবিত ও প্রতারিত হয়।

গ. 'আলিম শ্রেণী তথা শিক্ষিত সমাজ : প্রতিটি ধর্ম, সমাজ সভ্যতায় শিক্ষিত সমাজ রয়েছে। যারা জাতিকে শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান করে গড়ে তুলে। যদিও এ কাজ পূর্বে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হতো এবং শিক্ষিত মানে ধর্মীয় শাস্ত্রে শিক্ষিত বোঝাত। বিভিন্ন সমাজে এর বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন বনী ইসরা'ঈল সমাজে তাদেরকে আহ্‌বার, রিব্বিও বলা হত। খ্রীস্টান সমাজে উসকুপ, হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ বা ধর্মগুরু, পণ্ডিত ইত্যাদি নামে অভিহিত করে। মুসলিম সমাজে 'আরবী ধারায় 'আলিম বলা হয়।

মুসলিম সমাজে সাধারণত 'আলিমগণই দা'ঈ। এরপরও তারা অন্যদিক দিয়ে মাদ'উ। কারণ ইসলামী জ্ঞানের ভাণ্ডার অফুরন্ত। তা আহরণ করতে হলে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিলিখিত গ্রন্থের দ্বারস্থ হতে হবে। অন্যের দেয়া তত্ত্ব ও তথ্য নিতে হবে। এভাবেই অন্যের দা'ওয়াত নেয়া হয়। তাই তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য দা'ওয়াতের প্রয়োজন আছে।

অন্যান্য অমুসলিম 'আলিম বা ধর্ম বিশেষজ্ঞগণের মাঝেও দা'ওয়াতী কাজে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

- তারা জ্ঞানী মানুষ, জ্ঞানের গর্ব দেখাতে পারে। সেখানে আবেগ প্রসূত আলোচনার চেয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার প্রাধান্য কাম্য।
- 'আলিমরা সাধারণত তর্কপ্রিয়। তাই তাদের সাথে সর্বোত্তম পন্থায় সত্যযুক্তি প্রদর্শনমূলক তর্ক করতে হবে।
- তারা ধর্মীয় গ্রন্থের বিশেষজ্ঞ। অতএব, দার্শনিক আলোচনার পাশাপাশি তাদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা আনতে হবে। ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো কৌশলে ধরিয়ে দিতে হবে।
- তবে অন্যান্য ধর্মের গুরুদের অধিকাংশই সম্পদ লোভী, অর্থ উপার্জনেই ব্যস্ত। অতএব সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্য ও জ্ঞান চর্চার অবস্থা তুলে ধরতে হবে।
- জ্ঞানীরাই আল্লাহকে বেশী ভয় করে। আল্লাহ বলেন :

  انما يخشى الله من عباده العلماء-

  নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাকে বেশী ভয় করে।[৪৪]
- তারা মৌলিক তত্ত্বগত আলোচনা ভালোবাসেন। অতএব শাখা-প্রশাখার আলোচনা সীমিত ও সংক্ষিপ্ত থাকাই শ্রেয়।
- তারা মনের সাথে না মিললে দম্ভ প্রদর্শন করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। 'আলিমদের মাঝে মতানৈক্য বেশী। সেক্ষেত্রে দা'ঈ ভাল ব্যবহার, সত্য ও যুক্তির পক্ষ অবলম্বন করেই জয়ী হতে পারেন।

মুসলিম আলিমগণের মাজে মতানৈক্য আছে, থাকবে। তবে তা ইজতিহাদ ও গবেষণার ক্ষেত্রে অভিবাদনযোগ্য। কিন্তু দলাদলি সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিন্দনীয়। দা'ওয়াহকে সফল করতে হলে বিশেষ করে মুসলিম 'আলিমগণের ঐক্য অনিবার্য।

---

৪৩. সূরা যুখরুফ : ৫১।
৪৪. সূরা ফাতির : ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে কথা হল ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মাদ'উর উপরোক্ত শ্রেণীবিন্যাস বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই একই ব্যক্তির মাঝে একাধিক দিক থাকতে পারে। যেমন অমুসলিম শিক্ষিত পুরুষ নেতা, যিনি দা'ঈর আপন ভাই।

এরপরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্য ও দা'ওয়াতী নীতি অনুসরণ করলে দা'ওয়াত ফলপ্রসূ হবে। দা'ওয়াতী পরিকল্পনা গ্রহণ আরো সহজ হবে। এ ধরনের বৈচিত্রতা আল কুরআনের সম্বোধন রীতিতেও দেখা যায়। যেমন– কোন সময় বলা হয়, হে মানবজাতি, কোন সময় বলা হয়, হে ঈমানদারগণ, আবার কোন সময় বলা হয়, হে কিতাবীগণ, ইত্যাদি। এ বৈচিত্রতা দা'ওয়াতে ইসলামে মাদ'উর বৈচিত্রতা মূল্যায়নের গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

দা'ওয়াতে মাদ'উর গুরুত্ব

যে কোন দা'ওয়াত হোক না কেন, মাদ'উ হল তার অন্যতম স্তম্ভ। মাদ'উকে চেনা ব্যতীত কোন দা'ওয়াত কার্যক্রমের কথা অবান্তর। মাদ'উ সম্পর্কে জ্ঞান ব্যতীত দা'ওয়াতের চিন্তা করা যায় না। দা'ওয়াত দিতে হলে বিভিন্ন প্রকারের মাদ'উর বৈশিষ্ট্য ও অবস্থানাদি মূল্যায়ন করতে হবে। তখন দা'ওয়াতকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর দাঁড় করানো সম্ভব।

কেউ কেউ মনে করেন, মাদ'উ হলো গ্রহীতা। তার কাছে উপস্থাপন প্রক্রিয়াই বড় কথা। তার সম্পর্কে জানার তেমন প্রয়োজন নেই।

কিন্তু বাস্তবে এ ধারণাটি যথাযথ নয়। কারণ সকল মাদ'উ সমান নয়। সবার যোগ্যতা, অবস্থা, গুণাগুণ ও গ্রহণ করার ক্ষমতা এক নয়। অতএব দা'ওয়াত ও দা'ঈর সঙ্গে সম্পর্ক বিবেচনায় মাদ'উর সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে হবে। কারণ মানব সমাজে স্বভাবগত ও পেশাগত বৈচিত্র্যকে কখনো উপেক্ষা করা যায় না। অন্যথায় দা'ওয়াতী কাজ নিমিষে হারিয়ে যাবে শূন্যে, স্থায়ী হবে না। যে মাদ'উকে জানা ব্যতীত দা'ওয়াতের চিন্তা করে, তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মত যে অন্ধকে রাস্তা দেখাতে চায়, বধিরকে কিছু শোনাতে চায়, পাগলের চিন্তা জাগ্রত করতে চায়, সাগরে চিত্র অংকন করতে চায়। আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক নবীকে তার জনগোষ্ঠী তথা মাদ'উ সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েই পাঠিয়েছেন :

وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم -

প্রত্যেক রাসূলকে তার স্বজাতির ভাষাভাষি করেই পাঠিয়েছেন, যেন তারা তাদেরকে বুঝাতে পারে।[৪৫]

আর মুখের যেমনি ভাষা আছে, তেমনি অবস্থারও ভাষা আছে। অতএব দা'ওয়াতী পদ্ধতিতে মাদ'উর গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যথায় দা'ওয়াহ্ হবে গন্তব্যহীন।

---

৪৫. সূরা ইবরাহীম : ৪।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : নয়

ইসলামী দা'ওয়াতের মাধ্যম

বস্তুগত হোক, আর অবস্তুগত হোক, যার সহায়তায় দা'ওয়াহ উপস্থাপন ও বাস্তবায়ন করা হয়, তাই দা'ওয়াতের মাধ্যম। দা'ওয়াতের পথে মাধ্যমগুলোকে প্রথম দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

- অবস্তুগত মাধ্যম।
- বস্তুগত মাধ্যম।

ইসলামী দা'ওয়াতের অবস্তুগত মাধ্যম

ইসলামী দা'ওয়াতে অবস্তুগত মাধ্যম অনেক।

১. আল্লাহর সাথে দা'ঈ ও মাদ'উর সম্পর্ক দৃঢ়করণ। এর জন্য বেশী বেশী নামায আদায় করা।

২. সবর করা।

৩. দা'ঈ উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়া। কেননা দা'ঈ সর্বপ্রথম দা'ওয়াতী মাধ্যম। তার সত্যবাদিতা, দয়া, আতিথেয়তা, সাহসিকতা, বিপদে ঝুঁকি নিয়ে কাউকে রক্ষা করা ইত্যাদি তার প্রতি অন্যের আকর্ষণের উপলক্ষ্য বিশেষ।

৪. পরিকল্পনা। এটা অবস্তুগত এমন মাধ্যম, যা দা'ওয়াতের চালিকা শক্তি ও নিয়ামক। ভাল পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন বিশেষজ্ঞের অংশগ্রহণ, পক্ষে বিপক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য, সামষ্টিক সহযোগিতা, যুক্তিগ্রাহ্য পন্থা অনুমোদন, ভারসাম্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং ইসলামী শরী'আর অনুসরণ ইত্যাদি।

ইসলামী দা'ওয়াতের বস্তুগত মাধ্যম

দা'ওয়াহ বিশেষজ্ঞগণের মতে, দা'ওয়াতে বস্তুগত মাধ্যম তিন প্রকার।

১. সৃষ্টিগত মাধ্যম। যেমন বাচনিক ও বিচরণমূলক।

২. শিল্পকলা ও প্রযুক্তিগত।

৩. কার্যগত।[১]

তবে আমাদের মতে, দা'ওয়াতে বস্তুগত মাধ্যমকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১. দা'ঈর জন্মগতভাবে প্রাপ্ত মাধ্যম।

২. শিল্পকলা ও প্রযুক্তিগত মাধ্যম।

৩. কার্যগত মাধ্যম।

৪. প্রাতিষ্ঠানিক তথা পরিবেশগত মাধ্যম।

---

১. দ্র. ড. আবুল ফাতাহ বায়ানূনী, *আল মাদখালু ইলা 'ইলমিদ্ দা'ওয়াহ,* বৈরুত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯১, পৃ ৩০৯।

Dhaka University Institutional Repository

জন্মগত মাধ্যম

দা'ঈ তার জন্মগতভাবে যে মাধ্যম পেয়েছে, তার ব্যবহারই দা'ওয়াতের জন্মগত মাধ্যম। যেমন মুখের বচন ব্যবহার তথা কথা বলা। কথা বলার বিভিন্ন ধরন আছে।

১. দা'ঈ ও মাদ'উর মাঝে ব্যক্তিগত কথাবার্তা বা আলোচনা।
২. দরস ও পাঠ দান।
৩. ওয়াজ নসীহত অনুষ্ঠান।
৪. খুৎবা বা ভাষণ। তা জুম'আর খুৎবাই হোক বা অন্য কোন প্রসঙ্গে খুৎবাই হোক যেমন- ঈদ, বিয়ে, জরুরী অবস্থা বা পরিস্থিতিতে ভাষণ ইত্যাদি।
৫. সাক্ষাৎকার প্রদান।
৬. আযান দেয়া।
৭. ঘোষণা প্রচার করা ইত্যাদি।
৮. হাতের ব্যবহার করা। এতে নিন্দিত কাজে কাউকে প্রহার করা।
৯. পায়ের ব্যবহার করা। এতে দা'ওয়াতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত, সফর করা, হিজরত করা, কোন ব্যক্তি বা স্থান যিয়ারত তথা পরিদর্শন করা, ইত্যাদি।
১০. চোখের ব্যবহার। যেমন ইশারা করা ইত্যাদি।
১১. হাত, মুখ ও চোখের সমন্বিত ব্যবহার। যেমন লেখালেখি করা, তা পত্র-পত্রিকায় হোক কিংবা কোন লিফলেট বা জার্নালেই হোক না কেন।

শিল্পকলা ও প্রযুক্তিগত মাধ্যম

শিল্পকলা ও প্রযুক্তিগত মাধ্যমসমূহ ক্রমবিকাশমান ও ক্রমপরিবর্তনশীল। এ ধরনের মাধ্যমের ভিতরে কিছু আছে পাঠ্য মাধ্যম। যেমন বই পুস্তক, চিঠি-পত্র, পত্রিকা, সাময়িকী, । কিছু দর্শনীয় বা চাক্ষুস মাধ্যম যেমন স্থির চিত্র। কিছু শ্রবণীয় মাধ্যম যেমন মাইক্রোফোন, রেকর্ড প্লেয়ার, রেডিও, টেলিফোন। কিছু শ্রবণ দর্শন উভয়ই, যেমন টিভি, সিনেমা। আরো অন্যান্য বৈদ্যুতিক যান্ত্রিক প্রচার মাধ্যম যেমন ইন্টারনেট, ফ্যাক্স, টেলেক্স, ই-মেইল ইত্যাদি। এমনিভাবে অন্যান্য সাংস্কৃতিক মাধ্যম যেমন সঙ্গীত, নাটক, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, মীলাদ-মাহফিল, ধর্মীয় দিবস উদযাপন, উৎসব ইত্যাদি।

কার্যগত মাধ্যম

বিভিন্ন কাজের মাধ্যমেও দা'ওয়াতী তৎপরতা সম্প্রসারিত হয়। যেমন-

১. মসজিদ নির্মাণ।
২. জামা'আত তথা সংগঠন প্রতিষ্ঠা।
৩. বিভিন্ন সংস্থা গড়ে তোলা।
৪. মাদ্‌রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা।
৫. হাসপাতাল ও চিকিৎসা ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা।
৬. পুস্তক প্রকাশনালয় প্রতিষ্ঠা ও ছাপানো।
৭. সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সভার আয়োজন।
৮. বিভিন্ন ক্লাব প্রতিষ্ঠা ও কর্ম শিবির আয়োজন। যেমন- চক্ষু শিবির ইত্যাদি।
৯. দুর্যোগ মুহূর্তে ত্রাণ তৎপরতায় অংশগ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

১০. অপরাধ প্রতিরোধে সামাজিক পদক্ষেপ গ্রহণ।
১১. জিহাদ করা।
১২. রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনা করা।
১৩. স্বেচ্ছাসেবক কর্মী বাহিনী গড়ে তোলা।
১৪. দা'ওয়াতী কাফেলা নিয়ে বের হওয়া।
১৫. প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাবকে দা'ওয়াতের পথে কাজে লাগানো ইত্যাদি।

পরিবেশগত মাধ্যম

সমাজে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এমন কিছু দিক ও প্রতিষ্ঠান আছে, যা দা'ওয়াহ প্রচারের মাধ্যম হিসেবে কার্যকর। তন্মধ্যে–

১. **বাড়ী ঘর** : কারণ একটি শিশু বাইরের পরিবেশের সাথে মেশার পূর্বেই তার জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও সংস্কৃতি বাড়ীর ভিতর থেকে গ্রহণ করে। যা এমনকি সারা জীবন স্থায়ী থাকে। অপর দিকে দা'ঈসহ সকলেই বাড়ীতে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। তাই বাড়ী ঘরের পরিবেশ ইসলামীকরণ করা সম্ভব হলে এর দ্বারা দা'ওয়াহ এমনিতেই প্রচারিত হতে থাকবে।

২. **শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র** : মানুষ নির্দিষ্ট একটি সময়সীমা পর্যন্ত বিশেষ পাঠ্যক্রম ও কর্মসূচীর অধীনে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে। তাই সে প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশ, পাঠ্যক্রম ও কর্মসূচী ইসলামের আলোকে হলেও অনেক দা'ওয়াতী কাজ হতে পারে। পাঠ্যক্রম ও কর্মসূচী ইসলামী হলে তাতো সরাসরি দা'ওয়াতের কাজ।

৩. **মসজিদ** : 'ইবাদতের জন্য মসজিদ প্রতিষ্ঠা যেমন দা'ওয়াতী কাজ, তেমনি মসজিদের পরিবেশও দা'ওয়াতী ইমেজ বহন করে। আল্লাহর রাসূল সা. মদীনায় সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন তাহলো মসজিদ প্রতিষ্ঠা। সেখান থেকেই রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করেন ও প্রচার করেন। মুসলিম সমাজে দা'ওয়াতী কাজে মসজিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. **গণ মিলন কেন্দ্র** : যেমন হাট-ঘাট, বাজার, বিপণী, দোকানপাট, অফিস, আদালত এলাকা। এগুলোতে দা'ঈগণ সহজেই অনেক মানুষের সাথে স্বাভাবিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। আল্লাহর নবী-রাসূলগণ সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেন। যেমন আল্লাহর বাণী :

وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ياكلون الطعام ويمشون فى الاسواق –

আপনার পূর্বে যে রাসূল পাঠিয়েছি তারা সকলেই খাবার খেতো এবং হাট-বাজারে চলাফেরা করতো।[২]

৫. **সৎসঙ্গ** : সমাজে শিশু থেকে নিচু সকল বয়সের মানুষ সঙ্গী-সাথীর দ্বারা প্রভাবিত হয়। অতএব আদর্শিক মডেল তৈরী করে মানুষকে তাদের সঙ্গদানের মাধ্যমেও দা'ওয়াত প্রসার করা যায়। এছাড়া দা'ওয়াতের আরো অনেক মাধ্যম আছে, তবে উপরোক্ত মাধ্যমগুলোই মোটামুটিভাবে প্রধান।

---

২. সূরা ফুরকান : ২০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী দা'ওয়াতে মাধ্যমের গুরুত্ব

যে কোন মানুষ তার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে হলে উসীলা বা মাধ্যম প্রয়োজন। আল কুরআনেও বলা হয়:

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و ابتغوا اليه الوسيلة –

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তার নিকট উসীলা কামনা কর।[৩]

অত্র আয়াতে মাধ্যম গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়।

দা'ঈগণ এর প্রতি বেশী মুখাপেক্ষী। কারণ যোগাযোগ ব্যতীত দা'ওয়াহ্ অকল্পনীয়। আর অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে হলে কোন না কোন মাধ্যম গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ পাক যেখানে মানুষকে হিদায়াতের জন্য রাসূলগণকে মাধ্যম নিয়েছেন। তাই বলে তিনি অক্ষম এজন্য নয়; বরং মানব সমাজে সে সুন্নত জারী করার জন্য যে কোন লক্ষ্য অর্জনে উসীলা বা মাধ্যম গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাই দা'ওয়াতে ইসলামে মাধ্যমের গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলামী দা'ওয়াতে মাধ্যম গ্রহণে সীমাবদ্ধতা ও বৈশিষ্ট্য

ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মাধ্যম ব্যবহারের নির্দেশনা রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা ও বৈশিষ্ট্য আছে।

এক. মাধ্যম পরিবর্তনশীল। কারণ, মানব সমাজে কলা কৌশলের ক্রমবিবর্তনে মাধ্যমও পরিবর্তিত হয়, উন্নত হয়। যেমন একদিন মানুষ যোগাযোগের বাহন হিসেবে উট, ঘোড়া, গাধা, নৌকা ব্যবহার করত। আজ মানুষ তৈল যান্ত্রিক যোগাযোগে বাস, ট্রেন, উড়োজাহাজ অতিক্রম করে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ মাধ্যম আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে। যা পৃথিবীকে ছোট করে ফেলেছে। যাকে গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বপল্লী বলা হচ্ছে। দ্রুত যোগাযোগের ক্ষেত্রে মানুষ আরো কত কি আবিষ্কার করে, তা আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون –

ঘোড়া, খচ্চর, গাধা সৃষ্টি করা হয় যেন তোমরা তা বাহন ও আভিজাত্য হিসেবে ব্যবহার করতে পার। আরো কত কি আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তা তোমরা জান না।[৪]

দুই. ব্যবহারে হালাল হারাম বিবেচনা। উপরোক্ত মাধ্যমগুলো ইসলামী মূল্যবোধ ঠিক রেখে শরী'অতী বিধিমালার আলোকে ব্যবহার করতে হবে। কারণ ইসলামে মাধ্যম উদ্ভাবন ও ব্যবহারে পরিবর্তনের অনুমোদন করলেও তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অপরিবর্তনশীল। তাই নৈতিকতা সম্পন্ন মাধ্যম ব্যবহার করতে হবে। ইউরোপের প্রাগমাটিজম (Pragmatism) অনুসারে End define the means 'উদ্দেশ্যই উপায় নির্ধারণ করবে'– এ ধরনের চেতনা ইসলাম অনুমোদন করে না। উদ্দেশ্য শরী'অত সম্মত হতে হবে, উপায়ও শরী'অত সম্মত হতে হবে। যেমন কোন পতিতা যদি মনে করবে যে, এ পেশার মাধ্যমে যুবকদেরকে একত্রিত করে দা'ওয়াত দেবে, তখন ইসলাম এটা অনুমোদন করবে না। অতএব ইসলামী দা'ঈর উচিত হবে শরী'আত সম্মত মাধ্যম ব্যবহার করা। অন্যথায় তাও ব্যবহার করা, যা অন্তত শরী'আত বিরোধী নয়। তবে তৃতীয়টি কখনো নয়।

---

৩. সূরা মায়িদা : ৩৫।

৪. সূরা নাহল : ৮।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : দশ

ইসলামী দা'ওয়াতের আহবানকারী বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী

আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেয়ার এ মহান লক্ষ্যে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। সকলেই নির্দ্বিধায় স্বীয় জাতিকে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দিয়েছেন।[১]

আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-এর দা'ওয়াত প্রসঙ্গে বলেন :

لقد ارسلنا نوحا الى قومه ، فقال يقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم -

> নিশ্চয়ই আমি নূহকে তার কওমের নিকট পাঠিয়েছিলাম। তিনি তার কওমকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আমার জাতির লোক, আল্লাহর দাসত্ব কর। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য এক মহাদিনের আযাবের ভয় করছি।[২]

আল্লাহ তা'আলা হযরত সালেহ (আ)-কে দা'ওয়াতের নিমিত্তে প্রাচীন 'আরবের এক অঞ্চলে সামূদ জাতির কাছে প্রেরণ করেন। সামূদ ছিল তাঁর চাচাত ভাই। হযরত নূহ (আ)-এর পুত্র সাম-এর দুই পুত্র ছিল ইরাম ও আবির। আবিরের পুত্র সামূদ ও ইরামের পুত্র 'আদ। আদ সম্প্রদায়ের দু'শ বছর পর সামূদ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারা দক্ষিণ সিরিয়া থেকে উত্তর 'আরব সীমান্ত পর্যন্ত ভূভাগের অধিকর্তা ছিল।[৩] বিভিন্ন শিল্পকর্মে বিশেষ করে ভাস্কর্য শিল্পে সারা দুনিয়ায় তাদের জুড়ি ছিলো না। পাথরের পাহাড় খোদাই করে প্রাসাদ বানিয়ে তারা তাতে বসবাস করতো। তারা ছিল ইবলিসের সাগরেদ। এ পাপী কওমকে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেয়ার নিমিত্তে প্রেরিত হন হযরত সালেহ (আ)।[৪] তাঁর দা'ওয়াতী কার্যক্রমের বিবরণ সম্পর্কে আল কুর'আনে ইরশাদ করা হয়েছে :

والى ثمود اخاهم صالحا قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره -

> আমি সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম। সে বলল, হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই।[৫]

প্রাচীন 'আরবের এক প্রতাপশালী জাতি ছিল 'আদ জাতি। কুফরী জীবনধারায় এ জাতি ছিল অভ্যস্ত। এ জাতিকে আল্লাহর দিকে আহবান করার জন্য প্রেরিত হন হযরত হূদ 'আলাইহিস সালাম।[৬] তাঁর দা'ওয়াতী তৎপরতার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

والى عاد اخاهم هودا قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره -

> 'আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে পাঠালাম। তিনি বললেন, হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।[৭]

---

১. এ কে এম নাজির আহমদ, *আল্লাহর দিকে আহবান,* ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন্স, ২০০৩, পৃ ১৯।

২. সূরা আরাফ : ৫৯।

৩. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুরআন পরিচিতি,* ঢাকা : নুবালা পাবলিকেশন্স, ১৯৯২, পৃ ৪৯।

৪. এ কে এম নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯।

৫. সূরা আরাফ : ৭৩।

৬. এ কে এম নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৯।

৭. সূরা আরাফ : ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

'আরবের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নাম মাদইয়ান জাতি। তাবুকের নিকটবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছিল এদের বাস। এ জাতি আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে নানা পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার দিকে দা'ওয়াত জানানোর জন্য হযরত শু'আইব 'আলাইহিস সালাম প্রেরিত হন।[৮] তাঁর দা'ওয়াতী কাজ সম্পর্কে আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে :

والى مدين اخاهم شعيبا ، قال يقوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءكم بينة من ربكم -

আর মাদইয়ান জাতির নিকট তাদের ভাই শু'আইবকে পাঠালাম। সে বলল, হে আমার কওম, আল্লাহর 'ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।[৯]

এককালে ইরাকের উর নগর রাষ্ট্রে নমরুদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইবলিসী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নমরুদ এবং তার রাষ্ট্রের অধিবাসীদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান জানানোর লক্ষ্যে হযরত ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম প্রেরিত হন। তাঁর পিতাই ছিলেন সেখানকার ইবলিসী জীবনব্যবস্থার প্রধান উপদেষ্টা। তাই হযরত ইবরাহীম 'আ. তাঁর পিতার নিকট হকের দা'ওয়াত উপস্থাপন করেন।[১০] আল কুর'আনে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করা হয়েছে :

يابت انى قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا -

হে আব্বাজান, আমার নিকট এমন ইল্‌ম এসেছে, যা আপনার কাছে আসে নি। আপনি আমার অনুসরণ করুন। আমি আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করব।[১১]

এছাড়া উরবাসীকে সম্বোধন করে হযরত ইবরাহীম 'আ. বলেন :

قال يقوم انى برىء مما تشركون – انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين -

হে আমার জাতি, তোমরা যাদেরকে শরীক বানাচ্ছো, সেসব থেকে আমি নিঃসম্পর্ক। আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফেরাচ্ছি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।[১২]

এছাড়া হযরত ইবরাহীম 'আ. তাঁর কওমকে সম্বোধন করে আরো বলেন :

اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون -

তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় করে চল। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা তা বুঝ।[১৩]

ফিলিস্তিনের অধিবাসী ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ)। ঈর্ষাপরায়ণ ভাইদের চক্রান্তের শিকার হয়ে তিনি মরুভূমির এক কুয়ায় নিক্ষিপ্ত হন। জনৈক ব্যবসায়ীর কাফেলা পানির সন্ধানে কুয়ার কাছে এসে বালক ইউসুফকে আ. উদ্ধার করে এবং কাফেলার লোকেরা মিসরে পৌঁছে সেখানকার এক প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে তাঁকে বিক্রি করে দেয়। ভালই কাটছিল ইউসুফের আ. দাসত্বের জীবন, কিন্তু তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ মনিবের স্ত্রী জুলায়খা তাঁর প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। জুলায়খা তাঁকে যৌনলীলায় লিপ্ত হতে আহবান জানায়, কিন্তু হযরত ইউসুফ আ. মনিবের স্ত্রীর আহবানে সাড়া দেন নি। এতে জুলায়খা ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হন এবং তাঁর বিরুদ্ধে যৌন কেলেংকারীর মিথ্যা মামলা ঠুকে দেন। পরিশেষে ইউসুফ আ. কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ইতিমধ্যে ইউসুফ 'আলাইহিস সালাম নবুওয়ত প্রাপ্ত হন। কারাগারে কয়েদীরাই তার একমাত্র সঙ্গী। হযরত ইউসুফ 'আ. এ পাপী অধঃপতিত আদম সন্তানদেরকে লক্ষ্য করে দা'ওয়াতী কাজ শুরু

---

৮. এ কে এম নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২০।

৯. সূরা আরাফ : ৮৫।

১০. এ কে এম নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮।

১১. সূরা মারইয়াম : ৪৩।

১২. সূরা আল আন'আম : ৭৮-৭৯।

১৩. সূরা আনকাবূত : ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

করেন।[১৪] দা'ওয়াতী ভাষণ পেশ করতে গিয়ে তিনি যা বলেছিলেন তার একাংশ আল কুর'আনে এভাবে পরিবেশিত হয়েছে :

يصاحبى السجن أرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتوها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ، ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون -

হে কারা সঙ্গীগণ, ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয় না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ। তাঁকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতগুলো নামের 'ইবাদত করছ, যেগুলো তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ। এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠান নি। বিধান দেবার অধিকার আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্য কারো 'ইবাদত না করতে, কেবল তাঁর ব্যতীত। এটাই শাশ্বত দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অবগত নয়।[১৫]

হযরত মুসা 'আ. স্বীয় সম্প্রদায়কে যে আহবান করেছেন, আল কুর'আনে তা এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور-

আমি নিদর্শনাদিসহ মূসাকে পাঠালাম। তাঁকে নির্দেশ দিলাম, তোমার জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসো।[১৬]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

اذهب الى فرعون انه طغى-

ফিরআউনের কাছে যাও। নিশ্চয়ই সে অবাধ্যতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে।[১৭]

হযরত মূসা 'আ. ফিরআউনকে লক্ষ্য করে বললেন :

ان ادوا الى عباد الله اني لكم رسول أمين وان لاتعلوا على الله انى اتيكم بسلطان مبين -

(মূসা বলল) আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার হাতে সঁপে দাও। আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল। আর তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না। আমি তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট সনদ পেশ করছি।[১৮]

হযরত 'ঈসা 'আলাইহি সালাম আবির্ভূত হন। ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে তিনি তাঁর জাতিকে আল্লাহর দিকে আহবান জানাতে গিয়ে বলেন :

وان الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم-

আল্লাহই আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটাই সরল পথ।

সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি শেষ নবী, যার পরে আর কোন নবী আসবেন না। এটাই মহান রাব্বুল 'আলামীনের অমোঘ সিদ্ধান্ত, যা অখণ্ডনীয়। আজকের এ বিশ্বের সব মানুষের জন্য তাঁকে রাসূলরূপে মনোনীত করা হয়েছে।

মুহাম্মদ সা. সুদীর্ঘ ২৩ বছর নিরলস সংগ্রাম করে এ ধরাধামে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তাঁর গোটা জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি ছিলেন আল্লাহর দিকে আহবানকারী আদর্শ মূর্তপ্রতীক তথা মরু ভাস্করের ন্যায় সমুজ্জ্বল।

ইসলামী দা'ওয়াতের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে বর্ণিত কতিপয় আয়াত নাযিল করেছেন, যা পর্যায়ক্রমে প্রদত্ত হল :

يايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر-

---

১৪. এ কে এম নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ ২১।

১৫. সূরা ইউসুফ : ৩৯-৪০।

১৬. সূরা ইবরাহীম : ৫।

১৭. সূরা ত্বাহা : ২৪।

১৮. সূরা দু'খান : ১৮-১৯।

Dhaka University Institutional Repository

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি, উঠ আর সতর্ক কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। আর তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ।[১৯]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে :

يايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته -

হে রাসূল, তোমার প্রভুর নিকট থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা লোকদের কাছে পৌঁছে দাও। আর যদি তুমি তা না কর, তবে তো তুমি রিসালাতের দায়িত্বই পালন করলে না।[২০]

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هى احسن -

তোমার রবের পথে (লেকদেরকে) হিকমত ও উত্তম বক্তব্য সহকারে আহবান কর। আর যুক্তি প্রদর্শন কর সর্বোত্তম পদ্ধতিতে।[২১]

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে :

قل هذه سبيلى ادعو الى الله -

বল, আমার পথ তো এই যে, আমি আল্লাহর দিকে আহবান জানাই।[২২]

নবী করীম সা. ২৩ বছর ধরে মানুষকে আল্লাহর পথে দা'ওয়াত করে ইসলামের অমীয় বাণী প্রচার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি, থেমে যান নি। শত বাধা সত্ত্বেও মক্কার এমন কোন ঘর ছিল না যেখানে তিনি দা'ওয়াত পৌঁছান নি। শুধু মক্কা নগরীতেই নয়; বরং এর নিকটবর্তী জনপদ গুলোতেও আল্লাহর দিকে আহবান জানিয়েছেন।

সদা তিনি দা'ওয়াতের কাজে এতই মশগুল থাকতেন যে, স্বাভাবিক অবস্থায় তাকে ভাবাই যেতো না বিধায় কেউ কেউ তাকে মাজনুন বা পাগল বলতো। মূলতঃ তিনি ছিলেন দা'ওয়াতের ব্যাপারে তথা কর্তব্য পালনে পাগলপারা। তাঁর দা'ওয়াত সম্পর্কে আল কুর'আনে সূরা হূদে ইরশাদ হয়েছে :

الا تعبدوا الا الله اننى لكم منه نذير وبشير ، وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير، الى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير -

তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যের 'ইবাদত করবে না। অবশ্যই আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্টকালের জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করতে দেবেন এবং তিনি প্রত্যেক গুণীজনকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দান করবেন। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমি তোমাদের জন্য আশংকা করছি মহাদিবসের শাস্তির। আল্লাহরই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সর্বশক্তিমান।[২৩]

এমনিভাবে সমগ্র আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস সালাম আল্লাহর পথে আহবান করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت -

আল্লাহর 'ইবাদত করার ও তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি।[২৪]

---

১৯. সূরা মারইয়াম : ৩৬।
২০. সূরা মুদ্দাসসির : ১-৪।
২১. সূরা মায়িদা : ৬৭।
২২. সূরা ইউসুফ : ১০৮।
২৩. সূরা হূদ : ২-৪।
২৪. সূরা নাহল : ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শ দা'ঈ ইলাল্লাহ

সৃষ্টির সর্বোৎকৃষ্ট অংশ হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত পুরুষগণ। তাঁদের সাথে পৃথিবীর কোন কালের কোন মহামানবদের সাথে কোন তুলনাই চলে না। সকল দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা নিখুঁত ও অতুলনীয়। তাঁদের উপর সত্যের পথে আহবান করার এমন একটি দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আরোপিত হয়েছে যা পালন করা তাঁদের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলার দিকে মানুষকে আহবানই হচ্ছে দা'ওয়াতে ইলাল্লাহ্, যা নবুওয়তের মূল কাজ। এ দা'ওয়াতী কাজ যারা করেন তারা দা'ঈ ইলাল্লাহ।

সভ্যতার ক্রমবিকাশে কালের বিবর্তনে একই মৌলিক বিষয়কে যুগে যুগে মানুষের বিচিত্র রুচির সামনে সার্থকভাবে পেশ করেছেন সকল যুগের নবীগণ। যেহেতু আল্লাহর ওহী তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছে, তাই প্রত্যেক নবী 'আ. তাঁর সমকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ দা'ঈ ইলাল্লাহ। কালের শেষাংশে আগমনকারী সকল যুগের নবীদের দা'ওয়াতী চরিত্রের সার্থক সমষ্টি সকল রুচি-অভিরুচি, সময় ও কালোত্তীর্ণ দা'ঈ ইলাল্লাহ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.' হলেন পৃথিবীর শেষ দিন অবধি আদর্শ দা'ঈর মূর্ত প্রতীক।

বর্তমান বিশ্ব অনেক জটিল ও প্রযুক্তি সমৃদ্ধ। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে একবিংশ শতাব্দী মানবতার সামনে হাজির হয়েছে- এর মোকাবেলা সহজ বিষয় নয়। এটি মূলতঃ বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ। রাশিয়ার মত পরাশক্তি তার আদর্শ কম্যুনিজমকে রক্ষা করতে পারে নি। যদিও তার ছিল অপরিমেয় অর্থ আর অস্ত্রাগারে ছিল টন টন পরমাণু বোমা। কারণ তা সংস্কৃতির যুদ্ধে টিকে থাকতে পারে নি। আজকের পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও আগ্রাসী ধনতন্ত্রের জাহিলিয়াতকে ইসলামই মোকাবেলা করতে পারে। ইসলামে রয়েছে সার্বজনীনতা, মানবতা, সহনশীলতা ও অনন্তকাল বেঁচে থাকার খোদাপ্রদত্ত জীবনী শক্তি। তাই সমস্ত বৈরি পরিবেশ অগ্রাহ্য করে সকল পরাশক্তির রক্তচক্ষুকে পরোয়া না করে, অপপ্রচারের আক্রমণকে প্রতিহত করে চক্রান্তের সকল বেড়াজাল ছিন্ন করে ইসলাম বেঁচে রয়েছে ও বেঁচে থাকবে পৃথিবী লয় না হওয়া পর্যন্ত।

যদি ইসলামকে পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়, বিশ্ব অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও রাজনীতির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করা হয়, ইসলাম যদি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে বিজয়ীদের জীবন যাপনের বিধান হিসেবে গৃহীত হয়- তবে একমাত্র ইসলামই দিতে পারে মানবতাকে শান্তি ও মুক্তির গ্যারান্টি।

হতাশার তিমিরে আচ্ছন্ন, বিভ্রান্তির চোরাবালিতে হারিয়ে যাওয়া সমস্যার অক্টোপাসে জর্জরিত বিশ্ববাসীকে কে দেবে পথের সন্ধান? কে তাদেরকে শোনাবে মুক্তির মহাবাণী? কে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার আখেরী পয়গাম পৌঁছে দেবে? আল্লাহ তা'আলার অনুগৃহীত, সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত এক দল আহবানকারীর দুনিয়া কাঁপানো এক ডাকের অপেক্ষা করছে আজকের পৃথিবী। যা সম্বিত হারা মানবতাকে দেবে চেতনার অনুভূতি। পৃথিবীর প্রতিটি মৃত বস্তিতে তারা শোনাবে ইস্রাফিলের কান ফাটা চিৎকার। যাদের কণ্ঠে থাকবে কুর'আনের বাণী আর হৃদয়ে থাকবে মানবতার আবেগ। এই দা'ওয়াত দানকারী দলটি সম্পর্কে কুর'আন বলেছে :

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون -

> তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতেই হবে, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে, ন্যায়ের আদেশ দেবে আর বিরত রাখবে অন্যায় থেকে- আর তারাই সফলকাম।[২৫]

দা'ঈদের এ দল থাকা না থাকার উপর মানবতার অস্তিত্ব নির্ভর করছে। নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে এ পৃথিবী এবং এর তাবৎ ঐশ্বর্য ও সভ্যতার শেষ অনু যাদের কারণে বেঁচে যেতে পারে তারা দা'ঈ ইলাল্লাহ।

---

২৫. সূরা আলে ইমরান : ১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

দা'ঈদের বৈশিষ্ট্য

দা'ঈর উদ্দেশ্য সত্যকে প্রকাশ করে একে পূর্ণরূপে প্রতিভাত করা। যাতে বিশিষ্ট লোকেরা তা উত্তমরূপে বুঝে নিতে পারে এবং সাধারণ লোকদের জন্যও তা হৃদয়ঙ্গম হয়। সত্যকে অতীব সুন্দর পদ্ধতিতে উপস্থাপন করতে হবে, যাতে শ্রোতাদের মধ্যে যাদের অন্তরে সত্য গ্রহণ করার মত কিছুটা যোগ্যতা আছে তারা যেন তা গ্রহণ করে নিতে পারে। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের কাছে তা অমান্য করার কুরুচি ও হঠকারীতা ছাড়া আর কোন কারণ না থাকে। এ উদ্দেশ্য সফল করার দাবী হচ্ছে দা'ওয়াতের ভাষা অত্যন্ত প্রভাবশালী হতে হবে এবং আহবানকারীর বাক্যরীতি স্বভাবসুলভ ও হৃদয়গ্রাহী হতে হবে।[২৬]

প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, তারা যে জাতির কাছে দ্বীনের দা'ওয়াত পেশ করেছেন তা তাদের ভাষায়ই পেশ করেছেন। যাতে প্রতিটি সম্প্রদায় এবং প্রতিটি স্তরের লোকদের উপর আল্লাহর চূড়ান্ত প্রমাণ পূর্ণতা লাভ করতে পারে।[২৭]

ইরশাদ হচ্ছে :

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم-

আমরা যখনই কোন রাসূল পাঠিয়েছি সে নিজ জাতির জনগণের ভাষায়ই পয়গাম পৌঁছিয়েছে, যেন সে তাদের পরিষ্কারভাবে বুঝাতে পারে।[২৮]

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তাদের বক্তব্য হবে সুস্পষ্ট। আহবানকারী প্রচলিত কথ্য ভাষায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করবেন, যাতে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতিটি লোকের কাছে তাঁর বক্তব্য পৌঁছাতে সক্ষম হন। তাঁর ভাষা হবে অত্যন্ত মার্জিত, পরিচ্ছন্ন এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত। তা অস্পষ্টও নয় এবং একেবারে সংক্ষিপ্তও নয়।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য তাঁরা নিজেদের একই উদ্দেশ্যের দিকে বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে এসে থাকেন। কুর'আন মাজীদের পরিভাষায় এটাকে তাফসীরুল আয়াত বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ যার কাছে দ্বীনের দা'ওয়াত পেশ করা হয় তাকে বিভিন্ন পন্থায় এবং বিভিন্ন কায়দায় বুঝানোর চেষ্টা করা হয়। আল কুর'আনে ইরশাদ করা হয়েছে–

- ولذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون

এমনিভাবে দলসমূহ যদি বিভিন্ন ঢংয়ে বর্ণনা করতে থাকে যাতে তারা ভালভাবে বুঝে নিতে পারে এবং বলে, তুমি শুনিয়ে দেয়ার হক আদায় করেছ। আর সেসব লোক জ্ঞান অর্জন করার ইচ্ছা রাখে তাদের জন্যও আমরা দলীলসমূহ পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করে দেই।[২৯]

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হক আহবানকারীদের বক্তব্য যেভাবে অকাট্য দলীল প্রমাণে সমৃদ্ধ অনুরূপ তা আবেগ ও উদ্দীপনায়ও ভরপুর। মানুষের মধ্যে আন্দোলন সৃষ্টিকারী আসল শক্তি তার জ্ঞান নয়; বরং আবেগ। এ কারণে ইসলামের যে কোন আহবানকারী সে জীবন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে ঢালাই করে নতুন ভিত্তির উপর কায়েম করতে চায়, সে মানুষের আবেগকে উত্তেজিত করা ব্যতীত নিজের লক্ষ্যপথে এক কদমও অগ্রসর হতে পারে না।[৩০]

রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلاصوته واشتد غضبه حتى
كانه منذ رجيش يقول صبحكم ومساكم -

---

২৬. মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, *দা'ওয়াতে দ্বীন ও তার কর্মপন্থা*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ ৯০।

২৭. মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ৯২।

২৮. সূরা ইবরাহীম : ৪।

২৯. সূরা আনাস : ১০৫।

৩০. মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ সা. যখন ভাষণ দিতেন তাঁর চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করতো, কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে যেত, আবেগ উত্তেজনা বৃদ্ধি পেত। এমনকি মনে হত তিনি যেন কোন শত্রুবাহিনীর আসন্ন আক্রমণ সম্পর্কে সাবধান করছেন। তিনি যেন বলছেন, তারা ভোরবেলা অথবা সন্ধ্যাবেলা তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।[৩১]

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য দা'ঈর বক্তব্যের উদ্দেশ্য মহান ঐক্য স্থাপনের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া। তাঁরা নিজেদের প্রতিটি শব্দ এবং বাক্যকে আল্লাহর দেয়া আমানত মনে করে না। নির্দিষ্ট খাত ছাড়া অন্য কোথাও ব্যয় করে না, তাঁদের প্রতিটি লেখা ও বক্তব্যে একই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

দুনিয়ার গোটা ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ দুনিয়ায় ভাল অথবা মন্দ যে কোন ধরনের ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে তা কেবল সেই সব লোকদের কলম ও মুখের দ্বারা সাধিত হয়েছে, যারা নিজেদের সমস্ত শক্তি কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্য ব্যয় করেছে।[৩২]

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ইসলামের আহবানকারীরা কখনো অহেতুক সমালোচনা তথা প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করার মনোভাব পোষণ করেন না; বরং যা কিছু তাঁরা বলবেন নম্রতা ও সহানুভূতির সাথে বলবেন। এ পর্যায়ে আল কুর'আনে ঘোষিত হয়েছে :

اذهبا الى فرعون انه طغي فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى -

তোমরা দু'জনে ফিরআউনের নিকট যাও, কেননা সে অহংকারী ও বিদ্রোহী হয়ে গেছে। তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। সম্ভবত সে নসীহত কবুল করবে অথবা ভয় পাবে।[৩৩]

আহবানকৃত ব্যক্তির অভদ্র ব্যবহার ও কর্কশ ভাষার জবাব তাঁরা উত্তম ও সুমধুর ভাবে দিয়ে থাকেন। ইরশাদ হচ্ছে :

ولاتستوى الحسنة ولاالسيئة ادفع بالتي هى أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم-

ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। তোমরা উত্তম জিনিসের মাধ্যমে মন্দকে দূরীভূত কর, তোমরা দেখতে পাবে যে তোমাদের সাথে যাদের শত্রুতা ছিল তারা প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে।[৩৪]

তাঁরা সদা সর্বদা বিতর্কযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে দূরে থাকতেন। আহবানকৃত ব্যক্তি সম্পর্কে যদি বিতর্কে জড়ানোর বিষয়টি অনুমান করতেন তবে আহবানকারী সালাম জানিয়ে প্রস্থান করতেন। কেননা বিতর্কযুক্ত এবং ইসলামের দা'ওয়াতের মধ্যে বৈপরিত্য বিদ্যমান। ইরশাদ হচ্ছে :

فلا ينازعنك في الأمر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون – الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون -

অতএব তারা যেন এ ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়। তুমি তোমার প্রভুর দিকে দা'ওয়াত দাও। নিঃসন্দেহে তুমিই সঠিক পথে রয়েছ। তারা যদি তোমার সাথে ঝগড়া করে তবে তুমি বলে দাও, তোমরা যা কিছু করেছে তা আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন। তোমরা যেসব নিয়ে পরস্পরের সাথে মতবিরোধে লিপ্ত হচ্ছ, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেসব বিষয়ে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন।[৩৫]

সপ্তম বৈশিষ্ট্য দা'ঈর বক্তব্য হবে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু প্রকাশভঙ্গি হবে ব্যাপক। রাসূলুল্লাহ সা. অবশ্য সংক্ষেপে বক্তব্য উপস্থাপন করাকে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৩৬]

---

৩১. *মুসলিম শরীফ*, কিতাবুল জুম'আ।

৩২. মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ৯৮।

৩৩. সূরা ত্বাহা : ৪৩-৪৪।

৩৪. সূরা হা-মীম- সিজদা : ৩৪।

৩৫. সূরা হজ্ব : ৬৭-৬৯।

৩৬. মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته فانه من فقهه فاطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وان من البيان لسحر -

তিনি বলতেন, কোন ব্যক্তির নামায দীর্ঘ হওয়া এবং ভাষণ সংক্ষিপ্ত হওয়াই তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। অতএব নামায দীর্ঘ কর এবং বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত কর। কোন কোন বক্তৃতায় যাদুকরী প্রভাব রয়েছে।

শ্রোতা যদি স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী হয় অথবা কথা যদি সূক্ষ্ম হয় তাহলে কথা পুনরাবৃত্তি করতে হবে যাতে শ্রোতা ভালভাবে তা শুনতে পারে এবং বুঝতে পারে।

كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه -

নবী সা. যখন কোন কথা বলতেন, তিন বার তার পুনরাবৃত্তি করতেন, যাতে লোকেরা ভালভাবে বুঝতে পারে।[৩৭]

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, দা'ঈর মুখের কথা শুনে যতখানি ইসলামী জীবন বিধানের প্রতি আস্থাবান হয়ে উঠে, তার চেয়ে বেশী আস্থাবান হয় দা'ঈর জীবনের বাস্ত বমুখী বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে। এখানে দা'ঈর জীবনে আরো কতিপয় বাস্তব বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ অত্যন্ত জরুরী।

১. দা'ঈকে অবশ্যই জীবনদর্শন ও জীবন বিধান সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।
২. দা'ঈকে ইসলামী জীবনদর্শন ও জীবন বিধানের মূর্ত প্রতীক হতে হবে।
৩. দা'ঈকে আল্লাহর জমীনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে জীবনের মিশনরূপে গ্রহণ করতে হবে।
৪. আল্লাহর সন্তোষ অর্জনকেই সমগ্র তৎপরতার কেন্দ্র বিন্দু বানাতে হবে।
৫. দা'ঈকে কঠোর পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু হতে হবে।
৬. দা'ঈকে উদার মন ও মানবকল্যাণকামী হতে হবে।
৭. আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দা'ঈকে সদা মানসিক প্রস্তুত থাকতে হবে, প্রয়োজনে জীবন কুরবান করার জন্য তৈরী থাকতে হবে।
৮. দা'ঈকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের আহবান করতে হবে, কারো ভয় বা বিদ্রোহের কারণে কিছু অংশকে সাময়িক গোপন বা মূলতবী রাখা যাবে না।
৯. দা'ঈকে সর্বাবস্থায় উত্তেজনা পরিহার করে চলতে হবে, কখনো আক্রমণাত্মক উক্তি কিংবা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যাবে না।[৩৮]

দা'ঈ ইলাল্লাহর গুণাবলী

দা'ঈর গুণাবলীর বিষয়টি ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ কঠিন দুর্গম ও দীর্ঘ পথের একজন পথিকের জন্য অপরিহার্য ও প্রয়োজনীয় পাথেয় সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হলো।

কুর'আন ও হাদীসের জ্ঞান

দা'ঈর ব্যক্তিগত গুণাবলীর অন্যতম। 'ইল্ম ব্যতীত কেউ নিজেকে সার্থক দা'ঈ মনে করতে পারে না। দা'ওয়াতের পূর্বে কুর'আন ও হাদীসের সম্যক জ্ঞানার্জন একান্তভাবে প্রয়োজন। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সা.-কে দা'ওয়াতের পূর্বে জ্ঞানার্জন করা ও 'ইল্মসহ দা'ওয়াত দিতে আদেশ করেছেন।[৩৯]

---

৩৭. মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ১০১।
৩৮. এ কে এম নাজির আহমদ, প্রাগুক্ত, ২০০৩, পৃ ৩৪-৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

কুর'আন মজীদে সর্বপ্রথম যে আয়াতটি নাযিল হয় তা ছিল জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত। আল্লাহ্ এরশাদ করেন :

اقرأ باسم ربك الذى خلق-

আপনি পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি (সবকিছু) সৃষ্টি করেছেন।[৪০]

তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেন :

فاعلم انه لا اله الا الله-

আপনি জেনে রাখুন আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।[৪১]

উপরোল্লিখিত কুর'আনের প্রথম আয়াতে اقرأ তুমি পড়, দ্বিতীয় আয়াতে اعلم আপনি জ্ঞানার্জন করুন। এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দা'ওয়াতের পূর্বে দা'ঈকে অবশ্যই জ্ঞানার্জন করতে হবে।[৪২]

হাদীস শরীফে এসেছে :

وعن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة -

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি দ্বীনি 'ইল্ম অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে পথ চলবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।[৪৩]

গুরুত্ব উপলব্ধি করা

এ মহান দায়িত্বের আযমত দা'ঈর হৃদয়ে বসিয়ে নেয়া দরকার। যে পথে আপনজন, সহায়-সম্পদ, জান পর্যন্ত কুরবানীর ঝুঁকি নিশ্চিত সে পথে পা বাড়াবার আগে দা'ঈর এ বিশ্বাস একান্ত জরুরী। পথের দুর্গমতা, বিস্তৃতি, বেদনা ও নিঃসঙ্গতা তাকে হতাশ করতে পারে না।

জীবনের চেয়ে মৃত্যু যেখানে স্বাভাবিক। শত অভিযাত্রীর লাশ যেখানে বরফের নীচে চাপা পড়ে রয়েছে। সে অজেয় হিমালয়ের চূড়াও ইচ্ছা শক্তি ও সাধনার কাছে পদানত রয়েছে। সমগ্র পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর সমুদয় খুন একত্র করলে হয়তো এক মহাসমুদ্রে রূপ নেবে। কিন্তু মহানবী সা.-এর এক ফোঁটা রক্ত সকল মানুষের সাগর সাগর রক্তের চেয়ে বেশী তাৎপর্যবহ। দা'ঈর হৃদয়ে এ উপলব্ধি থাকা প্রয়োজন যে দা'ওয়াতের কঠিন ময়দানে নবী সা. স্বীয় রক্তে তায়েফের মাটি সিক্ত করে দিয়েছিলেন। তাই দা'ঈর নিকট দা'ওয়াত প্রদানের এ আবশ্যকতা যদি ভালভাবে বুঝে না আসে তবে এ পথে আসা উচিত নয়।

দরদপূর্ণ হৃদয়

দা'ঈদের মন হবে সকল মানুষের জন্য কোমল ও উদার। তাদের মনে হিংসা বিদ্বেষের কোন স্থান থাকবে না। দিশেহারা পথ ভোলা মানুষদেরকে আল্লাহর পথে আহবান করতে হবে, দেখাতে হবে জান্নাতের রাস্তা। দা'ঈদের সদা স্মরণ রাখতে হবে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. দা'ওয়াত পেশ করতে গিয়ে কাফির কর্তৃক নিক্ষিপ্ত পাথর দ্বারা শরীর রক্তাক্ত করেছে, তবুও তাদের জন্য বদদোয়া করেন নি, অভিশাপ দেন নি; বরং তাদের হিদায়াতের জন্য হাত তুলে এ দোয়া করেছিলেন :

اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون-

হে আল্লাহ্, আমার জাতিরা অবুঝ, তারা জানে না, তুমি তাদের হিদায়াত নসীব কর।[৪৪]

মহান রাব্বুল 'আলামীন মহানবীর মমতাপূর্ণ হৃদয়ের প্রশংসা করে পাক কালামে ইরশাদ করেছেন :

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك -

---

৩৯. মাওলানা মোঃ আতাউর রহমান, প্রাগুক্ত, ২০০২, পৃ ৪৫-৪৬।

৪০. সূরা আলাক : ১।

৪১. সূরা মুহাম্মদ : ১৭।

৪২. মাওলানা মোঃ আতাউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬।

৪৩. তিরমিযী, সনদ হাসান, পৃ ২৯৩, হাদীস নং ৫৪৩।

৪৪. অধ্যাপক মফিজুর রহমান, *দা'ওয়াতে দ্বীন*, ঢাকা : এস এস প্রকাশনী, ২০০২, পৃ ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

এটি আল্লাহরই অনুগ্রহ যে তুমি লোকদের প্রতি খুবই বিনম্র। তুমি যদি পাষাণ হৃদয় ও রূঢ় ব্যবহারকারী হতে তবে এ সব লোক তোমার চারপাশ থেকে সরে যেতো।[৪৫]

বস্তুতঃ একজন দা'ঈকে প্রশস্ত ও মমত্ববোধ হৃদয়ের অধিকারী হওয়া অতীব প্রয়োজন।
নবী করীম সা.-এর চরিত্রের ভূষণই ছিল তাঁর উম্মতের প্রতি দয়া ও রহমতের ছায়া দিয়ে আচ্ছাদন করা। এ পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

لقد جاء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم -

অবশ্যই তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছে। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।[৪৬]

সত্য প্রকাশে অকুতোভয়

দা'ওয়াতের পথ সব সময় ঝুঁকিপূর্ণ, নিঃসঙ্গ ও যাতনার কাঁটা বিছানো। সালাত ও সিয়াম পালন করতে গিয়ে আমলকারী আবেদের উপর অত্যাচার তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। কিন্তু সালাত ও সিয়ামের দা'ওয়াত দিতে গিয়ে কোন দা'ঈ এমনকি নবীগণ পর্যন্ত অকথ্য ও অবর্ণনীয় জুলুম থেকে রেহাই পান নি। এ প্রতিক্রিয়ার ভয়াবহতা জেনে বুঝেই এ পথে পা বাড়াতে হবে। ভীরু, কাপুরুষ, হিসেবী ও অতি সাবধানীর পক্ষে দা'ওয়াতের উত্তপ্ত জমিতে কদম রাখা সম্ভব নয়। একটি ভিমরুলের চাকে যেখানে অসংখ্য বিষাক্ত ভিমরুল রয়েছে, তাতে কেউ যদি ঢিল ছুঁড়ে দেয় তবে হাজার হাজার ভিমরুল তাকে ঘিরে ধরবে ও হুল ফুটিয়ে মেরে ফেলবে। মানব সমাজ যেন এক প্রকাণ্ড ভিমরুলের চাক। মানুষরা এ চাকের অধিবাসী। কোন দা'ঈ যখনই তাদের সামনে তাওহীদের দা'ওয়াত পেশ করবে তখন সমাজের মানুষ তার সাথে ভিমরুলের মত আচরণ করবে। এটি সত্যি এক দুঃখজনক ট্রাজেডি। তাই দা'ওয়াত দানকারী মহান ব্যক্তিটিকে অসাধারণ সাহসী হতে হবে। সমগ্র পৃথিবীর চলমান স্রোতের বিপরীতে তাকে অবস্থান নিতে হবে। পৃথিবীর জীবনে প্রতিষ্ঠিত অনেক শক্তিমান ও খ্যাতিমান মানুষ ফিরআউনের মত দুর্ধর্ষ ও প্রভাবশালী রাষ্ট্রপতি, কারুনের মত অঢেল প্রাচুর্যের মালিক, নমরুদের মত অত্যাচারী শাসক, হামানের মত নিষ্ঠুর সেনাপতি, আবূ জাহিলের মত দাম্ভিক সমাজপতির নিকট তাদের নিজেদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দা'ওয়াত পেশ করে জীবন নিয়ে ফিরে আসা সহজ বিষয় নয়।

হযরত মূসা (আ)-এর মত পয়গম্বরও ফিরআউনের নিকট দা'ওয়াত পেশ করার জন্য যখন আদিষ্ট হলেন, এত বড় জালিমের সামনে দা'ওয়াত প্রদানে তিনি ও তার ভাই উভয়ে ভয় পেয়ে গেলেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন বলেছে :

قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى-

তারা বললো, হে আমাদের প্রভু, আমরা ভয় করছি ফিরআউন আমাদেরকে শাস্তি দিতে উদ্যত হবে অথবা সীমালংঘন করবে।[৪৭]

কোন জালিমের হুংকার আর রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচার নয়, দুনিয়াশুদ্ধ মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখেও দা'ওয়াত থেকে এক চুল পেছনে আসার কোন সুযোগ নেই। দা'ঈ তো এ বিশ্বাস বুকে নিয়ে নির্ভয়ে সামনে যাবে, আকাশ ও যমীনের মালিক আল্লাহ তা'আলা দা'ঈর সাথে রয়েছেন। সে মহান প্রভুকে চ্যালেঞ্জ করার সাধ্য কার।

তাই তো আল্লাহ তা'আলা বিশ্বত্রাস ফিরআউন ও তার অস্ত্রধারী সৈন্যবাহিনীর মোকাবেলায় নির্ভয়ে দা'ওয়াতের মিশন চালিয়ে যাবার নির্দেশ প্রদান করে বলেন– قال لا تخافا اننى معكما اسمع وارى

তোমরা ভয় করো না। আমি তোমাদের সাথে রয়েছি। আমি শুনছি ও দেখছি।[৪৮]

---

৪৫. সূরা আল ইমরান : ১৫৯।
৪৬. সূরা তওবা : ১২৮।
৪৭. সূরা ত্বাহা : ৪৫।
৪৮. সূরা ত্বাহা : ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

এ দূরন্ত সাহস দা'ঈর বড় অবলম্বন। তা যেন মূসা (আ)-এর হাতের লাঠি। অসংখ্য ফিরআউনের বাহিনীকে এই লাঠি দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। এটি অনেক চক্রান্তকে গিলে ফেলতে পারে। ভয় করাকে আল্লাহ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন। ভয়কে শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্ধারিত করতে হবে। নিমজ্জিত যাত্রীদের বাঁচাবার জন্য ঝাঁপ দিয়েছে যারা, পাহাড়সম তরঙ্গকে তারা ভয় করে না। সর্বগ্রাসী আগুনের মাঝখান থেকে মানব সন্তানকে যারা বাঁচাতে চায় লেলিহান অগ্নি শিখাকে তাদের ভয় করলে চলবে না। গহীন অরণ্যের ভয়াল পথে চলছে যারা হিংস্র প্রাণীদের ভয় করলে তাদের পথ আগাবে না। সাহারার ধু ধু মরুভূমি যাদের পার হতে হবে, বালির তুফানকে তাদের হিসেব করলে চলবে না। হিমালয়ের চূড়া জয় করবে যারা ঠাণ্ডার কাছে তাদের নতি স্বীকার করা যাবে না। দা'ওয়াতের জমিনে দাঁড়িয়েছে যারা, বিরোধিতার প্রচণ্ড তুফানকে তারা স্বাগত জানাবে– এটাই স্বাভাবিক, এটাই নিয়তি।

নির্লোভ ও ত্যাগী হওয়া

দা'ঈদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তারা নির্লোভ ও ত্যাগী হবে। তাদের মহান কাজের কোন বিনিময় এ পৃথিবীর কারো কাছে প্রত্যাশা করবে না। দুনিয়ার ধন-সম্পদ দা'ঈর দায়িত্ব পালনের সামান্যতম কোন বিনিময় নয়। তাদের সমস্ত ত্যাগের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মানব জাতির ন্যায় ও কল্যাণের পথের দিশা। একটি গোমরাহ মানুষের হিদায়াতের বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে পৃথিবীর সমুদয় সম্পদের বিনিময় তুচ্ছ। পথহারা মানুষদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়া আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের কাছে অত্যন্ত নেকের কাজ। যার বিনিময় এ পৃথিবীতে কেউ দিতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা নবীদেরকে এ কাজটি আঞ্জাম দেয়ার জন্য এ ধরাধামে প্রেরণ করেছেন। নবীদের জন্য দা'ওয়াতী কাজে সামান্যতম উযরত গ্রহণ করা হারাম। দা'ঈদের মধ্যে জাগতিক কোন লোভ প্রকাশ পেলে দা'ওয়াতের কোন প্রভাব মানুষের হৃদয়ে স্থান পায় না। নিঃস্বার্থতা ও নিষ্ঠা দা'ঈর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[৪৯]

আল কুর'আনে এ পর্যায়ে ইরশাদ করা হয়েছে :

اتبعوا من لايسئلكم اجرا وهم مهتدون-

তোমরা তাদের অনুসরণ কর, যারা তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চায় না এবং যারা সৎপথ প্রাপ্ত।[৫০]

নবী রাসূলগণ জাতিকে এ কথা বারংবার জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা দা'ওয়াতের বিনিময় চান না, তারা চান পথহারা মানুষের হিদায়াত। এ কাজের প্রতিদান কেবলমাত্র মহীয়ানের কাছেই রয়েছে।

মজলুম দা'ঈ তথা নবী হযরত নূহ 'আ. প্রায় হাজার বছর স্বীয় জাতিকে আল্লাহর পথে ডেকেছেন। আল কুর'আনে ইরশাদ করা হয়েছে :

ويقوم لااسئلكم عليه مالا ان اجرى الا على الله -

হে আমার জাতি, তোমাদের কাছে সম্পদের প্রত্যাশী আমি নই, দা'ওয়াতের পরিবর্তে আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে।[৫১]

এমনিভাবে নবীর দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান করায় 'আদ জাতির উপর সর্বগ্রাসী বিপর্যয় নেমে এসেছিল। হযরত হূদ 'আ. তার জাতিকে বলেছিলেন :

يقوم لااسئلكم عليه اجرا ان اجرى الا على الذى فطرني افلا تعقلون -

হে আমার জাতি, আমি তোমাদের কাছে দা'ওয়াতের কোন বিনিময় চাই না। আমার কাজের বিনিময় আমার মহান স্রষ্টার নিকট। তোমরা কি এর পরও অনুধাবন করো না।[৫২]

উপরোল্লিখিত আয়াতের আলোকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, নবীগণ দা'ওয়াতের বিনিময়ে কারো কাছে কোন প্রকার বিনিময় চান নি। নবীদের পথ দা'ঈদের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। এ পথ অত্যন্ত কষ্টদায়ক,

---

৪৯. অধ্যাপক মফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, ৫৪।

৫০. সূরা ইয়াসিন : ২১।

৫১. সূরা হূদ : ২৯।

৫২. সূরা হূদ : ৫১।

Dhaka University Institutional Repository

কখনো দিন কাটবে উপবাসে, রাত কাটবে জাগ্রত অবস্থায়, অতন্দ্রপ্রহরীর ন্যায় কারো কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে না কিংবা সহানুভূতি চাইবে না, সাহায্যের জন্য হাত বাড়াবে না। সদা আল্লাহর উপর ভরসা করে দা'ওয়াতের কাজে ব্রতী হতে হবে। মুবাল্লিগের কাজ শুধু দা'ওয়াত দিতে থাকা। কে দা'ওয়াত গ্রহণ করেছে আর কে করছে না- এ ব্যাপারে তার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। এ পর্যায়ে আরো ইরশাদ করা হয়েছে :

ما اسئلكم عليه من اجر ان اجرى الا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون -

আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই নি যে, আমার পুরস্কার তো একমাত্র রাব্বুল 'আলামীনের কাছেই আছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় এবং আমার অনুসরণ কর।[৫৩]

সর্বাবস্থায় ধৈর্যশীল

ধৈর্য দা'ঈদের এমন একটি অপরিহার্য গুণ যাকে সে সারা জীবন ধারণ করে চলবে। অন্ধের যষ্ঠি যেমন তার চলার একমাত্র অবলম্বন, ধৈর্য দা'ঈদের জন্য সেরূপ। পৃথিবীর যেখানে যতটুকু সফলতা এসেছে তার অধিকাংশ ধৈর্যেরই ফসল। এ শব্দটির বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা অনেক বেশী। জীবনের প্রতিটি অঙ্গণে রয়েছে এর ভূমিকা ও অবদান। একজন দা'ঈর পথ অনেক দীর্ঘ, বন্ধুর ও কন্টকাকীর্ণ। প্রতিটি পদক্ষেপে বিরোধিতার প্রাচীর রয়েছে। অসহিষ্ণু, চঞ্চল, তাড়াহুড়াকারীদের জন্য এ পথে সামান্য পথ অতিক্রম করার সুযোগ নেই। একজন মানুষের চিন্তা ও বিশ্বাসের মধ্যে বিপ্লব আনা, সারা জীবনের চলার পথ পরিবর্তন করে দেয়া বা ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ, ইন্দ্রিয়পূজার রোমাঞ্চকর জীবনকে পদাঘাত করে হকের মরু, কঠিন ও অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত হওয়া দীর্ঘ সাধনার ও সময়ের ব্যাপার। দা'ঈকে তাই চরম উত্তেজনার মুহূর্তেও উত্তেজিত না হয়ে স্বাভাবিক থাকতে হবে। দীর্ঘপথ যাতে ছায়া নেই, আশ্রয় নেই, মায়া নেই, মমতা নেই, আছে শুধু কষ্ট, বেদনা, লাঞ্ছনা, অপমান, হতাশা ও নিরাশার অন্ধকার। সর্বাবস্থায় শুধু আল্লাহর দিকে চেয়ে সব কিছুকে মেনে নিতে হবে। সাময়িক উত্তেজনার মুহূর্তে কামানের সামনে দাঁড়ানো যায়, ট্যাংকের নিষ্ঠুর চাকার নিচে পিষ্ট হওয়া সম্ভব, অসম্ভব নয় ফাঁসির রশি গলায় জড়িয়ে নেয়া। এর চেয়েও অনেক কঠিন ও সাহসিকতার বিষয় হলো সত্যকে চরমভাবে গ্রহণ করে হাজারো বিরোধিতার মোকাবেলায় আপসহীন থেকে গোমরাহ মানুষকে হকের দিকে দা'ওয়াত দিতে দিতে তিল তিল করে জীবনকে সার্থক পরিসমাপ্তির দিকে নিয়ে যাওয়া।

এটা যাদের পক্ষে সম্ভব তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য, তারা সফলতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণকারী। কুর'আন কারীম তাদেরই প্রশংসা করে বলেছে :

وما يلقها الا الذين صبروا وما يلقها الا ذوحظ عظيم -

এ গুণ কেবল তাদেরই ভাগ্যে জোটে যারা ধৈর্যশীল, এ মর্যাদা কেবল তারাই লাভ করতে পারে যারা বড়ই ভাগ্যবান।[৫৪]

কোন অবস্থায় দা'ঈকে অধৈর্য হলে চলবে না। ধৈর্যের ঐ মিনার সে গড়বে যার চূড়া দেখা যায় না, সবরের সে সাগর তারা রচনা করবে যার জলরাশি অপরিমেয়। অধৈর্য থেকে বেঁচে থাকতে হবে, কারণ তা-ই দা'ঈর সমস্ত ফসল বিনষ্ট করে দেবে। ধৈর্যের সাথে লেগে থাকাই কৃতকার্য হওয়ার পথ।

কথা বলার শিল্প জানা

একটি ক্ষুদ্র কাজও সুন্দরভাবে সম্পাদন করার জন্য সেটির কৌশল রপ্ত থাকা জরুরী। মানুষের নিকট আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের পয়গাম পৌঁছে দেয়া ও তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ব্যাপারটি খুব সহজ নয়। এক্ষেত্রে বলার শিল্প অন্যতম হাতিয়ার। বোবাদের পক্ষে মহান কাজের দায়িত্ব পালন কিভাবে

---

৫৩. সূরা শুআরা : ১০৯-১১০।
৫৪. সূরা হা-মীম সিজদা : ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভব? মনের ভাবকে ব্যক্ত করার জন্য প্রয়োজন ভাষার। এ ভাষার জন্য মানুষ অসংখ্য ভাষাহীন ইতর প্রাণীদের উপর মর্যাদার দাবীদার। এ ভাষাই হচ্ছে ভাবের বাহন।

আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের মধ্যে ভাষা অন্যতম। শুধু মনের ভাবকে কোন মতে প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়। এটি প্রকাশের দক্ষতা ও যোগ্যতার বিষয়টি দা'ঈর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একটি ভাষার মধ্যে মৌলিক জিনিস হচ্ছে ঐ ভাষার শব্দভাণ্ডার আয়ত্ব করা আর শব্দকে ব্যবহার করার নিয়ম জানা। নিয়ম একবার জেনে নিলে হয়। কিন্তু শব্দের জগত প্রত্যহ বেড়ে চলছে। ভাষার উপর দখল সৃষ্টির জন্য দা'ওয়াত প্রদানকারী ব্যক্তিটিকে ঐ ভাষার হাজার হাজার শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ, সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা ও যথাস্থানে প্রয়োগ করার কৌশল রপ্ত থাকা দরকার। সঠিক শব্দ চয়ন, উচ্চারণ ও যোজনার মধ্যে কি প্রচণ্ড শক্তি লুকিয়ে আছে কালামে ইলাহী তার জ্বলন্ত দলীল। আল্লাহ তা'আলা গায়েব। সৃষ্টির বৈচিত্রতার মাধ্যমে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন আর প্রকাশ করেছেন তার কালামের মাধ্যমে। জ্ঞানীদের নিকট এটা স্পষ্ট যে মিজানের এক দিকে যদি সমগ্র পৃথিবীও তুলে দেয়া হয়। আর অপর দিকে রাখা হয় কালামে রাব্বীর একটি আয়াত, তবে কালামের পাল্লাই হবে অনেক বেশী ভারী ও তাৎপর্যপূর্ণ। নবী করীম সা.-কে আল্লাহ তায়ালা যে ছয়টি বিষয়ে সব নবীদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন তার অন্যতম হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলার যাদুকরী ক্ষমতা :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ...

এ ব্যাপারে নবী সা.-এর বাণী প্রণিধানযোগ্য। তিনি এতটুকু বলেছেন যে : - ان من البيان لسحرة -

অনেক বক্তব্যের মধ্যে যাদু রয়েছে।

দা'ঈদেরকে এমন যাদু সৃষ্টিকারী বক্তব্যের ভাষা ও কৌশল রপ্ত করতে হবে যা মানব হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করবে। মৃত অন্তর জিন্দা করে দেবে, লক্ষের দিকে পাগল হয়ে ছুটে চলবে আর ছিঁড়ে ফেলবে সমস্ত সম্পর্কের পিছুটান। আর জবানে যাদের রয়েছে আড়ষ্টতা তাদেরকে প্রভুর নিকট সাহায্য চাইতে হবে আর প্রচেষ্টা চালাবে নিরন্তর। মূসা (আ)-এর মুখের জড়তার সমস্যাকে সামনে রেখে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এটা পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন :

قال رب اشرح لى صدرى - ويسرلى امرى - واحلل عقدة من لسانى - يفقهوا قولى -

হে আমার প্রভু, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। আমার দায়িত্বকে সহজ করে দাও। আমার জবানের জড়তা দূর করে দাও যাতে আমার কথা তারা বুঝতে পারে।[৫৫]

সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া

দা'ঈর সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া অতীব জরুরী। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে দা'ওয়াতী কাজ খুবই বরকতময় ও ফলপ্রসু হয়। উত্তম আখলাক মানে সত্য কথা বলা, নম্র ও ভদ্রভাবে হাসিমুখে কথা বলা, সর্বদা আল্লাহকে ভয় করা, আল্লাহ তা'আলার আদেশ নিষেধ মেনে চলা, ইখলাসের সাথে 'ইবাদত করা ও লৌকিকতা পরিহার করা ইত্যাদি।

সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উত্তম আখলাক দিয়ে জাহিলিয়াতের বর্বর মানুষগুলোকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। কোন প্রকার অস্ত্র বা তলোয়ারের প্রয়োজন হয় নি। তার চরিত্র মাধুর্যে অসংখ্য লোক ইসলাম গ্রহণ করে। আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সা.-এর আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।[৫৬]

পবিত্র কুর'আনে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করা হয়েছে :

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الأخر وذكر الله كثيرا-

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।[৫৭]

---

৫৫. সূরা ত্বাহা : ২৫-২৮।

৫৬. মাওলানা মোঃ আতাউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫-৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে :

وانك لعلى خلق عظيم

নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।[৫৮]

উত্তম চরিত্র হচ্ছে মানুষের মহামূল্যবান সম্পদ। এ পূতপবিত্র চরিত্র দিয়ে পরম শত্রুকেও ঘায়েল করা যায়। অর্থ সম্পদ দিয়ে যা অর্জন করা আদৌ সম্ভব নয়, উত্তম চরিত্র দিয়ে তা অর্জন করা খুবই সম্ভব। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন :

ان من احبكم الى احسنكم اخلاقا وفى روايته ان من خياركم احسنكم اخلاقا -

তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সে সবচেয়ে বেশি প্রিয় যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম। ইবনে আমর (রা)-এর বর্ণনায় এসেছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো সে লোক যার চরিত্র উত্তম।[৫৯]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন :

اكمل المؤمنين احسنهم خلقا -

পরিপূর্ণ ঈমানদার সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সবচেয়ে ভালো।[৬০]

চরিত্র তথা আখলাক এতই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা অসংখ্য মানুষকে প্রভাবিত করে জয় করে নিতে পারে মানুষের হৃদয়। দা'ওয়াতের আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য দা'ঈকে সর্বোত্তম চরিত্রের ভূষণ হতে হবে।

দা'ওয়াতী উন্মাদনা

দা'ঈর মৌলিক গুণাবলীর ভিন্ন এক প্রকার হচ্ছে উন্মাদনা। যে কোন কাজে সফলতা লাভের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তার জন্য পাগল হয়ে যাওয়া। শয়নে, স্বপনে, নিদ্রা ও জাগরণে পথহারা মানুষের পথের সন্ধানকে মূল দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। জীবনের সমস্ত চাওয়া-পাওয়া, হাসি-কান্না, স্থিরতা-অস্থিরতা দা'ওয়াতের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। এর জন্যে এমন উন্মাদনা প্রয়োজন যে গলায় রশি লাগিয়ে তাকে কংকরময় পাথরে টানা হবে, তপ্ত মরুর উপর বুকে পাথর রেখে শুইয়ে রাখা হবে, কারার অন্ধ প্রকোষ্ঠে বছরের পর বছর আটকে রাখা হবে, আত্মীয় পরিজনেরা একে একে ত্যাগ করবে, সহায় সম্পদ কেড়ে নেয়া হবে। এত কিছুর পরও তার হৃদয় থেকে দা'ওয়াতের আগুন নেভাতে পারবে না।

তার জবানের প্রতিটি কথা, চলার প্রতিটি কদম, চোখের প্রতিটি পলক, লিখনীর প্রতিটি আঁচড় দা'ওয়াতে দ্বীনের প্রয়োজনে নিবেদিত। কোন মানুষ যদি কারো প্রতি আসক্ত হয়, চরমভাবে যদি কাউকে ভালবাসা নিবেদন করে, এক কথায় যদি মজনু হয়ে পড়ে তবে স্বাভাবিক জীবন তার কাছে স্বাভাবিক থাকে না। অন্যদের মত গল্প গুজব, হাসি তামাশা, খাওয়া দাওয়া, আরাম আয়েশ, নিদ্রা, বিশ্রাম, সুখ তার জীবন থেকে বিদায় হয়ে যায়। তার পেটের ক্ষুধা, চোখের নিদ্রা, শরীরের আরাম এক কথায় সমস্ত প্রয়োজন তার কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। একটি পরম চাওয়া জীবনের আর সমস্ত চাওয়াকে ভুলিয়ে দেয়। মানব জাতির হিদায়াতের চিন্তায় নবীদের জীবন দারুণ অস্থিরতায় কেটেছে। পার্থিব জীবনের সুখ-দুঃখ, আরাম-আয়েশ, ঐশ্বর্য বৈভব কোন কিছুর প্রতি এক তিল পরিমান আকর্ষণ ছিলো না তাদের হৃদয়ে, মানব সমুদ্রের ঊর্মিমালায় তারা ছিলেন নিঃসঙ্গ, আনন্দের কল-কোলাহলের মধ্যে তারা ছিলেন নির্লিপ্ত। আপনজনদের পরিচিত পরিমণ্ডলে তারা ছিলেন অপরিচিত। মানুষরা যখন ভোগ বিলাসে, রসনা পূজায় ব্যস্ত তখনো তারা আনাহারে। জাতির সাধারণ মানুষেরা তাদের শ্রেষ্ঠ সন্তান নবীদেরকে পাগল, উন্মাদ ও জীনগ্রস্ত বলে অভিহিত করতো। কুর'আন তার সাক্ষ্য দিয়ে বলছে :

كذالك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون -

---

৫৭. সূরা আহযাব : ২১।

৫৮. সূরা ক্বালাম : ৪।

৫৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, *সহীহ বুখারী, মিশকাত শরীফ*, হাদীস নং : ৪৮৫১, পৃ ৪৩১।

৬০. ওলিউদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ আততিবরীযী, *মিশকাত শরীফ*, হাদীস নং : ৫১০১, পৃ ১৪১১।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তারা নবীদেরকে উন্মাদ ও যাদুকর ছাড়া আর কিছু বলে নি।[৬১]

যে অবস্থার কারণে নবীদেরকে জাতির লোকেরা মজনু বলে ডাকত। আজকে সমাজ পরিবর্তনের সর্বাত্মক ডাক নিয়ে যারা উঠেছে তাদের জীবনের সার্বিক তৎপরতা এ পর্যায়ে যাওয়া প্রয়োজন, যেন সমাজ তাদেরকে পাগল ও উন্মাদ বলে ডাকতে শুরু করে। যে দিন তারা নবীদের এই বিশেষণে বিশেষিত হবে, ডাকা হবে মজনু বলে– সেদিন তারা হবে নবীদের পদচিহ্ন অনুসারী, সার্থক হবে দা'ঈ ইলাল্লাহ।

সততা

আল কুর'আনে এ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত বর্ণিত হয়েছে। আর মুমিনদেরকে সত্যবাদীতার অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।[৬২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীর সঙ্গ অবলম্বন কর।[৬৩]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে :

قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا -

আল্লাহ বলবেন, এ সেই দিন, যেদিন, সত্যবাদীগণ তাদের সততার জন্য উপকৃত হবে, তাদের জন্য আছে জান্নাত যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।[৬৪]

ধৈর্য ও সহনশীলতা

ধৈর্য ও সহনশীলতা ইসলামী দা'ওয়াতের একটি অপরিহার্য গুণ। ধৈর্য ছাড়া দা'ওয়াতী কাজ করা কখনো সম্ভব নয়। এ কাজে বিভিন্ন লোকদের সাথে মিশতে হয়, শুনতে হয় অনেক কটু কথা। রাব্বুল 'আলামীন কাফিরদের কটুক্তির জবাবে ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দিয়েছেন।[৬৫]

لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور -

তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের এবং অংশীবাদীদের পক্ষ থেকে নিশ্চয়ই তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। তবে যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং সাবধান হয়ে চলো তাহলে এ হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।[৬৬]

দা'ওয়াতী কাজ করতে 'আল আমীন' উপাধিতে ভূষিত রাসূল সা.-কে পাগল, মিথ্যুক, গণক ও যাদুকর ইত্যাদি ধৃষ্টতাপূর্ণ কটুকথা সহ্য করতে হয়েছে। এমনকি শারীরিক নির্যাতনও ভোগ করতে হয়েছে। নবীজির চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। কখনো খানায় বিষ মেশানো হয়েছে। এছাড়া সবশেষে মাতৃভূমি মক্কা নগরী থেকে বিতাড়িতও হতে হয়েছে। এতদসত্ত্বেও নবী করীম সা. কখনো দা'ওয়াতের কাজ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নি।[৬৭]

কুর'আনে ঘোষিত হয়েছে :

---

৬১. সূরা যারিয়া : ৫২।

৬২. শায়খ আবদুল করীম যায়দান, *উসূলুদ দাওয়া,* ইসকান্দারিয়া : দারু উমর ইবনিল খাত্তাব, ১৯৭৬, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ৩৩৩।

৬৩. সূরা তওবা : ১১৯।

৬৪. সূরা মায়িদা : ১১৯।

৬৫. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, *দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও দাঈর গুণাবলী,* ১৯৯৬, পৃ ৪৫-৪৬।

৬৬. সূরা আল ইমরান : ১৮৬।

৬৭. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل

তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।[৬৮]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে :

فاصبر صبرا جميلا

সুতরাং তুমি পরম ধৈর্যধারণ কর।[৬৯]

এছাড়া সূরা নাহলের দা'ওয়াত সম্বলিত আয়াতেও এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে :

واصبر وما صبرك الا بالله

তুমি ধৈর্যধারণ কর, তোমার ধৈর্য তো আল্লাহরই সাহায্যে।[৭০]

এছাড়া ধৈর্যের প্রতিদান সম্পর্কে ইরশাদ করা হয়েছে : انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب

নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে।[৭১]

ক্ষমা

দা'ওয়াতকারীকে শুধুমাত্র ধৈর্যশীল হলেই চলবে না; বরং সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করে দেয়ার মত মহৎগুণের অধিকারী হতে হবে। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

فاذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم -

ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।[৭২]

ক্ষমার মধ্যে এ বিশেষ আকর্ষণ থাকার প্রেক্ষাপটে ক্ষমার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ তা'আলা সূরা আল ইমরানে ইরশাদ করেছেন : فاعف عنهم واستغفر لهم

তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।[৭৩]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে : - فاصفح الصفح الجميل।

তুমি পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও।[৭৪]

দুষ্টু প্রকৃতির মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা এবং সুন্দর ব্যবহার ও আচরণের মাধ্যমে মানুষকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করা একজন সার্থক দা'ঈর করণীয় কাজ। এ পর্যায় নবী করীম সা. ইরশাদ করেন :

صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن عمن اساء اليك

যে তোমার সাথে আত্মীয়তা ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক আরো দৃঢ় কর। যে তোমার প্রতি জুলুম করে তাকে ক্ষমা কর এবং যে তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করে তুমি তার সাথে সদ্ব্যবহার কর।

দা'ঈর এ গুণটি অত্যাবশ্যক। এ কারণেই হযরত ইউসুফ 'আ. তার ভাইদের পক্ষ থেকে সকল প্রকার নির্যাতন ও কষ্ট ভোগ করা সত্ত্বেও প্রতিশোধের পরিবর্তে অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করেছিলেন :

لا تثريب عليكم اليوم يغفرالله لكم وهو ارحم الراحمين -

আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।[৭৫]

ক্ষমার এ মহৎগুণটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিরাজমান। প্রামাণ্য আলোচনায় বিষয়টি অবহিত হওয়া যায়।

যে হারাম শরীফে রাসূলে পাকের পিঠে নামাযরত অবস্থায় উটের অপবিত্র নাড়িভুঁড়ি সংস্থাপন করা হয়েছিল; যে কাবা চত্বরে রাসূলকে লক্ষ্য করে গালি দেয়া হয়েছিল, ফলে মক্কা বিজয়ের দিন কুরাইশ

---

৬৮. সূরা আহকাফ : ৩৫।
৬৯. সূরা মাআরিজ : ৫।
৭০. সূরা নাহল : ১২৭।
৭১. সূরা জুমার : ৩৯।
৭২. সূরা হা-মীম-আস্ সাজদা : ৩৪।
৭৩. সূরা আলে ইমরান : ১৫৯।
৭৪. সূরা হিজর : ৮৫।
৭৫. সূরা ইউসূফ : ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃবৃন্দ সেখানে গিয়ে একত্রিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা ইসলামের অমীয় বাণী এ পৃথিবী থেকে মুছে ফেলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিল যারা তায়েফের ময়দানে হুজুরের মোবারক শরীরে কংকর নিক্ষেপ করে রক্তাক্ত করেছিল, যারা রাসূলকে দুনিয়া থেকে বিদায় করার জন্য তরবারী ধারণ করেছিল, যারা সাহাবা কিরামদের অন্যায়ভাবে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করিয়েছিল, যারা অসহায় মুসলমানদের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়েছিল, সেই সকল অপরাধীরা আজ সকলেই অবনত মস্তকে হুজুরের সামনে উপস্থিত। রাসূলে পাক সা.-এর পাশে দাঁড়িয়ে আছে দশ হাজার সশস্ত্র সৈন্য। নির্দেশ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের উপর। এ রকম এক সংকটময় মুহূর্তে দোজাহানের বাদশা রাহমাতুল্লিল 'আলামীন সমবেত কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করে আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, আজ আমি তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করবো? উত্তরে তারা বললো, আপনি আমাদের ভাই, আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র। আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা করে আপনার যা করা প্রয়োজন তা-ই করুন। একথা শুনে রাসূল সা. বললেন, হযরত ইউসুফ 'আ. তার ভাইদের সামনে لا تثريب عليكم اليوم (আজ তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই) বলে যে ঘোষণা করেছিলেন, আমি আজ তোমাদেরকে তাই বলতে চাই। অতঃপর হুজুর সা. ঘোষণা করলেন- اذهبو انتم الطلقاء (তোমরা মুক্ত)।

কুরাইশ নেতাদের মাফ করে দিয়ে রাসূল সা. পৃথিবীর মাঝে যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা দা'ঈদের জীবনে বাস্তবায়ন করে ইসলামী দা'ওয়াতের কাজে নিয়োজিত থাকা অতীব জরুরী।[৭৬]

আল্লাহ্ তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন

দা'ঈদের প্রতিটি কাজের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা রাখা খুবই জরুরী। ইরশাদ হচ্ছে :

قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون-

হে রাসূল, আপনি বলুন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, ভরসাকারীরা তার উপরই ভরসা করে।[৭৭]

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে :

وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون -

আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করবো না। অথচ তিনি আমাদেরকে হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন, তোমরা আমাদেরকে যতই কষ্ট দাও আমরা ধৈর্যধারণ করবোই। আর ভরসাকারীরা যেন আল্লাহর উপরই ভরসা করে।[৭৮]

তিনি আরো বলেন :

ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا -

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ্ সব কিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।[৭৯]

এ আয়াতসমূহের প্রেক্ষাপটে আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা রেখে কাজ করলে আমাদের দা'ওয়াতী কাজ আরো ত্বরান্বিত ও বেগবান হবে। কেউই আমাদেরকে রুখতে পারবে না।

দা'ওয়াত অনুযায়ী আমল করা

দা'ঈ যে বিষয়ের উপর মানুষকে আহবান করে তদনুযায়ী নিজ জীবনে আমল করা খুবই জরুরী। আমল না করে দা'ওয়াত দেয়া নিন্দনীয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون -

---

৭৬. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯-৫০।

৭৭. সূরা জুমার : ৩৮।

৭৮. সূরা ইবরাহীম : ১২।

৭৯. সূরা তালাক্ব : ৩।

Dhaka University Institutional Repository

আক্রমণাত্মক উক্তি, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য ভাষা এবং হঠকারিতা দা'ঈকে অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। এ লক্ষ্যে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী এবং ইবন মুয়ায ইবন জাবাল নামক দু'জন সাহাবীকে সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রীস্টান দেশ ইয়ামানে পাঠানোর প্রাক্কালে নবী করীম সা. উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে বলেছিলেন :

بشروا وتنفروا ويسروا ولاتعسروا وتطاوعا ولاتختلفا -

তোমরা সেখানকার লোকদের সুসংবাদ শোনাবে এবং ঘৃণাযুক্ত কোন কথা বলবে না। সহজ পথ অবলম্বন করবে। কঠোরতা আরোপ করবে না। পরস্পর একে অন্যের আনুগত্য করবে, বিরুদ্ধাচরণ করবে না।

৮৬. সূরা আরাফ : ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা মানুষকে সৎকার্যের নির্দেশ দাও, আর তোমরা নিজেরাই তা করতে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন করেছ। তারপরও কি তোমরা উপলব্ধি করবে না।[৮০]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন :

يايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون -

হে ঈমানদারগণ, তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা করো না। তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ।[৮১]

বস্তুত দা'ঈগণ যা বলবেন তদনুযায়ী আমল করতে হবে। তবেই তো আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন রাজী ও খুশী হবেন এবং কাজে বরকত হবে। কিন্তু যারা কথা ও কাজে মিল রাখবে না, কেবলমাত্র আদেশ করবে অথচ নিজে তা আমল করবে না, তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

হযরত 'উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন :

يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقتابه في النار فيطحن فيها تطحن الحمار برحاء فيجتمع اهل النار عليه فيقولون أى فلان ما شانك اليس كنت تامر بالمعروف تنهانا عن المنكر قال كنت أمركم بالمعروف ولاأتيه وانهاكم عن المنكر واتيه -

এক ব্যক্তিকে কিয়ামত দিবসে নিয়ে আসা হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এতে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে উদরের বাইরে ঝুলতে থাকবে। আর সে তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে, যেমনিভাবে গাধা (আটা পেষার) যাঁতার সাথে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামীরা তার কাছে একত্রিত হয়ে জিজ্ঞেস করবে, হে, তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি কি লোকদেরকে ভাল কাজ করতে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে না? উত্তরে সে বলবে হ্যাঁ, তোমাদের ভাল কাজ করতে নির্দেশ দিতাম, কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না। মন্দ কাজ থেকে তোমাদেরকে বিরত থাকতে বলতাম, কিন্তু আমি নিজেই তা করতাম।[৮২]

যারা দা'ঈ তাদের দা'ওয়াত অনুযায়ী আমল করা একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় উপরোল্লিখিত আযাব তাদেরকেও ভোগ করতে হবে।[৮৩]

কল্যাণকামীতা

দা'ঈর হৃদয়ে শ্রোতাদের প্রতি দরদ থাকা আবশ্যক। হৃদয়হীন ব্যক্তি কখনো প্রকৃত দা'ঈ হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সা.-এর চাচা ইসলাম গ্রহণ না করায় নবী করীম সা.-এর হৃদয় অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ে। তাঁকে ইসলামের পতাকাতলে শামিল করার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন, কিন্তু সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অবশেষে অন্তিম মুহূর্তে চাচার শয্যাপাশে গিয়ে শেষবারের মত হৃদয়ের সবটুকু দরদ ঢেলে কালেমার বাণী শোনাতে লাগলেন, কিন্তু কালেমা তার নসীব হলো না। রাসূল সা.-এর অস্থিরতা দেখে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কুর'আনের এ আয়াত নাযিল করলেন[৮৪] :

انك لاتهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو اعلم بالمهتدين -

তুমি যাকে ভালোবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে হিদায়াত করতে পারবে না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করবেন, আর তিনিই সৎপথ অনুসারীদেরকে ভালো জানেন।[৮৫]

উম্মতের প্রতি দরদ হৃদয় সব নবীদেরই ছিল। ইরশাদ করা হয়েছে :

ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح أمين -

আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি এবং তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্খী।[৮৬]

---

৮০. সূরা বাকারা : ৪৪।

৮১. সূরা আস্ সফ : ২-৩।

৮২. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত*, হাদীস নং ৪৯১০, পৃ ৪৩৬।

৮৩. মাওলানা মোঃ আতাউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২-৫৩।

৮৪. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, প্রাগুক্ত, *দা'ওয়াতের পদ্ধতি ও দাঈর গুণাবলী*, পৃ ৪৩।

৮৫. সূরা কাসাস : ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : এগার

ইসলামী দা'ওয়াত : পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি

আল কুরআনুল কারীম ইসলামী দা'ওয়াতের প্রথম ও মৌলিক উৎস। ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনায় আল কুরআন মানব জাতির জন্য যে ক'টি আয়াতের মাধ্যমে দিক নির্দেশনা দিয়েছে, তন্মধ্যে ইসলামী দা'ওয়াতের সংবিধানতুল্য[১] ক'টি আয়াত[২] হল :

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين- وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به- ولئن صبرتم لهو خير للصابرين- واصبر وما صبرك الا بالله- ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون- ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون-

আপনি দা'ওয়াত দিন হিক্মত ও মাউ'য়েযা হাসানার দ্বারা, আর সর্বোত্তম পন্থায় তর্ক করুন। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে। আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্য উত্তম। আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহর

---

১. সাইয়্যেদ কুতুব, *ফী যিলালিল কুরআন,* বৈরুত : দারুল শুরূক, ১৯৮২, ৪খ, পৃ ২২০২।

২. কেউ কেউ এখানে প্রশ্ন করতে পারেন যে, উল্লেখিত আয়াতগুলো ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ হয়নি। প্রথম আয়াতটি মক্কায় এবং অপর ক'টি মদীনায় নাযিল হয়। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেয়া যায় যে, এ আয়াতগুলো মাদানী হওয়ার পক্ষে যেমনি রেওয়ায়াত আছে, মাক্কী হওয়ার ব্যাপারেও তেমনি রেওয়ায়াত আছে। তাই বিভিন্ন বর্ণনার পর্যালোচনায় প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ ও মুফাসসির নাহ্হাস একটু দৃঢ়ভাবেই বলেন, প্রথম আয়াতগুলোর মত বাকী আয়াতসমূহও মাক্কী। (দ্র.আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ কুরতুবী, *আল জামি'উ লি আহকামিল কুরআন,* বৈরুত : দারু ইয়াহইয়াউত্ তুরাছিল 'আরাবী, তাবি, ৯খ, পৃ ২০১, 'আল্লামা শিহাব উদ্দীন আল্-আলূসী, *রূহুল মা'আনী,* বৈরুত : দারু ইয়াহইয়াউত্ তুরাছিল 'আরাবী, ১৯৮৫ খ্রী., ১৩খ, পৃ ৩৫৭)। আল্লামা আলূসী এ মতের প্রতি ঝুঁকে গিয়েছেন (আলূসী, প্রাগুক্ত)। আল্লামা সানাউল্লা উসমানী ঐ আয়াতসমূহের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে যত বর্ণনা এসেছে সেসবের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে ইবনুল হিসারের বরাতে বলেন, প্রথম আয়াতটি মাক্কী হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। আর বাকী আয়াতগুলো প্রথমে একবার মক্কায় নাযিল হয়, অতঃপর মদীনায় উহুদের যুদ্ধের সময় এগুলো আবার নাযিল হয়। এপর মক্কা বিজয়ের পর পুনরায় নাযিল হয়। (সানাউল্লা উসমানী, *আত্ তাফসীরুল মাযহারী,* দিল্লী : নাদওয়াতুল মুসান্নিফীন, তাবি, ৫খ, পৃ ৩৯৩)। অতএব বুঝা যাচ্ছে সব ক'টি আয়াতই মাক্কী। তাছাড়া, আয়াতের তারতীব বা বিন্যাস আল্লাহ সুবহানাহুর দিক-নির্দেশেই বর্তমানে বিন্যস্ত অবস্থায় যা যেভাবে আছে, অবশ্যই তার একটা গুরুত্ব আছে, দিক-নির্দেশনা আছে। এছাড়া, মধ্যবর্তী আয়াতে যেমনিভাবে প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়, তেমনিভাবে সবর করতেও আদেশ করা হয়। অতএব মক্কায় দা'ওয়াতের প্রকৃতি ও কৌশলের সাথেও উপরোক্ত আয়াতের বক্তব্যের মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই।

Dhaka University Institutional Repository

জন্যই, অন্য কারো জন্য নয়। আর তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহেযগার এবং সৎকর্ম করে।[৩]

এ আয়াতসমূহের আলোকে কয়েকটি মন্তব্য করা যায় :

প্রথম কথা হল, উক্ত আয়াতসমূহ যদিও মহানবী (স)কে উদ্দেশ্য করে বলা, তবু তাঁর উম্মত ও অনুসারী হিসেবে এ আদেশ সকল যুগের দা'ঈর জন্যই কার্যকর। নবী করীম (স) এ পদ্ধতিই তাঁর সাহাবীগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এ মর্মে অন্য স্থানে ইরশাদ হয়েছে :

قل هذه سبيلى ادعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتبعنى -

বলুন, এটাই আমার পথ যে, আমি আমার অভিজ্ঞতার উপর আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেই। আর আমার যারা অনুসরণ করে, তারাও তাই।[৪]

দ্বিতীয় কথা হল, যে কোন দা'ওয়াতী পদ্ধতির বাস্তবায়ন পর্বে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। তা হলো :

ক. কিভাবে তা সূচনা করা হবে।

খ. কি ধরনে উপস্থাপন করা হবে, তা প্রাথমিক পর্বেই হোক, আর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পর্বেই হোক।

গ. উপস্থাপনের পর এর প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও অগ্রগতি সংরক্ষণ তথা ধরে রাখার চেষ্টা করা।

ঘ. দা'ওয়াতে টিকে থাকা ও একে সচল রাখা, আর জিহাদ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে দা'ওয়াতী প্রবাহকে প্রতিষ্ঠিত করা ও এ পথে বাধা অপসারণ করা যায়।

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, আশ্চর্যজনকভাবে এ সব দিক সম্পর্কে চমৎকার দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কেননা প্রথমেই বলা হয়েছে, 'দা'ওয়াত আল্লাহর রাস্তার দিকে'। এখানে দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ করে দেয়া হয়েছে। এর দ্বারাই দা'ওয়াতের সূচনা করতে হবে। ব্যক্তি বা দলের সুনামের দিকে দা'ওয়াত দিলে তা ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনা হবে না, কিংবা হঠাৎ করে যুদ্ধ শুরু করে দিলেই সে দা'ওয়াতের কাঙ্খিত সূচনা হবে না। সর্বাগ্রে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ করতে হবে এবং এর মাঝে ইসলামী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্বাচন করতে হবে। এটাই সূচনা পর্ব।

অতঃপর তা উপস্থাপন করতে হবে জোর জবরদস্তি বা প্রতারণামূলক পন্থায় নয়; বরং সুকৌশলে, যেন দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ মনোজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে, পরিবর্তন আনে, যাতে সে বহির্জগতে তথা বাহ্য আচরণে আস্তে আস্তে পরিবর্তন আনতে থাকে। আর এ কাজটি করতে হবে হিকমত ও মাও'ইযার মাধ্যমে, যা উক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে চলতে হবে এবং প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সে অমনোযোগিতা দেখালে মাও'ইযার পরিমাণ বাড়াতে হবে। আর এ পর্যায়ে নিরাশ হলে চলবে না। কেননা ফলাফলের মালিক আল্লাহ তা'আলা। দা'ঈর কর্তব্য দা'ওয়াতী কাজ চালিয়ে যাওয়া। যার দিক-নির্দেশেনা ঐ আয়াতেই আছে যে, কে গোমরাহ আর কে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত আছেন। আর এটা হল দা'ঈর দিক। অপরদিকে ঐভাবে মাদ'উ ব্যক্তি যদি দা'ওয়াত কবুল করে নেয়, তা হলে তাকে কাছে টেনে নিতে

---

৩. সূরা আন নাহল : ১২৫-১২৮।

৪. সূরা ইউসুফ : ১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

হবে। সেই হিকমত ও মাও'ইযাধীন নীতিমালা অনুসারেই শিক্ষা দীক্ষা দিতে হবে। তার সাধারণ ভুল-ক্রটি, বিচ্যুতি মার্জনীয়। হিম্মত ও সাহসিক উদ্যোগ প্রশংসনীয়। দা'ঈ তার ভাই, ঐ ব্যক্তিও সে দা'ঈর ভাই। শিক্ষা-দীক্ষা, সাহায্য-সহযোগিতা, সহমর্মিতা, ইজ্জত-সম্মান রক্ষায় দা'ঈর যেমন অধিকার, ঐ ব্যক্তিরও তেমনি অধিকার আছে। এভাবে ক্রমান্বয়ে দা'ওয়াতী কাফেলায় সে একাকার হয়ে যাবে।

আর যে দা'ওয়াত কবুল করল না, কিংবা অমনোযোগী হওয়ার কারণে চুপ করেও থাকল না, বরং দা'ঈর মোকাবেলায় এগিয়ে আসল, তার অবস্থাও দু'ধরনের হতে পারে :

এক. সে মোকাবেলা করল কথা দ্বারা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে। তখন উক্ত আয়াতের নির্দেশ হলো তাকে মোকাবেলা করতে হবে সর্বোত্তম পন্থায় যুক্তিতর্কের মাধ্যমেই। ফলাফলে যদি দেখা যায়, সে দা'ওয়াত কবুল করে নিল, তখন তাকে পূর্বতন ব্যক্তির মত শিক্ষা-দীক্ষা দিতে হবে। অন্যথায় যুক্তিতর্ক চলবে।

দুই. সে মোকাবেলা করল শক্তিমত্তা প্রদর্শন, মৌখিক হুমকি-ধমকি, গালিগালাজ, মারধর বা দা'ঈকে হত্যার চেষ্টা ইত্যাদির মাধ্যমে। তখন এ আয়াতে দা'ঈর জন্য নির্দেশ হলো (যদি সামর্থ থাকে তবে) ন্যায়নীতি বজায় রেখে এর মোকাবেলা করতে হবে।

এরপর ঐ আয়াতের শেষাংশে আরো নির্দেশ হলো, দা'ঈকে বিচলিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতাশাগ্রস্ত হলে চলবে না, তাকে সবর করতে হবে, তার শত্রুদের ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে হবে, একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করতে হবে, তাঁকে সমুপস্থিত মনে করতে হবে তথা তাকওয়া ও ইহসান অবলম্বন করতে হবে। আর তখন দা'ঈ আল্লাহকে তার সাথে পাবে। তিনি তাকে সাহায্য করবেন, যেন সে তার কাজে টিকে থাকতে পারে, সচল থাকতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনায় ইসলামী দা'ওয়াতের পথ পরিক্রমায় পর্যায়ক্রমে অনুসরণীয় কৌশলগত ক'টি পদক্ষেপ স্পষ্ট হয়ে যায় :

প্রথমত দা'ওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিরূপণ;

দ্বিতীয়ত ইসলামী দা'ওয়াতের উপস্থাপন শৈলী

তৃতীয়ত হিকমত অবলম্বন;

চতুর্থত হিকমতের পাশাপাশি মাও'ইযা হাসানার ব্যবহার;

পঞ্চমত মুজাদালা বিল আহসান অবলম্বন;

ষষ্ঠত উত্তম নীতি নৈতিকতায় যুলুম-নির্যাতন প্রতিরোধ করা।

সপ্তমত দা'ওয়াতী কাজে দৃঢ় ও অবিচল থাকার ব্যবস্থা নেয়া।

এসব দিক ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতির বাস্তবায়ন পর্বে কৌশলগত পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ।[৫]

---

৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আন্‌ওয়ারী, *মান্‌হাজুদ দা'ওয়াহ ওয়াদ দু'আত ফিল কুরআনুল কারীম* (অপ্রকাশিত পিএইচ ডি থিসিস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ১৯৯৮), পৃ ৪৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে লক্ষ্য নির্ধারণ

ইসলামী দা'ওয়াতের লক্ষ্যসমূহ পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। দা'ওয়াতের লক্ষ্যসমূহকে এমন এক দিকদর্শন যন্ত্র হিসেবে গণ্য করা হয়, যা দা'ঈকে তার দা'ওয়াতী কাজে দিক নির্দেশনা দান করবে। ঐ লক্ষ্যগুলো এমন এক আলোকবর্তিকাসম, যা দা'ঈর চলার পথ ঠিক করে দেবে। সেই পথ, যা অবলম্বনে দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তিবর্গ প্রভাবিত হবে। এ লক্ষ্যগুলো এমন রাহবার স্বরূপ, যার মাধ্যমে রচিত হবে দা'ওয়াতী পরিকল্পনা। স্থিরিকৃত হবে উপস্থাপনার বৈচিত্র্যময় কৌশল ও মাধ্যম। যার ভিত্তিতে দা'ওয়াত পরিচালিত হবে এবং বিভিন্ন ধরনের তৎপরতার উদ্ভব ঘটবে।

আর দা'ওয়াহ বিষয়ে কুরআনুল কারীমে ادع الى سبيل ربك -'তোমার প্রভুর পথের দিকে দা'ওয়াত দাও' বলে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, দা'ওয়াত বিশেষ লক্ষ্যের পানেই অগ্রসর হবে। উপরোক্ত আয়াতটি অন্য দিকে লক্ষ্য নির্ধারণের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। দা'ওয়াতী তৎপরতা চলবে কোন দিকে, তাও সে আয়াতটি বলে দিয়েছে। সেটা আল্লাহ্‌র জীবন বিধান ইসলাম গ্রহণের জন্য। দা'ঈ নিজের দিকে কিংবা তার দল বা সম্প্রদায়ের দিকে নয়, নিজের কোন স্বার্থে বা টাকা পয়সা উপার্জন কিংবা যশ-খ্যাতি, পদমর্যাদা লাভের জন্য নয়; বরং বিশ্ব জাহানের প্রভু আল্লাহর জন্য, তার বিধি বিধান মেনে নেয়ার জন্য দা'ওয়াত দেবে। এভাবে আল্লাহ্ পাক এ দা'ওয়াতের গতিপথ ঠিক করে দিয়েছেন। এটা এ জন্য যে, এ ধরনের পদ্ধতি নির্ধারণ করার গুরুত্ব বহু দিক দিয়ে অপরিসীম। নিম্নে কতিপয় দিক আলোচনা করা হলো :

১. দা'ওয়াতী কাজ সুন্দর, সঠিক ও যথাযথভাবে করার জন্য এর লক্ষ্যসমূহ দা'ঈর জানা থাকা খুবই জরুরী। দা'ঈ লক্ষ্য নিরূপণে ব্যর্থ হলে তাঁর দা'ওয়াতী কাজ মুখ থুবড়ে পড়বে। সে অগ্রসর হতে পারবে না। তাছাড়া, লক্ষ্যহীন দা'ওয়াতের কোন ফায়দা নেই বা লোকজনের কাছে কোন মূল্যও নেই। দা'ওয়াতী কাজে ব্যর্থতার জন্য দা'ওয়াতের ইপ্সিত মূল লক্ষ্য সম্পর্কে অজ্ঞতাই অধিক দায়ী বলে মনে করা হয়। এ জন্য অনেক সময় দা'ঈর টার্গেটহীন দা'ওয়াত উপস্থাপন পর্ব শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তার প্রভাব নিঃশেষ হয়ে যায়।

২. দা'ওয়াতী লক্ষ্য নিরূপণ ও সুস্পষ্টভাবে অবহিত না থাকলে এর লক্ষ্যসমূহের মাঝে বিশৃংখলতা দেখা দেয়।[৬] ফলে হয়তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক বাদ পড়ে যায়। যাকে প্রাধান্য দেয়া উচিত ছিল, তাকে উপেক্ষা করা হয়। যা গৌণ তাকে মৌল মনে করা হয়। এভাবে হযবরল লেগে শেষ পর্যন্ত দা'ওয়াতী কাজটিই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

৩. দা'ওয়াতের লক্ষ্য নির্ধারিত থাকলে সময়ও অনেক বেঁচে যাবে। কেননা তখন দা'ঈ বিভিন্ন দিক অধ্যয়ন ও যাচাই বাছাই করে পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক পদক্ষেপ নেবে। তাতে তার দা'ওয়াত অধিক ফলপ্রসূ হবে।

৪. লক্ষ্য নির্ধারণ দা'ঈকে সঠিক ও সামঞ্জস্যশীল উপস্থাপনা শৈলী নির্বাচনে এবং কার্যকর ও প্রভাবশালী মাধ্যম গ্রহণে সাহায্য করবে। সাথে সাথে মানব অন্তকরণে ও চলমান পরিবেশ-পরিস্থিতিতে অনুপ্রবেশ করার দ্বার উন্মোচন সহজ করে দেবে। কেননা কোন পরিস্থিতিতে

---

৬. ড. আবুল ফাত্‌হ আল বায়ানূনী, *আল মাদখালু ইলা 'ইলমিদ দা'ওয়াহ*, বৈরুত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯১, পৃ ২০২, আরো দ্র. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আন্‌ওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

কোন পর্যায়ে কোন ধরনের উপস্থাপনা কৌশল অধিক কার্যকর তা চিহ্নিত করার জন্য কোন লক্ষ্যে দা'ওয়াতী কাজ চলবে তা অবশ্যই স্পষ্ট থাকতে হবে। যেমন একজন চিকিৎসক তার রোগীর রোগ নিরাময়ে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে থাকেন। এতে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ওষুধ প্রদান করা হয়। প্রতিটি পর্যায়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ওষুধের মাত্রাও নির্ধারিত থাকে। তেমনি একজন দা'ঈ তার লক্ষ্য নির্ধারণ করে দা'ওয়াতের বিভিন্ন পর্যায় সহজেই অতিক্রম করতে পারবে।[৭] আত্মভোলা বা আবেগতাড়িত পদক্ষেপে হঠাৎ কোন কিছু শুনিয়ে দিলেই দা'ওয়াত হয়ে যাবে না।

৫. দা'ওয়াতের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলে তা দা'ঈকে দা'ওয়াতের সঠিক প্রবাহ ও পথ পরিক্রমা হতে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে।[৮] লক্ষ্য নির্ধারণের অভাব অনেক সময় সিদ্ধান্ত হীনতায় ভোগায় কিংবা বিশেষ করে প্রতিকূল পরিবেশে নিস্ক্রিয় হয়ে যায়। বিভিন্ন দিক দিয়ে হতাশা আক্রমণ করে বসে। দা'ওয়াতের লক্ষ্যসমূহ সুস্পষ্টভাবে জানা না থাকার কারণে কেউ কেউ দা'ওয়াতের কোন একটা দিকেই ব্যস্ত থাকা যথেষ্ট মনে করে। যেমন মানুষের মাঝে শুধু যিকির-আযকার ও নামাযের দা'ওয়াতের মধ্যেই অনেকে সীমিত থাকে। কারণ এগুলোসহ দা'ওয়াতের অন্যান্য মৌলিক লক্ষ্য সম্পর্কে তারা অবহিত নন। আবার কেউ কেউ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ রাখছেন সকল কর্মতৎপরতা। বস্তুত লক্ষ্যসমূহের স্তরবিন্যাস করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে এ সব ঘটে থাকে। দা'ওয়াতের লক্ষ্য নির্ধারণে মনোনিবেশ করলে এ সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব।

৬. দা'ঈকে তার দা'ওয়াতের প্রতিটি স্তরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। এভাবে অগ্রসর হলে দা'ওয়াতী কাজকে চলমান রাখা তার জন্য সহজ হবে। বরং দা'ওয়াত সচল রাখার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি রক্ষা করা তার জন্য ফরয। যেমন মাইলফলক দেখে গাড়ী চালক তার বাহনের গতি নিয়ন্ত্রণে রাখে, গন্তব্যস্থলে পৌঁছার আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পায়, তেমনি দা'ঈও দা'ওয়াতের প্রতি মাইলফলক তথা লক্ষ্যমাত্রার মাধ্যমেই গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

মোটকথা, দা'ঈকে তার পরিকল্পনামাফিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। এটাই দা'ওয়াতের পন্থা। এর দ্বারা তার সফলতার পথ সূচনা করবে। এ নির্ধারণ পর্ব সূচনার সূচনা। বিজয় রহস্যের উৎস। এ জন্য আধুনিক সমাজ গবেষণা পদ্ধতিতে অনুসৃত বৈজ্ঞানিকপন্থায় এটাকে 'সূচনা বিন্দু' হিসেবে গণ্য করা হয়। এমনকি বলা হয়, কোন ব্যক্তি তার কাজের লক্ষ্য নির্ধারণ তার সফলতার অর্ধাংশ; সমস্যা নিরূপণ সমাধানের অর্ধেক। এজন্য মহানবী (স)-এর দা'ওয়াতী পরিকল্পনায় তাঁর লক্ষ্য সুস্পষ্ট রাখতেন। যে কোন কর্মতৎপরতা শুরু করার পূর্বে লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিতেন। অধিকন্তু, সময় সময় সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য সম্পর্কেও অনুসারীগণকে অবহিত করতেন। জানা যায়, তিনি লোকজনকে এ বলে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন যে, তোমরা যদি আল্লাহর দ্বীন কবুল কর ও দা'ওয়াত দাও, তবে একদিন

---

৭. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আন্ওয়ারী, প্রাগুক্ত।

৮. ড. বায়নূনী, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা রোমান কায়সার ও পারস্য কিসরার ধন-ভাণ্ডার লাভ করবে।[৯] অর্থাৎ সেই দুই পরাশক্তির সাম্রাজ্যও তোমরা জয় করতে পারবে। মহানবী (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ফলেছিল। তাঁর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য অর্জিত হয়েছিল।

দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও নির্মল করা

প্রতিটি মানুষের জীবনে একটা উদ্দেশ্য থাকে, যাকে কেন্দ্র করে তার চিন্তাধারা ঘুর্ণায়মান, যার দিকে সব চিন্তা-চেতনা বহমান, যাকে কেন্দ্র করে তার জীবনে আশা-আকাঙ্খার ফল্গুধারা চলমান। এভাবে প্রতিটি দা'ওয়াতের পিছনে একটা উদ্দেশ্য কার্যকর, যার আওতায় এ দা'ওয়াতের সকল কর্মতৎপরতা কেন্দ্রিভূত, যার পরিধিতে এ দা'ওয়াতকে করা হয় প্রতিষ্ঠিত।

ড. বারাকাতের ভাষায় :

> দা'ওয়াতের পিছনে যদি কোন গোপন প্রেরণাশক্তি না থাকে, তবে এ বিষয়ে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। তার মাঝে সে গোপন মোহের প্রেষণা অবশ্যই কার্যকর থাকতে হবে যা দা'ঈর প্রতিটি পদক্ষেপে দিক নির্দেশনা দিবে, অন্তর্জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করবে, কাজে আত্মনিয়োগ করতে শক্তি যোগাবে, প্রাণ সঞ্চার করবে। তার মধ্য থেকে যা বের হবে, সেই ছাঁচেই বের হবে যা তার মাঝে ঐ কাজের প্রতি এক ইতিবাচক সাড়া জাগাবে, যা তার আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করবে। তাকে তার কাজে সম্মুখে অগ্রসর হতে আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক শক্তিতে বলীয়ান করবে, যেন আস্তে আস্তে তার লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে পারে, উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে পারে।[১০]

পূর্বেই বলা হয়েছে, ইসলামী দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য হল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। উদ্দেশ্যের গুরুত্বের পাশাপাশি এ ইসলামী উদ্দেশ্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আরো বেশী, আরো গভীরে। ইসলামী দা'ওয়াতের পথে এ উদ্দেশ্য নির্ধারণ দা'ওয়াতকে দান করে সতত জীবনীশক্তি, টিকে থাকার অমীয় সুধা।

আর ইসলামী দা'ওয়াতের লক্ষ্য হল এ উদ্দেশ্যকে ঐ বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করার প্রেষণা থেকে মুক্ত করা যা ইসলামী উদ্দেশ্যকে কলুষিত করে। যেমন যশ-খ্যাতি লাভ, লোকে বড় বলবে, নেতৃত্বে বসাবে, কিংবা কোন মনগড়া মতের প্রতি অন্ধ ভক্ত হওয়ার প্রেষণা নিয়ে এবং এর ছত্রছায়ায় ধন-সম্পদ কামানোর উদ্দেশ্যে ঐ কাজে নিবিষ্ট হলে দা'ওয়াতের উদ্দেশ্য কলুষিত হতে বাধ্য। সুতরাং দা'ঈ তাঁর কাজকে এসব বৈষয়িক স্বার্থ মুক্ত করতে পারলে লোকজন সহজে তার প্রতি আকৃষ্ট হবে, শ্রদ্ধা করবে এবং দা'ওয়াত কবুল করবে।

অপর দিকে তার কাজ আল্লাহর কাছেও গ্রহণযোগ্য তথা কবুল হবে। কেননা দা'ওয়াতী কাজ হলো ইবাদত ও জিহাদ। আর নিয়্যত খালেস তথা ইবাদতকারীর ইখলাস না থাকলে তা আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। এ ব্যাপারে আল কুরআনে স্পষ্টই বলা হয়েছে :

وما امروا الا ليعبدو الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمو الصلوة ويؤتو الزكوة وذلك دين القيمة -

---

৯. 'উমর ইব্‌ন ফাহ্‌দ আন্ নজম, *ইত্তিহাফুল ওরাবি আখবারি উম্মিল কুরা*, বৈরুত : দারুল আন্দোলুস, ১৯৮৭ খ্রী., ১খ, পৃ ১৯২।

১০. ড. বারাকাত, *উসলুবুদ দা'ওয়াহ*, কায়রো : দারু গরীব লিত্ তাবা'আ, ১৯৮৩, পৃ ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

> তাদেরকে একমাত্র নির্দেশ করা হয়েছে, তারা খাঁটি মনে ইখলাসের সাথে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।[১১]

মহানবী (স)কে প্রশ্ন করা হয়েছিল সে ব্যক্তি সম্পর্কে, যে জিহাদ করে গনীমতের জন্য কিংবা শক্তিমত্তা প্রদর্শনের নিমিত্তে। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, যে জিহাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর কালিমা বা বাণীকে বুলন্দ করার জন্য তাই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য।[১২]

অপরদিকে দা'ওয়াতী কাজে টাকা পয়সার প্রয়োজন আছে। এ কাজ করলে সম্মান বৃদ্ধি পায়, কর্তৃত্ব হাতে আসে, যা দা'ওয়াতী কাজেও প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু দা'ঈকে মনে রাখতে হবে, এগুলো মাধ্যম ও বৈষয়িক উপকরণবিশেষ। তাই উদ্দেশ্য ও উপকরণের মাঝে মিশ্রণ ঘটালে চলবে না। দা'ওয়াতী কাজে সফল হতে হলে ও লোকজনের মাঝে এর প্রভাব স্থায়ী করতে হলে নিঃস্বার্থ মনোবৃত্তি ব্যক্ত করতে হবে। অন্যথায় তা মানুষের কাছে এবং আল্লাহর কাছেও গ্রহণযোগ্য হবে না। এ জন্য আল কুরআনে সূরা শু'আরায় আম্বিয়া কিরামের দা'ওয়াত বর্ণনায় যা এসেছে তাতে দেখা যায়, তারা সকলেই নিঃস্বার্থতার ঘোষণা দিতেন এভাবে :

وما اسئلكم عليه من اجر ان اجرى الا على الله رب العٰلمين –

> আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো বিশ্ব পালনকর্তাই দেবেন।[১৩]

আল্লাহ পাক শেষ নবী (আ)কেও তাই ঘোষণা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন :

قل ما اسئلكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين-

> আপনি বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, আর আমি লৌকিকতাকারীও নই।[১৪]

মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) বলেন :

> মানুষের স্বভাব হল, তাদের নিকট যা আছে সে ব্যাপারে যে নির্লোভ তাকে তারা ভালোবাসে। আর যে বিষয়ে তাদের লোভ আছে, তাতে যে প্রতিযোগিতা করতে চায়, তার প্রতি তারা বিদ্বেষ পোষণ করে। এটাই হল হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি। অতঃপর আপনারা যারা ইচ্ছা করেন, আপনাদের পেশ করা দা'ওয়াতের দ্বারা তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করতে চান, তাহলে প্রথমেই এটা তাদের নিকট স্পষ্ট করে তুলুন যে, আপনারা তাদের রাজত্ব ও ধন-সম্পদ চাচ্ছেন না, না তাদের নেতৃত্ব ও যশ-খ্যাতি চাচ্ছেন; কিংবা না কোন পদ বা চাকরি চাচ্ছেন। বরং যা কিছু করছেন বন্ধুত্বের খাতিরে করছেন, তাদের প্রতি দরদ ও সহানুভূতি থেকেই করছেন। তাদের উপর মন্দ কিছু আপতিত হচ্ছে সে ভয়েই তা করছেন।[১৫]

---

১১. সূরা বাইয়্যিনাহ : ৫।

১২. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, *বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ, বাবি মান কাতালা লি তাকুনু কালিমাতাহু হিয়াল উলিয়া, *ফাতহুল বারী*, ৬খ, পৃ ২৮।

১৩. সূরা শু'আরা : ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০।

১৪. সূরা সোয়াদ : ৮৬।

১৫. সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, *হিকমাতুদ দা'ওয়াহ ওয়া সিফাতুদ দু'আত*, লাখনৌ : আল মাজমাউল ইসলামী আল ইল্‌মি, ১৯৮৯, পৃ ৩০-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরো বলেন :

দা'ওয়াতের সফলতায় যে সব বিষয় মূল উপাদান, সেগুলো হল গোটা কয়েক কার্যকারণ বিশেষ। কিন্তু সবগুলোকে আমি দু'টি মৌলিক কার্যকারণে গুটিয়ে নিতে সক্ষম। প্রথমটি হল : দা'ওয়াতের চিন্তাধারা দা'ঈর আবেগ অনুভূতিকে আ'চ্ছন্ন করে ফেলবে, তাতে ওটা প্রবল হয়ে যাবে। এটা যেন তার আত্মা ও রক্তে প্রবাহিত হয়, তার সত্তার সাথে মিশে যায়। আর তখনই দা'ঈ হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফীক, ইলহাম ও সাহায্যপ্রাপ্ত। যে আল্লাহর সাহায্য পাবে, সে মচকে যাবে না, ব্যর্থও হবে না।... দ্বিতীয় বিষয়টি হল : লোভনীয় বিষয়সমূহ হতে দূরে থাকা এবং বৈষয়িক স্বার্থে নিস্পৃহ ভাব প্রদর্শন। নিস্পৃহ মানে এক শ্রেণীর খৃস্টানদের বৈরাগীপনা নয় বা সন্ন্যাসী সংসারত্যাগী হওয়াও নয়। আয়াতে কুরআনে এসেছে : 'রূহবানিয়্যাত (সন্ন্যাসপনা) তারাই উদ্ভাবন করেছে। আমি তাদের উপর ধার্য করিনি, যা করেছিলাম তাহলো একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করো।' ইসলামে কোন সন্ন্যাসপনা নেই। বস্তুত দা'ওয়াতে প্রয়োজন মনস্তাত্ত্বিকভাবে উন্নত সংকল্পের অধিকারী হওয়া, লোভনীয় ক্ষেত্রসমূহ হতে দূরে থাকা, বড় বড় পদে সমাসীন হওয়ার ব্যাপারে নিস্পৃহ ভাব দেখানো। নিশ্চয়ই যাদের নিকট আপনারা দা'ওয়াত পেশ করবেন, তারা যখন জানতে পারবে যে, অবশ্যই আপনারা তাদের রাজত্ব লোভে কিংবা আল্লাহ পাক তাদের জন্য যার ভাণ্ডার খুলে ধরেছেন, সে ব্যাপারে তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। তখন তারা আপনাদের ইখলাস সম্বন্ধেই সন্দিহান হয়ে উঠবে, আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে যাবে। অতএব আপনারা তাদের কাছে পরিষ্কার করে ফেলুন যে, আপনারা রাজত্বলোভী নন, যশ খ্যাতি ও পদ অন্বেষণকারী নন, ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য তালাশকারী নন কিংবা কোন রকম লোভ লালসার তাড়নায় তাদের কাছে আসেননি।[১৬]

এভাবে ইসলামী দা'ওয়াহ পদ্ধতির ঐ মূলনীতিটি গোটা দা'ওয়াতী কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে, সফলতার দিকে নিয়ে যায়। যখন কেউ দা'ওয়াতে সাড়া দেবে, আর দা'ঈ বৈষয়িক চাকচিক্যময়তা ও দম্ভ হতে বিরত থাকবে কিংবা দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তি উপেক্ষা করার পর দা'ঈ নিরাশ না হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ চালিয়ে যাবে, তখনই দা'ঈ সফলতার মুখ দেখবে।

এ মূলনীতিটি দা'ঈর মাঝে দৃঢ়তা ও ভারসাম্য শক্তি জন্মাবে, আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক গভীর হবে, মজবুত হবে। আর তখন দা'ঈ ভাবতে থাকবে, সে প্রকৃতি জগতেরই একটা অংশ, সে একা নয়। এমন কোন বিরানভূমিতে তার অবস্থান নয়, যাতে কোন পানি ও জীবন নেই। বরং তার সাথে সবকিছুর মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আছেন। গোটা প্রকৃতি জগত তার সাথে।

আর এভাবে এ মূলনীতিটি দা'ঈর দা'ওয়াতের মৌলিকতা ও যথার্থতাও প্রকাশ করবে। দা'ঈর ব্যক্তিত্ব সুদৃঢ় হবে। মানুষের মাঝে দা'ওয়াত সম্পর্কে ভাল ধারণা সৃষ্টি হবে।

আর এভাবে দা'ঈ শুধু তার বন্ধু মহলেই দা'ওয়াত দেয়া যথেষ্ট মনে করবে না বা শুধু তাদের প্রতি আগ্রহশীল হবে না কিংবা শত্রুদেরকে অবহেলা করবে না; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকলের কাছেই যাবে।

এমনিভাবে ঐ বিষয়টি দা'ঈর আচার-আচরণেও ভারসাম্য নিয়ে আসবে। কেননা তখন তার সাথে অপরের সম্পর্কের মানদণ্ড হবে মহানবী (স) এ বাণীর আলোকে- ان تحب فى الله وتبغض فى الله

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ ২৫, ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

কাউকে তুমি পছন্দ করলে আল্লাহর জন্যই পছন্দ করবে এবং কাউকে ঘৃণা করলেও আল্লাহর জন্যই।[১৭]

এভাবে ঐ উদ্দেশ্যের ঘোষণায় দা'ঈ নিজের সর্বোচ্চ ত্যাগ-তিতীক্ষা ও শক্তি নিয়োজিত করবে দা'ওয়াতী কাজে। কারণ সবকিছু তো আল্লাহ পাক দেখেছেন বলে সে মনে করবে। যদিও সে মানুষের নিকট থেকে কোন ধন্যবাদ বা স্বীকৃতি লাভ না করুক।[১৮]

উপরোক্ত দিকসমূহের পাশাপাশি দা'ওয়াহ যখন রাব্বানী জীবন প্রণালীর দিকে দেয়া হবে অন্য কিছুর প্রতি তা হবে না, তখন এ বিষয়টিও ক'টি ইতিবাচক ফলাফল সৃষ্টি করবে। তন্মধ্যে :

১. জীবনপদ্ধতি আল্লাহ প্রদত্ত হওয়ায় সহজেই মানুষ তা মেনে নেবে। আর আল্লাহ সকলেরই। শুধু দা'ঈ বা বিশেষ কোন দলের নয়।
২. এতে কোন গোঁড়ামী বা প্রবৃত্তির প্রভাবকে জাগিয়ে তুলবে না, এটা গোঁড়ামীমুক্ত।
৩. আল্লাহর সূত্রে সকলেই একই উৎসের সাথে সম্পর্কিত মনে করবে। এতে বিভিন্ন সারির লোকজনের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি হবে যা মানব রচিত কোন মতবাদের দিকে দা'ওয়াত দিলে পাওয়া যাবে না।

আর রব তথা প্রতিপালকের নামে দা'ওয়াত দিলেও অন্তরে এক বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টি হয়। কারণ তিনি সকলেরই পালনকর্তা। এ রবের হাজারো নেয়ামত সকলেই ভোগ করছে। এতে মানুষের হৃদয়মূলে সে রবের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া, এ মহাশক্তির সামনে নিজের দুর্বলতা, সর্বোপরি তার প্রতি মহব্বত ভালোবাসার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। তাই রবের নামে দা'ওয়াতই অধিক ফলপ্রসূ। এ জন্য সকল নবী (আ) শুধু রাব্বুল আলামীনের নামে দা'ওয়াত দিতেন, বারবার রব শব্দটি উচ্চারণ করতেন।

অতএব দা'ঈকে দা'ওয়াত পেশ করার পূর্বে তার লক্ষ্য নিরূপণ করতে হবে, তার উদ্দেশ্যকে নির্মল নিষ্কলুষ করতে হবে যেন সব চাওয়া পাওয়া একমাত্র রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তার দ্বীনকে প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে তার কালিমা তায়্যিবাকে বিজয়ী করার নিমিত্তেই পরিচালিত হয়। এটাই ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতিতে দা'ঈর সর্বপ্রধান ও প্রথম পদক্ষেপ।

---

১৭. ইমাম আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল আশশায়বানী, *মুসনাদু আহমাদ*, ৪খ, পৃ ২৮৬।

১৮. ড. মুহাম্মাদ আবদুর রহমান আন্‌ওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী দা'ওয়াতের উপস্থাপন শৈলী

মানুষের মাঝে তিনটি উপাদান আছে, যার দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত। তাহলো হৃদয়ানুভূতি, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ানুভূতি। মানব সমাজে দা'ওয়াতী কাজ করতে হলে দা'ওয়াত দ্বারা এ তিনটি সেক্টরে নাড়া দিতে হবে। তাই দা'ওয়াতী পরিকল্পনা উপস্থাপনের কৌশলগুলোকে ঐ তিনটি উপাদানের আলোকে সাজানো যায়।

ক. হৃদয়ানুভূতিগত উপস্থাপনা শৈলী

মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করে- এ ধরনের অনেক উপস্থাপন কৌশল রয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ক'টি এরূপ :

১. দা'ঈ কর্তৃক মাদ'উর প্রশংসা করা।
২. দা'ঈ কর্তৃক মাদ'উকে তিরস্কার করা।
৩. আল্লাহর নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করা।
৪. আবেগ উদ্দীপক জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদান করা।
৫. উৎসাহ দান ও ভীতি প্রদর্শন। অর্থাৎ আখিরাতে জান্নাতের আরাম-আয়েশ ও জাহান্নামের কঠিন শাস্তির কথা স্মরণ করানো।
৬. আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দেয়া।
৭. আবেগকে জাগিয়ে তোলে এমন কিস্‌সা-কাহিনী বলা।
৮. দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি, দয়া প্রদর্শন ও বিপদ-আপদে দেখাশোনা করা।
৯. মাদ'উর অভাব মোচন করে দেয়া, সাহায্য করা এবং সেবা যত্ন করা।[১৯]
১০. নাম ধরে সম্বোধন করা।
১১. উপমা উদাহরণ দেয়া।
১২. পরামর্শ চাওয়া।
১৩. নসীহতের সুরে বক্তব্য পেশ।
১৪. কিছু উল্লেখ করা, কিছু উহ্য রাখা।
১৫. বক্তব্য সংক্ষেপ করা।
১৬. কোন প্রশ্নের একাধিক উত্তরের মাঝে অধিক কল্যাণকর দিক উল্লেখ করা।
১৭. প্রয়োজনে আল্লাহর শপথ করা।
১৮. সম্মান ইজ্জত প্রদর্শনমূলক বক্তব্য বা কাজ করা।
১৯. মাদ'উর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ ও প্রশ্নোত্তর করা।
২০. সবর ও সংযম প্রদর্শন করা।
২১. জামা'আতবদ্ধ হয়ে একজনের কাছে যাওয়া ও উপস্থাপন।
২২. ক্ষমা করে দেয়া ও কল্যাণকামিতা প্রদর্শন।
২৩. নরম ব্যবহার ও আপনকরণ।

---

১৯. দ্র. ড. আবুল ফাত্‌হ বায়ানূনী, *আল মাদখালু ইলা 'ইলমিদ্ দা'ওয়াহ*, বৈরুত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯১, পৃ ১০৫-১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

২৪. প্রয়োজনে কঠোর হওয়া।

২৫. খাবার আয়োজন ও মেহমানদারী করা।

২৬. বয়কট করা।

২৭. গোপনে দা'ওয়াত দেয়া।

২৮. হিযরত করা।[২০] ইত্যাদি।

এসব কৌশল সাধারণ সাধাসিধে প্রকৃতির মানুষ, কিংবা স্বল্পজ্ঞানের অধিকারীদের ক্ষেত্রে অধিক ফলপ্রসূ। তাছাড়া, যাদের অবস্থা সম্পর্কে দা'ঈর সম্যক জ্ঞান নেই, তাদের ক্ষেত্রেও এগুলো প্রয়োজন। এভাবে যারা নরম অন্তরের অধিকারী যেমন শিশু, ইয়াতীম, মিসকীন, বিপদগ্রস্ত, রোগাক্রান্ত, নারী–এদের জন্য দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে বেশী কার্যকর। এছাড়া, পুত্রের জন্য পিতা ও পিতার জন্য পুত্রের দা'ওয়াত এবং নিকটাত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে দা'ওয়াতী কাজে সেগুলো ব্যবহার্য। এমনিভাবে যখন কোন সমাজে দা'ঈ দুর্বল হন কিংবা প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হন, তখন উপরোক্ত কৌশলসমূহ ব্যবহার করতে পারেন যেন তাদের হৃদয়ানুভূতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করা যায়, দা'ঈর প্রতি আকৃষ্ট করা যায়।[২১]

খ. বোধিতে আবেদন সৃষ্টিকারী উপস্থাপন শৈলী

মানুষের আকল বা বুদ্ধিকে সম্বোধন করে তার মাঝে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণায় অনুসন্ধিৎসু করে তোলে–এ ধরনের উপস্থাপন কৌশল অনেক। এখানে ক'টি উল্লেখ করা হলো।

১. দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করে যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করা।

২. বিভিন্ন ধরনের তুলনা প্রদর্শন করা। যেমন একবার এক যুবক মহানবী (স.)-এর নিকট এসে ব্যভিচার করার অনুমতি চাইল। মহানবী (স.) বললেন, তোমার মায়ের সাথে কেউ ব্যভিচার করুক, তা তুমি চাও? যুবকটি বলল, না, কক্ষণো না। মহানবী (স.) বললেন, তাহলে অন্য মানুষেরাও তাদের মায়ের সাথে এ ধরনের আচরণ চাইবে না। এমনিভাবে মহানবী (স.) সে যুবকটির ফুফীর সাথে, বোনের সাথে তুলনা করেন। পরিশেষে যুবকটি তার বাসনা ত্যাগ করে অন্তর পরিশুদ্ধ করে নিল।[২২]

৩. মাদ'উর সাথে যুক্তি প্রদর্শনমূলক বিতর্ক করা। যাকে বহস বা মুনাযারাও বলা হয়।

৪. যে সব কাহিনীতে বুদ্ধি ও চিন্তার খোরাক বা কাজ বেশী, সেসব কাহিনী উল্লেখ করা। এজন্য আল্লাহ পাক বলেন : لقد كان فى قصصهم عبرة لاولى الالباب 'নিশ্চয় তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য শিক্ষার বিষয় রয়েছে।'[২৩]

৫. বিভিন্ন উপমা উদাহরণ ও প্রবাদ প্রবচন উল্লেখ করা। এজন্য আল কুরআনে বলা হয় : وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون- 'ঐ সব উপমা মানুষের জন্য এ কারণে উল্লেখ করা হচ্ছে, যেন তারা চিন্তা করতে পারে।'[২৪]

৬. বিরোধীপক্ষ যা সত্য মনে করছে, তার বিপরীত বিষয়টি সত্য বলে প্রমাণ করা।

---

২০. দ্র. সুনান তিরমিযী, হাদীস নং ২৭৬৯, ২৭৯৪, *মুসনাদ আহমদ*, ৫খ, পৃ ২৫৬-২৫৭।

২১. ড. আবুল ফাত্তাহ আল বায়ানূনী, প্রাগুক্ত, পৃ ২০৬।

২২. দ্র. *সুনান তিরমিযী*, হাদীস নং ২৭৬৯, ২৭৯৪, *মুসনাদ আহমদ*, ৫খ, পৃ ২৫৬-২৫৭।

২৩. সূরা ইউসুফ : ১১১।

২৪. সূরা হাশর : ২১।

Dhaka University Institutional Repository

৭. আলামত দ্বারা তার উৎসের সন্ধান দেয়া। যেমন ধোঁয়া দেখেই আগুন আছে বলে অনুমান করা।
৮. বিষয় বিভাজন এবং আলাদা পর্যালোচনা ও হুকুম জারি করা।
৯. চিন্তা-ভাবনা করতে আহবান জানানো।
১০. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া।
১১. ক্রমান্বয়ে উপস্থাপন করা।
১২. কিছু কিছু ক্ষেত্রে চুপ থাকা, নীরব থাকা, ইত্যাদি।[২৫]

এগুলো যারা জ্ঞানচর্চায় মত্ত তাদের ক্ষেত্রে দা'ঈ ব্যবহার করতে পারেন। এমনিভাবে যারা নিরপেক্ষ জ্ঞানানুসন্ধানী কিংবা তর্কপ্রিয় নয়তো দা'ওয়াত সম্পর্কে বিভিন্ন সন্দেহ ও সংশয়ে নিপতিত তাদের বেলায় অধিক কার্যকর।[২৬]

গ. ইন্দ্রিয়ানুভূতি গ্রাহ্য উপস্থাপন শৈলী

মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ভুক্ত তথ্য গ্রহণের পরিধিতে আবেদন সৃষ্টি করে এমন উপস্থাপন কৌশলও কম নয়। এখানে গুরুত্বপুর্ণ ক'টি উল্লেখ করা হলো :

১. আসমান-যমীনে এবং মানব দেহে অবস্থিত আল্লাহর সৃষ্টিলীলা প্রত্যক্ষ করানো। এভাবে আল কুরআনে প্রচুর আয়াত এসেছে।
২. আদর্শিক মডেল উপস্থাপন।
৩. হাতের কাজ শিক্ষা দেয়া। যেমন মহানবী (স.) নামায শিক্ষা দিতেন।
৪. নিন্দিত বিষয় অপসারণে কার্যগত উদ্যোগ গ্রহণ।
৫. নবীগণের বিভিন্ন মু'জিযা সম্পর্কে আলোচনা করা।
৬. নাটকীয়তার আশ্রয় নেয়া।[২৭]
৭. প্রযুক্তিগত বৈজ্ঞানিক গবেষণা উপস্থাপন করা।
৮. শারীরিক শাস্তি প্রদর্শন করা।
৯. শিক্ষা সফর করানো।
১০. ইশারা ইঙ্গিত করা।
১১. হাসা বা ক্রন্দন করা।
১২. সচিত্র প্রতিবেদন প্রদর্শন, ইত্যাদি।

যে সব বিষয় কর্মে বাস্তবায়নযোগ্য, সেসব ক্ষেত্রে এসব কৌশল ব্যবহার্য। তাছাড়া, বিশেষজ্ঞ তৈরীতে কিংবা যারা অল্পশিক্ষিত বা আবেগপ্রবণ বেশী, তাদের মাঝে এসব কৌশল অধিক কার্যকর। আর যেহেতু এগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সেহেতু এগুলোর প্রভাব বেশী স্থায়ী।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত তিন প্রকারের কৌশলের পাশাপাশি রূহানী কৌশলও উল্লেখ করা যায়। তবে তা আল্লাহর সাথে দা'ঈর আধ্যাত্মিক ও আমলগত সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। রূহানীভাবেও কারো উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তবে উপরোক্ত তিন প্রকারের কৌশল দা'ওয়াতে অধিক ব্যবহৃত ও সহজসাধ্য বলে মনে হয়। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

---

২৫. ড. আবদুর রহমান আনওয়ারী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪১৯-৪২৫, ৪৪০-৪৪৪।
২৬. ড. আবুল ফাত্তাহ আল বায়ানূনী, প্রাগুক্ত, পৃ ২১২।
২৭. ড. আবুল ফাত্তাহ আল বায়ানূনী, প্রাগুক্ত, পৃ ২১৫-২১৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রমে হিকমত : স্বরূপ ও প্রয়োগ

আল কুরআনুল কারীম ইসলামী দা'ওয়াতের প্রথম ও মৌলিক উৎস। ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনায় আল কুরআন মানবজাতির জন্য যে ক'টি আয়াতের মাধ্যমে দিক-নির্দেশনা দিয়েছে, তন্মধ্যে একটি আয়াত হল :

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن -

তোমরা দা'ওয়াত দাও হিকমত ও মাউ'য়েযা হাসানার দ্বারা, আর সর্বোত্তম পন্থায় যুক্তিতর্ক কর।[২৮]

তাই ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতির অন্যতম স্তম্ভ তথা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল হিকমত। কিন্তু হিকমত বলতে কি বুঝায়- এ নিয়ে আজও বিতর্ক চলে আসছে। সুতরাং হিকমতের প্রকৃত স্বরূপ কি, ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত বলতে কি বুঝায়, কিভাবে কি করলে সেটা হিকমতপূর্ণ দা'ওয়াত হবে, যা একজন দা'ঈকে পালন করা আল্লাহর নির্দেশমত ফরয, তা পর্যালোচনার দাবীদার।

হিকমতের স্বরূপ

হিকমত শব্দটি আরবী। মূল ধাতুগত দিক দিয়ে এর বিভিন্ন অর্থ করা হয়। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত আরবী বাংলা অভিধানে বলা হয় যে, এর অর্থ হল তত্ত্বজ্ঞান, বিজ্ঞতা, জ্ঞান, দর্শন, পরিণামদর্শিতা, বিচক্ষণতা।[২৯] এ শব্দটি আরবী حكم মূলধাতু থেকে ব্যবহৃত। এ অভিধায় এর অর্থ আদেশ করা, শাসন করা, নিষেধ করা, বিরত রাখা, বিধিসমূহ পরিচালনা করা, আদেশ প্রবর্তন করা, মীমাংসা করা।[৩০] এ থেকেই হাকীম حكيم শব্দটির ব্যবহার, যা বাংলা ভাষায়ও প্রচলিত। আরবী ভাষায়ও حكيم শব্দটি ফয়সালাকারী ও চিকিৎসক অর্থে ব্যবহার করা হয়।[৩১] হিকমত শব্দটি কার্যকারণ ও রহস্য অর্থেও ব্যবহৃত। যেমন বলা হয় : حكمة التشريع [৩২], অর্থাৎ শর'ঈ আইন প্রচলনের কার্যকারণ বা এর পিছনে যুক্তি রহস্য। মূলত হিকমত এমন একটি ব্যাপকার্থবোধক প্রত্যয়, যার প্রতিশব্দ নেই, যাকে এক কথায় অন্য ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব নয়।

আল্লামা সাইয়্যিদ আবুল হাসান 'আলী নদভী উল্লেখ করেছেন, 'আয়াতে উল্লিখিত হিকমত শব্দটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ আরবী শব্দ, যা অন্য ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি না।'[৩৩] আর এ জন্য হিকমত শব্দটির ব্যাখ্যায় প্রচুর মতামত ও বৈচিত্র্যময় মন্তব্য বিরাজমান। নিম্নে এগুলোর মাঝে ক'টি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য উল্লেখ করা হলো।

ক. বিশিষ্ট তাবে'ঈ মুজাহিদ (র) বলেন : 'কথা ও কাজে সঠিক তথা যথাযথ করার নাম হিকমত।'[৩৪] প্রখ্যাত মুফাসসির তাবারী ও খাযেন এক বাণীতে এ মতই পোষণ করেছেন।[৩৫]

---

২৮. সূরা আন্ নাহল : ১২৫।

২৯. মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল-আযহারী, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ ১২০৫।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ ১২০৪-১২০৫।

৩১. প্রাগুক্ত, ড. মুহাম্মাদ সাইয়িদ আবদুত তাওয়াব, *আল মু'জামুল ওয়াসীত*, দিল্লী : দারুল ইল্ম, তাবি, পৃ ১৯০।

৩২. প্রাগুক্ত, *আল মু'জামুল ওয়াসীত*, পৃ ১৯০।

৩৩. দ্র. সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, *রাওয়াই'উ মিন আদাবিদ দা'ওয়াহ*, কুয়েত : দারুল কলম, ১৯৮১, পৃ ১৫।

৩৪. দ্র. ইবন জারীর তাবারী, *জামি'উল বায়ান ফি তাফসীরিল কুরআন*, বৈরুত : দারুল মা'রিফা, ১৪০৬ হি., ৩খ, পৃ ৬০, আরো দ্র. 'আল্লামা শিহাব উদ্দীন আল্-আলূসী, আল্লামা সায়্যিদ মাহ্মূদ আলূসী, *রূহুল মা'আনী*, ৩খ, পৃ ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী এ সঙ্গে আরো কিছু যুক্ত করে বলেন : 'কথা ও কাজে সঠিক তথা যথাযথ এবং প্রত্যেকটি বিষয় বা বস্তুকে যথাযথ স্থানে রাখাকে হিকমত বলে।'[৩৬]

উল্লেখ্য, তাফসীরে খাযেন প্রণেতা তাঁর তাফসীরের অন্যত্র এ মতকে সমর্থন করেছেন। তাঁরা দু'জনই বলেছেন, 'কেউ কথা ও কাজে যথাযথ না হলে তাকে হাকীম বলা যাবে না।'[৩৭]

খ. ইমাম মালেক (র) বলেন : 'হিকমতের অর্থ আমার অন্তরে যা আসে তা হল, এটা আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে পাণ্ডিত্য। আর এটা এমন এক বিষয়, যা আল্লাহ স্বীয় দয়া, করুণায় মানুষের অন্তরে ঢেলে দেন।'[৩৮]

আল্লামা তাবারী স্বীয় তাফসীরে ইবনে যায়েদ (র) থেকে এমনি একটা রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন : 'হিকমত এমন একটা বস্তু যা আল্লাহ তা'আলা (মানব) অন্তরে স্থাপন করে দেন, যার দ্বারা তা আলোকময় হয়ে যায়।'[৩৯]

গ. আল্লামা আলূসী এমনি এক বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, আবূ ওসমানের মতে : 'হিকমত হল একটা জ্যোতিবিশেষ যার দ্বারা কোনটা (শয়তানের পক্ষ থেকে) প্ররোচনা, আর কোনটা (আল্লাহর পক্ষ থেকে) ইলহাম, তা পার্থক্য করা যায়।'[৪০]

ঘ. আল্লামা ইবনুল কায়্যিম হিকমতের সংজ্ঞায় উল্লেখ করেন : 'ইবন কুতায়বা ও অধিকাংশ 'উলামার মতে হিকমত হল, সত্যে উপনীত হওয়া এবং সে অনুসারে কাজ করা। এটা হল উপকারী বিদ্যা ও নেক কাজ।'[৪১]

ঙ. লিসানুল 'আরব প্রণেতা ইবন মানযূর আল ইফরীকী এবং বিশিষ্ট ভাষাবিদ ইবনুল আছীর উল্লেখ করেন : 'সর্বোত্তম বিদ্যার মাধ্যমে সর্বোত্তম বিষয়সমূহ জানার নাম হিকমত।'[৪২]

চ. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানীর মতে : 'হিকমত হল উত্তম বিদ্যা ও নেক কাজ। আর এটা তাত্ত্বিক বিদ্যার চেয়ে ফলিত বিদ্যার সাথে বেশী সম্পর্কযুক্ত । আর বিদ্যার চেয়ে কার্যক্ষেত্রেই বেশী ব্যবহৃত।

---

৩৫. প্রাগুক্ত, আলাউদ্দীন বাগদাদী, *তাফসীরে খাযেন*, কায়রো : মাতবা'আতু মুস্তাফা আল বাবী, তাবি, ১খ, পৃ ৯২।

৩৬. দ্র. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, *আত্ তাফসীরুল কবীর*, কায়রো :দারু ইয়াহইয়ায়িত্ তুরাছিল 'আরাবী, তাবি, ৪খ, পৃ ৭৪, তাফসীরে খাযেন প্রণেতাও তা সমর্থন করেছেন। প্রখ্যাত মুফাস্‌সীর আবূ হায়ান আন্দালূসীর *আল বাহরুল মুহীত*, ১খ, পৃ ৩৯৩ এবং 'আল্লামা শিহাব উদ্দীন আল্-আলূসীর *রূহুল মা'আনী*, ১খ, পৃ ৩৮৭তেও এ ধরনের মতামত পাওয়া যায়।

৩৭. প্রাগুক্ত।

৩৮. 'ইমামুদ্দীন ইবন কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনুল 'আযীম*, ১খ, পৃ ৩৩২।

৩৯. দ্র. 'আল্লামা আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ ৪৩৬।

৪০. দ্র. আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ ৪১।

৪১. দ্র. ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়াহ, *মিফ্‌তাহুস্ সা'আদা*, রিয়াদ : মাক্‌তাবাতুর রিয়াদ আল হাদীসাহ, তাবি, ১খ, পৃ ৫১।

৪২. দ্র. ইবন মানযুর আল ইফরীকী, *লিসানুল 'আরব*, দারু সাদের, তাবি, ১২খ, পৃ ১৪০, ইবনুল আসীর, *আন্ নিহায়া ফি গারীবিল হাদীছি ওয়াল আছার*, বৈরুত : আল মাকতাবাতু আল ইসলামিয়্যাহ, তাবি, ১খ, পৃ ১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

যদিও কোন কাজ সম্পর্কে না জানা পর্যন্ত তা হিকমতপূর্ণ হয় না। আর এটা শরী'য়তের পরিভাষায় 'আকল তথা বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নাম।'[৪৩]

ছ. কারো মতে : 'বস্তু বা বিষয়সমূহের সত্তাগত ও স্বভাবজাত মূলনীতি সম্পর্কে জানার নাম হিকমত।'[৪৪]

আল্লামা রাগেব আরো উল্লেখ করেন : 'হিকমত হল আল্লাহর একটি গুণ বিশেষ। তাই একে যখন আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তখন এর অর্থ হবে বিষয় বা বস্তুসমূহের বুদ্ধিগত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বভাবজাত গুণাবলী সৃজন ও উদ্ভাবন করা। আর সে হিকমত বান্দার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হবে, তখন এর অর্থ হবে সে সে স্বভাবজাত গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া।'[৪৫] কারণ মানুষ অবহিত হতে পারে, বস্তুর উপযোগিতা আনতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে না।

উপরোক্ত সংজ্ঞা ও মন্তব্যগুলো পর্যালোচনা করলে হিকমতের স্বরূপ সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায়, তা হল :

প্রথমত : এটা কথা ও কাজের এক বিশেষণ। তা হল, এগুলো যথার্থ হতে হবে। অর্থাৎ যেখানে যা প্রযোজ্য, সেখানে তা করতে সমর্থ হলেই বলা হবে সে হিকমতধারী। এটা প্রখ্যাত তাবে'ঈ মুজাহিদ, বিশিষ্ট মুফাসসির তাবারী, রাযী, খাযেন, আলূসী প্রমুখের মত।

দ্বিতীয়ত : এটা এমন এক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার নাম, যার দ্বারা সত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে সে অনুসারে কল্যাণকর কাজে নিবিষ্ট হওয়া যায়। 'আল্লামা রাগেব, ইব্ন মানযূর, ইবনুল আছীর প্রমুখের মতামত থেকে আমরা এটা জানতে পারি।

তৃতীয়ত : এটা একটা নূর বা সহজাত জ্যোতি, যা ইলহামী তথা আল্লাহ প্রদত্ত। যার মাধ্যমে মানুষ সত্যকে সত্য হিসেবে বুঝে থাকে; সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের মাঝে পার্থক্য করতে পারে।

চতুর্থত : এটাতে ফলিত দিক প্রাধান্য পায়। কিন্তু কোন বিষয়ে কিভাবে প্রয়োগ করা যাবে, সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বাস্তবে রূপ দেয়া যাবে, সেটাই বিবেচ্য বিষয়।

তাই উপরোক্ত মতামতগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এগুলোর মাঝে কোন বিরোধ নেই; বরং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্ত করা হয়। একই অর্থের বিভিন্ন বিশ্লেষণ। কেউ হিকমতের উৎসমূলের উপর, কেউ এর বিশ্লেষণ ও ধরনের উপর, কেউ তার কার্যকারিতা, ফলাফলের উপর জোর দিয়েছেন। অতএব এসব সংজ্ঞায় বিভিন্ন বিষয়ের কথা আসলেও সব ক'টি হিকমতেরই অন্তর্ভুক্ত। হিকমত একটা যৌগিক প্রত্যয় বিশেষ।

হিকমত হল এক নূরানী সত্তা, জ্যোতির্ময় শক্তি, যা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয়। কেউ তার কিছু কিছু স্বভাবত পেয়ে যায়, আবার কেউ কেউ সৃষ্টিকর্তার দেয়া নিয়মমাফিক চর্চা, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তা অর্জন করে। অতএব, হিকমতের এ ব্যাখ্যা তার উৎসমূল হিসেবে।

---

৪৩. দ্র. আর-রাগিব আল ইস্পাহানী, *আয যারিআতু মাকারিমিশ্ শরী'আহ,* বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৮০, পৃ ১০৪।

৪৪. দ্র. আলাউদ্দীন বাগদাদী, *তাফসীরে খাযেন,* কায়রো : মাতবা'আতু মস্তফা আল বাবী, তা বি, ১খ, পৃ ২১১, রাগেব ইস্পাহানী, প্রাগুক্ত।

৪৫. রাগেব ইস্পাহানী, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

হিকমত একটা প্রজ্ঞার নাম, যার মূল বৈশিষ্ট্য হল, এর দ্বারা কোন ভুল বা বোকামীসুলভ কথা বা কাজ হয় না। যা হয়, তা স্বভাবজাতভাবেই মানুষ সঠিক বলে ধরে নেয়। হিকমত ভুল বা বোকামীসুলভ কাজ থেকে বিরত রাখে। এ জন্য ঘোড়ার লাগামকে 'হাকামা' বলা হয়।[৪৬] কারণ তা মনিবের অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখে।

আর জ্ঞানগর্ভ প্রজ্ঞাময় সে রীতিনীতি জানা থাকলে, যে কোন বিষয়ে যথার্থতা ফুটে উঠার সাথে সাথে ফলাফল এ দাঁড়াবে যে, শুদ্ধ-অশুদ্ধ, ভুল-সঠিক, সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ এবং উত্তম-অধমের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় হয়ে যাবে। এ জন্য হিকমত আল্লাহর দেয়া বড় নিয়ামত ও রহমত। যার মাঝে তা পাওয়া যাবে, তার প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে।

এজন্য আম্বিয়া কিরাম ও তাঁদের অনুসারীদেরকে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে যে সকল নি'য়ামত দান করা হয়েছিল, তন্মধ্যে একটি বিশেষ নি'য়ামতের কথা আল কুরআনে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো হিকমত। যথা ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরের উপর আল্লাহ পাক যে সব অনুগ্রহ করেছেন, তা এভাবে উল্লেখিত হয় : فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمة واتينهم ملكا عظيما

> ইবরাহীমের বংশধরকেও কিতাব ও হিকমত প্রদান করেছিলাম এবং বিশাল সাম্রাজ্য দান করেছিলাম।[৪৭]

এমনিভাবে হযরত দাউদ, 'ঈসা (আ) ও তাঁর উম্মত এবং শেষনবী মুহাম্মদ (স) ও তাঁর উম্মতকে আলাদাভাবে আল্লাহ পাক সেই হিকমত প্রদানের নি'য়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আর অন্য স্থানে সাধারণভাবে সকল নবী (আ)-এর কথা উল্লেখ করে তাদের হিকমত প্রদানের নি'য়ামত স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

আল্লাহ পাক বলেন : واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتب وحكمة

> আর আল্লাহ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গিকার গ্রহণ করলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি তা হল কিতাব ও হিকমত।[৪৮]

সুতরাং মানবজীবনে হিকমত আল্লাহর মহান এক নি'য়ামত। এ ছাড়া জীবন চলতে পারে না। ব্যক্তিগত, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক সকল দিকের চালিকাশক্তি বা রূহ হল হিকমত।

উল্লেখ্য, হিকমত শব্দটি আল কুরআনের বিশ জায়গায় এসেছে। এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ আরো প্রচুর মতামত ব্যক্ত করেছেন। এমনকি আল্লামা আবু হায়ান স্বীয় তাফসীরে হিকমত সম্পর্কে প্রায় ২৯টি মত উল্লেখ করেছেন।[৪৯] উপরে বর্ণিত মতামতগুলোর পাশাপাশি হিকমতের আরো মন্তব্য লক্ষণীয়। যেমন হিকমত অর্থ নবুয়ত, কুরআন বুঝা, দ্বীন বুঝা ও অনুসরণ করা, সুন্নত, আল্লাহর ভয়,

---

৪৬. দ্র. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আল ফায়ূমী, *আল মিসবাহুল মুনীর*, বৈরুত : আল মাকতাবাতু আল ইলমিয়্যাহ, তাবি, ১খ, পৃ ১৪৫।

৪৭. সূরা নিসা : ৫৪।

৪৮. সূরা আলে ইমরান : ৮১।

৪৯. দ্র. আবু হায়ান আন্দালুসী, *আল বাহরুল মুহীত*, দারুল ফিকর, ১৪০৩ হি., ২খ, পৃ ৩২০।

Dhaka University Institutional Repository

'আকল বা বুদ্ধিমত্তা, দ্বীনের ব্যাপারে 'আকলী দলীল, ওহী জ্ঞানের মাধ্যমে ফয়সালা, তত্ত্বজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি।[৫০]

এসব মতামত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এগুলো উপরে বর্ণিত হিকমতের স্বরূপের সঙ্গে মিলে যাবে। নতুন কোন বৈপরিত্য সৃষ্টি করবে না। কেননা একজন নবীকে অবশ্যই হিকমতধারী হতে হবে। হিকমতের উপরি স্তর নবুয়ত। কারণ এ প্রজ্ঞা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে সরাসরি আসছে। তেমনিভাবে কুরআনুল কারীম আল্লাহর বাণী, আর আল্লাহ পাক হাকীম। তাই তাঁর কথাও হিকমতপূর্ণ। এ জন্য ইরশাদ হয়েছে : والقران الحكيم :'হিকমতপূর্ণ কুরআনের কসম'।[৫১]

আর কুরআন যে হিকমত নিয়ে এসেছে, তা বুঝতে সক্ষম হওয়াও হিকমত। কারণ কোন কিছু হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, বুঝে অনুসরণ করতে হলে সেই প্রজ্ঞার প্রয়োজন। তেমনিভাবে মহানবী (স) যেভাবে আল কুরআনের বাণী বাস্তবায়ন করেছেন, তাকে বলা হয় সুন্নত। আর এটা নিঃসন্দেহে হিকমত। যেখানে বাস্তবায়ন নীতি হিকমতের স্বরূপের অংশবিশেষ। তাই সকল নবীর সুন্নতই ছিল প্রত্যেকের যুগের জন্য হিকমত। এমনিভাবে যিনি যত আল্লাহ পাককে জেনেছেন, সত্যকে চিনেছেন তিনি ততটুকু আল্লাহভীরু, আনুগত্যকারী। আর জীবন ও জগতের সে তত্ত্ব ও তথ্য এবং রহস্য জানাও হিকমতের প্রকৃতির অন্তর্গত। তাই দর্শন বা তত্ত্বজ্ঞানও হিকমতের আওতাভুক্ত। সুতরাং বৈপরিত্য বাহ্যত ক্ষেত্রবিশেষে হতে পারে, মৌলিকভাবে নয়।

মোটকথা, উপরোক্ত যে কোন একটা বিষয় আলাদাভাবে হিকমতের স্বরূপ বহন করে না বা হিকমত প্রত্যয়টি উপরোক্ত বিষয়সমূহের যে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে খাস হয়ে যায় না। হিকমতের ধারণাটি আরো ব্যাপক। তার পরিধি আরো বিস্তৃত। এর মূল আরো গভীরে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সকল মানুষকে কিছু না কিছু হিকমত দেয়া হয়েছে। কিন্তু সকলকে কিছু না কিছু নবুয়ত দেয়া হয়নি। সুতরাং হিকমত শব্দটি শুধু নবুয়ত, কুরআন, সুন্নাহ ইত্যাদির চেয়ে আরো ব্যাপক।

তাই শুধু ঐগুলোর একটা অর্থ গ্রহণ করলে হিকমতের পূর্ণাঙ্গ ধারণা মিলবে না। যথাযথ জ্ঞান, কথা ও কাজে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার প্রজ্ঞাই হিকমতের মূলকথা। তাই আল কুরআনের যেখানে হিকমত শব্দটি কিতাবের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে এর অর্থ উক্ত কিতাবের বাস্তবায়ন নীতি বা সুন্নত। আর যেখানে আলাদাভাবে তথা এককভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, সেখানে ব্যাপক অর্থ নেয়া হয়। যেমন আল্লাহর বাণীতে -ومن يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كبيرا 'যাকে হিকমত দেয়া হয়েছে, সে প্রচুর কল্যাণপ্রাপ্ত'[৫২] নবী না হয়েও হাকীম হওয়া যায়। যেমন হযরত লোকমান (আ) সম্পর্কে অধিকাংশ তাফসীরকারও বলে থাকেন। শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (স) হযরত ইব্‌ন আব্বাসের জন্য দু'আ করেছেন :

- اللهم علمه الحكمة 'হে আল্লাহ, তাঁকে হিকমত শিক্ষা দিন'[৫৩]। সুতরাং যথাযথ জ্ঞান, কথা ও কাজে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার প্রজ্ঞাই হিকমতের মূল কথা।

---

৫০. দ্র. প্রাগুক্ত, আরো দ্র. কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ ৩৩০।

৫১. সূরা ইয়াসীন : ২।

৫২. সূরা বাক্বারা : ১৬৯।

৫৩. দ্র. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী, *আল জামে'উ আস্ সহীহ (ফতহুল বারীসহ)*, কিতাবু ফাযাইলুস সাহাবা, বাবি যিক্‌র ইব্‌ন আব্বাস (রা), ৭খ, পৃ ১০০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত

পূর্বেই এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে যে, ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতির অন্যতম স্তম্ভ ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল হিকমত। কিভাবে দা'ওয়াত দিতে হবে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন, বরং সরাসরি আদেশ করেছেন যে, তা হতে হবে হিকমতের সাথে। তিনি বলেছেন :

> তোমরা রবের পথে দা'ওয়াত দাও হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে, যুক্তিতর্ক কর সর্বোত্তম পন্থায়।[৫৪]

এ আয়াতে হিকমত দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা নিয়েও প্রচুর মতামত রয়েছে। কারো মতে আল কুরআন নিজেই।[৫৫] কারো মতে সুন্নাহ।[৫৬]

অধিকাংশের মতে অকাট্য যুক্তি বা কথা, যা মানব অন্তরে স্বাভাবিকভাবেই স্থান করে নেয়। মানুষ কোন চিন্তা-ভাবনা, দলীল বুরহান ছাড়াই মেনে নেয়। আর তাদের মতে হিকমত শুধু সত্যান্বেষীদের দা'ওয়াত দেয়ার জন্য প্রযোজ্য। যাদের অন্তরে কোন অমনোযোগিতা, অবহেলা, ঔদাসীন্যতা অথবা কুটিলতা, বক্রতা কিংবা অহেতুক তর্ক লিপ্সা নেই। আর যারা গাফেল তথা অমনোযোগী, উদাসীন তাদেরকে মাউ'য়েযা দ্বারা দা'ওয়াত দিতে হবে। আর যারা কুটিল ও বক্র হৃদয়ের অধিকারী, অহেতুক তর্কে লিপ্ত হয়ে সত্যকে সহজে গ্রহণ করতে চায় না, তাদের মুজাদালা বিল আহ্সান দ্বারা দা'ওয়াত দিতে হবে। যেভাবে আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৭]

অতএব উপরোক্ত মতামতগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রথমোক্ত দু'টি মতে হিকমত অর্থ কুরআন ও সুন্নাহ। আর এ দু'টি মত অনুসারে বলতে হয় যে, ইসলামী দা'ওয়াত অবশ্যই কুরআন সুন্নাহভিত্তিক হতে হবে। উভয়টিই দা'ওয়াত ও দা'ওয়াত পদ্ধতির প্রাথমিক উৎস। কিন্তু দা'ওয়াতের কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য ফলিত দিকটি প্রয়োজন।

তৃতীয় মতটি নিলে দেখা যাবে, হিকমত বলতে এক বিশেষ ধরনের দলীল বা যুক্তি কিংবা তত্ত্বজ্ঞানের নাম বা সেগুলো নির্ভর কথার নাম বুঝায়। কিন্তু পূর্বোক্ত আলোচনায় হিকমতের যে স্বরূপ ফুটে উঠেছে, তা দ্বারা যাচাই করলে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেও হিকমতকে শুধু বিশেষ জ্ঞান বা কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সমীচীন হবে না। কারণ হিকমতের ধারণাটি কথা ও কাজ উভয়ের মাঝে বিস্তৃত, যা দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা দা'ওয়াতী প্রচেষ্টা, যা আল্লাহর দ্বীন প্রচারে ব্যবহৃত হয়- সবই দা'ওয়াতী কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত বলতে বুঝায় একজন দা'ঈকে পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝে সত্যকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা। যা হবে অত্যন্ত প্রজ্ঞা, বুদ্ধিদীপ্ত ও সুকৌশলে। অজ্ঞতা ও মূর্খতাসুলভ আচরণ বা কথাবার্তার মাধ্যমে ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রম চলতে পারে না।

অন্যদিকে মাও'ইযা হাসানা ও মুযাদালা বিল আহসানকে যদি আলাদা ধরি, তখন এর অর্থ দাঁড়াবে যে, সেগুলো হিকমতবিহীন তথা অজ্ঞতামূলক নির্বোধসুলভ। আর এ ধরনের কথা কেউই বলবেন না।

---

৫৪. সূরা নাহল : ১২৬।

৫৫. দ্র. ইবন জারীর তাবারী, প্রাগুক্ত, ১৪খ, পৃ ১৩১।

৫৬. দ্র. 'ইমামুদ্দীন ইবন কাসীর, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ ৫৯১।

৫৭. দ্র. ফখরুদ্দীন আর রাযী, প্রাগুক্ত, ১৯খ, পৃ ১৩৮, 'আল্লামা শিহাব উদ্দীন আল্- আলূসী, প্রাগুক্ত, ১৩খ, পৃ ৩৫৪-৩৫৫, আলাউদ্দীন বাগদাদী, *তাফসীরে খাযেন*, ৩খ, পৃ ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

মোদ্দাকথা হল, হিকমতের স্বরূপ অনুসারে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেও হিকমতের ধারণাটি প্রসারিত। অকাট্য যুক্তি বা তত্ত্বজ্ঞান হিকমতের অংশ। তেমনি আয়াতে উল্লিখিত মাও'ইযা হাসানা ও মুজাদালা বিল আহসানও হিকমতের অংশ। আয়াতে হিকমতের কথা সাধারণভাবে এনে মানব সমাজে বহুল প্রচলিত দু'টি পন্থায় হিকমত কি হবে তা ব্যাখ্যা করার জন্য উভয়টিকে এতদসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। কারণ উভয়টির মাঝে উত্তম ও নিকৃষ্ট পন্থা রয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে উভয়টিতেই উত্তমপন্থা অবলম্বনই হিকমত। আর তা হল, সুন্দর সাবলীল কথা এবং নরম ও বন্ধুত্বসুলভ আচরণ সত্যানুসন্ধানী ও ইখলাসের সঙ্গে হওয়া।

অধিকন্তু, তাঁদের বক্তব্য অনুসারে মানব সমাজের মনস্তাত্ত্বিক শ্রেণী বিভাজনটিও প্রমাণ করছে যে, মানুষের সে অবস্থাগুলো বুঝে দা'ওয়াত দিতে হবে। অনন্তর এটাই হিকমতের মূলকথা। যার সঙ্গে নরমভাবে তত্ত্ব ও সত্য জ্ঞান তুলে ধরে স্বাভাবিক কথাবার্তায় দা'ওয়াত দিলে কাজ হবে, সেখানে দা'ঈকে তাই করা হিকমত হবে। সেখানে তার সঙ্গে তিক্ত তর্কে লিপ্ত হওয়া বা কঠোর আচার-আচরণ বা ধমকের সুরে কথা বলা অহেতুক ও অজ্ঞতাসুলভ, যা হিকমতের চাহিদার পরিপন্থী। যার সঙ্গে যখন মাও'ইযা বা মুজাদালা করতে হবে বা করলে দা'ওয়াত ফলপ্রসূ হবে, সেখানে তাই করা হিকমত, যেখানে কঠোরতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, এমনকি অস্ত্র ব্যবহার করা প্রয়োজন সেখানে তাই করা হিকমত।

অতএব দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমতের প্রত্যয়টিও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। বরং দা'ওয়াতী কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কাজই হিকমতের আওতাভুক্ত। সব কাজই হিকমতপূর্ণ হতে হবে। এটা ইসলামী দা'ওয়াতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমতের ধরন ও তার প্রায়োগিক নমুনা

উল্লেখ্য, ইসলামী দা'ওয়াতের কার্যক্ষেত্র বা পরিধি যেমন ব্যাপক, তেমনি হিকমতের পরিধিও ব্যাপক। সুতরাং দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমতের ধরনসমূহ সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা দেয়া এ স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তবে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমতের মৌলিক ক'টি দিক আছে, যেমন প্রস্তুতি, স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা, উপস্থাপন এবং দা'ঈর নিজস্ব আচার-আচরণ। এসব সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহয় ব্যাপক ধারণা পেশ করা হয়েছে। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ গুরুত্বপূর্ণ ক'টি দিক পেশ করা হল :

প্রথমত : দা'ওয়াতের প্রস্তুতি বিবেচনার ক্ষেত্রে

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বনের প্রথম কথা হল- দা'ওয়াতের পূর্বে প্রস্তুতি নিতে হবে। হঠাৎ আবেগবশত একজনকে কিছু শুনিয়ে দেয়া যায়। আবেগের তোড়ে কাউকে কিছু বলা যায়। কোন পরিস্থিতিতে কিছু ঘটিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের দা'ওয়াত তেমন ফলপ্রসূ হয় না। তাই দা'ঈকে প্রস্তুতি নিতে হবে। এজন্য আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ)কে নবুয়ত দিয়ে ফের'আউনের নিকট দা'ওয়াতের জন্য পাঠিয়েছিলেন, তখন মূসা (আ) প্রস্তুতিমূলকভাবে আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করলেন :

رب اشرح لى صدرى- ويسرلى امرى- واحلل عقدة من لسانى- يفقهوا قولى- واجعل لى وزيرا من اهلى- هرون اخى -

Dhaka University Institutional Repository

হে আমার প্রতিপালক, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে, আর আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার ভাই হারুনকে আমার জন্য সাহায্যকারী করে দিন।[৫৮]

দা'ওয়াতী কাজ করতে গেলে ধৈর্য্য ও সংযমের জন্য অন্তরের প্রশস্ততা, দা'ওয়াহ উপস্থাপনে ভাষার সাবলীলতা ও সার্বিক কাজে সাহায্যকারী সাথী প্রয়োজন। অতএব মূসা (আ)-এর উপরোক্ত আবেদনটি এ ক্ষেত্রে প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এমনিভাবে আখেরী নবী মুহাম্মদ (স)-এর দা'ওয়াতী কাজের প্রস্তুতিস্বরূপ সূরা আলাক, মুয্‌যাম্মিল ও মুদ্দাসসিরের প্রথম দিকের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল। তাতে পড়া, ধৈর্য্য ধরা, ইবাদতে রাত জাগা ও পবিত্রতা অর্জন ইত্যাদি কার্যাবলী ও গুণাবলীর প্রশিক্ষণ নেয়ার কথা বলা হয়েছিল।

এছাড়া প্রস্তুতিমূলকভাবে আরো কিছু কাজ হিকমতসুলভ হয়। যথা :

- উদ্দিষ্ট বিষয়টি দা'ঈ নিজ কর্মে প্রতিফলিত করতে হবে। অর্থাৎ যে বিষয়টির দা'ওয়াত দেয়া হচ্ছে, তা দা'ঈ নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করা। এ জন্য আল কুরআনে বলা হয়েছে :

  يا ايها الذين امنوا لم تقولون مالا تفعلون- كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون -

  হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।[৫৯]

  এজন্য মহানবী (স) বলেছেন : ابدا بنفسك

  তুমি নিজের দ্বারা শুরু কর।[৬০]

- দা'ওয়াতের উপকরণসমূহ মূল্যায়ন করতে হবে। যেমন দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, মাধ্যম, টার্গেটকৃত ব্যক্তি ইত্যাদি উপকরণ কতটুকু, কিভাবে আছে তা মূল্যায়ন করে দা'ওয়াতে অগ্রসর হতে হবে।
- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা অপরিহার্য। দা'ঈ যে বিষয়ে যে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দা'ওয়াত দিচ্ছেন, তা প্রথমত দা'ঈর নিজের কাছে স্পষ্ট থাকতে হবে। ইসলামী দা'ওয়াতের লক্ষ্য ইসলাম প্রচার, আর উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এছাড়া ব্যক্তিস্বার্থ, মর্যাদা, প্রতিপত্তি, সুনাম ইত্যাদি অর্জনে দা'ওয়াতী কাজ করলে তা ইসলামী দা'ওয়াহ হবে না এবং দা'ওয়াতও ফলপ্রসূ হবে না; বরং সেখানে অস্পষ্টতার কারণে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হবে।
- প্রস্তুতি পর্বেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। হিকমত অনুসারে এ দা'ওয়াতী কাজ ফলপ্রসূ করার জন্য সমগ্র কাজটিকে সম্ভাব্য পর্যায়ে ভাগ করতে হবে। যেমন প্রস্তুতি পর্ব, উপস্থাপন পর্ব, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পর্ব এবং অন্যায়ের মোকাবেলা ও হকের বাস্তবায়ন পর্ব ইত্যাদি। শুধু দা'ওয়াত উপস্থাপন করে দলভুক্ত করলেই শেষ হবে না, দা'ওয়াত গ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

---

৫৮. সূরা ত্বাহা : ২৫-৩০।

৫৯. সূরা আস্ সফ : ২-৩।

৬০. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, বাবুল ইবতাদা ফিন নাফাকাতি বিন নাফসি, ২খ, পৃ ৬৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

- প্রস্তুতি গ্রহণে মূল সমস্যা নিরূপণ করতে হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বা সমাজে দা'ওয়াতী কাজ করা উদ্দেশ্য, তার মূল সমস্যা নিরূপণ করতে হবে এবং সে অনুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য দেখা যায়, সকল নবী (আ) তাঁদের সমাজে শিরক নিরসনে তাওহীদের দা'ওয়াতের পাশাপাশি সমাজের অন্যান্য মৌলিক সমস্যা সমাধানে কাজ করেছেন। যেমন নূহ (আ)-এর যুগে সাম্যের দা'ওয়াত, হুদ (আ) ও সালেহ (আ)-এর সময়ে ইহ-পারত্রিক জীবনের ভারসাম্য, লুত (আ)-এর সময় জৈবিক যৌনতায় ভারসাম্য এবং শু'আইব (আ)-এর যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা ও ইনসাফের দা'ওয়াতের উপর জোর দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত : বিষয় বিবেচনার ক্ষেত্রে

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু একটা মৌলিক দিক তথা উপকরণ। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে হিকমত হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অগ্রাধিকার দেয়া। তাছাড়া, আগে মূলনীতিগুলো, তারপর শাখা-প্রশাখা উপস্থাপন করতে হবে। এজন্য দেখা যায়, আল কুরআন যেহেতু প্রথমত পৌত্তলিক শিরকী সমাজে নাযিল হয়, তাই গোটা মাক্কী যুগে মানুষের 'আক্বীদার সংশোধনের উপর জোর দেয়া হয়েছে। মাক্কী যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোই এর প্রমাণ। তাছাড়া 'আক্বীদার বিষয়টি মূল। তা থেকেই দ্বীনের অন্যান্য শাখা প্রশাখা বের হয়ে আসে।

মহানবী (স)ও তাঁর দা'ওয়াতে ঐ হিকমত অবলম্বন করেছেন এবং তাঁর সাহাবীগণকে এভাবে হিকমত অবলম্বনের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তাই হযরত মুয়ায (আ)কে ইয়ামেনে পাঠানোর সময় নিম্নোক্ত পদ্ধতি শিক্ষা দেন : 'হে মুয়ায! তুমি আহলে কিতাবের একটা জাতির নিকট পদার্পণ করছ। তাই তাদেরকে (প্রথমে) এ কথা সাক্ষ্য দিতে দা'ওয়াত দিবে যে, একমাত্র আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। এটা যদি তারা মেনে নয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর সদকা (যাকাত) ফরয করেছেন, যা ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করে ফকীরদের মাঝে বিতরণ করা হবে। এটা যদি মেনে নেয়, তাহলে তাদের সর্বোত্তম সম্পদ নেয়া থেকে সতর্ক থেক। আর অত্যাচারিত ব্যক্তির বদদোয়া থেকে বেঁচে থাক, কারণ এ দু'আ ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল নেই।'[৬১]

অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, সর্বপ্রথমে তাওহীদ তথা 'আকীদার প্রতি মানুষকে দা'ওয়াত দিতে হবে। তা মেনে নিলে 'ইবাদতের দা'ওয়াত। এমনিভাবে ইসলামের অন্যান্য দিক সমাজে প্রবিষ্ট হতে থাকবে। এটাই হিকমতপূর্ণ পদ্ধতি।

উল্লেখ্য যে, এ ঘটনা সে সময়ের, যখন মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। তাই ইসলামী সমাজে 'আক্বীদার দা'ওয়াত না দিয়ে ইবাদাতের ওয়ায করাকে যারা হিকমত মনে করেন, উপরোক্ত হাদীস তাদেরকে সমর্থন করে না।

---

৬১. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, ড. মুহাম্মদ সাইয়িদ আবদুত তাওয়াব, *মুখতাসার সহীহ মুসলিম*, কুয়েত, ১৯৬৯, ১খ, পৃ ১৩৬, মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল্-বুখারী, *বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, বাবু সালাতিল ইমামি ওয়া দা'আয়িহি, ২খ, পৃ ২৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া, কোন নাস্তিককে দা'ওয়াত দিতে গেলে প্রথমে আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকারের জন্য প্রমাণ পেশ করতে হবে। এটাই হিকমত। তাকে ইসলাম সম্পর্কে এমনি ঢালাওভাবে বলে গেলে সে কিছুই গ্রহণ করবে না। কারণ সে মূলই গ্রহণ করেনি।

এভাবে মূলনীতিগুলোর উপর গুরুত্ব দিলে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় অজস্র ফিক্হী মাযহাবী অনেক মতবিরোধ ও অনৈক্য এড়িয়ে গিয়ে ইসলামী ঐক্য বিধান করা সম্ভব।

তৃতীয়ত : সময় বিবেচনার ক্ষেত্রে

সময় নির্বাচন দা'ওয়াতে হিকমতের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। অনেক দা'ঈ সময় না বুঝে দা'ওয়াত দেয়ার কারণে তাঁদের দা'ওয়াতী কাজ ফলপ্রসূ হয় না। দা'ওয়াতের সময় বিবেচনায় হিকমতের বিভিন্ন দিক রয়েছে। নিম্নে ক'টি দিক আলোচনা করা হল।

- বিবেচনার ক্ষেত্রে প্রথমে আসে সময় নির্বাচন। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি দা'ওয়াতের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে, এমনি সম্ভাব্য একটা সময় নির্বাচন করতে হবে, যাকে দা'ওয়াত দেয়া হচ্ছে, সে যদি অন্য কোন জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকে, তবে সে সময়ে তাকে দা'ওয়াত দেয়া যাবে না। এ জন্য আল্লাহ পাক বলেছেন : فذكر ان نفعت الذكرى

  উপদেশ ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হলে উপদেশ দাও।[৬২]

  সুতরাং যে ব্যক্তি তার নিজস্ব জরুরী কাজে ব্যস্ত, সে দা'ওয়াতের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে না। আর জরুরী কাজ কোন্‌টি, তা দা'ঈ নিজের প্রজ্ঞা ও ইসলামী মূলনীতির দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে।

- উদ্দিষ্ট বিষয় উপস্থাপনের পূর্বে দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তির সাথে পরিচয় ও তাকে আপন করণমূলক কোন কথা বা উপলক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে। হঠাৎ করে দা'ওয়াত দিলে সে অপ্রস্তুত থাকবে। এমনকি দা'ঈর কথার গুরুত্বও থাকবে না। এ জন্য দেখা যায়, হযরত ইউসুফ (আ) জেল সাথীদেরকে দা'ওয়াত দেয়ার পূর্বে তাঁর বংশ তালিকা ও পরিচয় পেশ করেছিলেন। যেমন- কুরআনুল কারীমে এসেছে, ইউসুফ (আ) বলেন :

  واتبعت ملة اباءى ابراهيم واسحاق ويعقوب -

  আমি আমার পূর্ব পুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের অনুসরণ করছি (যার দা'ওয়াত তোমাদের দিচ্ছি)।[৬৩]

  এতে দা'ঈ ও দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তির মাঝে আস্থা সৃষ্টি হবে, যা দা'ওয়াত ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য অতীব জরুরী।

- প্রাথমিক পর্যায়ে দা'ওয়াতী মিশন গোপন রাখলে সুবিধা হয়। এতে দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন সহজ হবে। যেমন ইউসুফ (আ) জেলসাথীদের পূর্বে দা'ওয়াত দেননি। প্রথমে উত্তম আচরণ করেছিলেন। বন্ধুত্বের দাবীতে তারা ইউসুফের নিকট এক সমস্যা নিয়ে আসলে তখনই দা'ওয়াত দিয়ে বসলেন।

---

৬২. সূরা আল্ আ'লা : ৯।

৬৩. সূরা ইউসুফ : ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

- সময় সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। কেননা কিছু কিছু সময় আছে, যেগুলো সদ্ব্যবহার করলে দা'ওয়াতে সুফল পাওয়া যায়। যেমন নমরূদের সৈন্যবাহিনী ও পৌত্তলিকরা ইবরাহীম (আ)-এর বিচার করার জন্য সভার আয়োজন করে। লোকজন একত্রিত হলে ইবরাহীম (আ) সকলকে দা'ওয়াত দিয়ে বসেন।[৬৪] তেমনিভাবে ইউসুফ (আ)-এর নিকট হাজতীদ্বয় নিজেদের প্রয়োজনে আসে, তিনি তাদের নিকট যাননি। আর প্রয়োজন মানুষকে স্বভাবত একটু নরম করে- এটা বুঝে ইউসুফ (আ) তাদেরকে দা'ওয়াত দিয়ে বসেন। এমনিভাবে ফের'আউন যখন মূসা (আ)-এর নিকট প্রস্তাব করে যে, যাদু প্রতিযোগিতা হবে জনসমক্ষে খোলা ময়দানে। মূসা (আ) সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন।[৬৫] এমনি অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে ইসলামী দা'ওয়াতের ইতিহাসে।
- তাড়াহুড়া পরিত্যাগ করা অত্যাবশ্যক। কিছু কিছু দা'ঈর মাঝে তাড়াহুড়া করার প্রবণতা আছে, যা সমীচীন নয়। অত্যন্ত ধীরস্থির ও সংযমের সাথে দা'ওয়াত উপস্থাপন ও ফলাফলের অপেক্ষা করা দা'ওয়াতের হিকমতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহ্ পাক বলেন :

  فاصبر كما صبرا اولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم –

  অতঃপর ধৈর্য্য ধরুন, যেভাবে ধৈর্য্য ধরেছিল দৃঢ় সংকল্পের রাসূলগণ, আর ঐ লোকদের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না।[৬৬]
- সমসাময়িক অবস্থায় এমন অনেক ঘটনা ঘটে যায়, যা থেকে অনেক উপদেশ নেয়ার থাকে। তাই সে ঘটনাগুলো নির্বাচন করে দা'ওয়াত দেয়া হিকমতের অংশ। যেমন হযরত হুদ (আ) স্বীয় দা'ওয়াতে নূহ (আ)-এর জাতির ধ্বংসলীলা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে :

  او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح -

  তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের মাধ্যমে তোমাদের রবের বাচনিক উপদেশ এসেছে, যাতে তিনি তোমাদের সতর্ক করেন, আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তোমাদেরকে কওমে নূহের পর (যমীনের) কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন।[৬৭]

অতএব দা'ঈকে সময় বিবেচনা করে যুগ সমস্যা ও ঘটনাবলীর সদ্ব্যবহার করতে হবে। যখন রমজান মাস আসে, তখন আত্মশুদ্ধি ও জিহাদের আলোচনা, হজ্জের সময় মুসলিম ঐক্য নিয়ে আলোচনা, ফসলের সময় যাকাত নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এভাবে সময় সুযোগ লক্ষ্য রেখে দা'ওয়াতী কাজে অগ্রসর হতে হবে। তাছাড়া সব সময় সমানতালে কথা বলা যাবে না। কারণ দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তির আনন্দের সময় যা বলা যাবে, তার দুঃখের সময় তা বলা যাবে না। স্বচ্ছল অবস্থায় যা বলা যাবে, অসচ্ছল অবস্থায় তা বলা যাবে না। উৎসাহ দেয়ার সময় যা বলা যাবে, ভয়-ভীতি বা সতর্ক করার সময় তা বলা যাবে না। এভাবে সময়ের বিভিন্ন দিকে কি পদক্ষেপ নিতে হবে, তা বিবেচনা করে অগ্রসর হওয়া হিকমতের অংশবিশেষ।

---

৬৪. দ্র. সূরা আম্বিয়া : ৫৮-৭০।

৬৫. সূরা ত্বাহা : ৫৯-৭০।

৬৬. সূরা আহকাফ : ৩৫।

৬৭. সূরা 'আরাফ : ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থত : স্থান ও পরিবেশ বিবেচনা

দা'ওয়াতের ক্ষেত্র বা স্থান ও পরিবেশ মূল্যায়ন হিকমতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একজন দা'ঈ তা যথাযথভাবে বুঝতে পারলে দা'ওয়াতের পদ্ধতি নির্ধারণসহ সব কাজে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হবে। অনেক সময় পরিস্থিতি এমন হয় যে, দা'ঈ প্রকাশ্যে দা'ওয়াত দিলে বিরোধীপক্ষের দ্বারা তা অংকুরেই শেষ হয়ে যাবে। এমনকি দা'ঈ নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারবেন না। সেখানে হিকমত হলো দা'ওয়াত গোপনে শুরু করতে হবে।

এজন্য দেখা যায়, মহানবী (স) মক্কায় তিন বৎসর গোপনে দা'ওয়াত দেন। এভাবে প্রাথমিক শক্তি সঞ্চয়ের পর প্রকাশ্যে দা'ওয়াত দেন।[৬৮] এ মর্মে আল্লাহ পাক বলেন :

فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين -

অতঃপর তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে প্রচার কর আর মুশরিকদেরকে এড়িয়ে যাও।[৬৯]

এভাবে হযরত নূহ (আ)-এর দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেও একই হিকমত দেখতে পাই। তিনি গোপনে, প্রকাশ্যে- উভয়ভাবে দা'ওয়াত দিতেন। ইরশাদ হচ্ছে : ثم انی دعوتهم جهارا- ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا-

অর্থাৎ, অতঃপর আমি তাদেরকে দা'ওয়াত দিয়েছি প্রকাশ্যে, পরে আমি সোচ্চার প্রচার করেছি এবং এ ব্যাপারে তাদের জন্য গোপনীয়তাও অবলম্বন করেছি।[৭০]

তাছাড়া, স্থান নির্বাচনে ভৌগোলিক পরিধিকেও দা'ঈর বিবেচনায় আনতে হবে। যেমন মহানবী (স) প্রথমে পরিবার ও নিকটাত্মীয়দেরকে দা'ওয়াত দেন। তাই কুরআনুল কারীমে বলা হয় :

وانذر عشيرتك الاقربين -

তোমরা নিকটাত্মীয়বর্গকে দা'ওয়াত দাও।[৭১]

অতঃপর নিজের এক সঙ্গে বসবাসরত সম্প্রদায় ও জাতির লোকদের দা'ওয়াত প্রদান করেন। কুরআনুল কারীমে এসেছে :

لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون -

যেন তুমি এমন সম্প্রদায়কে সতর্ক কর, যাদের পূর্বপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, আর তারা গাফেল।[৭২]

এর উদ্দেশ্য কুরাইশ সম্প্রদায়। অতঃপর নিজ শহর তথা দেশ। কুরআনুল কারীমে এসেছে :

وهذا كتب انزلنه مبرك مصدق الذى بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها -

এ কল্যাণময় কিতাব নাযিল করেছি, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যার দ্বারা তুমি মক্কা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসীদেরকে সতর্ক কর।[৭৩]

অতঃপর বিশ্বময় সমগ্র মানবজাতির জন্য দা'ওয়াত। তাই কুরআনুল কারীমে এসেছে :

كتب انزلنه اليك لتخرج الناس من الظلمت إلى النور باذن ربهم -

---

৬৮. ইব্‌ন হিশাম, *সীরাতুন্ নবী*, অনু, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪, ১খ, পৃ ১৯৭।
৬৯. সূরা হিজর : ৯৪।
৭০. সূরা নূহ : ৮-৯।
৭১. সূরা শু'আরা : ২১৪।
৭২. সূরা ইয়াসীন : ৬।
৭৩. সূরা আন'আম : ৯২।

Dhaka University Institutional Repository

এ কিতাব, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি এ জন্য যে, তুমি সমগ্র মানবকে তাদের প্রভুর নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পার অন্ধকার থেকে আলোতে।[৭৪]

তবে এখানে উল্লেখ্য, একজন দা'ঈকে এ পর্যায়গুলো ধারাবাহিকভাবে অতিক্রম করতে হবে- এমনটি নয়; বরং পরিবেশ অধ্যয়ন করে সে অনুসারে দা'ওয়াতের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া, পরিস্থিতি অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে। কারণ একটা পুঁজিবাদী বা গণতন্ত্রী সমাজে তার দা'ওয়াত এবং সাম্যবাদী সমাজে তার দা'ওয়াতের কৌশল ভিন্ন হতে বাধ্য। তবে একটা দিক লক্ষণীয়, তা হলো পরিবেশকে মূল্যায়ন করার অর্থ এই নয় যে, পরিবেশের স্রোতে হারিয়ে যাওয়া। ইসলামী মূলনীতির উপর টিকে থেকে তা করতে হবে। এ ব্যাপারে আল কুরআন কারীমে সতর্ক করে দেয়া হয় এভাবে :

فلا تطع المكذبين- ودوا لو تدهن فيدهنون- ولا تطع كل حلاف مهين -

অতঃপর আপনি মিথ্যাবাদীদের আনুগত্য করবেন না, তারা চায় যদি আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে। আপনি তার অনুসরণ করবেন না, যে বেশী বেশী শপথকারী নিকৃষ্ট।[৭৫]

পঞ্চমত : ব্যক্তি বিবেচনার ক্ষেত্রে

দা'ঈ কোন্ ব্যক্তিকে দা'ওয়াত দিচ্ছেন, তার মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অবস্থা কি, দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে হিকমত হল যা মহানবী (স) বলে দিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন :

امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس منازلهم –

আল্লাহর রাসূল (স) আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, আমরা যেন মানুষকে যথাযথ মর্যাদার স্থানে রাখি[৭৬] অর্থাৎ প্রত্যেককে আপন মর্যাদা অনুসারে অধিষ্ঠিত করি।

এজন্য হযরত সোলায়মান (আ) সম্রাজ্ঞী বিলকিসকে দা'ওয়াতে আকৃষ্ট করার জন্য সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, যা আল কুরআনুল কারীমে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৭৭]

আর সাধারণ জনগণ, শিক্ষিত ও শাসক শ্রেণীর মাঝে দা'ওয়াতের ধরনে কিছুটা তারতম্য হবে। কেননা সাধারণ বা অল্প শিক্ষিত মানুষের সামনে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত কিস্‌সা-কাহিনীসহ আবেগ উদ্দীপক ভাষায় কথা বলতে হবে। শিক্ষিত সমাজে যুক্তি ও তত্ত্ব-প্রধান বক্তব্য রাখতে হবে। তেমনি শাসক শ্রেণীর সাথে নরমভাবে যুক্তিসহ কথা বলতে হবে। তাই ফির'আউনকে দা'ওয়াত দিতে মূসা ও হারুন (আ)কে নরমভাবে কথা বলতে আল্লাহ পাক আদেশ করেছিলেন :

فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى -

তোমরা উভয়ে তার সাথে নরম কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা (আল্লাহকে) ভয় করবে।[৭৮]

---

৭৪. সূরা ইবরাহীম : ১।

৭৫. সূরা কলম : ৮-১০।

৭৬. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম, (নওবীর শরাহ)*, ইব্‌ন খালদুন, *মুকাদ্দিমা*, ১খ, পৃ ৫৫।

৭৭. সূরা নামল : ৪৪।

৭৮. সূরা ত্বাহা : ৪৪।

তেমনিভাবে নারী, পুরুষ, শিশু, যুবক, বয়স্কের মাঝে দা'ওয়াতে তারতম্য হবে। আর নারী-পুরুষের মাঝে কর্মক্ষেত্রগত শিক্ষারও তারতম্য হবে। এছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তিা সঙ্গে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদার পাশাপাশি জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে কথা বলতে হবে। যে জন্য মহানবী (স) বলেছেন :

نحن معاشر الانبياء امرنا ان نخاطب الناس على قدر عقولهم -

আমরা সকল নবীই এ মর্মে আদিষ্ট হয়েছি, যেন মানুষের 'আকলের পরিমাপ অনুসারে তাদের সাথে কথা বলি।[৭৯]

তাছাড়া, দা'ওয়াকৃত ব্যক্তির সম্মানে আঘাত লাগে এমন কথা ও কাজ বর্জনও হিকমতের অংশ। এমনভাবে বলতে হবে, যেন তার মাঝে কোন রকম অহমিকা ও দা'ঈর সঙ্গে অতীত কোন বিদ্বেষ বা দুশমনি মাথা চাড়া দিয়ে না উঠে। তাই আল কুরআনুল কারীমে দ্বীনের দা'ঈগণকে তাকীদ করা হয়েছে :

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم -

এ লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করে, তোমরা তাদের গালি দিবে না। অন্যথায় তারা সীমালংঘন করে মূর্খতাবশত আল্লাহকেই গালি দিয়ে বসবে।[৮০]

অতএব সম্বোধিত ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক দিকসহ সামাজিক, রাজনৈতিক তথা সকল দিক লক্ষ্য রেখে দা'ওয়াত দিলে সেটা হিকমত সমর্থিত হবে। আর ব্যক্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রথম আপনজন, অতঃপর পরিচিত জন, তারপর সাধারণ জনসমাজে দা'ওয়াতী কাজ করাই প্রজ্ঞাময় তথা হিকমতপূর্ণ। যেজন্য মহানবী (স) প্রথম খাদিজা (রা), অতঃপর আলী (রা), যায়েদ (রা) ও আবূ বকর (রা), তারপর নিজে ও পরিচিতজনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হয়েছেন।

ষষ্ঠত : দা'ওয়াত উপস্থাপন ও পদ্ধতির ধরন নির্বাচনের ক্ষেত্রে

দা'ওয়াত উপস্থাপন ও পদ্ধতির ক্ষেত্রেও কিছু কিছু বিশেষ ধরন বা স্টাইল রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে দা'ঈর হিকমত ফুটে উঠে। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ এগুলোর ক'টি আলোচনা করা হল :

- গোপন ও প্রকাশ্যে উভয় ধরন অবলম্বন করতে হবে পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এটাই হিকমত। শুধু গোপনে বা শুধু প্রকাশ্যে দা'ওয়াত হিকমতপূর্ণ হয় না, যা পূর্বেই হযরত নূহ (আ) ও মহানবী (স) এর পদ্ধতির মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে।
- সত্য ও অকাট্য যুক্তির আশ্রয় নেয়াই হিকমত; বরং হিকমতপূর্ণ দা'ওয়াতী পদ্ধতির জন্য শর্ত হল– কোন বাতিল বা ভুল-ভ্রান্তি কিংবা অলীক কাল্পনিক বিষয়ের আশ্রয় নেয়া যাবে না। সকল কথা, কাজ সত্যনিষ্ঠ ও যুক্তিযুক্ত তথা বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে। আর কুরআন সুন্নাহয় সব দিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে আলোচিত হয়। মহানবী (স) অত্যন্ত অকাট্য অথচ সাবলীল যুক্তি পেশ করতেন। যেমন এক যুবক একদা মহানবী (স)-এর দরবারে এসে ব্যভিচার তথা যিনা করার অনুমতি চাইল। উপস্থিত সাহাবীগণ তার উপর রেগে চিৎকার করে উঠলেন। মহানবী (স) তাঁদের বারণ করে যুবকটিকে তাঁর কাছে বসতে বললেন।

---

৭৯. দ্র. ইমাম আব্দুর রহমান বিন আলী মুহাম্মদ আশ-শায়বানী, *তামঈযুত্ তায়্যিব*, বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তাবি, পৃ ৩৫।

৮০. সূরা আন'আম : ১০৮।

অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মার সঙ্গে কেউ যিনা করুক তা তুমি পছন্দ করবে কি? যুবকটি বলল, কক্ষনো না। আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। তিনি বললেন, এমনি অন্য সব মানুষের তাদের মা সম্পর্কে তা পছন্দ করবেন না। এমনিভাবে রাসূল (স) তার বোনের কথা, ফুফীর কথা উল্লেখ করলে যুবকটি একই উত্তর দিল। মহানবী (স) তাকে বললেন, তা হলে অন্যরাও তাদের বোন ফুফী সম্পর্কে তা পছন্দ করবেন না। অতঃপর মহানবী (স) তাঁর বক্ষে হাত রেখে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তার অন্তর পবিত্র করুন, তার গুনাহ ক্ষমা করুন, তার গোপন অঙ্গ হেফাজত করুন। এরপর যুবকটির নিকট যিনার চেয়ে খারাপ আর কিছু ছিল না।[৮১]

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পর্যায়ক্রমে দা'ওয়াত উপস্থাপন। দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু বা নির্দিষ্ট কোন বিষয়কে এক সঙ্গে উপস্থাপন হিকমত সমর্থিত নয়; বরং তা পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করতে হবে। এ জন্য দেখা যায়, মহানবী (স)-এর দা'ওয়াতে প্রথমে 'আকীদার উপর জোর দেয়া হয়। তারপর ইবাদত, অতঃপর সিয়াসাত। এভাবে পর্যায়ক্রমে হতে হবে। তাছাড়া দা'ওয়াত সম্প্রসারণের পর্যায়ক্রম নীতি অবলম্বন করা যায়। এ বিষয় পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে। এমনকি নির্দিষ্ট একটা বিষয়ের সংস্কার ও সংশোধনের পর্যায়ক্রম নীতি অনুসরণ করা হয়। যেমন সুদ, মদ হারাম করা এবং দাস প্রথা উচ্ছেদের ব্যাপারে এ পর্যায়ক্রম পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদন করা হয়।

- একবারে সফল না হলে দা'ওয়াত বারবার উপস্থাপন করাও হিকমতসম্মত। এজন্য দেখা যায়, আল কুরআনে অনেক বিষয় বারবার বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করে হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকি একই সূরায় একটি কথা বারবার আনা হয়েছে অত্যন্ত শ্রুতিমধুর স্টাইলে। যেমন সূরা শু'আরা, রহমান, কামার ইত্যাদিতে লক্ষণীয়। এটা দা'ওয়াতের হিকমতপূর্ণ তথা বিজ্ঞানোচিত পন্থা হিসেবে স্বীকৃত। গয়েবল্‌স-এর একটা কথা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, একটি মিথ্যা বারবার উপস্থাপন করলে সেটা জনগণের নিকট একদিন সত্য বলেই মনে হতে থাকে। কিন্তু চৌদ্দশ বছর পূর্বে মিথ্যা নয়, সত্য প্রচারে আল কুরআন সে পদ্ধতিই অবলম্বন করেছে।
- কঠিন বা জটিলতা আরোপ না করে সহজ পন্থায় উপস্থাপন করাই বিজ্ঞানোচিত দা'ওয়াতী কৌশল। কুরআনুল কারীম দা'ওয়াতী কিতাব। আল্লাহ পাক তাকে সহজ করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে :

ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر-

> নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্য। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি?[৮২]

তাই দা'ঈগণকে তাঁদের দা'ওয়াত সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করতে হবে। যেমন মহানবী সা. বলেছেন :

---

৮১. হাদীসটি আবু উমামা থেকে বর্ণিত। দ্র. ইমাম আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল আশশায়বানী *মুসনাদ আহমদ*, ৫খ, পৃ ২৫৬, ২৫৭।

৮২. সূরা কামার : ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

انما نعتتم ميسرين ولم تبعتوا معسرين -

তোমাদেরকে সহজ পন্থা কার্যকর করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোরতা আরোপের জন্য নয়।[৮৩]

- ব্যক্তি ও সমষ্টিগত যোগাযোগের সমন্বয় ঘটাতে হবে। এটাই হিকমতসম্মত। ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করলে সাধারণত মানুষ বেশী প্রভাবিত হয়। কারণ, তখন ব্যক্তি তার গোষ্ঠী অহমিকা ও আবেগ দ্বারা তাড়িত হয় কম। আর তখন যুক্তিপূর্ণ কথায় মনোযোগ দেয় বেশী। এ অবস্থায় দা'ঈ এক ব্যক্তি হতে পারেন অথবা কয়েকজন মিলে একজনের নিকট যেতে পারেন। বরং শেষোক্তটির প্রভাব বেশী। এ পদ্ধতির উদাহরণ কুরআন কারীমেও আছে। যেমন ফের'আউনের কাছে মূসা ও হারুন (আ) একত্রে গিয়েছিলেন। সূরা ইয়াসীনে এক এলাকাবাসী (আসহাবুল ক্বারয়া) এর দা'ওয়াতে দু'জনকে পাঠানোর পর বলা হয় فعززنا بثالث 'তৃতীয় আরেকজনকে দিয়ে (তাঁদের) শক্তিশালী করেছি।'[৮৪]
- সুস্পষ্ট, সাবলীল, প্রাঞ্জল ও মার্জিত বক্তব্য প্রদান করতে হবে। এটা দা'ওয়াতের হিকমতের অত্যন্ত ফলপ্রসূ দিক। দা'ঈ তাঁর বক্তব্য আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করতে সাবলীল ও হৃদয় নিংড়ানো দরদী ভাষায় কথা বলবেন। এ জন্য মূসা (আ) হারুন (আ)কে চেয়ে বলেছিলেন :

هو افصح منى لسانا -

সে আমার চেয়ে বাগ্মী।[৮৫]

- অযথা বক্র বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়া অপরিহার্য। কারণ এতে বাদ-প্রতিবাদ, নিজস্ব মত, সম্মানবোধ ইত্যাদিতে প্রকৃত সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ধরনের বিতর্ক হিকমত পরিপন্থী। যে জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

واذ رايت الذين يخضون فى ايتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره- واما ينسينك الشيطن فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين -

যখন দেখ যে, এ লোকেরা আমার আয়াতের দোষ সন্ধান করছে, তখন তাদের থেকে সরে যাও, যতক্ষণ না তারা এ প্রসঙ্গের কথাবার্তা বন্ধ করে অপর কোন প্রসঙ্গে মগ্ন হয়। আর যদি কখনো শয়তান তোমাকে এ কথা ভুলিয়ে দেয়, তাহলে তা স্মরণ হওয়ার পর এ যালিমদের সাথে বসবে না।[৮৬]

- আদর্শিক মডেলিং প্রক্রিয়া অবলম্বন দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। অনেক বিষয় আছে, যা দা'ঈ নিজের কথার দ্বারা না বুঝিয়ে আচার-আচরণের মাধ্যমে বুঝাতে পারে, যাকে বলা হয় কদ্ওয়াহ বা আদর্শিক নমুনা কিংবা মডেলিং। এ প্রক্রিয়া আধুনিক মুক্তবাজার অর্থনীতিতে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে আল কুরআন নবীগণের জীবনচরিত্র তুলে ধরে বলেছে :

---

৮৩. দ্র. ইবনুল মানযারী, *আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব*, কায়রো : ইহইয়াউত্ তুরাছিল 'আরাবী, ১৯৬৮, ৩খ, পৃ ৪১৭।

৮৪. সূরা ইয়াসিন : ১৪।

৮৫. সূরা কাসাস : ৩৪।

৮৬. সূরা আন'আম : ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده -

তারাই সে ব্যক্তিবর্গ, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত করেছেন এবং তাদের হিদায়াতের অনুসরণ কর।[৮৭]

এমনিভাবে মহানবী (স) সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি উস্‌ওয়ায়ে হাসানা বা উত্তম আদর্শিক মডেল স্বরূপ। ইরশাদ হচ্ছে-

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة -

নিশ্চয় আল্লাহর রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।[৮৮]

এ মডেলিং প্রক্রিয়ায় দা'ঈ কর্তৃক কোন বাচনিক ভুল-ত্রুটি প্রকাশের আশংকা নেই, বরং এর দ্বারা প্র্যাকটিকাল জ্ঞান দান সম্ভব। দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধি কম থাকলেও মডেলিং-এর মাধ্যমে সহজেই বিষয়টি সে অনুধাবন ও অনুসরণ করতে পারে। পৃথিবীর এমন অনেক এলাকা আছে, যেখানে দা'ঈ সরাসরি দা'ওয়াতী কাজ করতে পারছে না। সেখানে মডেলিং একটি কার্যকর প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে সেখানে দা'ওয়াতী কাজ করা সম্ভব।

- যিনি দা'ওয়াত দিচ্ছেন এবং যাকে দা'ওয়াত দেয়া হচ্ছে তাদের উভয়ের মাঝে চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত সকল দিকে অনুসন্ধান চালাতে হবে, কোন ঐক্যসূত্র পাওয়া যায় কিনা। পেলে সেখান থেকে শুরু করাই দা'ওয়াতী হিকমত। দা'ঈ কাউকে দা'ওয়াত দিতে টার্গেট করলে ঐ ব্যক্তির মাঝে সত্য ও ভাল দিকগুলোর কোনটি কোনটি বিরাজমান, তা খুঁজে তার সাথে ঐকমত্যে আসার চেষ্টা করতে হবে। আর এ রাস্তা ধরে তার অন্তরে প্রবেশ করে দা'ওয়াত সম্পর্কে একটা ভাল ধারণা সৃষ্টি করে ক্রমান্বয়ে দা'ওয়াত দিতে হবে। এটাই হিকমতের চাওয়া। এ জন্য আহলে কিতাবদের দা'ওয়াত দিতে আল্লাহ তা'আলা মহানবী (স)কে শিক্ষা দিয়েছেন :

قل يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله -

বলুন, হে আহলে কিতাব, একটি বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে সমান যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না।[৮৯]

- যাকে দা'ওয়াত দেয়া হচ্ছে, তার ছোটখাট দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে যাওয়াই হিকমতসম্মত। দা'ওয়াতের বৃহত্তর স্বার্থে সাধারণ দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে গিয়ে যথাসম্ভব প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الامر -

কাজেই আপনি ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।[৯০]

---

৮৭. সূরা আন'আম : ৯০।

৮৮. সূরা আহ্‌যাব : ২১।

৮৯. সূরা আলে ইমরান : ৬৪।

৯০. সূরা আলে ইমরান : ১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

- কোমল কঠোরের মিশ্রণ একটি হিকমতসম্মত ভাব ও কৌশল। দা'ঈকে যেখানে নরম ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় সেখানে নরম আবার যেখানে কঠোর হওয়া দরকার সেখানে কঠোর হতে হবে।

  তাই স্বাভাবিকভাবে মানুষের সাথে নরম ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু যারা যুলুমকারী তাদের সাথে যথাসম্ভব কঠোরতা আরোপ করতে হবে। প্রয়োজনে অস্ত্র ধরতে হবে। এটাই হিকমতের শিক্ষা।

  তবে সাধারণত নরম ব্যবহারের উপর জোর দেয়া বাঞ্ছনীয়। বর্ণিত আছে যে, এক বেদুঈন মসজিদে নববীতে এসে প্রস্রাব করে দেয়। সাহাবীগণ তার উপর চড়াও হওয়ার উপক্রম করেন। মহানবী (স) তাঁদের বারণ করলেন এবং এক বালতি পানি এনে পরিষ্কার করতে বললেন। আর লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'দেখ, এটা মসজিদ, আল্লাহর ঘর, ইবাদতের স্থান'।[৯১] লোকটি তাঁর কথা মেনে নিল।

- পরামর্শ ও নসীহতের ভাব নিয়ে দা'ওয়াত দেয়া হিকমতের অংশ। কাউকে দা'ওয়াত দিতে গেলে তার জন্য উপকারী এবং পরামর্শ প্রদানকারী ভাবপ্রবণতা প্রকাশ করতে হবে যেন তার অন্তর গলে যায়। অন্যথায় তাকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে- এ ধরনের ভাব নিলে তার অন্তরে অহমিকা দেখা দেবে, যা দা'ওয়াতের জন্য ক্ষতিকর ও হিকমতের পরিপন্থী। এ জন্য আম্বিয়া কিরাম (আ) তাঁদের দা'ওয়াতে এমনটিই করতেন। যেমন হুদ (আ)-এর ভাষায় :

  وانا لكم ناصح امين -

  আমি তোমাদের জন্য সৎ উপদেশদাতা ও আমানতদার তথা আস্থাশীল।[৯২]

- সরাসরি না করে পরোক্ষ সংশোধনের উপর গুরুত্বারোপ করাই বিজ্ঞতার পরিচায়ক। কারো কোন ত্রুটি প্রত্যক্ষভাবে সংশোধন করলে সে তার মনে কষ্ট নিতে পারে। তাই সংশোধনীতে কোন উপমা, বিশুদ্ধ কাহিনী বা ইশারা-ইঙ্গিত করা যেতে পারে। অথবা নির্দিষ্টভাবে না বলে সাধারণভাবে সকলকে সম্বোধন করে বলা যেতে পারে। যেমন মহানবী (স) করতেন। কারো মাঝে কোন অন্যায় বা ত্রুটি লক্ষ্য করলে বলতেন : – من بال قوم يفعلون كذالك

  এ জাতির কি হল যে, তারা এমনটি করছে।

  এতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সংশোধনীও হয়ে গেল, সাথে সাথে তার মনে দা'ওয়াতের প্রতি মন্দ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে না। আর নসীহত বা সরাসরি সংশোধনের ক্ষেত্রে মানুষের সামনে না বলে ব্যক্তিগতভাবে বলাই হিকমতপূর্ণ।

- দা'ঈকে ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা চালিয়ে এর ফলাফল উপস্থাপন করে মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। এটাও ফলিত হিকমতের অংশ। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ)কে মূর্তি ও মূর্তিপূজার অসারতা প্রমাণ করতে গিয়ে হিকমত অবলম্বন করতে গিয়েছিল। আল কুরআনে এসেছে, তিনি মূর্তিগুলো ভেঙ্গে এদের বড়টিকে রেখে

---

৯১. দ্র. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুত্ তাহারাত, বাবু ওজুবি গাসলিল্ বাউল, ১খ, পৃ ২৩৬।

৯২. সূরা আ'রাফ : ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

দেন।[৯৩] আর সেটার এক হাতে কুড়ালটি লটকিয়ে দেন। তিনি এর দ্বারা বিভিন্ন বিষয় প্রমাণ করেন :

এক. এগুলো কোন ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। যেমন বড় মূর্তির হাতে কুড়াল আসার পরও মূর্তি চূর্ণকারীর কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

দুই. এগুলো নিজেদের আত্মরক্ষার করতে পারেনি, তাদের পূজকদের রক্ষা করাতো দূরের কথা।

তিন. ইবরাহীম (আ)-এর কওম যখন প্রশ্ন করল, মূর্তি চূর্ণ করেছে কে? তখন তিনি এগুলোর নিকট জিজ্ঞেস করতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হল, এগুলো শুনতে পায় না তথা তাদের পূজকদের ডাক শুনতে পায় না।

সুতরাং যে শুনতে পায় না, যে অন্যের কোন উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে পারে না, যে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, তার অন্যের খোদা হওয়ার যোগ্যতা নেই। তা তিনি সকলকে যথাযথ ক্ষেত্রে নিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

- দা'ওয়াত উপস্থাপনে বৈচিত্র্য আনয়ন করা দা'ওয়াতের একটি হিকমতপূর্ণ কৌশল। দা'ওয়াতকৃত কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট একই পদ্ধতি বা ধরনে দা'ওয়াত দেয়া ঠিক নয়। বিভিন্ন ধরনে ও পদ্ধতিতে দা'ওয়াত দেয়া বাঞ্ছনীয়। প্রকাশ্যে, গোপনে, কথায়, কাজে, সরাসরি, আচরণে, ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, দিনে-রাতে ইত্যাদি যত রকমের বৈচিত্র্য আছে, যথাসম্ভব তা অবলম্বন করতে হবে। এ জন্য আল কুরআনে আল্লাহ পাক কখনো সরাসরি আদেশ দিয়েছেন, কখনো কোন বিষয়ে কসম খেয়েছেন, কখনো উপমা পেশ করেছেন, কখনো অতীত ঘটনাবলী তুলে ধরেছেন, এভাবে বৈচিত্র্য এনেছেন, যাকে কুরআনুল কারীমের ভাষায় 'তাস্‌রীফুল আয়াত' বলা হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াত :

انظر كيف نصرف الايت لعلهم يفقهون -

দেখুন, কিভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আয়াতসমূহ বর্ণনা করি, যেন তারা বোঝে।[৯৪]

সপ্তমত : দা'ঈর নিজ আচার-আচরণ বিবেচনার ক্ষেত্রে

দা'ঈর নিজস্ব কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ আচরণ আছে, যার মাধ্যমে তার প্রজ্ঞা ফুটে উঠবে। যথা :

- দা'ঈ ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং সংযমী হতে হবে। এজন্য লোকমান হাকীম হিকমত ব্যাখ্যায় তাঁর পুত্রের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যা কুরআনুল কারীমে এসেছে :

واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور -

বিপদাপদে সবর কর, নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার পরিচায়ক।[৯৫]

- কাউকে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বরণ দা'ঈর মাঝে হিকমতের লক্ষণ। দা'ঈকে তাই করতে হবে। এ ধরনের আচরণ মানব অন্তরে স্থান করে নেয়ার চাবিস্বরূপ। এর দ্বারা অন্তরে

---

৯৩. সূরা আম্বিয়া : ৫৮।

৯৪. সূরা আন'আম : ৬৫।

৯৫. সূরা লোকমান : ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

সুগভীর প্রভাব ফেলা যায়। মানুষ আপন হয়। মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এ জন্য মহানবী (স) মানুষদেরকে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বরণ করতেন।

- মন্দ আচরণ মোকাবেলায় উত্তম আচরণ একটি যাদুকরী কৌশল, যা দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অধিক প্রয়োজন। কেউ মন্দ আচরণ করলে তার প্রাপ্য মন্দ আচরণ। কিন্তু একজন দা'ঈ তাকে মাফ করে দিলে তা হবে ভাল আচরণ। অধিকন্তু তাকে ক্ষমা করে দিয়ে তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা উত্তম আচরণ। অতএব দা'ঈ উত্তম আচরণের মাধ্যমে মন্দের মোকাবেলা করলে মন্দ আচরণকারীর মনে প্রভাব পড়তে পারে। এতে দা'ঈর হিকমত রয়েছে। এ বিষয়টি আল কুরআনে নিম্নোক্তভাবে বিবৃত হয়েছে :

ولا تستوى الحسنة ولا السيئة- ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم -

ভাল ও মন্দ সমান নয়। (মন্দের) জবাবে উৎকৃষ্ট আচরণই করুন। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।[৯৬]

- উপহার উপঢৌকন প্রদান করা যেতে পারে। এজন্য মহানবী (স) বলেছেন :

تهادوا تحابوا -

পরস্পরে উপহার বিনিময় কর, পরস্পর ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।[৯৭]

- দা'ওয়াতে টার্গেটকৃত ব্যক্তি বা সমাজের সাহায্যে এগিয়ে আসা একটি যাদুকরী কৌশল। এটাতেও হিকমত নিহিত। কারো সাহায্যে এগিয়ে আসলে স্বভাবত সে সাহায্যকারীকে আপন মনে করে। এখানেই দা'ঈর অনেক পাওয়া। এটাই দা'ওয়াত কবুল করার সিঁড়ি রচনা করবে। কুরআনুল কারীমে এসেছে :

هل جزاء الاحسان الا الاحسان -

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কী হতে পারে?[৯৮]

ইহ্সান শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত। সৎকাজ, সদাচরণ, দয়া ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত। দা'ঈ সে ব্যক্তিকে সাহায্য করে ইহ্সান করবে। আর ঐ ব্যক্তি দা'ওয়াত গ্রহণ করে দা'ঈর উপর ইহসান করবে।

এমনি ধরনের আরো কিছু আচরণ আছে, যেমন সহমর্মিতা ও সমবেদনা প্রকাশ, প্রশংসা করা, তার খোঁজ-খবর নেয়া, ইত্যাদি আচার-আচরণ হিকমতপূর্ণ গুণাবলী, যা মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। দা'ঈ এগুলো অবলম্বন করে সফলকাম হতে পারেন।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমতের অবস্থান ও গুরুত্ব

পূর্বের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। হিকমত ব্যতীত দা'ওয়াতী কার্যক্রমের কথা ভাবাও যায় না। দা'ওয়াতের গোটা পদ্ধতি হিকমত

---

৯৬. সূরা হা-মীম-সাজদাহ : ৩৪।

৯৭. ইমাম আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল আশশায়বানী, *মুসনাদ আহমদ*, বায়হাকী, আস্ সুনানুল কুবরা, ৬খ, পৃ ১৬৯।

৯৮. সূরা আর রহমান : ৬০।

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভর। অন্যথায় সে কার্যক্রম হবে সাময়িক আবেগপ্রসূত; বরং এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। দা'ওয়াতের সুফলের চেয়ে কুফলই বয়ে আনবে।

আল্লাহ তা'আলার অন্যতম সিফাত বা গুণ হল হিকমত, যা একে আরো তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। কুরআনুল কারীম দা'ওয়াতের হিকমতপূর্ণ কিতাব। আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে দা'ওয়াতী কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য দা'ঈ হিসেবে নবীগণকে পাঠিয়েছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, তিনি সকলকেই হিকমত দান করেছিলেন। মানব জীবনে তাঁর দ্বীন কিভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে, তা-ই শিক্ষা দিয়েছিলেন। সে হিকমত অবলম্বনকে কিয়ামত পর্যন্ত দা'ঈগণের উপর ফরয করে দিয়েছেন। মহানবী (স)-এর রিসালতের দায়িত্বের অন্যতম একটা দিক ছিল মানুষকে হিকমত শিক্ষা দেয়া। ইরশাদ হচ্ছে :

يعلمهم الكتاب والحكمة -

'তিনি তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন।'

এ হিকমত দ্বারা দা'ঈ যেভাবে তাঁর দা'ওয়াতে সুফল লাভ করবে, অন্যকিছু দ্বারা তা সম্ভব নয়। দ্বীনী দা'ওয়াতে হিকমতের মাধ্যমে মানব সমাজে হানাহানি সৃষ্টি হবে না; বরং মানুষ অন্যকে কৌশলে সত্য জানাবে। সত্য জয়ী হবে এবং প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজে। সমাজের সকল সদস্যের মাঝে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হবে। বর্তমানে মনোবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, সমাজ বিজ্ঞান তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান গবেষণার উৎকর্ষের প্রেক্ষাপটে দা'ওয়াতে হিকমত অবলম্বনের গুরুত্ব আরো বেড়ে গিয়েছে।

হিকমত শিক্ষা লাভে দা'ঈর করণীয়

যদিও হিকমতকে আল্লাহ প্রদত্ত একটা নি'য়ামত হিসেবে ধরা হয়েছে, তবুও কিছু নিয়ম আছে, যা অনুসরণ করলে হিকমত শিক্ষালাভ করা যায়। আর আল্লাহ পাক নিজেই বলেছেন যে, তিনি নবী (আ)কে যেসব উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন, তন্মধ্যে একটা হল হিকমত শিক্ষা দেয়া। তেমনি হাদীস শরীফে আছে, দু'জনের উপর হিংসা তথা তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করা যায়, তন্মধ্যে একজন হল হিকমতপ্রাপ্ত ব্যক্তি, যিনি নিজে শিখে তা দ্বারা কাজ করছেন, সত্য-মিথ্যার ফয়সালা করছেন এবং অন্যকে শিক্ষা দিচ্ছেন।[৯৯]

তাই একজন দা'ঈ নিম্নলিখিত দিকগুলো লক্ষ্য করে কাজ করলে হিকমত শিক্ষা করতে পারেন :

- অত্যন্ত গভীর চিন্তা-ভাবনা ও অনুসরণের দৃষ্টিকোণ নিয়ে আল কুরআন, মহানবী (স)-এর সুন্নাহ ও সীরাত অধ্যয়ন।
- পূর্ববর্তী আম্বিয়া কিরামের দা'ওয়াতী পদ্ধতি অধ্যয়ন।
- হাকীম হিসেবে খ্যাত ব্যক্তিগণের সাহচর্য লাভ করে তাদের জীবনচরিত থেকে হিকমতপূর্ণ আচরণ চয়ন ও চর্চা।
- হিকমতের সাথে কাজ করা এবং দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করা। আর বারবার তা চর্চা করা।

৯৯. দ্র. মুহাম্মদ ইব্ন ইব্ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, *সহীহ বুখারী* (ফতহুল বারীসহ), কিতাবুল ইলম, বাবুল ইগতিবাত ফিল্ ইসলাম ওয়াল হিক্মাহ, ১খ, পৃ ১৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

- দা'ওয়াতে বিভিন্ন পদ্ধতিরর রহস্য অনুধাবন করতে চেষ্টা করা।
- ব্যক্তিগতভাবে দা'ওয়াতী অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করা ইত্যাদি।

উপসংহারে বলা যায়, হিকমত একটা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপক ধারণা সম্বলিত প্রত্যয়। কথা ও কাজে বুদ্ধিমত্তা ও সুকৌশলে তা যথাযথ সম্পাদনই হিকমত। আর যথাযথ দা'ওয়াত করতে হলে স্থান-কাল-পাত্র তথা পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝে করতে হবে। এটা ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একজন ডাক্তার বা বিচারক যেমনি মূল বিষয়ের বাইরে বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে বিষয়টির সুগভীর থেকে সমাধান খুঁজে বের করে আনেন, তেমনি একজন দা'ঈকে মানব সমাজের গভীরে অধ্যয়ন করে সমস্যা নিরূপণ ও নিরসন করে প্রকৃত সত্যকে যথাস্থানে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সম্ভবত এ জন্যই ডাক্তার, বিচারককে হাকীম নামেও অভিহিত করা হয়। আর যেহেতু হিকমতে প্রতিটি বিষয়ে প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের দিকটি বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়, সে জন্য অনেকে এটাকে ফলিত বিজ্ঞান মনে করেন। আর দা'ওয়াতী কাজটি মূলত ফলিত। তাই তার সকল দিক হিকমতের সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। হিকমত শিক্ষা করা যায়। ব্যক্তির মাঝে এটা একটা গুণ। তাই এটা অর্জনও করা যায়। সকল হাকীমের শ্রেষ্ঠ ও সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ হাকীমের বাণীসহ মানবীয় সত্তাধিকারী পূর্ববর্তী হিকমতওয়ালা ব্যক্তিগণের বাস্তব শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে কাজে প্রয়োগ করলেই তা ধীরে ধীরে অর্জন সম্ভব। বাস্তব মাঠে কাজ না করে তথা অভিজ্ঞতা অর্জন ছাড়া হাকীম হওয়া যায় না। আর দা'ঈ হাকীম হলে এবং তার দা'ওয়াতে হিকমত অবলম্বন করতে পারলে দা'ওয়াতে সফলতা আসতে পারে বলে আশা করা যায়।[১০০]

---

১০০. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আন্ওয়ারী, 'ইসলামী দা'ওয়াহ কার্যক্রমে হিকমত : স্বরূপ ও প্রয়োগ', *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ৭ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, কুষ্টিয়া, ডিসেম্বর, ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রমে মাও'ইযা হাসানা : স্বরূপ ও প্রয়োগ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আল কুরআনুল কারীম ইসলামী দা'ওয়াতের প্রথম ও মৌলিক উৎস হিসেবে ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনায় আল কুরআনে আল্লাহ তাঁর দা'ঈদের (দা'ওয়াত দানকারী) জন্য যে ক'টি আয়াতের মাধ্যমে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, তন্মধ্যে ইসলামী দা'ওয়াতের সংবিধানতুল্য একটি আয়াত হল :

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن-

> আপনার প্রভুর প্রদত্ত জীবন পদ্ধতির দিকে দা'ওয়াত দিন হিকমত ও মাও'ইযা হাসানার দ্বারা, আর সর্বোত্তম পন্থায় যুক্তিতর্ক করুন।[১০১]

তাই কুরআনিক ভাষ্যে ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতির অন্যতম স্তম্ভ তথা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল 'মাও'ইযা হাসানা'। কিন্তু কুরআনে বর্ণিত সে মাও'ইযা হাসানা বলতে কি বুঝায়? এটা কি প্রচলিত ওয়ায নসীহত তথা বক্তৃতামালা, না অন্য কিছু; এ নিয়ে আজও বিতর্ক চলে আসছে। সুতরাং মাও'ইযা হাসানার প্রকৃত স্বরূপ কি, দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে কিভাবে কি করলে মাও'ইযা হাসানা হয়, যা একজন দা'ঈ হিসেবে পালন করা আল্লাহর নির্দেশমত ফরয, তা পর্যালোচনার দাবীদার।

মাও'ইযা হাসানার স্বরূপ

আরবীতে মাও'ইযা হাসানা দু'টি শব্দ নিয়ে একটা যৌগিক প্রত্যয় বিশেষ। সুতরাং এতদুভয়ের স্বরূপ নির্ধারণ করা হলে উদ্দিষ্ট প্রত্যয়টির স্বরূপ নির্ধারণ সহজ হবে।

উল্লেখ্য, হাসানা শব্দের অর্থ ভাল, সুন্দর, মাধুর্যমণ্ডিত। আর মাউ'য়িা (موعظة) শব্দটি আরবী وعظ (ওয়ায) থেকে উৎসারিত। এ ওয়ায শব্দটি আভিধানিক দিক দিয়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। যথা :

ক. মাও'ইযা অর্থ তাযকীর বা স্মরণ করানো। যেমন : আরবরা যখন কাউকে কিছু স্মরণ করিয়ে দেয়, তখন বলে- وعظة الرجل وعظا موعظة (ব্যক্তিটিকে ওয়ায করেছি)।[১০২]

খ. নসীহতের সুরে স্মরণ করিয়ে দেয়া। যেমন : যখন বলা হয় وعظه (তাকে ওয়ায করল)। এর অর্থ نصحة وذكره بالعواقب অর্থাৎ তাকে নসীহত করল এবং (কোন কিছুর) পরিণামসমূহ স্মরণ করিয়ে দিল।[১০৩]

'মুখতারুস সিহাহ' নামক আরবী অভিধানে এসেছে : الوعظ : النصح والتذكير بالعواقب ওয়ায হল- নসীহত এবং (কোন কিছুর) পরিণাম স্মরণ করিয়ে দেয়া।[১০৪]

গ. নেক কাজের আদেশ দেয়া এবং এ ব্যাপারে ওসীয়ত করা।[১০৫] যথা লিসানুল 'আরব নামক অভিধানে এসেছে : وعظه اى امره بالطاعة ووصاه بها অর্থাৎ, 'তাকে ওয়ায করল- এর অর্থ তাকে নেককাজের আদেশ করল এবং এ ব্যাপারে ওসীয়ত করল।'[১০৬]

---

১০১. সূরা নাহল : ১২৫।

১০২. ইব্‌ন জারীর আত্ তাবারী, *জামি'উল বায়ান*, ১ম খণ্ড, পৃ ২৬৬।

১০৩. দ্র. ইব্‌ন মানযূর আল ইফরীকী, প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ ৪৬৬।

১০৪. মুহাম্মদ আবূ বকর আল রাযী, মুখতারুস্ সিহাহ, বৈরুত : মুআস্‌সাসাতু উসূলিল কুরআন, ১৯৮৬, পৃ ৭২৯।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. ভীতি প্রদর্শন। এ মর্মে প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা কুরতুবী বলেন : الوعظ : التخويف অর্থাৎ ওয়ায অর্থ ভয় দেখানো।'[১০৭]

উপরোক্ত মাও'ইযার আভিধানিক অর্থের বিভিন্নতার জন্য 'উলামায়ে কিরাম এর পারিভাষিক অর্থেও বিভিন্ন বক্তব্য প্রদান করেছেন। নিম্নে এসবের মাঝে বিশেষ ক'টি উল্লেখ করা হল :

১. খলীল নাহবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'ওয়ায হল মঙ্গলজনক বিষয় স্মরণ করানো, যাতে হৃদয় বিগলিত হয়।'[১০৮]

২. রাগিব ইস্পাহানীর মতে : 'ওয়ায হল ভীতি প্রদর্শনমূলক ধমক দেয়া ও তিরস্কারকরণ।'[১০৯] প্রখ্যাত মুফাসসির আলাউদ্দীন সাহেবে খাযেনেরও এ ধরনের একটি মন্তব্য পাওয়া যায়।[১১০]

৩. ফখরুদ্দীন রাযীর মতে : 'মাও'ইযা হল এমন এক ধরনের বক্তব্য, যা দ্বীনে ইসলামের দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত বিষয় অবলম্বন করলে (কাউকে) তিরস্কারকরণ বুঝায়।'[১১১] আল্লামা খাযেন থেকেও এ ধরনের একটি মন্তব্য বর্ণিত আছে।[১১২]

৪. আলূসী বলেন : 'মাও'ইযা হল কোন কাজের সওয়াব (ভাল প্রতিদান) বা 'ইকাব (শাস্তির প্রতিবিধান)-এর বর্ণনা সমৃদ্ধ স্মরণকরণ বিশেষ, যা হৃদয় নরম করে দেয়।'[১১৩]

৫. শাওকানীর ভাষায় : 'ওয়ায মূলত পরিণাম সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়া, হতে পারে তা তারগীব (উৎসাহব্যঞ্জক) বা তারহীব (ভীতি প্রদর্শন)মূলক।'[১১৪]

৬. প্রখ্যাত মুফাসসির রশীদ রেদার মতে : 'ওয়ায হল সত্য ও কল্যাণমূলক বিষয়ের স্মরণ করানো ও এমনভাবে নসীহত করা যে, এতে হৃদয় মন বিগলিত হবে এবং কাজে উদ্বুদ্ধ করবে।'[১১৫]

৭. ড. আবুল ফাত্তাহ আল বায়ানূনী মাও'ইযাকে নসীহতের সমার্থক বলে আখ্যা দিয়েছেন।[১১৬]

---

১০৫. ওসীয়ত সাধারণত কোন ব্যক্তির মৃত্যুকালীন অবস্থায় বিশেষ নির্দেশনাকে বুঝায়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নসীহতকেও ওসীয়ত বলা যায়। যেমন- কুরআনুল কারীমের সূরা আসরে এসেছে : 'তারা পরস্পরে সত্য গ্রহণে উপদেশ দেয়'।

১০৬. দ্র. আল ইফরীকী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ৪৪৪।

১০৭. আবু আবদুল্লাহ কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ ৪৪৪।

১০৮. দ্র. প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ ৪৪৪।

১০৯. দ্র. আল-রাগিব আল-ইসফাহানী, *আল মুফ্‌রাদাত ফি গারীবিল কুরআন,* কায়রো : আল-বাবী আল হালাবী, ১৯৬১।

১১০. দ্র. আলাউদ্দীন আল বাগদাদী, *তাফসীরুল খাযেন,* কায়রো : মাতবা'আতু মস্তফা আল বাবী, তা বি, ২খ, দ্র. পৃ ৩২০।

১১১. দ্র. ফখরুদ্দীন রাযী, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ ১২।

১১২. 'আলাউদ্দীন বাগদাদী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ ৩০৪।

১১৩. দ্র. 'আল্লামা শিহাব উদ্দীন আল্-আলূসী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ ১২৯।

১১৪. দ্র. মুহাম্মদ ইবন আলী আশ্ শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর,* বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৯৩, ২খ, পৃ ৪৫৩।

১১৫. দ্র. রশীদ রেদা, *তাফসীরুল মানার,* বৈরুত : দারুল মা'রিফা, ২য় সং, তাবি, ১খ, পৃ ৪০৩।

১১৬. ড. আবুল ফাত্হ আবূ বায়ানূনী, প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

৮. ড. 'আলী জারীশার মতে : 'মাও'ইযার মূলতত্ত্ব নসীহতের চেয়ে ভীতি প্রদর্শন ক্রিয়ার মর্মার্থের কাছাকাছি।'[১১৭]

উপরোক্ত বক্তব্য ও মন্তব্যগুলো প্রখ্যাত মুফাসসির ও দা'ওয়াহ বিশেষজ্ঞগণের। এগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মাও'ইযা কারো মতে এক ধরনের কথার নাম, যা সাধারণ নয়, বরং ভীতি প্রদর্শনমূলক। যেমন- আল্লামা রাগিব, আল রাযী, খাযেন প্রমুখ এ ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন। আর যাকে ড. জারীশা প্রাধান্য দিয়েছেন।

অন্যদিকে কেউ কেউ একে কল্যাণকর বিষয়ের স্মারক বলে অভিহিত করেছেন, যেমন আল্লামা খলীল। তবে কল্যাণকর বিষয়ের সুসংবাদ দিলে তার উল্টোটি তথা অকল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে আলোচনা বা সতর্কীকরণও হয়ে যায়।

অতএব মাও'ইযা কল্যাণের সুসংবাদ ও ক্ষতিকর সম্পর্কে সতর্ককরণ, ভীতি প্রদর্শন সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেমনটি আল্লামা আলূসী ও শাওকানী মাও'ইযার সংজ্ঞায় ব্যক্ত করেছেন। তবে শুধু নসীহত বললেই মাও'ইযার পূর্ণাঙ্গ অর্থ এসে যাবে না। কারণ সাধারণ কথাবার্তা দ্বারাও নসীহত হয়। এতে উৎসাহিতকরণ বা ভীতি প্রদর্শন মনোবৃত্তির প্রয়োজন নাও হতে পারে।

সুতরাং আল্লামা রশীদ রেদা মাও'ইযা সম্পর্কে যে ধারণাটি দিয়েছেন, তাই মোটামুটি সঠিক হওয়ার কাছাকাছি। কারণ আরবীতে মাও'ইযা একটি ব্যাপক ধারণা সম্বলিত প্রত্যয় বিশেষ, যা নসীহত, কল্যাণ সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়া, ক্ষতিকর উৎসাহব্যঞ্জক, ভীতি প্রদর্শনমূলক হতে হবে।

আল কুরআনুল কারীমে এসব কটি অর্থেই মাও'ইযার ব্যবহার পাওয়া যায়। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ ক'টি আয়াত উল্লেখ করা যায় :

ক. নসীহত অর্থে। যেমন :

قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة -

বলুন, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহর নামে এক একজন করে ও দু দু'জন করে দাঁড়াও, অতঃপর চিন্তা-ভাবনা কর। তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন উন্মাদনা নেই।[১১৮]

খ. সতর্ককরণ অর্থে :

واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف- ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر-

আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারাও নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ণ করতে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধাদান করো না। এ মর্মে তাকেই সতর্ক করে হচ্ছে, যে আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস স্থান করেছে।[১১৯]

গ. সতর্কীকরণসহ নসীহত অর্থে যেমন আল্লাহ পাক নূহ (আ)কে সম্বোধন করে বলেন :

انى اعظك ان تكون من الجهلين -

---

১১৭. ড. আলী জারীশা, *মানাহিজুদ দা'ওয়াহ ওয়া আসালীবুহা*, আল মানসুরা : দারুল ওফা, ১৯৮৬, পৃ ১৫৫।

১১৮. সূরা সাবা : ৪৬।

১১৯. সূরা বাকারা : ২৩২।

Dhaka University Institutional Repository

অজ্ঞদের দলভুক্ত হয়ে যাবার ব্যাপারে তোমাকে সতর্ক করছি।[১২০]

ঘ. কল্যাণের স্মরণ করানো ও উৎসাহ প্রদানসহ সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজে বাধা প্রদান অর্থে। যেমন :

ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرالهم واشد تثبيتا -

যদি তারা তাই করে যা তাদের বলা হল, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য কল্যাণকর ও দৃঢ়তার উপলক্ষ্য হিসেবে প্রতিভাত হত।[১২১]

ঙ. ধমক ও ভীতি প্রদর্শনমূলক নসীহত অর্থে :

يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين -

আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনও পুনরায় এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না।[১২২]

মোটকথা, মাও'ইযা একটি ব্যাপক অর্থবোধক আরবী প্রত্যয় বা পরিভাষা, যা এক বিশেষ ধরনের কথা বা আচরণগত ভাব-ব্যঞ্জক শৈলী (style), যা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে। আবেগ সঞ্চার করে, অনুভূতিতে নাড়া দেয়, আর তা নসীহতের মাধ্যমেই হোক, আর স্মরণকারী ক্রিয়ায় হোক বা ভীতি প্রদর্শন কিংবা বিশেষ সুসংবাদ দানের মাধ্যমেই হোক। বিভিন্ন ধরন বা শৈলীতে তা সম্পাদিত হতে পারে।

আর মাও'ইযা কথা ও কাজ উভয়ের মাধ্যমে হতে পারে। যেমন বহুল প্রচলিত ও স্বীকৃত 'আল-মুজামুল ওয়াসীত' নামক আরবী অভিধানে মাও'ইযার সংজ্ঞায় বলা হয় :

لموعظة ما يوعظ به من قول و فعل -

কথা বা কাজের মাধ্যমে যে ওয়ায করা হয় তাই মাও'ইযা।[১২৩]

এ প্রেক্ষাপটে 'উলামায়ে কিরাম একে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা :

ক. মাও'ইযা নাযারিয়া (ভাব বা দর্শনগত), যা কোন কথা বা দলীল পেশের মাধ্যমে হয়।

খ. মাও'ইযা আমালিয়া (কার্যগত), যা কোন কাজ দেখানোর মাধ্যমে হয়।[১২৪] এ শ্রেণী বিন্যাস মাও'ইযার ধরন ও মাধ্যম হিসেবে বলে মনে হয়।

এমনিভাবে মাও'ইযা আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক- দু'ভাবেই হতে পারে। পূর্ব নির্ধারিত কোন জলসা বা মাহফিলে হলে আনুষ্ঠানিক মাও'ইযা হিসেবে ধরা যায়। আর সাক্ষাতে হলে কিংবা এমনিতে মিলিত হয়ে কেউ মাও'ইযা করলে তা আনুষ্ঠানিক মাও'ইযা হিসেবে নেয়া যায়।

এছাড়া কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে একাকী ওয়ায করলে, উপদেশ দিলে তাকে মাও'ইযা খাস্‌সাহ এবং একাধিক তথা জনসমষ্টির সামনে সকলকে সম্বোধন করে মাও'ইযা করলে তাকে মাও'ইযা আম্‌মাহ বলা হয়। এটাকে সাধারণত বক্তৃতা বা ওয়ায নসীহত নামেও অভিহিত করা হয়।

এমনিভাবে মাও'ইযাকে বিষয়বস্তুর ধরনের দিক দিয়ে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

---

১২০. সূরা হূদ : ৪৬।

১২১. সূরা নিসা : ৬৬।

১২২. সূরা নূর : ১৭।

১২৩. দ্র. ড. মুহাম্মদ সাইয়িদ আবদুত তাওয়াব, *আল মুজামুল ওয়াসীত*, পৃ ১০৪৩।

১২৪. দ্র. কারী মুহাম্মদ তায়্যিব, *কুরআনের আলোকে দ্বীনি দা'ওয়াতের মূলনীতি*, অনু. মাও. মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, পৃ ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

ক. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক যা কোন শিষ্টাচার বা বিধি-বিধান শিক্ষাদান কর্মে ব্যবহৃত। যেমন আল কুরআনে এসেছে :

قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ذلكم وصكم به لعلكم تعقلون- ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصكم به لعلكم تذكرون- وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصكم به لعلكم تتقون-

> আপনি বলুন, এস, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয়গুলো পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো, স্বীয় সন্তানদের দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার দেই। নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য। যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ। ইয়াতীমদের ধন-সম্পদের কাছেও যেয়ো না; কিন্তু উত্তম পন্থায়, যে পর্যন্ত সে বয়োঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায়সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেই না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদি সে আত্মীয়ও হয়। আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সে সব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও।[১২৫]

খ. উপদেশ ও স্মারণিক, যা অতীত বা বর্তমানের কোন ঘটনা বা উপমা উপস্থাপনের মাধ্যমে পেশ করা হয়। আল কুরআনে অতীত জাতিগুলোর উত্থান-পতনের কাহিনী, বিভিন্ন উপমা-উদাহরণ, জন্ম-মৃত্যু, লাভ-ক্ষতি, সুস্থতায় নি'য়ামত ও অসুস্থতায় দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদিসহ আসমান-যমীনে ও পরকালের বিভিন্ন নিদর্শন বর্ণনা ঐ লক্ষ্যেই প্রচুর বাণী উপস্থাপন করা হয়। যেজন্য স্বয়ং আল কুরআনকেই মাও'ইযা হিসেবে অভিহিত করা হয়। ইরশাদ হয়েছে :

> يايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين-
>
> হে মানবকুল, তোমাদের কাছে মাও'ইযা এসেছে তোমাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হিদায়াত ও রহমত মুসলমানদের জন্য।[১২৬]

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মাও'ইযা হাসানা

উল্লেখ্য যে, মাও'ইযা (موعظة) শব্দটি আল কুরআনে সর্বমোট নয়টি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। সকল জায়গায় একে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়। একমাত্র একটা স্থানে তাকে হাসানা বিশেষণে বিশেষিত

১২৫. সূরা আন'আম : ১৫১-১৫৩।

১২৬. সূরা ইউনুস : ৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়। আর তা হল, দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে। যেখানে দা'ওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে হুকুম করা হয়েছে মাও'ইযা হাসানা অবলম্বনের জন্য, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয় যে, আল্লাহ পাক বলেছেন :

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة -

তোমার প্রতিপালকের পথে হিকমত ও মাও'ইযা হাসানার দ্বারা দা'ওয়াত দাও।

সুতরাং দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মাও'ইযা হাসানার স্বরূপ নির্ধারণে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে আল কুরআনের ভাষ্যকারসহ অনেক ইসলামী চিন্তাবিদগণের মতামত তলিয়ে দেখা বাঞ্ছনীয়। এ ক্ষেত্রে তাঁদের বৈচিত্র্যময় মত রয়েছে, যার ক'টি নিম্নে উল্লেখ্য :

ক. প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইবন জারীর তাবারীর মতে :

> মাও'ইযা হাসানা হল চমৎকার ও মাধুর্যমণ্ডিত দৃষ্টান্ত ও শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু, যা আল্লাহ (তাবারাকা ওয়া তা'আলা) মানব সমাজের উপর (জীবন ও জগত থেকে স্বাভাবিক হিদায়াত নেয়ার) দলীল-প্রমাণ স্বরূপ স্বীয় মহাগ্রন্থ আল কুরআনে উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলো স্বরণও করিয়ে দিয়েছেন। যেমনিভাবে সূরা নাহলে বিভিন্ন হুজ্জত (দলীল-প্রমাণ) একে একে বর্ণনা করে স্বীয় রাশি রাশি নি'য়ামত ও নিদর্শনাবলী উল্লেখ করেছেন।[১২৭]

মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা মুস্তাফা মারাগীও একই মত পোষণ করেছেন।[১২৮]

খ. নিযামুদ্দীন নিশাপুরীর মতে : 'মাও'ইযা হাসানা বলতে ঐসব উৎসাহব্যঞ্জক দলীলের সমষ্টি ব্যবহার করা বুঝায়, যা স্বীকৃত অনুসিদ্ধান্তসমূহের দ্বারা প্রত্যয় সৃষ্টি করে।'[১২৯]

গ. ইমাম রাযীর মতে : 'ধারণামূলক প্রতীতির জন্ম দেয় এমন নিদর্শনাবলী ও উৎসাহব্যঞ্জক দলীল প্রমাণাদি হল মাও'ইযা হাসানা।'[১৩০]

ঘ. ইব্ন কাসীরের মতে : 'যাতে বিভিন্ন ধরনের তিরস্কারকরণমূলক বিষয় ও মানবগোষ্ঠী সম্পর্কিত ঘটনাবলী বিদ্যমান থাকে, তা-ই মাও'ইযা হাসানা।'[১৩১]

ঙ. যামাখশারী বলেন : 'যাতে তাদের (অর্থাৎ দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তিবর্গের) নিকট যদি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ দ্বারা তুমি তাদের নসীহত করছ এবং এতে তাদের মঙ্গল কামনা করছ, তাহলেই বরং সেটা মাও'ইযা হাসানা হয়ে যাবে।'[১৩২]

চ. বায়যাবীর মতে : 'মাও'ইযা হাসানা হল উৎসাহমূলক বক্তৃতামালা ও উপকারী বা কার্যকরী শিক্ষণীয় ও দৃষ্টান্তমূলক বিষয়সমূহ।'[১৩৩]

ছ. যামাখশারী ও বায়যাবীর কথার মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে আল্লামা আলূসী বলেন : 'মাও'ইযা হাসানা হল উৎসাহমূলক বক্তৃতামালা ও উপকারী শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ এমনভাবে উপস্থাপন যে,

---

১২৭. দ্র. ইবন জারীর তাবারী, প্রাগুক্ত, ১৪খ, পৃ ১৩১।

১২৮. দ্র. মুস্তাফা মারাগী, *তাফসীরুল মারাগী*, দামেশক : দারুল ফিকর, ৩য় সং, ১৩৯৪ হি., ১৪খ, পৃ ১৬১।

১২৯. দ্র. 'আল্লামা নিযামুদ্দীন নিশাপুরী, *গারাইবুল কুরআন ওয়া রাগাইবুল ফুরকান*, প্রাগুক্ত তাবারীর তাফসীরের সাথে সংযুক্ত, ১৪খ, পৃ ১৩০।

১৩০. দ্র. ফখরুদ্দীন রাযী, প্রাগুক্ত, ১৯খ, পৃ ৩৮।

১৩১. দ্র. ইবন কাসীর, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ ৫৯১।

১৩২. দ্র. আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারী, *আল কাশ্শাফ*, বৈরুত : দারুল মা'রিফা, তাবি, ২খ, পৃ ৪৩৫।

১৩৩. দ্র. কাজী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী, *আন্ওয়ারুত্ তানযীল ওয়া আসরারুত্ তাবীল*, দামেশক : দারুল ফিকর, তাবি, পৃ ৩৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের (দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তিবর্গের) নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এর দ্বারা তাদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে।'[১৩৪]

জ. নাসাফী মাও'ইযার সংজ্ঞায় আল্লামা যামাখশারীর মতেরই অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন, তবে তিনি তার সাথে আরো কিছু যুক্ত করেন এই বলে যে : 'দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তিকে নসীহতের সুরে কল্যাণকামী মনোভাব প্রকাশের পাশাপাশি ভীতি প্রদর্শনের সাথে সাথে উৎসাহ বা আশান্বিতকরণ এবং সুসংবাদ প্রদর্শনের সাথে সাথে সতর্ককরণ, তাহলেই সেটা হবে মাও'ইযা হাসানা।'[১৩৫]

ঝ. শাওকানীর মতে : 'মাও'ইযা হাসানা হল এক ধরনের এমন বক্তব্য, যা শ্রোতা ভাল মনে করে, আর তা মূলত শ্রোতার জন্য উপকারী হিসেবেই সৌন্দর্যমণ্ডিত ও মাধুর্যপূর্ণ।'[১৩৬]

ঞ. ভারতীয় প্রখ্যাত মুফাসসির সানাউল্লাহ পানিপথীর মতে : 'আয়াতে উদ্দিষ্ট মাও'ইযা হাসানা হল স্বয়ং আল কুরআন নিজেই, স্বীয় তারগীব ও তারহীব (ভীতি প্রদর্শন)করণের মাধ্যমে।'[১৩৭] আল্লামা যামাখশারীও এ মতটির যথার্থতা উড়িয়ে দেননি।[১৩৮]

উপরোক্ত বক্তব্যগুলো পর্যালোচনা করলে ক'টি দিক আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় :

প্রথমত : অধিকাংশই সাধারণ মাও'ইযার সংজ্ঞাকে মাও'ইযা হাসানার স্বরূপের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত : কারো কারো মতে মাও'ইযা একমাত্র নসীহতেরই সমার্থক। তবে নসীহত সম্পাদনের প্রক্রিয়া তথা তা উপস্থাপনের দিকে ইশারা করেছেন যে, সেটা তখন হাসানা হবে, যখন তা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট ওয়ায়েযের কল্যাণকামীতা বিদিত হবে। যেমন আল্লামা যামাখ্শারী ও প্রমুখের মত।

তৃতীয়ত : কারো মতে তা নসীহত বটে, তবে তাতে তারগীব ও তারহীব ক্রিয়ার সংমিশ্রণ থাকতে হবে। এটা আল্লামা নাসাফীর মত।

চতুর্থত : কেউ কেউ মাও'ইযার প্রভাব বা ফলাফলের মানদণ্ডে তাকে বিচার করেছেন। যেমন আল্লামা শাওকানী। তার মতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি সে মাও'ইযাকে হাসানা মনে করে তবেই হাসানা, এ মতটিও উপস্থাপনার প্রক্রিয়ার দিকে ইঙ্গিতবহ।

পঞ্চমত : কারো মতে জীবন ও জগতে পরিব্যাপ্ত আল্লাহ প্রদত্ত রাশি রাশি নিয়ামত ও নিদর্শন, যার আলোচনা যুক্তিগ্রাহ্য বৈচিত্র্যরূপে কুরআনে এসেছে- এসবের সমষ্টিই মাও'ইযা হাসানা। এ মতের সমর্থক হলেন আল্লামা তাবারী, যামাখশারী, পানিপথী প্রমুখ।

এখানে উল্লেখ্য, আল কুরআনের মাও'ইযা সর্বশ্রেষ্ঠ মাও'ইযা নিঃসন্দেহে। তবে এ মাও'ইযা হাসানার ধারণাটি আরো ব্যাপক। আল কুরআন, হাদীসে নববী, মনীষীগণের বিভিন্ন বাণী ও তথ্যবহুল ঘটনাবলীতেও মাও'ইযা হাসানার উপকরণ পাওয়া যায়।

---

১৩৪. দ্র. 'আল্লামা শিহাব উদ্দীন আল্-আলূসী, প্রাগুক্ত, ১৩খ, পৃ ৩৫৮।

১৩৫. দ্র. নাসাফী, *মাদারিকুত তানযীল ওয়া হাকাইকুত্ তা'বীল,* তাফসীরে খাযেনের সাথে সংযুক্ত, ৩খ, পৃ ১৫১।

১৩৬. দ্র. মুহাম্মদ ইবন আলী আশ্ শাওকানী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ ২০৩।

১৩৭. সানাউল্লাহ পানিপথী, প্রাগুক্ত, ৫খ, পৃ ৩৯০।

১৩৮. দ্র. 'আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ ৪৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠত : তাদের অনেকেই মাও'ইযা হাসানাকে গ্রীক তর্কশাস্ত্রের নিছক ধারণা সৃষ্টিকারী বক্তৃতার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। যেমন আল্লামা নিশাপুরী, আল রাযী, বায়যাবী, আলূসী প্রমুখের মন্তব্য লক্ষণীয়।

মূলত মাও'ইযা হাসানার ওয়ায বা বক্তব্য শুধু গ্রীক তর্কশাস্ত্রের মত সে ধরনের কিছু নয়। কেননা মাও'ইযা হাসানা শুধু নিছক ধারণা প্রসূত বিষয়বস্তু নিয়ে হবে তা শুধু ধারণামূলক প্রতীতির জন্ম দিবে এমনটি নয়। অকাট্য বিষয় দ্বারাও মাও'ইযা হাসানা হতে পারে। যথা আল কুরআনের মাও'ইযাগুলো শুধু নিছক ধারণাপ্রসূত বা শুধু ধারণাই জন্মায়- এমনটি বলা যাবে না। বরং আল কুরআনে যা এসেছে, তা আল্লাহর বাণী, যা অকাট্য সত্য এবং শাশ্বত-সুন্দর।

আসলে মাও'ইযা প্রত্যয়টি দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হাসানা বা সৌন্দর্যমণ্ডিত, আকর্ষণীয় ও ভাল হয় অন্য কারণে। কেননা দা'ওয়াতের ঐ আয়াতে 'মাও'ইযা' বিষয়টি বিশেষায়িত করা হয়েছে 'হাসানা' দ্বারা। মাও'ইযা হাসানা বা সৌন্দর্যমণ্ডিত এর উপস্থাপনা ও উদ্দিষ্ট বিষয়বলীর সৌন্দর্য ও মাধুর্যের মাধ্যমে। উপস্থাপনা যত সুন্দর হবে, এর বিষয়বস্তু যত হৃদয়গ্রাহী ও যুক্তিযুক্ত হবে, ততই তা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তা গ্রহণে প্রভাবিত করবে, প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠবে। অন্যথায় মাও'ইযা ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ অনেক সত্যকথা, ভাল কথা একমাত্র উপস্থাপনাগত ত্রুটির জন্য মানুষ শুনতে আগ্রহী হয় না। সাথে সাথে অনেক সাদামাটা কথাও উপস্থাপন আকর্ষণীয় হওয়ার কারণে মানুষ অত্যন্ত মনোযোগ ও উপভোগ্য হিসেবে শ্রবণ করে থাকে।

তাছাড়া, যা মানব জীবনে কল্যাণ আনতে পারে না তথা ক্ষতিকর, তা চাতুর্য ও বাগ্মীতায় যত ভালভাবেই উপস্থাপিত হোক না কেন, তার প্রভাব স্থায়ী হতে পারে না। একদিন না একদিন তার আসল স্বরূপ মানুষের নিকট বিদিত হবে। এভাবে এর যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলবে এবং সত্য উদয় হবে। তখন তা মানব সমাজে নিন্দিত হবে।

সুতরাং মাও'ইযা হাসানা হবে উপস্থাপনার সৌন্দর্য ও বিষয়বস্তুর যৌক্তিকতা ও যথার্থতার মাধ্যমে। অন্যথায় তা হবে মাও'ইযা সাইয়্যেআহ বা মন্দ ওয়ায যা সাময়িক উৎসাহ দেয়া বা হৃদয় কোঠরে আবেদন সৃষ্টি করলেও কোন স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে না। তাই ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মাও'ইযা হাসানার অনুমতি দেয়া হয়। এর বিপরীতে সাইয়্যেয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি।

অতএব মাও'ইযা বিষয়টি হাসানা হওয়ার জন্য তার বিষয়বস্তু ও প্রয়োগের ধরনের সাথে সম্পর্কিত বেশী। এতে কিছু মূলনীতি আছে যা মাও'ইযাকে আরো সৌন্দর্যমণ্ডিত করে, হিকমতপূর্ণ ও যথার্থ করে, আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলে এবং কার্যকর প্রভাব ফেলে।

মাও'ইযা হাসানা প্রয়োগের মূলনীতিসমূহ

মাও'ইযা হাসানা হওয়ার জন্য তথা তা দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য কিছু মূলনীতি আছে। যা অনুসরণ করলে ওয়াযকারী দা'ঈ ব্যষ্টি বা সমষ্টি পর্যায়ের ওয়াযে সুফল লাভ করতে পারেন। সেসবের মাঝে সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ ক'টি মূলনীতি নিম্নে উল্লেখ্য :

১. **হিকমত অবলম্বন** : মাও'ইযা হাসানা করতে হলে অবশ্যই হিকমত অবলম্বন তথা স্থান-কাল-পাত্র ও পরিস্থিতি যাচাই করতে হবে। কারণ এগুলোর বিভিন্নতায় ওয়াযের ধরনেও বৈচিত্র্য আসবে। কেননা মসজিদে মাও'ইযা হলে মানুষের অন্তর স্বভাবত আল্লাহ ধ্যানী হয়। সেখানে

Dhaka University Institutional Repository

মাও'ইযার সময় একটু বেশী নিলেও সাধারণত তেমন অসুবিধা হবে না। কারণ শ্রোতার মন পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। কিন্তু তা যদি রাস্তাঘাটে হয়, সেখানে শ্রোতার সময়, মন-মানসিকতা ভিন্ন হতে পারে। সেখানে দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তেমনি ব্যক্তির জ্ঞান-বুদ্ধি বয়স ইত্যাদি লক্ষ্য রেখে মাও'ইযা পরিবেশন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ একজন যুবককে ওয়ায করতে হলে কাজে উৎসাহব্যঞ্জক দিকটি প্রাধান্য দেয়া বাঞ্ছনীয়। তেমনি কোন বয়োবৃদ্ধকে জীবনে উপভোগ্য বৈচিত্র্যময় নি'য়ামত ও পরকালের চিত্র তুলে ধরে ওয়ায করলে তা বেশী কার্যকর হতে পারে। এমনিভাবে পরিস্থিতি যাচাই করতে হবে। কারণ শ্রোতা অন্য কাজে বেশী ব্যস্ত হয়ে উঠলে বা কোন যানবাহন ধরতে উদগ্রীব হলে সে সময় বা পরিস্থিতিতে দীর্ঘ ওয়ায করা শুরু করলে নিশ্চয়ই সে তা ভালভাবে নিবে না। এমনিভাবে দুঃখের সময় যা বলা যাবে, আনন্দের সময় তা না বলাই হিকমতপূর্ণ। একজন গণতন্ত্রীকে যেভাবে বলা হবে একজন স্বৈরাচারীকে সেভাবে বলা যাবে না। এভাবে দা'ওয়াতের পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক একজন ওয়ায়েযকে অবশ্যই যাচাই করতে হবে। অন্যথায় তার মাও'ইযা কখনো হাসানা হবে না। এ জন্য আল্লাহ পাক বলেন :

فذكر ان نفعت الذكرى-

উপদেশ দাও যদি সে উপদেশ উপকারে আসে।[১৩৯]

২. **দা'ঈর আন্তরিকতা ও নিঃস্বার্থ মনোবৃত্তি প্রদর্শন :** মাউ'য়িাকে ফলপ্রসূ করতে হলে দা'ঈকে বৈষয়িক স্বার্থের মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করতে হবে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি কোনভাবে বুঝতে পারে যে, এতে দা'ঈর কোন বৈষয়িক স্বার্থ নিহিত আছে, তাহলে তার মাও'ইযার প্রভাব হালকা হয়ে যাবে। সুতরাং মাও'ইযাকে এমনভাবে হৃদয় নিংড়ানো আকুলি-বিকুলি দিয়ে উপস্থাপন করতে হবে যে, এতে দা'ঈর কোন বৈষয়িক স্বার্থ নেই। যেমন টাকা-পয়সা, সম্মান, পদমর্যাদা, সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন ইত্যাদি। এ জন্য দেখা যায়, প্রত্যেক নবী (আ) তাঁদের দা'ওয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা দিতেন :

وما اسئلكم من اجر ان اجرى الا على الله رب العالمين –

এ বিষয়ে আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাচ্ছি না, আমার প্রতিদান একমাত্র বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের কাছে।[১৪০]

তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা মহানবী (স)কে আদেশ দিয়েছেন ঘোষণা দেয়ার জন্য :

قل لا اسئلكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعلمين -

(হে নবী) বলুন, আমি তোমাদের নিকট থেকে কোন বদলা চাচ্ছি না, এটা বরং বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ স্বরূপ।[১৪১]

সুতরাং দা'ঈর অত্যন্ত ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে মাও'ইযা করতে হবে। এ জন্য বলা হয় : 'যা অন্তর থেকে বের হয়, তা অন্যের অন্তরে স্থান লাভ করে।'

---

১৩৯. সূরা আ'লা : ৯।

১৪০. সূরা শু'আরা : ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০।

১৪১. সূরা আন'আম : ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

৩. **ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও ভালোবাসা উদ্বেলিতকরণ :** দা'ঈকে স্বীয় মাও'ইযায় কথা বা কাজে ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও ভালোবাসার বন্যা উদ্গীরণ করতে হবে। তবেই তা মাদ'উর (দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তি) অন্তর স্পর্শ করবে। আর এটা মাও'ইযার ক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য আল কুরআনে আল্লাহ পাক বৈচিত্র্যময় সম্বোধন করেছেন। যেমন : হে ঈমানদারগণ, হে মানবমণ্ডলী। এমনিভাবে বিভিন্ন নাম ধরে সম্বোধন করা হয়েছে, যথা : হে নূহ, হে ইবরাহীম (আ) ইত্যাদি। এমনিভাবে আল কুরআনের অনেক স্থানে নবী (আ) গণকে স্বীয় কওম বা জাতির ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১৪২] আর তাঁরা স্বীয় কওমের লোকজনকে ভাই বলেই সম্বোধন করতেন। তাই দা'ঈও সে পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন। নবীগণ কিভাবে লোকজনকে ভালোবাসা উদ্গীরণ করতেন, তার প্রচুর নমুনা আল কুরআনে এসেছে। যেমন : এক পর্যায়ে হযরত সালেহ (আ) বলেন :

ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين -

আর আমি তোমাদের নসীহত করছি (কল্যাণকর বিষয় তুলে ধরছি), অথচ তোমরা নসীহতকারীকে ভালোবাসো না।[১৪৩]

এমনিভাবে তাঁরা বলতেন :

انى اخاف عليكم عذاب يوم عظيم -

নিশ্চয়ই আমি মহাদিবসে তোমাদের উপর আযাবের ব্যাপারে ভয় করছি।[১৪৪]

এভাবে হৃদয়স্পর্শী বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁরা ওয়ায করতেন, যা সকল যুগের দা'ঈর জন্য অনুকরণীয়।

৪. **বন্ধুত্বমাখা নরম ভাষা ব্যবহার :** দা'ঈকে মাও'ইযা করার ক্ষেত্রে কর্কশ, কটু কথা পরিহার করতে হবে। অত্যন্ত ভদ্র, শালীন ও নরম মেজাজে কথা বলতে হবে। যেন কারো অন্তরে কোন বিষয়ে সরাসরি আঘাত না লাগে। এমন কিছু করা যাবে না, যা কারো আত্মসম্মানে আঘাত হানে, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে, নির্বোধ প্রমাণিত করে। কিছু বলতে গেলে উপমা উদাহরণ দিয়ে কিংবা পরোক্ষভাবে কৌশলে সংক্ষিপ্ত ইশারা দিয়ে বলা যেতে পারে।

দা'ঈ মাদ'উর অন্তরের দম্ভ কোনভাবে উদ্বেলিত করা উচিত হবে না। বরং নরম নরম কথা বলে তার হৃদয়ের কাছাকাছি অবস্থান করে নিতে হবে। এ জন্য দাম্ভিক সম্রাট ফের'আউনকে দা'ওয়াত দেয়ার জন্য আল্লাহ পাক যখন মূসা ও হারূন (আ)কে প্রেরণ করেছিলেন, তখন দা'ওয়াতের পদ্ধতি শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেছিলেন :

اذهبا الى فرعون انه طغى- فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى -

তোমরা উভয়ে ফেরআউনের নিকট যাও। সে সীমালংঘন করছে। অতঃপর তাকে নরম কথা বল, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে কিংবা ভয় করতে পারে।[১৪৫]

---

১৪২. সূরা শু'আরা : ১০৬, ১২৪, ১৪২, ১৬১ ইত্যাদি।

১৪৩. সূরা 'আরাফ : ৭৯।

১৪৪. সূরা 'আরাফ : ৫৯।

১৪৫. সূরা ত্বাহা : ৪৩-৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ পাক স্বীয় নবী মূসা (আ)কে আরো শিক্ষা দিলেন কিভাবে নরম কথা বলতে হয়। যার একটা নমুনা কুরআন কারীমেও এসেছে :

فقل هل لك الى ان تزكى -

অতঃপর বল, তোমার পরিশুদ্ধ হওয়ার আগ্রহ আছে কি?[১৪৬]

এখানে সরাসরি বলা যেত : 'হে ফের'আউন, তোমার অন্তর, আচার-আচরণ পরিশুদ্ধ কর।' কিন্তু এতে তার দম্ভ বেড়ে যেত, তারপর আর কোন কথা শুনতে আগ্রহী হতো না, কিন্তু পরোক্ষভাবে বলার কারণে তাকে অনেক কথা বলা সম্ভব হয়েছিল।

৫. **সাবলীল ভাষার ব্যবহার :** মাও'ইযাকারীর ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে উচ্চারণ বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট হতে হবে। আর নিজের সময়ে প্রচলিত কথ্য ভাষায় তার বক্তব্য পেশ করতে হবে, যাতে তার সম্বোধিত প্রতিটি ব্যক্তি তার কথা বুঝতে সক্ষম হয়। আল্লাহ পাক বলেন :

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم-

আমি প্রত্যেক রাসূলকে তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে সে তাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে বক্তব্য পেশ করতে পারে।[১৪৭]

কথিত আছে, গ্রীক দার্শনিকগণ নিজেদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করার জন্য তাদের ভাষাকে জটিল থেকে জটিলতর করত, কিন্তু ওয়াযকারীকে এমন হলে চলবে না। তার ভাষা হতে হবে স্পষ্ট, সাবলীল, অত্যন্ত মার্জিত, পরিচ্ছন্ন ও সৌন্দর্যমণ্ডিত, অস্পষ্ট নয় এবং একেবারে সংক্ষিপ্তও নয়। বিনা প্রয়োজনে তা দীর্ঘায়িত হয় না। জ্ঞান-বুদ্ধিকে জটিলতায় নিক্ষেপ করার মত রূপকতা ও উপমার আধিক্য নেই। কঠিন এবং অপরিচিত শব্দে ভরপুর থাকে না, বিশ্রী এবং ঘৃণ্য উক্তি থেকে তা সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। এর পরিবর্তে প্রাঞ্জল ভাষা, সরল-সহজ উপমা, বাস্তব সত্যকে পরোক্ষভাবে উপস্থাপনকারী উপমা ও দম্ভের পরিবর্তে বিনয় ও নম্রতা এবং কৃত্রিম অলংকরণের পরিবর্তে সরলতা এবং পরিচ্ছন্নতা বিরাজমান থাকে। এ মর্মে মহানবী (স) বলেছেন :

لا انبئكم باحبكم إلى واقربكم منى مجالس يوم القيامة احاسكم اخلاق المطلقون اكتاف، الذين يالقون ويولقون وان ابعصكم انى ابعدكم منى مجالس يوم القيامة الثرثارون، المتقيمون المتشدقون-

আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব না, কে আমার সবচেয়ে প্রিয় ও নিকটতম হবে কিয়ামতের দিবসে। হ্যাঁ, সে হল তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী, বিনয়ী, যে অন্যকে আপন করে এবং নিজেও হয়। আর কিয়ামত দিবসে তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য ও নিগৃহীত হল বাচাল, অতিশয়োক্তিকারী ও বিদ্রূপকারীগণ।[১৪৮]

অতএব ওয়াযকারীকে এ সমস্ত নিন্দিত গুণাগুণ পরিহার করতে হবে।

---

১৪৬. সূরা আন্-নাযি'আত : ১৮।

১৪৭. সূরা ইবরাহীম : ৪।

১৪৮. ইমাম আবু ঈসা আত্ তিরমিযী, *আল-জামি'উ আস-সহীহ*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, বাব মা'আলিইল আখলাক, মিসর : মস্তফা আল বাবী, ১৩৯৮ হি, ৪খ, পৃ, ৩৭০।

Dhaka University Institutional Repository

৬. **শান্তশিষ্ট ও ধীরস্থিরভাবে মাও'ইযা উপস্থাপন :** কথা বা কাজে ওয়াযকারীকে অত্যন্ত শান্তশিষ্ট ও ধীরস্থিরভাবে অগ্রসর হতে হবে। অন্যথায় তার মাও'ইযার প্রভাব নষ্ট হওয়ার আশংকা আছে। বর্ণিত আছে, মহানবী (স) এতই আস্তে ও ধীরে-সুস্থে কথা বলতেন যে, কেউ ইচ্ছা করলে তা গণনা করতে পারত।[১৪৯]

অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ কথা বা বিষয় হলে পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। বিশেষত মাদ'উ যদি স্বল্পজ্ঞানের অধিকারী হয় অথবা বিষয়টি যদি সূক্ষ্ম হয়, তা হলে অবশ্যই পুনরাবৃত্তি করা উচিত। হাদীস শরীফে এসেছে, নবী করীম (স) যখন কোন কথা বলতেন, তিনবার তা পুনরাবৃত্তি করতেন যাতে লোকেরা ভালোভাবে বুঝতে পারে।[১৫০]

৭. **মাও'ইযার মাত্রায় মিতব্যয়িতা অবলম্বন :** মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করা দরকার। তেমনিভাবে মাও'ইযা পরিবেশনের ক্ষেত্রেও। মাও'ইযা পরিমাণে বেশী হলে গুরুত্ব হারাবে এবং উদ্দিষ্ট লোকসমাজের মাঝেও বিরক্তি ও নির্লিপ্ততা দেখা দিতে পারে।

হযরত শাকীক (তাবেঈ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের সামনে ওয়ায-নসীহত করতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আবু আবদুর রহমান! আমি চাচ্ছিলাম আপনি যদি প্রতিদিন আমাদের জন্য ওয়ায-নসীহত করতেন। আবদুল্লাহ বললেন, এরূপ করতে আমাকে একথাই বাধা দেয় যে, আমি তোমাদের বিরক্তি উৎপাদন করতে অপছন্দ করি। এ কারণে আমি তোমাদের মাঝে-মধ্যে ওয়ায করে থাকি, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের বিরক্তির ভয়ে মাঝে মধ্যেই আমাদের জন্য ওয়ায-নসীহত করতেন।[১৫১]

তাছাড়া, মাও'ইযায় বিরতি প্রদান করতে হবে। অনবরত উপস্থাপনা করতে থাকলে শ্রোতার মাঝে বিরক্তি আসতে পারে। এ জন্য কুরআনুল কারীম শ্রেষ্ঠ মাও'ইযা হওয়া সত্ত্বেও তাকে বিরতি দিয়ে অবতীর্ণ করা হয়।

৮. **মাও'ইযাকে সতত তাকওয়ার সাথে সম্পর্কিতকরণ :** মাও'ইযা সব সময় আল্লাহর ভয় তথা তাকওয়ার সাথে সংযুক্ত করে পেশ করলে তা বেশী ফলপ্রসূ হয়। এ জন্য দেখা যায়, আল কুরআনে যখনই মাও'ইযা করা হয়েছে, সাথে সাথে তাকওয়াকেও জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত আল্লাহর বাণী পেশ করা যায়। ইরশাদ হয়েছে :

ولا تتخذوا ايت الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما انزل عليكم من الكتب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم-

আর আল্লাহর নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করো না। আল্লাহর সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যে কিতাব ও প্রয়োগ কৌশল-জ্ঞান তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে, যার

---

১৪৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল 'ইলম, বাবু মান আদাল হাদীসা ছালাছান, ১খ, পৃ ৫৮।

১৫০. প্রাগুক্ত।

১৫১. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল 'ইলম, বাবু মান জা'আলা লি আহলিল 'ইলম আইয়ামাম মা'লূমা, ১খ, পৃ ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করা হয়। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, আল্লাহ সর্ববিষয়েই জ্ঞাত।[১৫২]

৯. **কথা ও কাজে মিল থাকা :** যিনি মাও'ইযা করবেন তার কথা ও কাজে মিল থাকতে হবে। অন্যথায় তার মাও'ইযা মাদ'উরা প্রত্যাখ্যান করবে। যে জন্য সেটা তত প্রভাব বিস্তার করবে না। এ জন্য হযরত শো'আইব (আ) মাও'ইযা করার সময় বলতেন :

وما اريد ان اخالفكم الى ما انهكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت-

আর আমি চাই না যে, তোমাদেরকে যা করতে নিষেধ করি, পরে নিজেই সে কাজে লিপ্ত হব, আমি তো যথাসাধ্য সংস্কার করতে চাই।[১৫৩]

এ জন্য যারা অপরকে উপদেশ দেয় অথচ নিজেরা তা করে না, আল্লাহ তাদেরকে তিরস্কার করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم-

একি, তোমরা মানুষদেরকে নেক কাজ করতে আদেশ কর, অথচ নিজেরাই তা ভুলে থাক।[১৫৪]

অতএব দা'ঈ যে ব্যাপারে ওয়ায করবেন, তাকেও তা মেনে চলতে হবে।

১০. **উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের মাঝে সুসমন্বয় :** শুধুমাত্র উৎসাহব্যঞ্জক কথা বা বিষয় উপস্থাপন করলে হবে না বা শুধুমাত্র ভীতি প্রদর্শনমূলক বিষয়েরও অবতারণা করলে হবে না, উভয়টিই পাশাপাশি উপস্থাপন করতে হবে। পূর্বেই আমরা দেখেছি যে, কেউ কেউ এটাকেই মাও'ইযা হাসানা বলেছেন। মোটকথা, এটা মাও'ইযা হাসানার পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ বহন না করলেও তা এর পদ্ধতিগত একটা মূলনীতি নিঃসন্দেহে। আল কুরআনে একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এ জন্য দেখা যায়, যখনই দোযখের শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে সাথে সাথে জান্নাতের সুসংবাদও দেয়া হয়েছে।

১১. **ইহ-পারত্রিক উভয় স্বার্থকে একত্রে উপস্থাপন :** ওয়ায নসীহত কর্মে দেখা যায় অনেকে আখিরাতের বিভিন্ন সুখ-দুঃখ, আরাম-আয়েশ, শাস্তির যন্ত্রণা-বেদনার কথাই বেশী বেশী বলেন। ইসলামের বিধানগুলো মেনে চললে দুনিয়াতেও যে কল্যাণ লাভ হবে সে দিকটি তেমন গুরুত্ব দেন না।

পক্ষান্তরে বিশেষত আধুনিক যুব-মানসে দেখা যায়, ওয়ায-নসীহত করতে গিয়ে বৈষয়িক স্বার্থের কথা তুলে ধরা হয়। কোন ব্যক্তির কৃতকর্মের পারলৌকিক জীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করানো হয় না। এ উভয় পদ্ধতি মাও'ইযার ক্ষেত্রে যথাযথ নয়। মাও'ইযা হাসানা হল উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করা। এটাই ছিল আম্বিয়া কিরামের দা'ওয়াতী পদ্ধতি যার প্রচুর উদাহরণ আল কুরআনে বিদ্যমান। তন্মধ্যে এখানে একটা উল্লেখ করা হল। হযরত হুদ (আ) স্বীয় মাও'ইযা হাসানায় যা বলেছিলেন তা নিম্নরূপ :

---

১৫২. সূরা বাকারা : ২৩১।

১৫৩. সূরা হুদ : ৮৮।

১৫৪. সূরা বাকারা : ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

واتقوا الذى امدكم بما تعلمون- امدكم بانعام وجنت وعيون- انى اخاف عليكم عذاب يوم عظيم-

ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে যে সব বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা জান। তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুষ্পদ জন্তু ও পুত্র-সন্তান এবং উদ্যান ও ঝরণা। আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি।[১৫৫]

উপরোক্ত আয়াত ক'টিতে দেখা যায়, নবী সালেহ (আ) স্বীয় জাতিকে দুনিয়ার নিত্য প্রয়োজনীয় নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। যেমন খাদ্য-দ্রব্য, প্রাচীন কৃষি ব্যবস্থায় জনশক্তি হিসেবে সন্তান-সন্ততি, তেমনি ফলমূলের উদ্যান ও পানির জন্য ঝরণা-নদী ইত্যাদি। কিন্তু তিনি তা উল্লেখ করেই শেষ করেননি; বরং এ সব ক্ষেত্রে যদি কেউ কেউ অপব্যয় করে, শুধু ভোগ-বিলাসে মত্ত থেকে উপরোক্ত নি'য়ামতরাজীর শুকরিয়া আদায় না করে, তখনই তাদের জীবন চলার পথে ঘটবে মহাবিপর্যয়। আর তাদের উপর আপতিত হবে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি।

অতএব উভয় জগতের স্বার্থের কথা চমৎকার সম্মিলন ঘটেছে তাঁর মাও'ইযায়। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় তা এড়িয়ে গিয়ে বলল, যা আল কুরআনে এভাবে এসেছে :

قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين- ان هذا الا خلق الاولين-

তারা বলল, আপনি ওয়ায করুন আর নাই করুন, উভয়ই সমান। এটা পূর্ববর্তী লোকদের স্বভাব মাত্র।[১৫৬]

যাহোক, তাদের নবী যে ওয়ায করতে সক্ষম হয়েছেন, তার স্বীকৃতি তাদের যবান থেকেই বের হয়ে আসল। কিন্তু শেষত তারা ঈমান আনেনি বিদ্বেষ ও অজ্ঞতাবশত।

১২. **আল কুরআন ও সুন্নাহর বাণী ব্যবহার :** আল কুরআন ও সুন্নাহে যে সকল বাণী এসেছে ওয়াযকারীকে ফাঁকে ফাঁকে তা যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। উদ্ধৃতি দিতে হবে। এতদুভয় অত্যন্ত ভাব-গাম্ভীর্যে পাঠ করতে হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর যুগে মাও'ইযার প্রধান মাধ্যম ছিল অত্যন্ত ভাব-গাম্ভীর্যে কুরআন তিলাওয়াত করা। এ পদ্ধতিতে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন, যেমন হযরত ওমর (রা) সহ অনেকে এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বর্ণিত আছে, 'উতবা ইবন রবী'আ মহানবী (স)-এর কণ্ঠে কুরআনুল কারীম শ্রবণ করে এতই মোহিত হন যে, তিনি ভয় পেয়ে যান, যেন এখনই গযব নাযিল হয়ে যাবে।[১৫৭]

১৩. **মাও'ইযার বিষয়বস্তুকে সমসাময়িক জীবনযাত্রার সাথে সম্পর্কিতকরণ :** মাও'ইযাকে সমসাময়িক জীবনযাত্রার সাথে সম্পর্কিত করে তা থেকে বিভিন্ন উপমা-উদাহরণ ও ঘটনাবলী উল্লেখ করতে হবে। এ জন্য দেখা যায়, কুরআনুল কারীম অবতীর্ণ হওয়ার যুগ-সন্ধিক্ষণে বহুল আলোচিত ঘটনাবলী থেকে মাও'ইযার উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। যেমন- আসহাবুল উখ্দূদ ও আসহাবুল ফিলের ঘটনা, রোম সম্রাটদের জয়-পরাজয়ের ঘটনা

---

১৫৫. সূরা শু'আরা : ১৩২-১৩৫।

১৫৬. সূরা শু'আরা : ১৩৬-১৩৭।

১৫৭. বিস্তারিত ঘটনা সীরাত গ্রন্থাবলীতে দ্রষ্টব্য। যথা, ইবন হিশাম, *সীরাতুন নবী (স)*, অনু. ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪, ১খ, পৃ ২২০-২২১।

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি। তেমনি সূরা 'আদিয়ার যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ঘোড়ার বর্ণনা ইত্যাদি। তাই এগুলো ওয়ায়েযের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। কেননা আল কুরআনের পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ।

১৪. **সত্যাশ্রয়ী ও বাস্তবাদী হওয়া :** বিষয়বস্তু, উপমা, উদাহরণ, কাহিনী ইত্যাদিতে যা সত্য ও বাস্তব জীবনে বিরাজমান তা উল্লেখ করে মাও'ইযা করলে তা হবে মাও'ইযা হাসানা।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, অবাস্তব, অলীক, মিথ্যা তথ্য ও কাহিনী এবং উপমা দিয়ে ওয়ায যতই ঘনায়িত করা হোক, তার প্রভাব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। এ জন্য আল কুরআনে যা সত্য ও বাস্তব ঘটনা তাই উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি মহানবী (স) অবাস্তব অলীক বিষয় ও কাহিনী দিয়ে তাঁর ওয়ায সাজাতেন না। মুসলিম সমাজে এ ধরনের ওয়াযে অভ্যস্ত এক শ্রেণীর ওয়ায়েযের উন্মেষ ঘটে উমাইয়া যুগ থেকে, যাদেরকে কাস্‌সাস বা কাহিনীকার বলা হত।

সুতরাং তাদের কাজগুলো মাও'ইযা হতে পারে, নসীহত হতে পারে। কিন্তু শ্রোতাদের মাঝে বর্ণিত ঘটনার প্রকৃত অবস্থা জানার পর এর প্রভাব থাকে না। মোটকথা, মাও'ইযা হাসানার জন্য বানোয়াট কল্প-কাহিনী ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। কুরআন-সুন্নাহতে যেগুলো বর্ণিত হয়েছে, মানবেতিহাসে যা ঘটেছে ও ঘটছে এবং সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে, মাও'ইযা হাসানার জন্য তা-ই যথেষ্ট।

১৫. **ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি দৃষ্টি রাখা :** ওয়াযকারীকে সতত ইসলামী মূল্যবোধের দিকে দৃষ্টি রেখে মাও'ইযা করতে হবে। কখনো এ মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। কথাবার্তা, আচার-আচরণ, ইশারা-ইঙ্গিতে কখনো কোন অশ্লীল ও নিন্দিত কিছু ব্যবহার ও উপস্থাপন করা যাবে না। কারণ অশ্লীলতায় নিজে নিবিষ্ট হওয়া বা তা প্রচার করা সবকিছু আল্লাহ পাক নিষিদ্ধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وان تشركوا بالله مالم ينزل به سلطنا وان تقولوا على الله مالا تعلمون-

হে নবী (স), আপনি বলে দিন, আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন, যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং (হারাম করেছেন) আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না।[১৫৮]

তিনি আরো বলেন :

ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين امنوا لهم عذاب اليم-

নিশ্চয়ই যারা মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা প্রচার-প্রসার পছন্দ করে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[১৫৯]

আরো বলা হয়েছে : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن-

প্রকাশ্য বা গোপন কোন রকম অশ্লীলতার কাছেও যেও না।[১৬০]

---

১৫৮. সূরা 'আরাফ : ৩৩।

১৫৯. সূরা নূর : ১৯।

১৬০. সূরা আন'আম : ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব কোনভাবে কোন রকম অশ্লীলতাকে টেনে আনা যাবে না মাও'ইযা কর্মে।

১৬. **ভাব-ব্যঞ্জনা শৈলীতে বৈচিত্র্য আনয়ন :** মাও'ইযা হাসানার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হল ভাব-ব্যঞ্জনায় বৈচিত্র্য আনয়ন করতে হবে। কখনো সাধারণ কথা বা তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশন, কখনো উপমা-উদাহরণ পেশ, কখনো কিস্‌সা কাহিনী বর্ণনা, কখনো রূপকতার আশ্রয় নেয়া, কখনো কৌতুক ব্যবহার, কখনো বিশেষ বাণী উদ্ধৃত করা, কখনো শপথ করা, কখনো সম্বোধন করা, কখনো অঙ্গুলি নির্দেশনায় ইশারা-ইঙ্গিত করা, ইত্যাদি শৈলী অবলম্বন করা যেতে পারে।

এজন্য দেখা যায় আল কুরআনে কখনো সাধারণভাবে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। কখনো উদাহরণ, কখনো কাহিনী, কখনো রূপকতা ইত্যাদি অনন্য বাগ্মী ও ছন্দায়িত শৈলীতে পরিবেশন করা হয়েছে, যা হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয়। যতই পাঠ করা হয়, সাধারণত বিরক্তি আসে না। মহানবী (স) মাও'ইযা করতে গিয়ে ঐ ধরনের বৈচিত্র্য অবলম্বন করতেন। নিম্নে ক'টি উদাহরণ পেশ করা হল :

- **শপথ করা :** যথা রাসূলুল্লাহর বাণী :

  والذى نفس بيده لا تدخلوا الجنة حتى نؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اولا ادلكم على شىء اذا فعلتموه تحببتم؟ افشوا السلام بينكم-

  যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, তোমরা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না ঈমানদার হও, আর ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না পরস্পরে ভালোবাস। আমি কি তোমাদের সেটা বলে দিব, যা করলে তোমাদের পরস্পরে ভালোবাসা জন্মাবে? হ্যাঁ, পরস্পরে সালাম বিনিময় কর।[১৬১]

- **উপমা ব্যবহার :** যথা তিনি বলেন :

  انما الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك اما ان يحديك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد ريحا منتنسه-

  সৎকর্মী ও পাপী সহযোগীর দৃষ্টান্ত হল- একজন কস্তুরীর ব্যবসায়ী অপরজন হাপর চালনাকারী (কামার)। কস্তুরীর ব্যবসায়ী হয় তোমাকে বিনামূল্যে কস্তুরী দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে তা কিনে নেবে। যদি এ দুটোর একটিও না হয়, তবে অন্তত তুমি তার কাছ থেকে এর সুঘ্রাণ পাবে। আর হাপর চালনাকারী হয় তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে।[১৬২]

এভাবে মহানবী (স) বিভিন্ন উপমা ব্যবহার করে মাও'ইযা করতেন।

- **হাতের ইশারা :** যথা মহানবী (স) বলেছেন :

  المؤمن للمؤمن كالبنينا يتند بعضه بعضا-

---

১৬১. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, বাবু বায়ানু আন্নাহু লা ইয়াদখুলুল জান্নাহ ইল্লাল মু'মিনুন, ১খ, পৃ ৭৪।

১৬২. দ্র. প্রাগুক্ত, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বিররি ওয়াস্ সিলাহ, বাবু ইলতিই বাবি মুজালিসাতুস সালেহীন, ১৬খ, পৃ ১৭৮। (নওভীর শরাহসহ)।

Dhaka University Institutional Repository

এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য দেয়ালস্বরূপ। একটা অপরটাকে শক্তিশালী করে (অর্থাৎ একটা ইট যেভাবে আরেকটিকে জড়িয়ে ধরে দেয়াল তৈরী করে, তেমনি এক মুমিন অন্যের জন্য)। একথা বলে মহানবী (স) স্বীয় এক হাতের অঙ্গুলি অন্য হাতের অঙ্গুলির ভেতর প্রবেশ করিয়ে জড়িয়ে ধরেন।[১৬৩]

- **কথোপকথন শৈলী :** মহানবী (স) সাহাবীদের সাথে মাও'ইযার উদ্দেশ্যে কথোপকথন করতেন। যথা : একবার তিনি বললেন, তোমরা কি জান কে মুসলিম? তারা বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, যার যবান ও হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ সেই মুসলিম। আবার প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জান কে মুমিন? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, মুমিনদের জীবন ও সম্পদ যার কাছে নিরাপদ সে-ই মুমিন। এভাবে তিনি আরো প্রশ্ন তৈরী করে নিজেই তার উত্তর দিলেন।[১৬৪]

- **চিত্র অংকন :** মহানবী (স) মাও'ইযার স্বার্থে মাঝে মাঝে চিত্র অংকন করে দেখাতেন। তিনি একবার সৎপথ ও অসৎ পথ বুঝাতে গিয়ে একটা সোজা রেখা অংকন করে পাশে ক'টি বক্র রেখা অংকন করে বললেন, সোজা রেখা হল সিরাতুল মুসতাকীম বা সোজা পথ, অন্যগুলো শয়তানী পথ।[১৬৫]

- **সময় সুযোগের সদ্ব্যবহার :** যেমন- একদা মহানবী (স) এক বাজারের পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন। পথে একটা মৃত (ছোট কানওয়ালা) ছাগল ছানা পড়ে থাকতে দেখে বললেন, কেউ আছ যে, এটা এক দিরহাম দিয়ে কিনতে পছন্দ কর? সাহাবা কিরাম বললেন, এটাতো পছন্দ করার মত কোন বস্তু নয় বা এটা দ্বারা আমরা কি করব? তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ এটা নিতে চাও? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এটা জীবিত থাকলেও তা ত্রুটিপূর্ণ, অথচ এটা মৃত। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের দুনিয়া আল্লাহর নিকট এর চেয়েও তুচ্ছ বস্তু।[১৬৬]

- **আবেগ উচ্ছ্বাস প্রদর্শন :** হাদীস শরীফে এসেছে, মহানবী (স) যখন বক্তৃতা দিতেন তখন তার চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল ও ছলছল করত, যেন তিনি কোন সৈন্যবাহিনীকে সতর্ক করছেন।[১৬৭] এমনিভাবে 'ইরবাদ ইবন সারিয়া থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল

---

১৬৩. প্রাগুক্ত, কিতাবুল বিররি ওয়াস্ সিলাহ্, বাবু তারাহুমুল মু'মিনীনা ও তাআতুফহুম, ১৬খ।

১৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, বাবু মান সালিমাল মুসলিমুনা, ১খ, পৃ ১৬।

১৬৫. ইমাম আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল আশশায়বানী, *মুসনাদু আহমদ*, জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, ৩খ, পৃ ১৪।

১৬৬. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম শরীফ*, কিতাবুয যুহদ, ৪খ, পৃ ২২৭২।

১৬৭. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল জুম'আ, বাবু তাখফীফুস সালাতি ওয়াল খুতবা, ২খ, পৃ ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

(স) জ্বালাময়ী ভাষায় আমাদের ওয়ায করলেন। এতে আমাদের সকলের মন গলে গেল এবং চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল।[১৬৮]

১৭. **সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রাধান্য দান :** ওয়াযকারীকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে। এ জন্য দেখা যায় যে, মক্কায় লোকজন যখন নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন এতে কি উপকার হয় তাই বলা হল।

আল কুরআনে এসেছে :

يسئلونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس والحج-

নতুন চাঁদ সম্পর্কে তারা আপনাকে প্রশ্ন করতে পারে। বলুন, এগুলো মানুষ ও হজ্জের জন্য সময় নির্ধারণী।[১৬৯]

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, এক বেদুঈন রাসূল (স)কে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামত কবে হবে? রাসূল (স) বললেন, এ জন্য তুমি কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? সে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা। তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালোবাস তার সাথেই থাকবে।[১৭০]

১৮. **শব্দ ও শরীর নিয়ন্ত্রণ :** ওয়াযকারীর শব্দ নিয়ন্ত্রণে রাখা মাও'ইযা হাসানার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। আওয়াজ কোনভাবে যেন অস্বাভাবিক না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। উচ্চবাচ্য ও কর্কশ আওয়াজকে আল্লাহও ভালোবাসেন না। যে জন্য হযরত লোকমান (আ)-এর ওসীয়ত উল্লেখ করতে গিয়ে আল কুরআনে এসেছে :

واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير-

কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।[১৭১]

তবে এমন নীচু করা যাবে না যাতে শ্রোতা শুনতে না পায়। শব্দ উঁচু-নীচু করে অনেক সময় বৈচিত্র্য আনা যায়। এতে শ্রোতা অনেক স্বস্তি লাভ করে। তেমনি আবেগ উদ্দীপ্ত করতে হলে স্বর একটু উচ্চ হবে, আর স্বাভাবিক কথা বা কারো বাণী উদ্ধৃত করতে গেলে স্বর নীচু বা স্বাভাবিক করা যায়।

মোটকথা, আওয়াজ সুমধুর হওয়া চাই। আর এজন্য হযরত মূসা (আ) স্বীয় যবান স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন : واحلل عقدة من السانى- يفقهوا قولى-

আর আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।[১৭২]

শব্দের পাশাপাশি স্বীয় শরীরও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বিশেষত সামষ্টিক মাও'ইযায়। অযথা হাত নাড়ানাড়ি বা অঙ্গভঙ্গি করলে ব্যক্তিত্ব হালকা হয়ে যাবে এবং এবং ওয়াযকারীর প্রভাবও ক্ষীণ হয়ে যেতে পারে। এজন্য আল কুরআনে এসেছে : واقصد فى مشيك-

পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর।[১৭৩]

---

১৬৮. আবূ দাউদ সুলায়মান আস্ সিজিস্তানী, *সুনানু আবি দাউদ*, আবূ দাউদ সুলায়মান আস্ সিজিস্তানী, হিম্‌স : দারুল হাদীস, তা বি; মুসনাদ আহমদ, 'ইরবাদ ইবন সারিয়া কর্তৃক বর্ণিত।

১৬৯. সূরা বাকারা : ১৮৯।

১৭০. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, *বুখারী*, কিতাবু ফাদাইলিস সাহাবা, *মুসনাদু আহমদ*, ৫খ, পৃ ২৫৬।

১৭১. সূরা লোকমান : ১৯।

১৭২. সূরা ত্বাহা : ২৭-২৮।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত মূলনীতিগুলো সাধারণ ও সর্বব্যাপী। এ ছাড়া ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক মাও'ইযায় কিছু কিছু আলাদা মূলনীতি রয়েছে। মাও'ইযা ব্যক্তিগত পর্যায়ে হলে গোপনেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। এখানে তার যুক্তিপ্রবণতা ও বোধিকে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। পক্ষান্তরে সামষ্টিক মাও'ইযা হলে তাতেও কিছু মূলনীতি রয়েছে। যথা :

- বিষয় নির্বাচন ও মনো-বিশ্লেষণ।
- হামদ ও দরূদ পেশ।
- সুন্দর সূচনা করা তথা অবতরণিকায় মূল বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতবহ কিছু উপস্থাপন করা। এটা কোন আয়াত, হাদীস বা কারো বাণী বা বার্তাও হতে পারে কিংবা একটা ঘটনাও হতে পারে। যেমন রমযানের দিন বৃষ্টি নামতে দেখে এক ওয়াযকারী রমযানে সংঘটিত বদর যুদ্ধের বৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্য তুলে ধরে মুসলমানদের ত্যাগ-তীতিক্ষার কথা পেশ করার সুযোগ করে নেন।
- শ্রোতাদের সামনে বিষয় বিভাজন করা।
- সকলের প্রতি বা সকল দিকে সমান দৃষ্টিপাত করা।
- আবেগ-উচ্ছ্বাস বেশী প্রদর্শন করা যেতে পারে। কারণ ব্যক্তিবর্গ দলবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ থাকলে তাদের আবেগ প্রবণতা প্রাধান্য পায়। যুক্তি প্রবণতা কমে যায়। এজন্য উতবা ইবন রবী'আ একাকী থাকায় মহানবী (স)-এর কথা মেনে নেয়। কিন্তু যখনই স্বীয় কওম কুরাইশদের সাথে মিশে যায়, তখন তাদের সাথে তাল মিলিয়ে কথা বলে।
- মতানৈক্য ও অহেতুক তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়া।
- বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষিপ্ত করে পুনরাবৃত্তি করা।

মাও'ইযা হাসানা প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

কাদের ক্ষেত্রে মাও'ইযা হাসানা করা যাবে– এ নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী চিন্তাবিদগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে।

প্রথমত : মাদ'উ (দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তি)দের সাধারণ ঝোঁক ও জ্ঞান-বুদ্ধির পরিধিগত দিক দিয়ে বলা হয় যে, সমাজে যারা সাধারণ শ্রেণীর মানুষ, গাফেল-অমনোযোগী, তত্ত্বকথা তেমন বোঝে না, আর তর্কেও তেমন ঝোঁক নেই, তাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা এখনো স্বাভাবিক। বরং জীবন ও জগতে বিদ্যমান বস্তুতান্ত্রিক বিষয়গুলো তারা বেশী উপলব্ধি করতে সক্ষম– এ শ্রেণীর লোকদের মা'উয়িযা হাসানার দ্বারা দা'ওয়াত দিতে হবে। আর যারা তত্ত্বকথা বোঝে তথা যারা জ্ঞানী-গুণী, তাদেরকে তত্ত্বকথা দ্বারা এবং যারা তর্কবিলাসী তাদেরকে উত্তম পন্থায় যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে দা'ওয়াত দিতে হবে। অনেক মুফাস্‌সির এ মতটি পোষণ করেন। যথা- ইমাম রাযী, নিযামুদ্দীন নিশাপুরী, আল্লামা আলূসী প্রমুখ।[১৭৪]

---

১৭৩. সূরা লোকমান : ১৯।

১৭৪. দ্র. ফখরুদ্দীন রাযী, প্রাগুক্ত, ১৯খ, পৃ ১৩৮, 'আল্লামা শিহাব উদ্দীন আল্-আলূসী আলূসী, প্রাগুক্ত, ১৩খ, পৃ ৩৫৪-৩৫৫, 'আল্লামা নিযামুদ্দীন নিশাপুরী, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এ মতামতটি প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ যারা জ্ঞানী-গুণী তাদের আবেগ অনুভূতি আছে। যারা তর্কে আগ্রহী তাদের ঐ মনস্তাত্ত্বিক দিকটি শূন্য নয়। জ্ঞানকথা আউড়ে বিপ্লব ঘটানো কঠিন। মানুষের জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। তাই জ্ঞানী ও তর্কে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকেও মাও'ইযা করতে হবে। এর দ্বারা তারা সংশোধিত হওয়া অসম্ভব নয়।

অনেক সময় যুক্তিতে হারলে মানুষ প্রতিপক্ষের মত সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে চায় না। সে ক্ষেত্রে মাও'ইযা হাসানা করা হলে সে তা গ্রহণ করে নিতে পারে। এ জন্য 'উলামা কিরাম বিতর্কের সময় অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষকে জব্দ করে পরিশেষে ওয়ায করেন। অতএব মাও'ইযা একটি সর্বব্যাপী দা'ওয়াতী পন্থা।

দ্বিতীয়ত : এ মাও'ইযা হাসানা কি শুধু মুসলমানদের জন্য, না অমুসলিমদেরকেও তা করা যাবে- এ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন :

ক. প্রথম দলের মতে মাও'ইযা হাসানা শুধু মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য। কারণ আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে বলেছেন : -هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين

এটা হলো মানুষের জন্য বর্ণনা, আর মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ বাণী।[১৭৫]

এখানে প্রথমে الناس (মানুষ) বলে 'আম (ব্যাপক) ধারণা দিয়ে মাও'ইযাকে মুত্তাকীদের জন্য খাস (নির্দিষ্ট) করা হয়েছে। এটি আল্লামা যাজ্জাজসহ প্রমুখের মত।[১৭৬]

খ. প্রখ্যাত 'উলামা কিরামের মতে মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে মাও'ইযা করা যাবে। আর উপরোক্ত আয়াতে মুত্তাকী বলতে প্রতি জাতির মুত্তাকী (المتقون من كل امة) বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবন আব্বাস (রা), ইবন আতিয়া (র) প্রমুখের মতও তা-ই।[১৭৭]

আসলে প্রতিটি মানুষের অন্তরে সৃষ্টিকর্তার ভয় কোন না কোনভাবে কিছু না কিছু বিদ্যমান। আর যে যত বেশী মুত্তাকী, মাও'ইযা তার ক্ষেত্রে বেশী কার্যকর। এর অর্থ এই নয় যে, অমুসলিম মুত্তাকীদের মাঝে মাও'ইযা করা যাবে না; বরং আল কুরআনে এসেছে, আগেকার দা'ঈগণ নিজ সম্প্রদায়ের লোকজনকে ব্যাপকভাবে মাও'ইযা করেছেন। ঈমান আনুক আর না-ই আনুক। যেমন পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত সালেহ (আ)-এর কওম তাঁকে বলেছিল, তুমি আমাদের ওয়ায কর আর না-ই কর উভয়ই সমান। তেমনিভাবে নসীহত করা মাও'ইযার অন্তর্ভুক্ত। অথচ অনেক রাসূলের কণ্ঠে এসেছে :

ابلغكم رسالات ربى وانالكم ناصح امين-

আমার প্রভুর রিসালাতসমূহ তোমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছি। আর আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত উপদেশদাতা।[১৭৮]

এমনিভাবে প্রত্যেক রাসূল তাঁদের উম্মতকে আযাবের ভয় দেখিয়েছেন, জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করেছেন। আর সেসব ক'টি কাজই মাও'ইযা হাসানার অন্তর্গত।

---

১৭৫. সূরা আল ইমরান : ১৩৮।

১৭৬. দ্র. আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ ৪৪৪।

১৭৭. প্রাগুক্ত, ইবন কাসীর, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ ১০৭, 'আল্লামা শিহাব উদ্দীন আল্-আলূসী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ ২৮৪।

১৭৮. সূরা 'আরাফ : ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া, প্রথমে উল্লেখিত আয়াত দ্বারা একে মুসলমানদের জন্য খাস করা হয়েছে, পক্ষান্তরে অন্য আয়াতে এসেছে যে, এটা সকল মানুষের জন্য। ইরশাদ হয়েছে :

يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور-

> হে মানব সকল! তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে মাও'ইযা এসেছে এবং অন্তরের রোগ নিরাময়ের জন্য ওষুধ এসেছে।[১৭৯]

এ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, মাও'ইযা সকল মানুষের জন্য। তবে হ্যাঁ, মুত্তাকীদের জন্য এটা বেশী কার্যকর। এজন্য গুরুত্ব সহকারে কিছু কিছু আয়াতে একে খাস বা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, কম কার্যকর ক্ষেত্রকে একেবারেই বাদ দিতে হবে। আর এখানে এটুকু বলা যায়, মুসলমানদের ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক দিকটি প্রাধান্য পাবে। আর অমুসলিমদের ক্ষেত্রে উপদেশ ও স্মারণিক দিকটি প্রাধান্য পাবে।

মোটকথা, মাও'ইযা হাসানা মুসলিম অমুসলিম, জ্ঞানী গুণী, সাধারণ জনসমাজসহ সকলের জন্য প্রযোজ্য। দা'ঈর প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করবে কোন অংশটা কার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে। কারণ সবার অন্তরে একটা দুয়ার আছে। কখন কি করলে সে দুয়ার খুলবে পরিস্থিতি যাচাই করে দা'ঈ তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

তৃতীয়ত : বয়স ও পদমর্যাদার দিক দিয়ে বলতে গেলে শিশু, নারী, বৃদ্ধ, সৈনিক ও শাসক শ্রেণীর ক্ষেত্রে মাও'ইযাই অধিক উপযুক্ত ও কার্যকর। তাদের সামনে এ পন্থা অবলম্বন করলে দা'ওয়াত ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এ বিষয়ে 'উলামাদের মাঝে তেমন কোন মতপার্থক্য পাওয়া যায়নি। মোটকথা, ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মাও'ইযা হাসানা তথা হৃদয় নিংড়ানো আকুতি দিয়ে মানুষের কল্যাণার্থে কিছু বলা বা করা, যা তাদের অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করে, অনুভূতিতে নাড়া দেয়, ইত্যাদির গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলামের দিকে মানুষকে আহবান করতে শুধু জ্ঞানগত আলোচনাই যথেষ্ট নয়; বরং তার সাথে প্রয়োজন আবেগ অনুভূতিতে নাড়া দেয়া, হৃদয় জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করা। আর যুক্তির পিছনে হৃদয়ে ঐ নাড়া দেয়ার কাজটি করে মাও'ইযা। কোন ব্যক্তি যুক্তিতে হেরে গেলেও সহজে ইসলাম কবুল করে না। কিন্তু এর পাশাপাশি যদি মাও'ইযার দ্বারা তার হৃদয়ে নাড়া দেয়া যায়, তবেই তার বোধির লোহার দরজা ভেঙ্গে যায়, খুলে যায় অন্তরের সুপ্ত কুটির, বের হয়ে আসে আত্মার গোপন কথা, জেগে ওঠে তার ফিতরাত। আর এভাবেই সে সহজে ইসলাম কবুল করে ফেলে।

এ মাও'ইযার দ্বারা দা'ঈ ও মাদ'উর মাঝে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তারা উভয়ে একে অপরকে আপন ভাবতে থাকে। সৃষ্টি হয় বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা। এতে প্রতিরোধ আসে কম। এর মাধ্যমে কোন খারাপ কাজের কুফল বোঝালে যদিও শ্রোতা না মানে তবুও সে পরবর্তীতে ওয়ায়েযের সামনাসামনি এ কাজটি করতে লজ্জাবোধ করে। এটি একটি সহজ ও কার্যকর এবং স্বভাবসিদ্ধ পন্থা। যুগে যুগে এর মাধ্যমে ইসলাম দ্রুত ও বেশী প্রসার লাভ করেছে। তাই আজও এ মাও'ইযা হাসানার পন্থা যথাযথভাবে অবলম্বন করলে দা'ঈ সফলকাম হতে পারেন বলে আশা করা যায়।[১৮০]

---

১৭৯. সূরা ইউনূস : ৫৭।

১৮০. দ্র. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আন্ওয়ারী, 'ইসলামী দা'ওয়াহ কার্যক্রমে মাউয়িযা হাসানা : স্বরূপ ও প্রয়োগ', *দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ*, ৮ম খ, ১ম সং, কুষ্টিয়া, ডিসেম্বর, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রমে
মুজাদালা বিল আহসান : স্বরূপ ও প্রয়োগ

ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনার প্রথম ও প্রধান উৎস হিসেবে আল কুরআনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন :

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن-

> আপনার প্রভু প্রদত্ত জীবন পথের দিকে দা'ওয়াত দিন হিকমত ও মাও'ইযা হাসানার দ্বারা, আর সর্বোত্তমভাবে মুজাদালা করুন।[১৮১]

আল কুরআনে বর্ণিত সে মুজাদালা বলতে কি বুঝায়? এটা কি প্রচলিত গ্রীক যুক্তি-তর্কের ন্যায় তর্কযুদ্ধ বা বাক-বিতণ্ডা অথবা সেমিনার, বিতর্কমূলক আলোচনা, কথোপকথন কিংবা মুনাযারা ও বহস অনুষ্ঠান, না এগুলো ছাড়া অন্য কিছু? এ নিয়ে আজো বিতর্ক চলে আসছে। তাছাড়া কিভাবে কি করলে সর্বোত্তম পন্থায় মুজাদালা হবে, যা পালন করা একজন দা'ঈর উপর আল্লাহর নির্দেশিত ফরয-তা পর্যালোচনার দাবীদার।

মুজাদালার স্বরূপ

আরবী মুজাদালা (مجادلة) শব্দটি জাদল (جدل) থেকে উৎসারিত। جدل -এর উৎপত্তিগত অর্থ পাকানো, শক্ত হওয়া, ঝগড়া-বিবাদ করা, বাক-বিতণ্ডায় জয়ী হওয়া, ইত্যাদি। এ জন্য আরবীতে চামড়া, পশম দ্বারা পাকানো রশিকে জাদীল (جديل) বলা হয়।[১৮২] শক্ত মাটিকে জাদালাতুন (جدالة) বলা হয়।[১৮৩] যখন কোন শিশু বা হরিণ শাবক শক্ত হয়ে স্বীয় মাকে হাঁটায় অনুসরণ করে, তখন বলা হয় جدل الغلام وولد الطيبة।[১৮৪] আরবীতে যখন বলা হয় جدل الرجل এর অর্থ صرعه وغلبه (লড়াই করেছে, বিজয়ী হয়েছে), অথবা اشتدت خصومته (তার ঝগড়া বিবাদ প্রকট হয়েছে)।[১৮৫] সুতরাং উৎপত্তিগত এ সকল অর্থের দিকে লক্ষ্য করেই মুজাদালা শব্দটি পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করা, তর্কে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত। অনেক সময় جدل (জাদাল) শব্দটিও এর সমার্থে ব্যবহৃত হয়।

ইলমে মুনাযারা বা তর্কশাস্ত্রের পরিভাষায় মুজাদালা শব্দটির অর্থ বর্ণনায় এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন উক্তি করেছেন। তন্মধ্যে ক'টি নিম্নরূপ :

১. ইবন সীনার মতে : 'মুজাদালা হল সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য নন্দিত পদ্ধতিতে পরস্পর বিরোধিতাকরণ বিশেষ, যাতে প্রতিপক্ষকে জব্দ করার প্রেষণা নিহিত থাকে।'[১৮৬]

---

১৮১. সূরা নাহল : ১২৫।

১৮২. দ্র. ড. মুহাম্মদ সাইয়িদ আবদুত তাওয়াব, *আল মু'জামুল ওয়াসীত,* পৃ ১১১।

১৮৩. ইবন মানযুর আল ইফ্রীকী, *লিসানুল আরব,* বৈরুত : দারু বৈরুত লিত্ তাবা'আতি ওয়ান নাশরি, ১৯৫৬, ১১খ, পৃ ১০৩।

১৮৪. ড. মুহাম্মদ সাইয়িদ আবদুত তাওয়াব, *আল মু'জামুল ওয়াসীত,* পৃ ১১১।

১৮৫. প্রাগুক্ত, আরো দ্র. মুহাম্মদ ইবন আবি বকর আর রাযী, *মুখতাসারুস সিহাহ,* প্রাগুক্ত, পৃ ৯৬।

১৮৬. দ্র. ইবন সীনা, *আশ্ শিফা,* কিতাবুল জাদাল, কায়রো : আল মাকতাবাতুল মাতাবিইল আমেরিয়া, ১৩৮৬ হি., ১খ, পৃ ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

২. শরীফ জুরজানীর মতে : 'বিভিন্ন মতবাদে পরস্পরকে প্রাধান্য দেয়া ও ব্যাখ্যা করা প্রসঙ্গে যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় তাকে জাদাল বলা হয়।'[১৮৭]

তিনি আরো বলেন : 'জাদাল হল প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত হেতু বাক্য (premise)।[১৮৮] এর মাধ্যমে কিয়াস (তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ তথা আরোহ পদ্ধতি) যার উদ্দেশ্য হয় প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করা, প্রতিষ্ঠিত যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করতে অপারগ প্রতিপক্ষের অযোগ্যতা প্রকাশকরণ, কোন প্রমাণ বা প্রমাণতুল্য সংশয়ী বিষয়ের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষের মতের অসারতা তুলে ধরা অথবা যার উদ্দেশ্য হয় তার (প্রতিপক্ষের) মতকে সংশোধন করা। আর এটা মূলত ঝগড়াই বটে।'[১৮৯]

৩. শরীফ জুরজানীর আরেক মত ও প্রসিদ্ধ আরবী অভিধান আল মু'জামুল ওয়াসীতের সম্পাদনা পরিষদের স্থিরকৃত মতে : 'মুজাদালা হল মুনাযারা (যুক্তিতর্ক), যা সঠিক বিষয়কে বিজয়ী করার জন্য নয় বরং প্রতিপক্ষকে জব্দ করার জন্য সংগঠিত হয়।'[১৯০]

৪. আবুল বাকা বলেন : 'জাদাল হল কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা বুঝায়, যাতে প্রমাণ বা সাদৃশ্য সংশয়ী বিষয় দ্বারা সে প্রতিপক্ষের মত বাতিল করা হয়। আর এটা অন্যের সাথে বিবাদ করা ছাড়া হয় না।'[১৯১]

৫. ফায়ুমী বলেন : 'তা হল প্রমাণাদির পরস্পরে মোকাবেলাকরণ, যাতে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বিষয়টি বের হয়ে আসে।'[১৯২]

৬. ড. মান্না আল কাত্তান-এর মতে : 'প্রতিপক্ষকে জব্দ করার লক্ষ্যে পরাস্ত করার মনোবৃত্তি ও বিরোধমূলক মতবিনিময়।'[১৯৩]

৭. ড. সাইয়্যেদ রিযক তাবীল বলেন : 'বিভিন্ন পক্ষ স্বীয় চিন্তা ও প্রতীত মত প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে ভিন্ন মতাবলম্বী পক্ষসমূহের পরস্পরে দলীল প্রমাণাদি বিনিময় এবং সংলাপকে জাদাল বলা হয়।'[১৯৪]

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে এ ক্ষেত্রে ক'টি দিক বের হয়ে আসে। যেমন :

---

১৮৭. দ্র. 'আলী ইবন মুহাম্মদ আল জুরজানী, *কিতাবুত তা'রীফাত,* বৈরুত : দারুদ দায়ান লিত্‌তীরাছ, ১৪০৩ হি., পৃ ১০১-১০২।

১৮৮. হেতু বাক্য হল, একটি যুক্তি দাঁড় করানোর স্তর বা ভিত্তি। যেমন প্রত্যেক পরিবর্তনশীল বস্তু নশ্বর, জগত পরিবর্তনশীল, তাই জগত নশ্বর। এখানে প্রথম দু'টি বাক্যকে বলা হয় হেতু বাক্য।

১৮৯. দ্র. আল 'আলী ইবন মুহাম্মদ আল জুরজানী, প্রাগুক্ত, পৃ ১০১-১০২।

১৯০. দ্র. গাউসুল ইসলাম সিদ্দিকী, *শারহুশ্ শরীফিয়্যা-মুনাযারা রশীদিয়্যাহ,* দেওবন্দ : মাকতাবায়ে থানবী, তাবি, পৃ ১২, ড. মুহাম্মদ সাইয়িদ আবদুত তাওয়াব, *আল মু'জামুল ওয়াসীত,* পৃ ১১১।

১৯১. দ্র. আবুল বাকা, *কিতাবুল কুল্লিয়াত,* কায়রো : বুলাক, ১৩৮১ হি., পৃ ১৪৫।

১৯২. আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল ফায়ুমী, *আল মিসবাহুল মুনীর,* বৈরুত : আল মাক্‌তাবাতু আল 'ইলমিয়্যাহ, তা বি, পৃ ১৪৫।

১৯৩. দ্র. ড. কাত্‌তান, *মাহিছ ফী 'উলূমিল কুরআন,* রিয়াদ : মাক্‌তাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৯২, পৃ ৩০৯।

১৯৪. দ্র. ড. রিযক তাবীল, *আদ্ দাওয়াতু ফিল ইসলাম,* মক্কা আল মুকাররমা : রাবিতাতুল 'আলামিল ইসলামী, ১৯৮৪, পৃ ৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত : মুজাদালা একটা কলহমূলক তর্কাতর্কী, কিন্তু তা মানব সমাজের কাম্য নয়। এতে একটা নেতিবাচক দিক ফুটে উঠেছে। অথচ মুজাদালা করার জন্য আল কুরআনে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন :

وجادلهم بالتى هى احسن-

তাদের সাথে সর্বোত্তমভাবে মুজাদালা করুন।[১৯৫]

সুতরাং উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে মুজাদালার স্বরূপ নির্ধারণ করলে তা আল কুরআনের নির্দেশনার সাথে বৈপরিত্য দেখা দিবে। অতএব মুজাদালার শাব্দিক অর্থ যাই হোক, তাকে কলহের সাথে নির্দিষ্ট করা বা বিশেষিত করা যথাযথ নয়। মতবিরোধ হতেই পারে। তাই বলে এ নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে হবে এমনটি নয়। কলহ না করেও যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে মুজাদালা হতে পারে।

দ্বিতীয়ত : যেভাবেই হোক মুজাদালায় প্রতিপক্ষকে জব্দ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। যে কোন পক্ষই জব্দ হতে পারে প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করতে পারলে।

তৃতীয়ত : সত্য নিয়ে হোক আর মিথ্যা নিয়ে হোক, এটাতে বিতর্ককারী উভয়পক্ষের মতকে উভয়ে প্রাধান্য দেয়ার প্রয়াস থাকতে পারে। এ জন্য দেখা যায়, মিথ্যা বা বাতিল নিয়ে যারা তর্কে লিপ্ত হত, তাদের সে কাজটাকেও আল কুরআনে মুজাদালা হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। যথা আল্লাহর বাণী :

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق-

আর কাফেররাই মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে।[১৯৬]

অতএব কেউ কেউ শুধু জব্দ করার উদ্দেশ্যে মুজাদালা হওয়ার যে মতামত দিয়েছেন, তারা মুজাদালা ও মুনাযারার মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন এভাবে যে, মুনাযারার উদ্দেশ্য সত্য ও সঠিক বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করা। আর মুজাদালার উদ্দেশ্য শুধু জব্দ করা। এতে সঠিক বিষয় প্রতিষ্ঠিত করা উদ্দেশ্য নয়।[১৯৭] সুতরাং এ মন্তব্য যথাযথ নয়; বরং প্রতিপক্ষকে জব্দ করার পাশাপাশি সঠিক ও সত্য প্রকাশ করাও মুজাদালার উদ্দেশ্য হতে পারে।

চতুর্থত : কারো মতে, জননন্দিত পদ্ধতিতে মুজাদালা হতে হবে। যেমন ইবন সীনার মত। আবার কারো মতে, যুক্তি প্রদর্শনের ভিত্তি-স্তর বা হেতুবাক্যগুলো প্রখ্যাত তথা সর্বসাধারণের মাঝে প্রসিদ্ধ বা প্রচলিত হওয়া উচিত। অন্ততপক্ষে বিতর্ককারীদের নিকট স্বীকৃত হওয়া উচিত। যেমন জুরজানীর অভিমত।

পঞ্চমত : সরাসরি যুক্তি না থাকলেও যুক্তি সাদৃশ্য তথা প্রতিপক্ষের যুক্তিতে সংশয় সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহও মুজাদালায় ব্যবহার করা যাবে।

ষষ্ঠত : কারো কারো সংজ্ঞায় কিছু কিছু অস্পষ্টতাও লক্ষণীয়। যেমন ইবন সীনার নন্দিত পদ্ধতির কোন মানদণ্ড ফুটে ওঠেনি। এ ছাড়া তাতে বিরোধিতার ধরন কথা না কাজে, তা স্পষ্ট নয়।

---

১৯৫. সূরা নাহল : ১২৫।

১৯৬. সূরা কাহফ : ৫৬।

১৯৭. দ্র. গাউসুল ইসলাম সিদ্দীকী, *শারহুশ্ শরিফিয়্যা-মুনাযারা রশীদিয়া*, দেওবন্দ : মাকতাবায়ে থানবী, তা বি, পৃ ৯, ১২।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তমত : কারো কারো সংজ্ঞায় দেখা গেছে, তাতে শুধু দলীলাদির পারস্পরিক মোকাবেলা বুঝায়। যেমন ফায়ূমীর সংজ্ঞায়। কিন্তু অন্যদের সংজ্ঞায় সংলাপ বা ডায়ালগের কথা বলা হয়েছে। এটাই যথার্থ। কারণ দলীল প্রমাণের মোকাবেলা একক ব্যক্তির গবেষণাতেও হতে পারে। তখন তা মুজাদালা হবে না। একাধিক পক্ষের মাঝে যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে সংলাপে বা ভাব বিনিময় হলেই বরং তা মুজাদালার রূপ নেবে।

এমনিভাবে এক পক্ষ যুক্তি, অপর পক্ষ যুক্তি ব্যতীত স্বীয় মতে অটল থাকার ঘোষণা দিলে এ দ্বিতীয় পক্ষের ক্ষেত্রে মুজাদালা হবে না অথবা উভয় পক্ষ যুক্তি না দিয়ে বাক-বিতণ্ডা শুরু করলেও তা মুজাদালা হবে না। বরং তা হবে মুকাবারাহ (مكابرة) বা দম্ভ ও অহমিকা প্রদর্শন।[১৯৮]

অষ্টমত : উপরোক্ত দিকসমূহ বিবেচনা করলে ড. রিযক তাবীলের সংজ্ঞাটি অধিক প্রামাণ্য ও গোছানো বলে মনে হয়। কারণ এতে পক্ষ-বিপক্ষ, যুক্তি প্রদর্শন, প্রত্যেকের মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, ইত্যাদি উপকরণগুলো যা মুজাদালার উপাদান হিসেবে নেয়া যায়, তার অধিকাংশগুলোই বিদ্যমান।

সর্বোপরি মুজাদালার একটি সংজ্ঞা এভাবে নির্ধারণ করা যায় যায় যে, এটা হল দু'পক্ষ বা ততোধিক পক্ষের পরস্পরের মত খণ্ডন করার অভিপ্রায়ে যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শনমূলক মতবিনিময়।

উল্লেখ্য, বর্তমান আঙ্গিকে সেমিনার বা আলোচনা সভা কোন কোন সময় মুজাদালার রূপ নিতে পারে। তবে তবে তর্কে না গিয়েও ব্যাখ্যা বা সংযোজনমূলক আলোচনাও হতে পারে। তাই সেমিনারের আলোচনা মুজাদালার চেয়ে ব্যাপক। বরং মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে মতানৈক্যে যুক্তিপ্রদর্শন ও খণ্ডনে লিপ্ত দু বা ততোধিক পক্ষের মাঝেই মুজাদালা সংগঠিত হওয়া স্বাভাবিক।

বিভিন্ন ধরনের মুজাদালা

তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের মুজাদালা হতে পারে :

প্রথমত : অংশগ্রহণকারীদের অবস্থান অনুসারে মুজাদালা দু ধরনের। যথা :

ক. ব্যাষ্টিক মুজাদালা (المجادلة الخاصة) যা দুই ব্যক্তির মাঝে অনুষ্ঠিত হয়।

খ. সামষ্টিক মুজাদালা (المجادلة العامة) যা একাধিক ব্যক্তি বা পক্ষের মাঝে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত : উপস্থাপনের মাধ্যমগত দিক দিয়েও মুজাদালা দু ধরনের। যথা :

ক. বাচনিক মুজাদালা (المجادلة القولية) যা কথাবার্তা ও আলোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। এ ধরনের মুজাদালাই অধিক সংগঠিত হয়।

খ. ফলিত মুজাদালা (المجادلة العملية) কোন কাজ বা বস্তু উপস্থাপনের মাধ্যমে ও যুক্তি প্রদর্শন করে মুজাদালা হতে পারে। মাওলানা ক্বারী তৈয়ব (র) এ ধরনের মুজাদালার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, 'রূহ আল্লাহর নির্দেশের নাম'- কুরআনুল কারীমের এ আয়াতকে খণ্ডন করে নাস্তিকরা দাবী করছিল যে, রূহ বা আত্মা হল রক্তের উষ্ণতা ও সূক্ষ্ম বাষ্পের নাম, যার ফলে মানুষ জীবিত থাকে। আল্লাহর নির্দেশের সাথে প্রাণ বা আত্মার কিসের সম্পর্ক? শায়খ শিবলী তখন ইলমী তর্ক-বিতর্কে না গিয়ে জনসমক্ষে নিজের রক্তনালী কেটে দিলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি রক্তশূন্য হয়ে পড়লেন এবং দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এখনও আমি কেন জীবিত আছি? আমার মধ্যে

---

১৯৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তো এক বিন্দু রক্তও অবশিষ্ট নেই? এখনও তোমাদের সন্দেহ আছে যে : قل الروح من امر ربى 'বল, আত্মা আমারই প্রতিপালকের নির্দেশমাত্র।' কথাটি সত্য এবং জীবন আল্লাহরই নির্দেশে পরিচালিত হয়ে থাকে, রক্তের দ্বারা নয়। এটাও ছিল এক ধরনের বিতর্ক, তবে তা মৌখিক নয়; আমলী।[১৯৯]

তৃতীয়ত : আয়োজনের ধরন হিসেবেও এটা দু'রকমের হতে পারে। যথা :

ক. আনুষ্ঠানিক মুজাদালা (المجادلة المنظمة او الاختفالية) : যা পূর্ব নির্ধারিত সময়ে কোন সভা বা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আয়োজন করা হয়, যাকে মুনাযারা মাহফিল বা বহস অনুষ্ঠান নামেও অভিহিত করা হয়। মুসলিম-অমুসলিম, এমনকি মুসলমানদের বিভিন্ন মাযহাবের 'উলামার মাঝেও এ ধরনের অনুষ্ঠান প্রচুর হারে অনুষ্ঠিত হয়।

খ. অনানুষ্ঠানিক মুজাদালা (المجادلة غير المنظمة) : যা বিভিন্ন অনির্ধারিত আলোচনা, দেখা-সাক্ষাত বা কথাবার্তায় অনুষ্ঠিত হতে পারে।

চতুর্থত : ভাষাগত দিক থেকেও মুজাদালা দু'ধরনের। যথা :

ক. গদ্যভিত্তিক মুজাদালা (المجادلة النثرية) : যা ছন্দায়িত নয়; বরং স্বাভাবিক কথা বা আলোচনায় অনুষ্টিত হয়। এ পদ্ধতিতেই স্বভাবত মুজাদালা বেশী অনুষ্ঠিত হয়। যেমন সভা-সমিতিতে বিচার কাজে উকীলদের মাঝে বিতর্ক অনুষ্ঠান।

খ. কাব্যিক মুজাদালা (المجادلة الشعرية) : যা ছন্দায়িতভাবে পারস্পরিক কথোপকথনের মাধ্যমে হয়। যেমন রাজকবিদের মাঝে অনুষ্ঠিত হত। তাছাড়া বাংলায় বাউল কবি গায়কদের মাঝে এ ধরনের মুজাদালা প্রায়শঃই অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

পঞ্চমত : যুক্তি ও উপস্থাপনার ধরনের দিক দিয়েও মুজাদালা দু' ধরনের হতে পারে।

ক. নন্দিত মুজাদালা (المجادلة الممدوحة) : যা সত্যাশ্রয়ী যুক্তি ও সুন্দর সদ্ভাব নিয়ে উপস্থাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

খ. নিন্দিত মুজাদালা (المجادلة المذمومة) : মিথ্যাশ্রয়ী হয়ে ভ্রান্ত যুক্তি প্রদর্শন, ঝগড়াটে ভাব ও পদ্ধতির মাধ্যমে যে মুজাদালা পরিচালিত হয়।

স্মর্তব্য, একই ধরনের মুজাদালায় একাধিক রকমের বিশেষণ একত্রিত হতে পারে। যেমন একই সাথে সামষ্টিক-নান্দনিক, আনুষ্ঠানিক ও বাচনিক মুজাদালা হতে পারে।

ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মুজাদালার স্বরূপ

পূর্ববর্তী আলোচনায় সাধারণত মুজাদালার একটা স্বরূপ ফুটে উঠেছে যে, এটা হল দুই বা ততোধিক পক্ষের পরস্পরের মত খণ্ডন করার অভিপ্রায়ে যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শনমূলক ভাব বিনিময়। কিন্তু ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এর স্বরূপ কি? সংক্ষেপে বলতে গেলে ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে মুজাদালার করার অনুমতি দেয়া হয়নি; বরং শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

অতএব এ দা'ওয়াতী ক্ষেত্রে মুজাদালাকে সীমিত করা হয়েছে যে, তা হবে بالتى هى احسن বা সর্বোত্তমভাবে।

---

১৯৯. ক্বারী মুহাম্মদ তায়্যিব, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬-৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

এ সর্বোত্তমভাবে হওয়ার বিষয়টি ব্যাপক। এটা কি কথা দ্বারা, না কাজে তা বলা হয়নি। আরবী بالتى এর موصولة (সংযুক্ত শব্দ) উহ্য রয়েছে। এ জন্য মুফাস্সিরগণের মাঝে এ ব্যাপারে কিছু মতানৈক্য পাওয়া যায়। কারো মতে, এখানে উহ্য হল الكلمة বা কথা।[২০০] অপর দিকে অধিকাংশের মতে, এখানে উহ্য হল الطريقة বা পন্থা, অর্থাৎ, بالطريقة التى هى احسن সর্বোত্তম পন্থায়।[২০১]
এতদুভয়ের মাঝে দ্বিতীয় মতটিই অধিক প্রামাণ্য বলে মনে হয়। কেননা তরীকা বা পন্থা অর্থ নিলে কথা ও কাজ উভয়কেই এর অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। কেননা কোন আচরণের যেমন পন্থা রয়েছে, তেমনি করারও পন্থা রয়েছে। এ জন্য কথার মাধ্যমে মুজাদালায় আল্লাহ পাক বলেছেন :

وقل لعبادى يقول التى هى احسن-

আপনি আমার বান্দাদেরকে বলুন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে।[২০২]

তেমনিভাবে কাজ ও আচরণের পন্থার প্রতি ইশারা করে আল কুরআনে বলা হয়েছে :

ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم - وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم-

ভাল ও মন্দ সমান নয়। যা সবচেয়ে ভাল-সুন্দর, তা দ্বারাই মোকাবেলা করুন। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।[২০৩]

অতএব দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মুজাদালার সাথে উহ্য অংশটি হল সর্বোত্তম পন্থা (احسن الطريق)। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থার স্বরূপ নির্ধারণেও কোন মন্তব্য করার পূর্বে যেহেতু এটা একটা আয়াতাংশকে কেন্দ্র করে, সেহেতু এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মতামত তলিয়ে দেখা বাঞ্ছনীয় মনে করছি। এক্ষেত্রেও বৈচিত্র্যময় মন্তব্য লক্ষণীয়। নিম্নে তাঁদের ক'টি মন্তব্য উল্লেখ করা যায়।

১. প্রখ্যাত মুফাস্সির তাবে'ঈ হযরত মুজাহিদ (র)-এর মতে, এর অর্থ দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে দা'ঈর জন্য যা কষ্টদায়ক হয় তা এড়িয়ে যাওয়া।[২০৪] 'আল্লামা তাবারীও এ ধরনের মতপোষণ করে বলেছেন : وجادلهم بالتى هى احسن এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এর অর্থ হলো :

   তাদের সাথে বাক-বিতণ্ডা করুন এমন পন্থায় যা অন্য পন্থার চেয়ে উত্তম। এভাবে যে, তারা আপনাকে যে কষ্ট দিয়েছে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।[২০৫]

২. আল্লামা যামাখশারী মুজাদালা বিল্লাতী হিয়া আহসানের ব্যাখ্যায় বলেন : 'এর অর্থ মুজাদালার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থায় যেমন প্রীতিসুলভ ও নরম মেজাজে মুজাদালা করা, এতে

---

২০০. আবু আব্দুল্লাহ কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ ১৫, ৯৪, আরো দ্র. *ইবন কাসীর*, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ ৪৫, আরো দ্র. আলূসী, প্রাগুক্ত, ১৫খ, পৃ ৯৪।
২০১. ফখরুদ্দীন আর্ রাযী, প্রাগুক্ত, ৯খ, পৃ ১৯, ২২৮।
২০২. সূরা বনী ইসরাঈল : ৫৩।
২০৩. সূরা হা-মীম সাজদা : ৩৪-৩৫।
২০৪. দ্র. ইবন জারীর তাবারী, প্রাগুক্ত, ১৪খ, পৃ ১৩১।
২০৫. দ্র. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কর্কশ ও তিরস্কারমূলক ভাব না দেখানো।'[২০৬] তাফসীরে খাযেন প্রণেতা আল্লামা 'আলাউদ্দিন বাগদাদীও একই মতপোষণ করেছেন।[২০৭]

৩. ফখরুদ্দীন রাযী একটু বিশ্লেষণ করে বলেন : 'যে সকল দলীল উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হয় প্রতিপক্ষকে জব্দ করা, আর যাকে বলা হয় জাদাল, তা দু'ধরনের। প্রথম প্রকারের জাদাল হল, যার দলীল প্রতিষ্ঠিত হয় সর্বসাধারণ কিংবা বক্তার কাছে স্বীকৃত হেতুবাক্য (premise) এর উপর, তাহলে এর দ্বারা জাদাল হবে সর্বোত্তম পন্থায়। আর দ্বিতীয় প্রকার জাদাল হল যার দলীল প্রতিষ্ঠিত হয় ভ্রান্ত হেতু বাক্যসমূহের উপর, যেগুলো এর প্রবক্তা নিজেই শ্রোতাগণের মাঝে প্রচারণার চেষ্টা চালায় অত্যন্ত নির্বুদ্ধিতা, অশান্ত, ভ্রান্ত, কূটকৌশল ও নষ্ট পন্থায়। আর এ ধরনের জাদাল করা সম্মানী ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে মানায় না। তাদের মানায় প্রথম প্রকারের জাদাল করা। আর আল্লাহর বাণী- 'তাদের সাথে সর্বোত্তম পন্থায় মুজাদালা কর' দ্বারা উদ্দেশ্য তা-ই'।[২০৮] আল্লামা নিযামুদ্দীন নিশাপুরী এ মতের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।[২০৯]

৪. নাসাফীর মতে : 'এটা এমন পন্থায় যা হল মুজাদালার সর্বোত্তম পন্থা, যা প্রীতি, সৌহার্দ্যসুলভ ও নরম মেজাজে সম্পাদিত হয়। কর্কশ মেজাজে নয়। অথবা যার হৃদয় জেগে ওঠে, অন্তরাত্মা বিগলিত হয়, জ্ঞানচক্ষু উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।[২১০]

৫. ইবন কাসীর বলেন : 'এর অর্থ হলো, যাদের সাথে মুনাযারা ও মুজাদালা করা প্রয়োজন হয় তাদের সাথে তা করতে হবে উত্তমভাবে, প্রীতি-সৌহার্দ্য, নরম মেজাজ ও সুভাষণে।[২১১]

৬. বায়যাবী কিছু সমন্বয় সাধনমূলক মন্তব্যে উল্লেখ করেন : 'এর অর্থ হলো, একগুঁয়েমীভাবে সত্য অস্বীকারকারীদের সাথে মুজাদালা করুন এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থায়। যাতে প্রীতি, সৌহার্দ্য, নরম মেজাজ, সহজতর যুক্তি ও সুপ্রসিদ্ধ হেতুবাক্যসমূহের প্রাধান্য বিদ্যমান থাকে। কেননা এতে তাদের তপ্ত লেলিহান শিখা ঠাণ্ডা করাও তাদের অশান্ত উত্তেজিত ভাব প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রে উপকার রয়েছে।'[২১২] আল্লামা আলূসীও উক্ত বিষয়টির ব্যাখ্যায় প্রায় এ ধরনের মন্তব্য করেছেন।[২১৩]

৭. আল্লামা সানাউল্লা 'উসমানীর মতে : 'এটা সে ধরনের মুনাযারা বা যুক্তিতর্ক, যাতে প্রবৃত্তির সীমালংঘন বা শয়তানের কুমন্ত্রণামূলক কিছু স্থান পায় না, বরং যার উদ্দেশ্য হল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর বাণীকে বিজয়ী করা।'[২১৪]

উপরোক্ত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে কিছু কিছু দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তন্মধ্যে ক'টি নিম্নরূপ :

---

২০৬. দ্র. আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারী, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ ৪৩৫।
২০৭. 'আলাউদ্দীন বাগদাদী, *তাফসীরুল খাযেন*, ৩খ, পৃ ১৫১।
২০৮. দ্র. ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী, প্রাগুক্ত, ১৯খ, পৃ ১৩৮।
২০৯. দ্র. আল্লামা নিযামুদ্দীন নিশাপুরী, প্রাগুক্ত, ১৪খ, পৃ ১৩০।
২১০. দ্র. নাসাফী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ ১৫০।
২১১. দ্র. 'ইমামুদ্দীন ইবন কাসীর, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ ৫৯১।
২১২. দ্র. কাজী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫৯।
২১৩. দ্র. 'আল্লামা শিহাব উদ্দীন আল্-আলূসী, প্রাগুক্ত, ১৩খ, পৃ ১৬১।
২১৪. দ্র. সানাউল্লাহ 'উসমানী, প্রাগুক্ত, ৫খ, পৃ ৩৯০।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত : সকলের বক্তব্যে মূলত কোন বৈপরিত্য নেই। বরং একটা আরেকটার পরিপূরক হিসেবে ধরে নেয়াই শ্রেয়। তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে শুধু যুক্তি কৌশল, সত্যস্বীকৃত হেতুবাক্যসমূহ ব্যবহার করাই যথেষ্ট নয়; বরং প্রতিপক্ষের তরফ থেকে যতই নেতিবাচক ও আপত্তিকর তথা কষ্টদায়ক আচার-আচরণ করা হোক না কেন হকের দা'ঈকে অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে নিজেকে সংযত রেখে অতীব প্রীতি-সৌহার্দ্যের ভাব নিয়ে নরম মেজাজে, সুভাষণে প্রতিপাদ্য বিষয় উপস্থাপন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই কর্কশ ও ব্যক্তিগত ব্যাপারে আঘাত হানে এমন কিছু করা যাবে না। আর এগুলো এ জন্য যে, যাতে যুক্তিগত আক্রমণ বা পরাজয়ের গ্লানির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে দা'ঈর আচার-আচরণে সে মোহিত থাকে। হৃদয় অন্তর বিগলিত হয়। জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়। সত্য অনুধাবন করতে পারে। তা মেনে নিতে যত বাধা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তা দূর হয়ে যায়। দা'ঈর প্রতি সব রকম আক্রোশ প্রশমিত হয়।

দ্বিতীয়ত : কারো মতে মুজাদালার সর্বোত্তম পন্থাটি হল বিশেষ ধরনের দলীলের পন্থা, যা স্বীকৃত হেতু বাক্যসমূহের উপর নির্ভর করে পরিচালিত। কারো মতে সে পন্থাটি হল আচরণের পন্থা নির্ভর। কারো মতে উভয়টিই। শ্রেষ্ঠ হেতুবাক্য ও শ্রেষ্ঠ আচরণ উভয়ের সমন্বিত পন্থাই এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতর পন্থা। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শুধু ভাল যুক্তি প্রদর্শন করলেই মানুষ কোন কিছু মেনে নিতে চায় না। কারণ তার অন্তরে বিভিন্ন রকমের অহম বিতর্ক বিষয় মেনে নিতে বাধা সৃষ্টি করে। সেখানে অন্তর স্পর্শ করে এমন আচরণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে যখন প্রতিপক্ষের হৃদয় আকর্ষণ করা যায়, তখন প্রতিপক্ষকে তুষ্ট করা সহজ হয় এবং উদ্ভাসিত সত্য মেনে নেয়। এটা যেমন তিক্ত ওষুধের সাথে মিষ্টি মেশানোর মত।

তৃতীয়ত : কারো মতে একমাত্র একগুঁয়েমীভাবে সত্য অস্বীকারকারীদের সাথেই মুজাদালা হওয়া উচিত। তাদের মতে ওয়ায-নসীহত তাদের ক্ষেত্রে কোন কাজে আসবে না। বরং জব্দ করা যুক্তি দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করতে হবে। যেন তাদের অহম ও দেমাগ দেখানো ভাব প্রশমিত হয়। যেমন বায়যাবী ও আলূসীর অভিমত।

কিন্তু এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা তর্কপ্রিয় ঠিকই, কিন্তু তাদের অহংকার ও একগুঁয়েমী ভাব নেই। অপরদিকে এমন অনেক সত্য অস্বীকারকারী একগুঁয়েমী স্বভাবের লোক আছে বটে, কিন্তু তারা তর্কে লিপ্ত হতে চায় না।

সুতরাং একগুঁয়েমীর কথা না বলে বরং যারা তর্ক করতে চায় তাদেরকে জব্দ করা এবং পরিস্থিতি যখন দা'ঈকে বাধ্য করে তখন সকলের সাথে যুক্তি প্রদর্শন করা যাবে- এভাবে বলাই শ্রেয়।

অতএব এ ব্যাপারে আল্লামা ইবন কাসীরের মতটি অধিক প্রামাণ্য বলে মনে হয়।

চতুর্থত : কেউ কেউ দলীল প্রমাণের مقدمات বা হেতুবাক্যসমূহের কথা উল্লেখ করেছেন, এ সব হেতুবাক্য যদি গ্রীক তর্কশাস্ত্রের জটিল কায়দায় হয়, তবে কুরআন নির্দেশিত এ মুজাদালার সর্বোত্তম পন্থা নির্বাচনে তা পরিত্যাজ্য। আল কুরআনের সাথে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও গ্রীকদের দার্শনিক তর্ক কৌশলেও হেতুবাক্যসমূহ মূলত কিয়াস বা আরোহ (Deductive) পদ্ধতিতে নির্ণীত। আর এ আরোহ পদ্ধতি কার্যত কুল্লী (كلى) বা সার্বিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। যা সকল অংশ (جزء)কে তুল্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এমন অনেক বিষয় উপস্থাপন করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়, যা গায়েবী তথা অদৃশ্য জগতের। তার সাদৃশ্য খুঁজে কিয়াস করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যেমন আল্লাহর গুণাবলী, ফিরিশতাগণের বৈশিষ্ট্য, নূহ (আ)-এর প্লাবন ও ইবরাহীম (আ)-এর অগ্নির ঘটনা। আর আরোহ পদ্ধতি ছাড়াও ইলমে ইয়াকীন বা অকাট্য জ্ঞান লাভ করার আরো প্রক্রিয়া রয়েছে। যখন ইসতিকরা বা আরোহ পদ্ধতি ((Inductive Method) অসংখ্য মাধ্যম পরম্পরায় প্রাপ্ত সংবাদ, ওহী জ্ঞান, ইত্যাদি। এজন্য আসমান-যমীনে যা কিছু আছে আল কুরআন তা দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে অবরোহ ও আরোহের সংমিশ্রণে যুক্তি প্রদর্শন করেছে। যেমন গ্রীক দর্শনে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হেতুবাক্য ধরা হয়েছে, বস্তু নিজেই অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসতে পারে না, বরং তার একটা কারণ থাকতে হয়। এটাই কার্যকারণ তত্ত্ব (Cosmological Theory)। এটা একটা কাল্পনিক বিষয়মাত্র। কিন্তু আল কুরআনে তা ব্যাখ্যা করার জন্য মানব সমাজের সম্মুখে সাধারণভাবে দৃশ্যমান বস্তু ও বিষয় ব্যবহার করা হয়। যেমন আল্লাহর বাণীতে :

ام خلقوا من غير شيء امهم الخلقون- ام خلقوا السموت والارض بل لا يوقنون-

> তারা কি আপনা-আপনি সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না।[২১৫]

অতএব কুরআনিক যুক্তি প্রদর্শন পদ্ধতিতে শুধু কাল্পনিকতার আশ্রয় নেয়া হয়নি। বরং বাস্তবে দৃশ্যমান বস্তুও সুসমন্বিত করে উপস্থাপিত হয়।

আল-কুরআনের এ ধরনের পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ-সরল, সাবলীল ও ফলিত। এটাই উত্তম পদ্ধতি ও কার্যকর। তাই এটাই দা'ঈর জন্য সর্বোত্তম পন্থা। এমনকি জুবায়ের ইবন মাত্'আম উক্ত আয়াতটির প্রভাব সম্পর্কে বলেন :

اول ما وقر الاسلام فى قلبى-

> (আয়াতটি শোনার পর) আমার অন্তর প্রায় উড়াল দিচ্ছিল। আর তখনই প্রথমবারের মত ইসলাম আমার অন্তরে জায়গা করে নিল।[২১৬]

স্মর্তব্য, তাই বলে এমন নয় যে, মুসলিম তার্কিকগণ যুক্তি তর্কে মুকাদ্দামা বা হেতুবাক্যসমূহ এবং বিতর্কে সিদ্ধান্তকরণের আশ্রয় নিবেন না। অবশ্যই নিবেন। তবে তার ধরন হওয়া উচিত কুরআনিকভাবে। ভাব-ব্যঞ্জনায় কোন ক্রুটি ছাড়াই আল কুরআনে মানুষকে হিদায়াত করার লক্ষ্যে বৈচিত্র্যময় বাকরীতি অনুসরণ করা হয়। যাতে ভাবার্থের গভীরত্ব, সুতীক্ষ্ম রূপায়ণ, অত্যন্ত সুমিষ্ট হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপন, ইত্যাদি সুষ্ঠু সুন্দর ও সুসামঞ্জস্য আকারে সমাহার ঘটানো হয়েছে। এমনকি আল্লামা সুয়ূতী উল্লেখ করেন, ইসলামী তার্কিকগণ সূরা হজ্জের প্রথম দিকে ক'টি আয়াত থেকে তার্কিক কায়দায় দশটি মুকাদ্দামা ও পাঁচটি সিদ্ধান্ত বের করেছেন।[২১৭]

পঞ্চমত : কেউ কেউ বিতর্কের হেতুবাক্যসমূহ অন্তত প্রতিপক্ষের কাছে স্বীকৃত হলেও তা ব্যবহারের কথা বলেছেন সর্বোত্তম পন্থায় মুজাদালার স্বরূপ নির্ধারণে। যেমন আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী ও নিশাপুরীর অভিমত। কিন্তু যে হেতুবাক্যসমূহ সঠিক তত্ত্ব ও তথ্য নির্ভর নয়, এ ক্ষেত্রে তার উপর

---

২১৫. সূরা আত্ তূর : ৩৫-৩৬।

২১৬. দ্র. জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *আল ইতকান ফী 'উলূমিল কুরআন,* মিসর : মাতবা'আতু মুস্তাফা আল বাবী আল হালাবী, ১৩৯৮ হি., ২খ, পৃ ২০৭।

২১৭. প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ ১৩৫-৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভর করার অনুমতি নেই। একমাত্র প্রতিপক্ষের কথার স্ববিরোধিতা তুলে ধরার ক্ষেত্রেই তার নিকট স্বীকৃত হেতুবাক্য ব্যবহার করা যাবে।

মোটকথা, মুজাদালা বিল্লাতী হিয়া আহসান বা সর্বোত্তম পন্থায় মুজাদালা বলতে সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন বুঝায়। সর্বোত্তম বলতে গেলে তিন ধরনের পন্থা বের হয়ে আসে। প্রথমত- যা উত্তম নয় বা মন্দ, দ্বিতীয়ত- উত্তম, তৃতীয়ত- সর্বোত্তম।

মন্দ মুজাদালা হল যা খারাপ উদ্দেশ্য তথা মিথ্যা প্রতিষ্ঠা কিংবা তর্কের জন্য তর্ক এবং খারাপ পন্থায় করা হয়।

উত্তম পন্থা বলতে যা ভাল উদ্দেশ্য তথ্য সত্য প্রতিষ্ঠায় এবং ভাল যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে করা হয়। সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো ভাল উদ্দেশ্য ও যুক্তিসহ উপস্থাপন ও আচার-আচরণ তথা প্রয়োগের ক্ষেত্রে চমৎকার পন্থা অবলম্বন। যাতে উভয় পক্ষের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় রেখে বিতর্কে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছা সম্ভব হয়। অন্তত প্রতিপক্ষের তুলনায় কোনভাবেই যেন অসুন্দর না হয়। তা হবে সুন্দর থেকে সুন্দরতর। তাহলেই হবে সর্বোত্তম পন্থায় মুজাদালা। আসলে এটা প্রয়োগের কিছু মূলনীতি রয়েছে, যা মুজাদালাকে সর্বোত্তম পর্যায়ে নিয়ে যায়। তা অবলম্বন করলেই একমাত্র সর্বোত্তম পন্থায় মুজাদালা হতে পারে।

ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মুজাদালা প্রয়োগের মূলনীতি

বিভিন্ন চিন্তা-চেতনা, দলাদলি ও ধর্মের লোকজনের মাঝে সেই প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে মুজাদালা বা তর্ক-বিতর্ক চলে আসছে। বরং এ পৃথিবীতে মানব সভ্যতার উত্থানের সূচনালগ্ন থেকেই এর উৎপত্তি। এমনকি এ মানব সমাজ সৃজনের প্রেক্ষাপটেই সৃষ্টিকর্তা ও ফিরিশতাগণের মাঝে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া, আদমকে সিজদা করার নির্দেশের প্রেক্ষাপটে ইবলিশও আল্লাহর সাথে বিতর্কের অবতারণা করেছিল। পরবর্তীতে আদম তনয়দ্বয়ও পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল।[২১৮] ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে আম্বিয়া কিরাম (আ)ও তাঁদের দা'ওয়াতী কার্যক্রমে মুজাদালার পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। যেমন হযরত নূহ (আ)-এর যুগে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকমুখেই ধ্বনিত হয়েছে :

قد جادلتنا فاكثرت جدالنا-

তুমি আমাদের সাথে তর্ক করেছ। আর তা অতিমাত্রায় করেছ।[২১৯]

আর মানব সমাজও প্রকৃতিগতভাবে তর্কপ্রিয়। তাদের মনে লালিত চিন্তাধারাকে মনে মনে যৌক্তিক করা, অন্যের কাছে ব্যক্ত করে তা যৌক্তিক হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস তাদের স্বভাবসুলভ ব্যাপার। এজন্য আল কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে :

وكان الانسان اكثر شيىء جدلا-

আর মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক তর্কপ্রিয়।[২২০]

তাই আবহমান কাল থেকে মানবসমাজে তর্ক-বিতর্ক চলে আসছে। বিশেষত আকীদা-বিশ্বাস, ধর্ম হলে তো কথাই নেই। কারণ মানুষ যা বিশ্বাস করে, তা সহজে পরিবর্তন করতে চায় না। তখনই

---

২১৮. দ্র. সূরা বাকারা : ৩০-৩২, সূরা 'আরাফ : ১১-১৮, সূরা মায়িদা : ২৭-৩০।

২১৯. সূরা হুদ : ৩২।

২২০. সূরা কাহফ : ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

তর্কে লিপ্ত হয়ে যায়, তার জ্ঞানের পরিধি যা-ই হোক না কেন। তবে কখনো নিজের জ্ঞানের বাহাদুরী দেখাতে অথবা প্রতীত ধারণাকে প্রাধান্য দিতে তর্ক শুরু করে দেয়। হয়তো বা কেউ কেউ না জেনে না শুনেই তর্কে লিপ্ত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বাকচতুরতা প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। এতে সে খুবই আনন্দ পায়। বরং কেউ কেউ এটাকে হার-জিতসুলভ একটা বিনোদনমূলক খেলা মনে করে।

কথিত আছে, প্রাচীন গ্রীকরা বাকযুদ্ধকে প্রচণ্ডভাবে ভালোবাসত। এমনকি তারা তুচ্ছ একটা বিষয় নিয়েও তর্কে লিপ্ত হত। তাদের ধারণা, এর মাধ্যমে তর্কিত বিষয়ের রহস্য ও তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা সম্ভব। আর এটা তাদের নিকট জ্ঞান চর্চার মাধ্যমও বটে।

যা হোক, তর্কের মাধ্যমে আলোচনায় অনেক ভালো ভালো দিক ফুটে উঠতেও পারে। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতে তর্কের একটা নেতিবাচক দিকও আছে। কারণ এতে পরস্পর ভালোবাসা ও সম্মানবোধ হ্রাস পায়। এমনকি শ্রদ্ধাবোধ, সম্মান তেমনি হারিয়ে যায় যেমনি লবণ পানিতে হারিয়ে যায়। সম্পর্কে চিড় ধরে। তিক্ত হয়ে ওঠে। অনেক সময় বাকযুদ্ধ থেকে অস্ত্র যুদ্ধে পর্যবসিত হয়। প্রীতি-ভালোবাসা নষ্ট হয়। যা হোক, এর নেতিবাচক ও ইতিবাচক দিক নিয়ে পরে আলোচনায় আসছি। এর প্রভাব যা-ই হোক না কেন কিছু কিছু মূলনীতি আছে, যা অনুসরণ করলে সর্বোত্তম পন্থায় মুজাদালা বা বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে। তাতে ইতিবাচক ফলাফল লাভের সম্ভাবনাই বেশী। নিম্নে সে ধরনের ক'টি মূলনীতি উল্লেখ করা হলো।

১. **সত্যকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে বিতর্ক করা :** সত্যের প্রতি মানুষের স্বভাবত একটা আকর্ষণ থাকে। এ জন্য বৈষয়িক কোন কারণে তা না মানলেও এর যথার্থতাকে মানুষ শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। অন্তরে আড়ালে সমর্থন করে। সত্যের সম্মুখে বাতিল দুর্বল হয়। তাই সত্যের জন্য বিতর্ক ঝগড়াঝাটি থেকে অনেক নিরাপদ। তাছাড়া, আল্লাহ সত্য, তাঁর দ্বীন ইসলাম সত্য। এ সত্যকে বিজয়ী করার জন্য একমাত্র মুজাদালা চলতে পারে বাতিলকে পরাস্ত করার জন্য। কিন্তু বাতিলকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে মুজাদালা করে কাফিররাই। এ সম্পর্কে আল কুরআনে এসেছে :

وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق والتخذوا اياتى وما انذروا هزوا-

> আমি রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপেই প্রেরণ করি এবং কাফিররাই মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে। তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে এবং আমার নিদর্শনাবলীও যদ্বারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়, সেগুলোকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছে।[২২১]

সুতরাং সত্য নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা, মিথ্যাকে বিজয়ী করা মুসলিম স্বভাবের পরিপন্থী। একজন মুমিন কখনো তা করতে পারে না। তাই সত্যের দা'ঈকে মুজাদালার পূর্বে নিয়ত সহী করতে হবে, তার উদ্দেশ্য ঠিক করতে হবে।

---

২২১. সূরা কাহফ : ৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

২. **উপপাদ্য বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দলীল-প্রমাণসহ তর্কে অবতরণ :** বিতর্ককারী দা'ঈ উপপাদ্য বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন ও দলীল প্রমাণ ব্যতীত কখনো বিতর্কে লিপ্ত হবে না, হওয়া জায়িয নয়। যারা উদ্দিষ্ট জ্ঞান ও দলীল-প্রমাণ ছাড়া বিতর্ক করে, আল কুরআনে তাদের কাজের নিন্দা জানানো হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

يا اهل الكتب لم تحاجون فى ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده افلا تعقلون- هانتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون-

> হে আহলে কিতাব, কেন তোমরা ইবরাহীমের বিষয়ে বাদানুবাদ কর? অথচ তাওরাত ইঞ্জিল তাঁর পরে অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা কি বুঝ না? শোন! ইতিপূর্বে তোমরা যে বিষয়ে কিছু জানতে, তা নিয়ে বিবাদ করতে। এখন আবার তোমরা যে বিষয়ে কিছুই জান না, সে বিষয়ে কেন বিবাদ করছ? আল্লাহই জানেন আর তোমরাই জানছ না।[২২২]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد-

> কতক মানুষ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে।[২২৩]

অতএব দা'ঈ যে বিষয়ে জানেন না, সে বিষয়ে তর্কে লিপ্ত হওয়া ঠিক নয়। আর যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া তর্কে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, হতে পারে কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হলে সত্যের পক্ষে হয়েও শুধু যুক্তি না জানার কারণে তিনি হেরে যাবেন। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী।

৩. **তর্কে লিপ্ত প্রতিপক্ষদের অবস্থাভেদে পদক্ষেপ গ্রহণ :** মুজাদালা সর্বোত্তম পন্থায় হওয়ার ক্ষেত্রে এটা একটি হিকমতপূর্ণ বিষয় যে, প্রতিপক্ষের অবস্থা যাচাই করতে হবে, বিবেচনায় আনতে হবে। কেননা অবস্থাভেদে ভাব-ভাষা ভিন্ন হয়। আর এটাই হল কুরআনের পদ্ধতি। তাই দেখা যায় যখন পৌত্তলিক মুশরিকদের সাথে মুজাদালা করা হয় তখন পূর্ববর্তী কাফির সম্প্রদায়ের লোকদের কি করতে গিয়ে কি পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার দিকেই বর্তমান মুশরিকদের বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, মূর্তিপূজার অসারতা তুলে ধরা হয়। কিন্তু যখন ইহুদী নাসারা তথা আহলে কিতাবের সাথে মুজাদালা হয়, তখন তাদের বিভিন্ন বিভ্রান্তি ও ভুল পন্থা সংশোধন এবং মিথ্যা দাবীর খণ্ডন করা হয়। যেমন পূর্বে উল্লেখিত একটি আয়াতে দেখেছি তারা যখন ইবরাহীমী হওয়ার দাবী করে, তখন তা খণ্ডন করে বলা হয় :

وما انزلت التورات والانجيل الا من بعده-

> তাওরাত ও ইঞ্জিল তো তাঁর পরে নাযিল করা হয়েছে।

শেষে বলা হয়েছে :

ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين-

> ইবরাহীম ইহুদীও ছিলেন না বা নাসরানীও ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাগ্রচিত্ত মুসলিম, আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।[২২৪]

---

২২২. সূরা আল 'ইমরান : ৬৫-৬৬।

২২৩. সূরা হজ্জ : ৩।

Dhaka University Institutional Repository

এমনিভাবে যখন মুনাফিকদের সাথে মুজাদালা করতে হয়, তখন শক্ত ভূমিকা নেয়া হয়েছে। যেখানে বিভিন্ন হুমকি ধামকিও দেয়া হয়। যেমন আল্লাহর বাণী :

واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض قالوا انما نحن مصلحون- الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون- واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون-

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না। তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলেন, আমরাও কি বোকাদের মতই ঈমান আনব। মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না।[২২৫]

সুতরাং দা'ঈকে তার প্রতিপক্ষের ধর্ম, আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-সংস্কৃতি পরিমাপ করে সে অনুসারে তর্ক করতে হবে। প্রতিপক্ষ যে বিষয়ে অজ্ঞ সে বিষয়ে তার সাথে তর্কে লিপ্ত না হওয়াই শ্রেয়।

৪. **তর্কের পরিবেশকে অন্ধ সমর্থন মুক্ত বলে ঘোষণা দান** : তর্কে পক্ষ-বিপক্ষ উভয়ে কোন রকম তা'আস্সুব তথা স্বীয় পূর্ব মতকে যুক্তিহীনভাবে সমর্থন করা থেকে বিরত থাকবে এ ধরনের ঘোষণা দিয়ে বিতর্কের পরিবেশ সুষ্ঠু করা দরকার। তাহলে অযথা সময় নষ্ট হবে না; বরং সত্য স্পষ্ট হয়ে গেলে প্রতিপক্ষ সহজে তা মেনে নিতে সহায়ক হবে। তাছাড়া, এটা তার অন্তর স্পর্শ করবে। এতে তার আদব আখলাক সুন্দর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। এ জন্য দেখা যায় আল কুরআনে বলা হয় :

قل من يرزقكم من السموات والارض قل الله وانا او اياكم لعلى هدى اوفى ضلال مبين-

বলুন, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল থেকে কে তোমাদেরকে রিযিক দেয়। বলুন, আল্লাহ। আমরা অথবা তোমরা সৎপথে অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি বা আছ।[২২৬]

এ আয়াতের শেষাংশে আমরা অথবা তোমরা বলে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়নি যে, প্রতিপক্ষ বিভ্রান্তি বা গোমরাহীতে আছে। বরং তার সম্মানে আঘাত না দিয়ে তাকে উত্তেজিত না করে নিরপেক্ষ সুরে কথাটি উপস্থাপন করা হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলাও জানেন আর স্বীয় নবী (আ) ও তাঁর অনুসারীরাও জানেন যে, তাওহীদপন্থীরাই সত্যপন্থী। তারপরও 'অথবা' দিয়ে উপস্থাপন করে শিরকপন্থীদের আকৃষ্ট করার জন্য এ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এটা চরম নিরপেক্ষ বচন, যা প্রতিপক্ষের মাঝে তাআস্সুবের গিরা খুলে দেয়। এর মূলোৎপাটন করে থাকে।

৫. **বিতর্কে প্রচলিত ও সঠিক বশীকরণ পদ্ধতি অবলম্বন** : বিতর্কে প্রচলিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। এর পদ্ধতি হলো মূল দু'ধারায় :

ক. কোন কিছু দাবী করা হলে তার পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।

---

২২৪. সূরা আল ইমরান : ৬৭।

২২৫. সূরা বাকারা : ১১-১৩।

২২৬. সূরা সাবা : ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

খ. কোন কিছু উদ্ধৃত করলে তার শুদ্ধতা প্রমাণ করতে হবে যে, এর উৎস সঠিক এবং যে ক্ষেত্রে যে জন্য তা ব্যবহৃত হচ্ছে তাও যথার্থ। এ মর্মে আল্লামা 'আযদুল মিল্লাহ ওয়াদ্-দীন বলেন :

ان كنت ناقلا فيجب ان يطلب الصحة، فان كنا مدعيا فيطلب الدليل-

> আপনি কোন কিছু নকল করলে তথা উদ্ধৃতি দিলে তা সহীহ কি না, তা তালাশ করার প্রয়োজন বা অধিকার আছে। আর কোন কিছু দাবী করলে তার স্বপক্ষে দলীল চাওয়ার অধিকার আছে।[২২৭]

তবে এখানে উল্লেখ্য, এটা দাবী করা ঠিক নয় যে, এসব পদ্ধতি তার্কিকগণ নতুন আবিষ্কার করেছেন; বরং তা আল কুরআনে এসেছে। যথা :

ক. আল্লাহর বাণী :

وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصرى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صدقين-

> ওরা বলে, ইহুদী অথবা খ্রীস্টান ব্যতীত কেউ বেহেশতে যাবে না। এটা ওদের মনের বাসনা। বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণ উপস্থিত কর।[২২৮]

এখানে দাবীর পক্ষে দলীল-প্রমাণ চাওয়া হয়।

খ. ইহুদীরা যখন কিছু কিছু খাদ্য নিজেদের উপর হারাম করেছিল এই বলে যে, এটা তাওরাতের শরীয়ত অনুসারে, তখন তা খণ্ডনে আল কুরআনে বলা হয়েছে :

كل الطعام كان حلا لبنى اسراءيل الا ما حرم اسراءيل على نفسه من قبل ان تنزل التورة قل فاتوا بالتورة فاتلوها ان كنتم صدقين-

> তাওরাত নাযিল হবার পূর্বে ইয়াকুব যেগুলো নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন, সেগুলো ব্যতীত সমস্ত পরিচিত আহার্য বস্তুই বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল। আপনি বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তাওরাত নিয়ে আস এবং পাঠ কর।[২২৯]

এখানে দেখা গেছে প্রতিপক্ষ ইহুদীরা যে উৎসের উদ্ধৃতি দিচ্ছিল, তা এনে ঐ উদ্ধৃতির পরীক্ষা করার আহবান জানানো হয়।

এ ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রতিপক্ষের মত ও যুক্তি খণ্ডন করে তাকে বশে আনার চেষ্টা করতে হবে।

৬. **যুক্তি-কৌশলে বৈচিত্র্যময় স্টাইল অবলম্বন :** যুক্তি উপস্থাপন কৌশলে বিভিন্ন রকম স্টাইল (سلوب) বা ধরন আছে। যুক্তিখণ্ডন, মত প্রতিষ্ঠা ও বিতর্ককে প্রাণবন্ত ও সর্বোত্তম করার ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করা উচিত। নিম্নে এগুলোর ক'টি উল্লেখ্য :

ক. বিন্যাসী সমীক্ষণ (السبر والتقسيم) : এর অর্থ হল উদ্দিষ্ট বিষয়টির হুকুমের কারণ বা হেতু নির্ধারণে একে বিভাজন করা। অতঃপর বিভাজিত অংশের হেতুর সঙ্গে প্রতিপক্ষের

---

২২৭. মোল্লা শরহ 'ইসাম 'আলাল 'আয্দিয়া 'ইসাম, *শরহ 'ইসাম 'আলা আল 'আযদিয়া*, মুনাযারা রশীদিয়ার পরিশিষ্টে সংযুক্ত, পৃ ২-৩।

২২৮. সূরা বাকারা : ১১১।

২২৯. সূরা আল ইমরান : ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

মতের হেতুর সমীক্ষণ করে তার মত খণ্ডন করা যে, এ সকল হেতুর সঙ্গে তার উপস্থাপিত বিষয়ের হেতুর সন্ধান পাওয়া যায়নি। সম্ভবত এ ধরনের একটা স্টাইল আল কুরআনের পাওয়া যায়। যথা আল্লাহর বাণীতে :

ثمنية ازواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل ء الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين نبؤنى بعلم ان كنمتم صدقين- ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل ء الذكرين حرم ام الانثيين ام اشتملت عليه ارحام الانثيين ام كنتم شهداء اذ وصكم الله بهذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدى القوم الظلمين-

> সৃষ্টি করেছেন আটটি নর ও মাদী। ভেড়ার মধ্যে দুই প্রকার ও ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার। জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে? না যা উভয় মাদীর পেটে আছে? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। সৃষ্টি করেছেন উটের মধ্যে দুই প্রকার এবং গরুর মধ্যে দুই প্রকার। আপনি জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে, না যা উভয় মাদীর পেটে আছে? তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন আল্লাহ্ এ নির্দেশ দিয়েছিলেন? অতএব সে ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী অত্যাচারী কে, যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা পোষণ করে, যাতে মানুষকে বিনা প্রমাণে পথভ্রষ্ট করতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।[২৩০]

আরবের মুশরিকরা কিছু পশুর মাদী, কিছু পশুর নর, আবার কিছুর বাচ্চাকে নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছিল। এটা খণ্ডন করতে গিয়ে ভোজ্য পশুগুলোর মধ্যে বিভাজন করে হারাম হওয়ার হেতু নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়। এগুলো হারাম হল মাদী হওয়ার জন্যে, না নর, কিংবা বাচ্চা। সুতরাং উপরোক্ত ত্রিবিধ কোন কারণেই তা হারাম করা হয়নি। তাহলে বাকী থাকে একটা দিক। তাহলো তারা আল্লাহর কোন নির্দেশ পেয়েছে। আর তাও না। কারণ তাদের মাঝে কোন নবী (আ)ও আসেননি। এভাবে বিভাজন করে প্রমাণ করা হয় যে, তাদের কিছু কিছুকে হারামকরণ নীতিটি অযৌক্তিক।[২৩১]

খ. আরোহ পদ্ধতি (Deductive Method বা قيسى) : কোন স্বতঃসিদ্ধ বা প্রতিষ্ঠিত সত্য থেকে সাদৃশ্য অনুমানে অপর আরেকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছায় আরোহ নীতি। আল কুরআনে আল্লাহর বাণী :

وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم- قل يحييها الذى انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم- الذى جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون- اوليس الذى خلق السموت والارض بقدر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم-

> সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচে গলে যাবে? বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলো সৃষ্টি করেছেন তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন। তখন

---

২৩০. সূরা আন'আম : ১৪৩-১৪৪।

২৩১. দ্র. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ ১৭৩-১৭৪।

Dhaka University Institutional Repository

> তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও। যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।[২৩২]

অত্র আয়াতে আরোহ পদ্ধতিতে প্রমাণ করা হয় যে, কোন মানুষকে সৃষ্টির পূর্বে তার কোন নমুনাই ছিল না। কিন্তু তাকে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এখন তার একটা অবয়ব সৃষ্টি হয়েছে। তাই মৃত্যুর পর সবকিছু বিনাশ হয়ে গেলেও তাকে পুনরায় সৃষ্টি করা যাবে তথা পুনরুত্থান সম্ভব। তাছাড়া সবুজ তথা রসালো গাছ থেকে আগুন সৃষ্টি এবং বিশাল আসমান যমীন সৃষ্টির ক্ষমতার সাদৃশ্য ও সম্ভাব্যতাও তুলে ধরা হয়।

গ. অবরোহ পদ্ধতি (Inductive Method বা طريق الستقرانى) : এটা বিভিন্ন উপকরণ ও বিষয়বস্তুর কথা তুলে ধরে সেগুলোর ভাব বা হেতু নিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এটা আরোহ পদ্ধতির বিপরীত। আল কুরআনে অসংখ্য নিদর্শনাবলী উল্লেখ করে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, এগুলোর সৃষ্টিকর্তা কে? তিনি হলেন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা।

ঘ. আবর্তন (Converson বা النقس) : অর্থাৎ প্রতিপক্ষ কোন হেতু বাক্য তথা দলীল বুঝতে সক্ষম না হলে কিংবা কোন সংশয় উপস্থাপন করলে তৎপর্যায়ে অন্য কোন দলীল বা হেতু বাক্য ব্যবহার করা। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর সমকালীন বিশ্বে নমরূদের সাথে এমনটিই করেছিলেন, যা আল কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াতে এসেছে :

الم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه ان اته الله الملك اذ قال ابراهم ربى الذى يحى ويميت قال انا احى واميت قال ابراهم فان الله ياتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذى كفر والله لا يهدى القوم الظلمين-

> তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইবরাহীমের সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ সে ব্যক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন? ইবরাহীম যখন বললেন, আমার পালনকর্তা হলেন তিনি যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইবরাহীম বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সূর্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিগন্ত থেকে উদিত কর দেখি। তখন সে কাফির হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না।[২৩৩]

তাফসীরের গ্রন্থাবলীতে এসেছে যে, নমরূদ দু'জন কয়েদী এনে একজনকে হত্যা করে এবং অপর জনকে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'দেখ, আমি জীবন ও মৃত্যু দিতে পারি।' কিন্তু আসলে সে তা পারে না। কারণ সে কোন মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নয়। এমনকি নিজেকেও নয়। কিন্তু এ দলীলের হেতু বাক্য বুঝতে না পেরে সংশয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। তখন ইবরাহীম (আ) অন্য দলীল পেশ করেন যে, আমার প্রভু সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে নিয়ে অস্ত করান, তুমি তার উল্টোটা কর দেখি। তখন সে লাজওয়াব হয়ে যায়।

ঙ. ইঙ্গিতবহ উহ্যমান আরোহমালা (الاقيمة الاضمارية) : এর অর্থ হল একাধিক মুকাদ্দামা বা হেতুবাক্য সর্বস্ব যুক্তি উল্লেখ করে এক দু'টি উহ্য রেখে ইশারায় ছেড়ে দেয়া। এতে

---

২৩২. সূরা ইয়াসীন : ৭৮-৮১।

২৩৩. সূরা বাকারা : ২৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিপক্ষ সরাসরি আঘাত পাবে না। কিন্তু ভাব বুঝে স্বীয় মত প্রত্যাহার করতে পারে। যেমন আল্লাহর বাণী : ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب-

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট এর উদাহরণ আদমের সাথে দেয়া যায়, তাকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।

এখানে হেতুবাক্য হিসেবে শুধু উভয়কে মাটি থেকে সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়। তেমনিভাবে উভয়কে পিতৃহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়। বরং আদম (আ)-এর পিতা-মাতা উভয়ই নেই। এটা একটা হেতু। আরেকটা হেতু হল শুধু পিতা না থাকায় যদি ঈসা (আ) ইলাহ হতে পারেন, তবে আদম (আ) তা হওয়ার জন্য অধিক যোগ্য। কারণ তাঁর পিতা-মাতা কেউই নেই। অতএব সিদ্ধান্ত হল ঈসা (আ) ইলাহ নন। এভাবে খ্রীস্টানদের মত খণ্ডন করা হয়।

চ. প্রতিকল্পিক বচন (التسيم الافتراضى) : অর্থাৎ একটা বিষয় তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া হয় যে, এটা ঠিক। কিন্তু পরক্ষণে দেখানো হয় যে, এটা যথার্থভাবে সঠিক ধরলে অন্য আরেকটা বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করতে হবে। অতএব কল্পিত বিষয়টি যথার্থ নয়। আল কুরআনের এ ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী :

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحن الله عما يصفون-

আল্লাহর কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন মাবুদ নেই। থাকলে প্রত্যেক মাবুদ নিজ নিজ সৃষ্টিকে ধ্বংস করার কাজে ব্যস্ত থাকত এবং একজন অন্যজনের উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করত। তারা যা বলে এ থেকে আল্লাহ পবিত্র।[২৩৪]

ছ. একাত্মতা প্রদর্শনমূলক সম্বন্ধীয় অবৈধতা ঘোষণা (مجارة الخصم لتبين عثرته) : এর অর্থ হল প্রতিপক্ষের হেতুবাক্যের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সে একে যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে তার অসম্বন্ধীয়তা তুলে ধরে যুক্তিকে অবৈধ (نقض) ঘোষণা। এজন্য আল কুরআনে দেখা যায়, যখন কাফিররা আল্লাহর রাসূলগণকে এ বলে অস্বীকার করত যে : ان انتم إلا بشر مثلنا 'তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ', তখন রাসূলগণ বলতেন : ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده 'আমরা তোমাদের মতই মানুষ। তবে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা (রিসালাত) দান করেন।[২৩৫]

এ ধরনের আরো অনেক স্টাইল রয়েছে। যেমন : উপমানুমান বা উপমাযুক্তি (Argument by Analogy বা تمثيل), কাহিনী ব্যবহার (الاسلوب القصصى) বা বিপরীতমুখী আরোহ (قياس الحلف) সাপেক্ষবচন (الاستفهام التقريرى) স্বীকৃত বক্তব্যে সমীকরণ (الاسجال), বিপরীত হেতু প্রমাণ (ابطال دعوى الخصم باثبات نقيضها) ইত্যাদি। এসব প্রয়োগ করে বিতর্কে বৈচিত্র্য আনতে সক্ষম হলে দা'ঈর বিতর্ককর্ম সফল ও বিজ্ঞজনোচিত হবে বলে আশা করা যায়।

---

২৩৪. সূরা মুমিনুন : ৯১।

২৩৫. সূরা ইবরাহীম : ১১।

Dhaka University Institutional Repository

৭. **তর্কে প্রতিপাদ্য বিষয়ের বৈপরিত্যমূলক কথা ও কাজ পরিত্যাজ্য :** হকের দা'ঈ যে বিষয়ে তর্ক করছেন তার বিপরীতধর্মী কোন কথা বা কাজ করা উচিত নয়। অন্যথায় তিনি ব্যর্থ হবেন। কারণ প্রতিপক্ষ তাকে এ নিয়ে হালকা করে দিতে পারে। যেমন কুরআনের এ ধরনের নীতি অনুসরণ করা হয়। যখন ইহুদীরা বলত, আমরা নবীগণের অনুসারী। তখন তাদেরকে বলা হয়, তাহলে তোমরা তাদেরকে হত্যা করতে কেন? এমনিভাবে যখন বিরোধী পক্ষ মূসা (আ) ও 'ঈসা (আ)কে নবী মানা সত্ত্বেও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)কে নবী হিসেবে মানতে অস্বীকার করত, আর বলত :

مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الاسواق-

কি হল, এ রাসূল খাদ্য ভক্ষণ করে এবং বাজারে হাঁটাচলা করে।[২৩৬]

তখন এর উত্তরে আল কুরআনে বলা হয় :

وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الاسواق-

আপনার পূর্বে যত রাসূলই পাঠিয়েছি তারা অবশ্যই খাদ্য খেত এবং বাজারসমূহে হাঁটাচলা করত।[২৩৭]

৮. **৯. যুক্তি-প্রমাণে স্ববিরোধিতা না করা :** যেমন মুশরিকরা তাদের তর্কে আল কুরআনকে বলে ফেলে (سحر مستمر) সতত প্রবহমান যাদু।[২৩৮] অথচ এটা সঠিক নয়। কারণ যা যাদু তা স্থায়ী হয় না, ক্ষণস্থায়ী।

৯. **ভ্রান্ত হেতুর উপর নির্ভর করা যাবে না :** পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, কাফিররা বাতিল দ্বারা যুক্তি-তর্ক করে। কিন্তু একজন মুসলিম তা কখনো করতে পারেন না। আম্বিয়া কিরাম এবং হকপন্থীদের যুক্তি-প্রমাণ পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা সাধারণ তর্কবিশারদদের মত দা'ওয়াতের ব্যাপারে ব্যক্তির কোন ভুল সিদ্ধান্তকে যুক্তির ভিত্তি বানাতেন না। যদি কোন ব্যক্তি কোন ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করে থাকে তাহলে এর সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তার একটি ভ্রান্তির কারণে তাকে আরো কতগুলো ভ্রান্তি স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা যেতে পারে না। যে ব্যক্তি নিজের সম্বোধিত ব্যক্তিকে নিরুত্তর করিয়ে দিতে চায়, অথবা তাকে নিজের যুক্তির সামনে নতি স্বীকারে বাধ্য করতে চায়, অথবা তাকে কোন ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করতে চায়- তার যুক্তির পন্থার মধ্যে অনেকাংশে এই উপাদান পাওয়া যায়। কিন্তু হকপন্থীরা কখনো এই ভ্রান্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে না।

আমাদের কালাম শাস্ত্রবিদগণ সাধারণত যে ভুল করেছেন তা হচ্ছে, ইসলামের কোন মূলনীতির সত্যতা প্রমাণের জন্য তারা যখন নিজেদের কোন ভিত্তি কায়েম করতে পারেননি, তখন অন্যদের কোন মতবাদ ও ধারণাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে তার ওপর নিজেদের কল্পনার প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন। এ ধরনের ভ্রান্ত ওকালতির ফলে ইসলামের যে ক্ষতি হয়েছে, ইসলামবিরোধীদের বিরোধিতার ফলে ততটা হয়নি। ইসলামের কোন মূলনীতি

---

২৩৬. সূরা ফুরকান : ৭।

২৩৭. সূরা ফুরকান : ২০।

২৩৮. সূরা কামার : ২।

Dhaka University Institutional Repository

সঠিক বুদ্ধিবৃত্তিক এবং প্রাকৃতিক যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করা যাচ্ছে না, এর কারণ এই নয় যে, খোদা-নাখাস্তা ইসলামের মূলনীতিসমূহের সত্যতার স্বপক্ষে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক এবং প্রাকৃতিক যুক্তিই বর্তমান নেই। বরং এর কারণ শুধু এই যে, পেশাদার তার্কিকগণ অপ্রাকৃতিক বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা নিজেদের রুচিকে এতটা বিকৃত করে ফেলেছে যে, তারা ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তির মূল্য ও মর্যাদা অনুধাবন করতেই ব্যর্থ হয়েছে।[২৩৯]

১০. **যুক্তি-প্রমাণের সাধারণতা বজায় রাখতে হবে :** যুক্তি এবং দলীল-প্রমাণ বাতাস এবং পানির মত একটি সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিস। প্রতিটি মানুষ সঠিক পন্থায় জীবনযাপন করার জন্য ঈমানের মুখাপেক্ষী। মজবুত ঈমান শক্তিশালী দলীল ছাড়া অর্জিত হতে পারে না। তাই দলীল-প্রমাণের জন্য দু'টি জিনিসের প্রয়োজন।

এক. দলীল-প্রমাণের পদ্ধতি এতটা স্বভাবসুলভ এবং সহজ-সরল হতে হবে যে, প্রতিটি ব্যক্তি যেভাবে নিজের প্রয়োজনমাফিক যমীন এবং শূন্যলোকের সম্পদ আবহাওয়া থেকে বাতাস এবং পানি সংগ্রহ করতে পারে এবং এতে তার কোন বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না, অনুরূপভাবে প্রতিটি ব্যক্তি যমীন এবং আসমানের নিদর্শনসমূহ থেকে নিজের হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য যত পরিমাণ ইচ্ছা দলীল-প্রমাণ খুঁজে নেবে এবং এ প্রসঙ্গে তাকে চিন্তা-গবেষণা ছাড়া অন্য কোন জিনিসের মুখাপেক্ষী হতে হবে না।

দুই. মানুষের শারীরিক সুস্থতার জন্য যেভাবে তার পানের পানি বিশুদ্ধ হওয়া এবং যে বাতাসে সে নিঃশ্বাস নিচ্ছে তা হওয়া প্রয়োজন, অনুরূপভাবে তার বুদ্ধিবৃত্তিক সুস্থতার জন্য সে যে দলীল থেকে জীবনযাপনের মূলনীতি লাভ করছে তা সম্পূর্ণ নির্ভেজাল এবং পাক হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এ দু'টি জিনিস অর্জন করার জন্য আম্বিয়া কিরাম এবং হকের আহবানকারীগণের প্রচেষ্টা ছিল। তাঁদের অবর্তমানে দলীল প্রমাণের যে কৃত্রিম পন্থা সৃষ্টি হয় এবং একটি বিশেষ পেশাদার গোষ্ঠী ছাড়া অন্যরা তা থেকে কোন ফায়দা উঠাতে পারে না। যেমন ইবরাহীম (আ)-এর সমসাময়িক তার্কিক সমাজ ও পরবর্তীতে গ্রীক দার্শনিক গোষ্ঠীর কথা বলা যায়। নবীগণ এবং হকের আহবানকারীগণ এ ধরনের কৃত্রিম পন্থা থেকে দূরে থেকেছেন। অপরদিকে যেসব জিনিস দলীল-প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাঁরা এগুলোর মূল্যায়ন করেছেন। এর মধ্যে যেগুলো অবাস্তব জিনিসের সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত প্রমাণিত হয়েছে, কেবল সেগুলোকে তাঁরা দলীল-প্রমাণের কাজে ব্যবহার করার জন্য বেছে নিয়েছেন।[২৪০]

এ ধরনের সাধারণত সহজ-সরলতা ও সাবলীলতা আল কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল স্তরের মানুষ তাদের জ্ঞানের পরিধি অনুসারে একই আয়াত থেকে কিছু না কিছু উপকৃত হয়। তাই ইসলামের দা'ঈকেও তাঁর যুক্তি কৌশলে এ নীতি মেনে চলা প্রয়োজন। যেমন নক্ষত্র পূজার বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বর্ণিত যুক্তি-প্রমাণের কথা উল্লেখ করা যায়। এর সারমর্ম হল, যে বস্তু পরিবর্তনশীল, যার অবস্থা নিয়তই পরিবর্তিত

---

২৩৯. মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৯-১০।

২৪০. মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

হতে থাকে এবং স্বীয় গতিশীলতায় অন্য শক্তির অধীন, সে কিছুতেই পালনকর্তা হওয়ার যোগ্য নয়। এ যুক্তি-প্রমাণে নক্ষত্রের উদয়, অস্ত এবং মধ্যবর্তী সব অবস্থাও উল্লেখ করে বলা যেত যে, নক্ষত্র স্বীয় গতি-প্রকৃতিতে স্বাধীন নয়- অন্য কারো নির্দেশ অনুসরণ করে একটি বিশেষ পথে বিচরণ করে। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) এসব অবস্থার মধ্য থেকে শুধু নক্ষত্র-পুঞ্জের অস্তমিত হওয়াকে প্রমাণে উল্লেখ করেছেন। কেননা; এগুলোর অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি জনসাধারণের দৃষ্টিতে সেগুলোর এক প্রকার পতনরূপে গণ্য হয়। যে যুক্তি-প্রমাণ জনগণের মনে সাড়া জাগাতে পারে, পয়গম্বরগণ সাধারণত সে যুক্তি-প্রমাণই অবলম্বন করেন। তারা দার্শনিকসুলভ সত্যাসত্যের পেছনে ছোটেন না; বরং সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধির মাপকাঠিতেই সম্বোধন করেন। তাই নক্ষত্রপুঞ্জের অসহায়ত্ব ও শক্তিহীনতা প্রমাণ করার জন্য অস্তমিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। নতুবা এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উদয় এবং তৎপরবর্তী অস্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সব পরিবর্তনকেও প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যেত।[২৪১]

১১. **প্রতিপক্ষের ব্যক্তি সম্মানে আঘাত না হানা :** সর্বোত্তম মুজাদালার স্বরূপ নির্ধারণেই এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, বিতর্কের পক্ষে-বিপক্ষের পরস্পরে সম্মানবোধ রক্ষা করা প্রয়োজন। অন্তত ইসলামের দা'ঈকে এ বিষয়ে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। অন্যথায় সর্বোত্তম পন্থায় তা হবে না। প্রতিপক্ষকে কোনভাবে গালিগালাজ, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, কটুক্তি, হীন সাব্যস্ত করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ এসব করলে প্রতিপক্ষ মনে মনে রেগে যাবে। তারপর দা'ঈ যত ভাল যুক্তিই প্রদর্শন করুক না কেন প্রতিপক্ষ তা মানতে চাইবে না। বরং উল্টো সেই গালিগালাজ শুরু করবে। তখন আলাপ আলোচনার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এমনকি ফিতনা-ফ্যাসাদ হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। এ সমস্ত দিক লক্ষ্য করেই আল কুরআনে মুসলমানদেরকে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এভাবে :

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذالك زينا لكل امة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون-

> তোমরা তাদেরকে মন্দ বলো না, যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহকে ছেড়ে। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলবে। এমনিভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্ম সুশোভিত করেছি। অতঃপর স্বীয় পালনকর্তার কাছে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে বলে দেবেন যা কিছু তারা করত।[২৪২]

হক নিয়ে তর্ক করলে শয়তানও চায় তা পণ্ড করার জন্য। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের দা'ঈগণকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে :

وقل لعبادى يقولوا التى هى احسن ان الشيطن ينزغ بينهم ان الشيطن كان للانسان عدوا مبينا-

---

২৪১. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *মা'আরিফুল কুরআন,* অনু. মহিউদ্দিন খান, মদীনা মুনাওয়ারাহ : মাজমা'উ খাদেমিল হারামাইন আশ-শরীফাইন, তাবি, পৃ ৩৯৩।

২৪২. সূরা আন'আম : ১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।[২৪৩]

অতএব প্রতিপক্ষের অতিরিক্ত দম্ভের সম্মুখীন হয়ে যদি কিছু করতেই হয় তবে ইশারা-ইঙ্গিতে, উপমায় অথবা পরোক্ষভাবে গল্পের ছলে। তবে তা না করাই শ্রেয়।

১২. **সৌহার্দ্য ও প্রীতি বজায় রাখা :** পূর্বেই বলা হয়েছে, মুজাদালার সর্বোত্তম পন্থার অন্যতম অংশ হল নরম মেজাজে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও প্রীতিসুলভ কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও চাহনি বিনিময় করা। প্রতিপক্ষের যে কোন কথা বা কাজ হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বরণ করতে হবে।

সাইয়্যেদ কুতুব (র) সর্বোত্তম মুজাদালার ব্যাখ্যায় বলেন : 'এর অর্থ প্রতিপক্ষকে আক্রমণ না করা, অপমানিত না করা, মন্দ না বলা, যেন সে দা'ঈর ব্যবহারেও তৃপ্তি লাভ করে এবং সে ধারণা করতে শুরু করে যে, শুধু তর্কে বিজয়ী হওয়াই দা'ঈর লক্ষ্য নয়, বরং তাকে বুঝাতে, রাজী করাতে এবং সত্যে উপনীত হতে চাচ্ছে। মানুষের মাঝে বড়ত্ব ও একগুঁয়েভাবে সত্য অস্বীকার করার প্রবণতা বিদ্যমান। সে যে মতের পক্ষ নিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়, সহজে তা থেকে সরে আসে না। একমাত্র প্রীতিসুলভ ভাল ব্যবহারের মাধ্যমেই সেটা সম্ভব। যেন সে পরাস্ত হওয়ার বিষয়টি অনুভবে না আনতে পারে। আর যখন মানুষের কাছে তার মতের মর্যাদার বিষয়টি স্বীয় অন্তরে মিশে যায়, তখন এ মত প্রত্যাখ্যান করাটা তার জন্য মান-সম্মান, প্রতিপত্তি ও অস্তিত্ব হারানোর মতই মনে করে। একমাত্র সর্বোত্তমভাবে মুজাদালা করলেই সেই স্পর্শকাতর বড়ত্ব থেকে নিরাপদ থাকা যাবে। সে অনুভব করবে যে, তার ব্যক্তিত্ব নিরাপদ আছে, তার মর্যাদা ও সম্মান যথাযথ আছে। দা'ঈর একমাত্র ইচ্ছা হল সত্য প্রকাশ করা, সে আল্লাহর প্রদত্ত জীবন পথের সন্ধান দিতে চায় মাত্র। ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা বা নিজের মতের প্রাধান্য ও অন্যকে পরাজিত করার মনোবৃত্তি তার নেই।[২৪৪]

মোটকথা, প্রীতিসুলভ সদাচার সকল ক্ষেত্রেই কল্যাণকর। এটাই হল মানব অন্তঃকরণের চাবিকাঠি, হৃদয়ে স্থান লাভ করার সেতু। এ জন্য দেখা যায়, সকল নবী (আ) সকল ক্ষেত্রে তথা তর্কের ক্ষেত্রেও সে ধরনের ব্যবহার করতেন। যেমন হযরত নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় তাঁকে বোকা, অজ্ঞ, গোমরাহ, পথভ্রষ্ট ইত্যাদি বলে গালিগালাজ দিচ্ছিল। কিন্তু হযরত নূহ (আ) প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন- যা কুরআনে এসেছে এভাবে :

قال يقوم ليس بى ضللة ولكنى رسول من رب العلمين- ابلغكم رسلت ربى وانصح لكم-

হে আমার জাতি, আমার মাঝে কোন গোমরাহী নেই, আমি বিশ্বজাহানের পালনকর্তার রাসূল, তোমাদের কাছে আমার সেই প্রভুর পয়গাম পৌঁছাচ্ছি, তোমাদের (কল্যাণের) উপদেশ দিচ্ছি।[২৪৫]

অতএব প্রতিপক্ষ যা-ই করুন না কেন, সত্য স্পষ্টকরণ ও তৃপ্তিকর যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনের পাশাপাশি দা'ঈকে তর্কের সময় অত্যন্ত ভদ্র ও মার্জিত, শান্তশিষ্ট থাকতে হবে। অকৃত্রিম

---

২৪৩. সূরা বনী ইসরাঈল : ৫৩।

২৪৪. দ্র. সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ ২২০২।

২৪৫. সূরা 'আরাফ : ৬১-৬২।

Dhaka University Institutional Repository

ভালোবাসা মাখা ও প্রীতিসুলভ আচরণ করতে হবে। উচ্চবাচ্য, চিৎকার, অবজ্ঞা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা যাবে না।

১৩. **পার্শ্বপ্রসঙ্গ ও গৌণ বিষয়ে জড়িয়ে না পড়া :** বিতর্কের ক্ষেত্রে দা'ঈর কর্তব্য হল এমন বিষয়াদি এড়িয়ে যাওয়া যাতে সময়ক্ষেপণ করা, বাক্যব্যয় করা হবে অযথা, অহেতুক ও অপ্রাসঙ্গিক। বিতর্কের মূল বিষয়ের বাইরে পার্শ্ব প্রসঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। প্রতিপক্ষ সুচতুর হলে কিংবা তার পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ না থাকলে হয়তো পার্শ্ব প্রসঙ্গ টেনে সেদিকে দা'ঈর দৃষ্টি ফেরাতে সুকৌশলে চেষ্টা করতে পারে। এ ব্যাপারে দা'ঈকে সদা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

এজন্য আসহাবে কাহফ সম্পর্কে আল কুরআনে তেমনই সতর্কতা অবলম্বনের জন্য দিক-নির্দেশনা এসেছিল। আসহাবে কাহফের ঘটনায় অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তন্মধ্যে বড় কথা হলো শত কষ্ট, বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও তারা ঈমান পরিত্যাগ করেনি। আর মহানবী (স)ও সে শিক্ষার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর নিকট একদল ইহুদী মুশরিক এসে কাহফ বা গুহাবাসীদের সংখ্যা সম্পর্কে তর্কে লিপ্ত হতে চাইল। এদের সংখ্যা তিন, পাঁচ, ছয় নাকি সাত ইত্যাদি। সুতরাং সূরা কাহফে এ বিষয়টি উল্লেখ করে তাদের বিতর্কের সঠিক ধারা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। সংখ্যা বড় কথা নয়, মূল বিষয় হলো সে ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়া।[২৪৬]

১৪. **বুদ্ধিবৃত্তিক জব্দকরণমূলক যুক্তির পাশাপাশি আবেগ সঞ্চারী রীতিনীতি অবলম্বন :** প্রতিপক্ষের যুক্তির জবাবে শুধু আবেগ সঞ্চারী কথার উপর নির্ভর করা দা'ঈর উচিত নয়। তবে দা'ঈর বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে জব্দ করার পাশাপাশি কিছু আবেগ সঞ্চারী বক্তব্য বা ভাব প্রকাশে উপকার নিহিত রয়েছে। কারণ এতে প্রতিপক্ষের অন্তরে অহমের গিঁট খুলে যাবে, আর তখন দা'ঈর মতামত মেনে নেয়া তার জন্য সহজ হবে।

অনেক সময় ঘটনা বর্ণনার ছলে বা উপমা উদাহরণের মাধ্যমে একটি যুক্তি বা বক্তব্য পেশ করলে শ্রোতার মন যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পূর্বেই বর্ণনার চমৎকারিত্যে আকৃষ্ট হয়ে যায়। এহেন মুহূর্তে তার অবচেতন মনে দা'ঈর প্রতি একটা ইতিবাচক ভাব জন্ম নিতে থাকে। এটা মানব অন্তঃকরণের এক বিস্ময়কর গোপন রহস্য। অনেক সময় ব্যক্তির অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় ও অজ্ঞাতসারেই তা ঘটে যায়।

এ ক্ষেত্রে আল কুরআনে অনেক নমুনা পাওয়া যায়। মুশরিকদের সাথে বিতর্কে দেখা গেছে, আল কুরআনে পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাঁদের দা'ওয়াতের অস্বীকারকারীদের মাঝে বিতর্কমূলক ঘটনাগুলো বর্ণনার ছলে চমৎকারভাবে পেশ করা হয়েছে। যেমন নূহ (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে মুজাদালা, হযরত ইবরাহীম (আ) ও তারকা পূজারীদের সাথে মুজাদালা, হযরত ইবরাহীম (আ) ও নমরূদের মাঝে মুজাদালা, হযরত মূসা (আ) ও ফির'আউনের মাঝে সংঘটিত মুজাদালা, ইত্যাদি। এ জন্য আল কুরআনে বলা হয়েছে :

فاقصص القصص يتفكرون-

---

২৪৬. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য সূরা কাহ্ফ : ২২-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

আপনি কিস্‌সা বর্ণনা করুন, হয়তো তারা চিন্তা-ভাবনা করবে।[২৪৭]

আর ঘটনা বর্ণনা করার প্রেক্ষাপটে তাফাক্কুর বা চিন্তা-ভাবনা করার বিষয়টি বুদ্ধিগত, যা কাহিনী বর্ণনা তথা আবেগ সঞ্চারী বিষয়ের সাথে সুসমন্বিত করা হয়েছে।

তেমনিভাবে মুজাদালায় উপমা পেশের নমুনাও রয়েছে। যেমন মুশরিকদের সাথে যুক্তি-তর্ক সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয় :

يايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب-

হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের আরাধনা কর, তারা কখনো একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয় উভয়ে কতই না দুর্বল।[২৪৮]

এমনিভাবে আল কুরআনে মুজাদালায় 'ওয়াদা (জান্নাতের সুসংবাদ) ও ও'য়ীদ (জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন) করা হয়েছে। এতে কখনো জান্নাত জাহান্নামবাসীদের মাঝে কথোপকথন পেশ করা হয়েছে। কখনো সরাসরি ধমক দেয়া হয়েছে। এ মর্মে দেখা যায় ফির'আউন ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধেমুজাদালার শেষে এক মর্দে মুমিন বলেন :

ويقوم مالى ادعوكم الى النجوة وتدعوننى الى النار-

আর হে আমার সম্প্রদায়ের লোকজন! তোমাদের কি হলো যে, আমি তোমাদেরকে মুক্তির দিকে আহবান করছি, আর তোমরা আমাকে জাহান্নামের দিকে আহবান করছ।[২৪৯]

হযরত মূসা (আ) যাদুকরদের সাথে প্রতিযোগিতা তথা ফলিত মুজাদালায় অংশগ্রহণ করার পূর্বেই তাদের আত্মশক্তি দুর্বল করে দেন যা আল কুরআনে এসেছে :

قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى-

মূসা তাদেরকে বললেন, দুর্ভাগ্য তোমাদের, তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। তাহলে তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, সে-ই বিফল মনোরথ হয়েছে।[২৫০]

শেষাবধি দেখা গেল, যাদুকরবৃন্দ প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে মূসা (আ)-এর দ্বীন কবুল করে নিল। সুতরাং বিতর্ককারী দা'ঈ জব্দকারী যুক্তি পেশের পাশাপাশি আবেগ অনুভূতিতে নাড়াদানকারী রীতিনীতির সুসমন্বয় ঘটালে তার বিতর্ক অধিক ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করা যায়।

১৫. **ঐক্যসূত্র সন্ধান ও উভয় পক্ষের সমর্থিত হেতুবাক্যের স্বীকৃতি দান :** দা'ঈকে নিজের ও প্রতিপক্ষের মধ্যে ঐক্যসূত্র অন্বেষণ করে তাকে আলোচনা ও যুক্তির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। বিতর্কে প্রতিটি ক্ষেত্রে অযথা নিজেদের একাকিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করা উচিত

---

২৪৭. সূরা 'আরাফ : ১৭৬।

২৪৮. সূরা হজ্জ : ৭৩।

২৪৯. সূরা মুমিন : ৪১।

২৫০. সূরা ত্বাহা : ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

নয়। মানবজাতির নিজেদের বাহ্যিক স্বাতন্ত্র্যের দিক থেকে যতই অমিল এবং বিক্ষিপ্ততা দৃষ্টিগোচর হোক না কেন, কিন্তু তাদের এই অমিল এবং বিক্ষিপ্ততার গভীরে এমন অসংখ্য মূলনীতি ও আকীদা-বিশ্বাস পাওয়া যাবে যেখানে সকলের ঐকমত্য রয়েছে। বিশ্ব-প্রকৃতির নিয়ম-বিধান, ইতিহাসের সিদ্ধান্তসমূহ, স্বভাব-প্রকৃতির বিশ্বাস এবং নৈতিকতার মৌলিক বিধানের মধ্যে এমন অনেক জিনিস রয়েছে যে সম্পর্কে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য এবং আরব-অনারব সবাই একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। যদি এগুলোকে যুক্তির ভিত্তি বানিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যায়, তাহলে ধীরস্থির প্রকৃতির লোকেরা এর অবশ্যম্ভাবী ফলাফল স্বীকার করে নিতে ইতস্তত করবে না। জীবনের যেসব নীতিমালায় উভয়ের অংশীদারিত্ব রয়েছে তার আনুষঙ্গিক বিষয়ে যে সব মতবিরোধ দেখা দেয় তার অধিকাংশই কুবুদ্ধি এবং গোঁড়ামীর কারণে সৃষ্টি হয়। আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে যদি এসব বিরোধ দূর করা যায়, তাহলে প্রতিটি ব্যক্তি এসব মূলনীতিকে সমঅংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখতে থাকবে।

নবী-রাসূলগণ সব সময় এই পদ্ধতিকেই যুক্তি-প্রমাণ পেশের জন্য অবলম্বন করে আসছেন।[২৫১] আরব মুশরিক এবং আহলে কিতাবদের সামনে নবী (স) যেভাবে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা কুরআন মাজীদে বর্তমান রয়েছে।

এজন্য দেখা যায়, আরব মুশরিকরা যেহেতু সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করত সেহেতু তাদের সাথে তর্কে এ কেন্দ্রবিন্দু থেকেই যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হত। যথা আল্লাহর বাণী :

قل ائنكم لتكفرون بالذى خلق الارض فى يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العلمين-

বলুন, তোমরা তাঁর সাথে কুফরি করছ, যিনি দু'দিনে যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর তোমরা তার সাথে অনেক সমকক্ষ দাঁড় করাচ্ছ।[২৫২]

এভাবে মহানবী (স) ও তাঁর অনুসারী দা'ঈগণকে ঐক্যসূত্র শিক্ষা দিতে গিয়ে বলা হয় :

ولئن سالتهم من خلق السموت والارض ليقولن الله-

যদি আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন যে, আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা কে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।[২৫৩]

তেমনিভাবে আহলে কিতাবের সাথে মুজাদালায় আল কুরআনে আহবান করা হয় এভাবে :

قل يا اهل الكتب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون-

আপনি বলুন, হে আহলে কিতাব! তোমরা এসো এরূপ একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সমান। তা এই যে, আমরা (উভয়েই) আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করব না, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না এবং আমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে নিজেদের রব হিসেবে গ্রহণ করব না। অতঃপর এই দা'ওয়াত কবুল করতে তারা যদি প্রস্তুত হয়, তাহলে আপনারা পরিষ্কার বলে দিন তোমরা সাক্ষী থাক,

---

২৫১. আমীন আহসান ইসলাহী, প্রাগুক্ত, পৃ ১১১।

২৫২. সূরা হা-মীম সাজদা : ৯।

২৫৩. সূরা লোকমান : ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা মুসলমান (কেবলমাত্র আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যে নিজেদের সোপর্দ করে দিয়েছি)।[২৫৪]

মুসলমান ও আহলে কিতাবের মাঝে তাওহীদ যখন একটি মৌলিক নীতি হিসেবে স্বীকৃত, তখন এ তাওহীদের দাবীর ক্ষেত্রে পরস্পরে মতবিরোধ হওয়া ঠিক নয়। এভাবে উক্ত আয়াতে তাওহীদকে ঐক্যসূত্র ধরে অত্যন্ত আন্তরিকতা, নিরপেক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে বিতর্কে আহ্বান করা হয়।

সুতরাং গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শুধু বিতর্কের ক্ষেত্রে নয়; বরং আল কুরআনের গোটা দা'ওয়াত এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যে, এটা সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গের দাবী অনুসারে তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত বা অভিনব নয়। তাদের ইতিহাস, আকীদা, রীতিনীতি, ন্যায়-অন্যায় বোধ তথা নৈতিকতায় এর মূল নিহিত রয়েছে। পার্থক্য যা, তা মানবসৃজিত। তা অপসারণ করলেই মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে একমত হওয়া যায়। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এটা একটা বিজ্ঞজনোচিত পন্থা নিঃসন্দেহে। অতএব সকল ক্ষেত্রে প্রতিবাদী না হয়ে কিছু কিছু বিষয়ে ঐকমত্য দেখিয়ে তার সূত্র ধরে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ের সমাধানে চেষ্টা করাই সর্বোত্তম পন্থায় মুজাদালার দাবী।

১৬. **কথাবার্তায় ভারসাম্য ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন :** বিতর্কে দা'ঈর কর্তব্য হল কথাবার্তায় দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করা। কারণ এতে প্রতিপক্ষের মাঝে বিরক্তির উদ্রেক হতে পারে। তাছাড়া, কথাবার্তা এলোমেলো হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় এমন কথা বা কাজও হয়ে যেতে পারে যার মাধ্যমে স্বয়ং দা'ঈকেই জব্দ হওয়ার উপক্রম হতে পারে। যা বিতর্কে পরাজয় বরণে রূপ নিতে পারে। এমনিভাবে কথাবার্তায় সংক্ষিপ্ততাও পরিত্যাজ্য। কেননা এতে প্রতিপক্ষ হয়তো উপস্থাপিত বিষয়টি বুঝতে সক্ষম নাও হতে পারে বা ভুল বুঝাবুঝি হতে পারে। অনন্তর সে অবাঞ্ছিত ও অপ্রাসঙ্গিক উত্তর প্রদান করবে।[২৫৫]

এ ক্ষেত্রে ভারসাম্য অবলম্বনই হল হিকমতপূর্ণ পদক্ষেপ। এজন্য আল কুরআনে রূপকার্থে সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয় নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে :

ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا-

আর তোমরা হাত ঘাড়ের দিকে গুটিয়ে নিবে না এবং তা একেবারে প্রসারিত করবে না। অন্যথায় তুমি হবে তিরস্কৃত, অনুতপ্ত ও নিঃস্ব।[২৫৬]

অতএব অন্যান্য ক্ষেত্রের চেয়ে প্রতিপক্ষের সাথে বাক্য ব্যয়ে, যুক্তিতর্কে ঐ ধরনের মধ্যপন্থা তথা মিতব্যয়িতা অতি জরুরী ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

১৭. **সিদ্ধান্তে পৌঁছার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা :** বিতর্ককারী দা'ঈকে বিতর্কের মূল বিষয় পেশ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করতে হবে। বিতর্কে একটা ইতিবাচক ফলাফলই দা'ঈর উদ্দেশ্য। অযথা বাকবিতণ্ডা বা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা তার উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং বিতর্ক যদি একটা সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হয় তবে এটাই দা'ঈর কাম্য। অন্যথায় তাঁর কর্তব্য হলো

---

২৫৪. সূরা আল 'ইমরান : ৬৪।

২৫৫. দ্র. ফায়দুল হাসান, *হাশিয়াতুল হুমায়দিয়া আল মুনাযারা রশীদিয়া*, মুনাযারা রশীদিয়ার সাথে সংযুক্ত, পৃ ৭৯।

২৫৬. সূরা বনী ইসরাঈল : ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

বিচক্ষণতায় বিতর্কের মোড় এমনভাবে ঘুরিয়ে দেয়া, যাতে শ্রোতার সামনে তার মূল বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত সহজে এসে যায়। অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন আলোচনায় সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বিচক্ষণ ও জ্ঞানী লোক সেই ব্যক্তি যে মূল বক্তব্যের আলোকে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার চেষ্টা করে। যা অযথা, পুনঃ বিতর্ক সৃষ্টি করে বা যা বন্ধ্যাসুলভ বিতর্কে রূপ দেয় তা এড়িয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।[২৫৭]

আল কুরআনে মুমিনদের গুণাবলী বর্ণনায় একাধিক আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারা অবান্তর, অবাঞ্ছিত বিষয় এড়িয়ে চলে। যথা আল্লাহর বাণী :

واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه-

তারা যখন অবাঞ্ছিত ও বাজে কথাবার্তা শ্রবণ করে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।[২৫৮]

আরো বলা হয় :

والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما-

আর তারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয়া কর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান সম্মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়।[২৫৯]

১৮. **প্রতিপক্ষ যুক্তিহীনভাবে অযথা দম্ভ দেখালে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা :** প্রতিপক্ষ যদি নরম মেজাজী ও সত্যান্বেষী হয় তাহলে তার সাথে যুক্তিতর্কে একটা ফলাফল দাঁড় করানো সম্ভব। কিন্তু তার যদি বাতিলকে আঁকড়ে ধরে থাকার মনোবৃত্তি থাকে, বারবার সত্য অস্বীকার করতে থাকে, স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকৃত হেতুবাক্য না মানে, তবে তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া বৃথা। বরং অযথা সময়ক্ষেপণ মাত্র। তাই এ পরিস্থিতিতে দা'ঈকে স্বীয় সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়ে বিতর্কের সমাপ্তি ঘোষণা করতে হবে। মুজাদালায় আল কুরআনের পদ্ধতিও তা-ই। এ জন্য সে পরিস্থিতিতে ইরশাদ হয়েছে :

قل يا يها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل-

আপনি বলুন, হে মানব সমাজ, সত্য তোমাদের কাছে সমাগত হয়েছে তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে। এখন যে কেউ এ সৎপথে আসে, সে পথ প্রাপ্ত হয় স্বীয় মঙ্গলের জন্য। আর যে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে, সে স্বীয় অমঙ্গলের জন্য বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরতে থাকবে। অনন্তর আমি তোমাদের উপর অধিকারী নই।[২৬০]

অন্যত্র এ ব্যাপারো আরো বলা হয়েছে :

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر-

বলুন, সত্য তোমাদের পরওয়ারদিগারের তরফ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক।[২৬১]

---

২৫৭. আবদুল বাদী' সাকার, *আমরা দা'ওয়াতের কাজ কিভাবে করব*, অনু. এম. তাহেরুল হক, ঢাকা : সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ১৯৯০, পৃ ৫৬।

২৫৮. সূরা আল কাসাস : ৫৫।

২৫৯. সূরা আল ফুরকান : ৭২।

২৬০. সূরা ইউনুস : ১০৮।

২৬১. সূরা কাহ্ফ : ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. **বিদায়ী সাদর সম্ভাষণ :** প্রতিপক্ষ তর্কের শেষ পর্যায়ে দা'ঈর যুক্তি বা মত মেনে নেন আর নাই নেন, সকল অবস্থায় তাকে সাদর সম্ভাষণ ও ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে বিদায় জানাতে হবে। যেন সম্পর্কে ফাটল না ধরে, বরং আরো গভীর হয়। এতে আপাতত তা মেনে না নিলেও পরবর্তীতে চিন্তা-ভাবনা করে হলেও দা'ঈর বক্তব্য মেনে নিতে পারে। এটাই দা'ঈর বিজয়। কেননা তর্কের সময় বিজয়ী হওয়াই দা'ঈর উদ্দেশ্য নয়; বরং তার উদ্দেশ্য হল সত্য প্রচার করা। এটা কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এ জন্য শত কুৎসা, নিপীড়ন-নির্যাতন চালানোর পরও কাফিরদের বিদায় সম্ভাষণ জানানোর নির্দেশ করা হয়েছে এভাবে :

واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا-

কাফিররা যা বলে, তজ্জন্য আপনি সবর করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন।[২৬২]

অতএব বিতর্কে পরস্পরে ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট হতে দেয়া ঠিক নয়। বিতর্কের সমাপ্তিতে ভালভাবে তাকে বিদায় জানালে তার অন্তরে স্থায়ী প্রভাব ফেলা সম্ভব হতে পারে।

২০. **আনুসঙ্গিক আদব-লেহায মেনে চলা :** উপরোক্ত দিকগুলো ছাড়াও আরো কিছু আদব বা শিষ্টাচার রয়েছে, যেগুলো লক্ষ্য রাখলে মুজাদালাকে সুন্দর থেকে আরো সৌন্দর্যমণ্ডিত করা যেতে পারে। নিম্নে এর গুরুত্বপূর্ণ ক'টি উল্লেখ করা হলো :

ক. বিতর্কের উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

খ. আনুষ্ঠানিক বা সামষ্টিক বিতর্ক না করে প্রতিপক্ষের সাথে নিভৃতে বিতর্ক করা। কেননা ব্যক্তি একাকী থাকলে তার মাঝে বোধি কাজ করে, মস্তিষ্ক খুলে যায়, বিবেক শাণিত হয়। কিন্তু তার দলের সাথে থাকলে আবেগপ্রবণতা ও অনুকরণপ্রিয়তা প্রাধান্য লাভ করে।

এজন্য দেখা যায়, ওলীদ যখন মহানবী (স)-এর সাথে তর্ক করে তখন ইসলামের বাণী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু যখনি কুরাইশদের কাছে ফিরে যায়, তখন সে পৌত্তলিকতাকেই আঁকড়ে ধরে। অতএব বিতর্ক নির্জনে হওয়াই শ্রেয়।

গ. প্রতিপক্ষ বিতর্কের ফাঁকে দা'ঈর কোন ভুল ধরিয়ে দিলে বা কিছু স্মরণ করিয়ে দিলে তাকে ধন্যবাদ জানানো।[২৬৩]

ঘ. মুজাদালা এমন সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়া ঠিক নয়, যখন প্রাকৃতিক পরিবেশ অশান্ত বা মানুষের মেজাজের স্বাভাবিকতা হারিয়ে যায়। যেমন প্রচণ্ড রৌদ্র বা ঝড়-তুফান, বৃষ্টি কিংবা বন্যার সময় ইত্যাদি। কেননা অতি গরমে মানুষের মাঝে ত্বরা প্রবণতা, অধৈর্য্য, দ্রুত রাগান্বিত হওয়া ইত্যাদি আচরণগত উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তেমনি অতিমাত্রায় ঠাণ্ডায় অধিক ভুলভ্রান্তি, ধীশক্তির স্বল্পতা, বিলম্বে হৃদয়ঙ্গম হওয়া ও জড়তার ভাব আসতে পারে। তাই বিতর্কে যথাসম্ভব ঐ পরিবেশ পরিস্থিতিগুলো বিবেচনায় এনে নেতিবাচক দিকগুলো এড়িয়ে যাওয়াই উত্তম।

---

২৬২. সূরা মুয্যাম্মিল : ১০।

২৬৩. দ্র. ইমাম আবু হামেদ গাযালী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ ১১৭-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. প্রতিপক্ষ হৈচৈ শুরু করলেও দা'ঈর হৈচৈ না করা ভাল; বরং স্বীয় ব্যক্তিত্ব বজায় রাখা, শান্তশিষ্টভাবে যথাযথ যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা।

চ. প্রতিপক্ষের কথা থামিয়ে দেয়া ঠিক নয়, তাকে কথা শেষ করতে দিতে হবে। তার কথা শেষ হলেই বরং দা'ঈ কথা বলবেন।[২৬৪]

জ. প্রতিপক্ষকে দা'ঈর আগেই যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার সুযোগ দেয়া ভাল। তাহলে পরবর্তীতে দা'ঈর বক্তব্য ও যুক্তি পেশ এবং প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করা সহজ হবে।

ঝ. প্রতিপক্ষকে কোনভাবে খাটো করা যাবে না। তাকে দুর্বল ভাবা উচিত নয়।

ঞ. সত্য অনুধাবনে পরস্পর সহযোগিতার মনোবৃত্তি প্রদর্শন করা।

ট. দুর্লভ শব্দ ও একাধিক অর্থবোধক বা রূপকার্থবোধক শব্দগুলো যথাসম্ভব ব্যবহার না করাই শ্রেয়।

ঠ. অট্টহাসি না দেয়া, স্বর একেবারে উঁচু না করা এবং একেবারে নীচু না করা।

ড. রাগান্বিত না হওয়া।

ঢ. বিতর্ককারী পক্ষসমূহ সম আসনে যথাযথ মর্যাদায় বসা।

ণ. এমনভাবে বসতে হবে যেন উভয় পক্ষ একে অপরকে দেখতে পায়।

ত. অতি ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তর্কে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ এ অবস্থায় মানুষের ক্রোধের উদ্রেক হয় বেশী, যা সুষ্ঠু বিতর্কের পরিবেশের পরিপন্থী।

থ. বড়ত্ব বা দাম্ভিক ভাব নিয়ে না বসা।

দ. অত্যন্ত ভেবেচিন্তে কথাবার্তা বলা।

ধ. আমীর বা শাসকগণের সামনে মুজাদালা না হওয়া।

ন. আমীর-ওমরার ন্যায় হেলান দিয়ে কিংবা ফকীর-মিসকিনের মতও বসা ঠিক নয়।

প. বুদ্ধিদীপ্ত সুলভ কথা বলা। কোনভাবে যেন আহম্মকী প্রকাশ না পায়।

ফ. প্রতিপক্ষকে জব্দকরণে তাড়াহুড়ো না করা। কারণ এতে ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যেতে পারে। তাতে দা'ঈ নিজেই জব্দ হয়ে যেতে পারেন।

ব. কারো কারো মতে- দা'ঈর তুলনায় অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তির সাথে বিতর্ক করা যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া ভাল।[২৬৫] ইত্যাদি।

মোটকথা দা'ঈকে মুজাদালার পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝে ভাব-ভাষা সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে অত্যন্ত মার্জিত, ভদ্র ও প্রীতিমাখা আচরণের মাধ্যমে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করলে এবং সত্যান্বেষণ, নিরপেক্ষ ও পরোপকারী মনোবৃত্তি নিয়ে অগ্রসর হলে তথা উপরোক্ত মূলনীতি ও শিষ্টাচারগুলো মেনে চললে তাঁর মুজাদালা সর্বোত্তম হবে।

---

২৬৪. দ্র. 'আবদুল সাকার, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ ১১৭-১৮।

২৬৫. দ্র. ফায়দুল হাসান, *মুনাযারা রশীদিয়া* ও তার হাশিয়া *হুমায়দিয়া*, পৃ ৭৯-৮০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মুজাদালা প্রয়োগের প্রয়োজন আছে কি না

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মুজাদালার সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন না করলে মানব সমাজে এর একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।। এতে পরস্পরে সম্পর্ক, শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে। তর্কে তর্ক বাড়ে, ঝগড়া-বিবাদ, মতভেদ সৃষ্টি হয়। বিশেষত এটা ভ্রান্ত পন্থায় হলে এর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের দিকে লক্ষ্য করে কেউ কেউ দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজনীয়তাকে খাটো করে দেখেছেন। আবার কেউ কেউ এটাকে দা'ওয়াতী কর্মসূচীর বহির্ভুত বলে মন্তব্য করেছেন।

ইমাম রাযী বলেন :

> আর উক্ত আয়াতটির সূক্ষ্ম দিকগুলোর মধ্যে এটাও ধরা যায়। আল্লাহ্ পাক বলেছেন, 'আপনার প্রভুর পথে দা'ওয়াত দিন হিকমত ও মাও'ইযার সাথে'। এখানে দা'ওয়াতকে এ দু'প্রকার পদ্ধতির মাঝেই সীমাবদ্ধ করা হয়। কেননা দা'ওয়াত যদি অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে হয়, তাহলে তা হবে হিকমত। আর ধারণা সৃষ্টিকারী প্রমাণাদির মাধ্যমে হলে সেটা মাও'ইযা হাসানা। কিন্তু মুজাদালা দা'ওয়াতী কর্মসূচীর আওতাভুক্ত নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য অন্যটা, যা দা'ওয়াতের পরিপন্থী। আর তা হল জব্দ করা ও নিরুত্তর করা। এ জন্য হয়তো বলা হয়নি যে, আপনার প্রভুর পথে দা'ওয়াত দেন হিকমাত, সুন্দর মাও'ইযা ও সর্বোত্তম মুজাদালার দ্বারা। বরং মুজাদালাকে আলাদাভাবে প্রকাশ করা হয়। এটা এ মর্মে তাকীদ দেয়ার জন্য যে, এর দ্বারা দা'ওয়াতী কাজ হাসিল হয় না; বরং এর উদ্দিষ্ট বিষয় ভিন্ন (যা বলা হয়েছে)। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।[২৬৬]

ইমাম গাযালী মুজাদালাকে একটা আপদ বা বিধ্বংসী কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[২৬৭]

ইমাম ইবন তাইমিয়া একে من باب دفع الصائل উটনীর কামড় থেকে বাঁচার জন্য আত্মরক্ষামূলক কাজ বলে অভিহিত করেছেন।[২৬৮] এর অর্থ দাঁড়ায় কেউ তর্কে এগিয়ে আসলে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। তর্ককারীকে যুক্তি দিয়ে বুঝানো বা তাকে জব্দ করার জন্য এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

শায়খ বাহী খাওলী বলেন, 'অল্প হোক আর বেশী হোক কোনভাবেই মুজাদালা দা'ওয়াতের পদ্ধতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।'[২৬৯]

এভাবে পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মুজাদালা ব্যবহারের প্রতি নিরুৎসাহিত করেছেন। এর সমর্থনে কুরআন-সুন্নাহ থেকে ক'টি বাণীও উল্লেখ করা হয়। যেমন :

১. আল্লাহর বাণী :

لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا واليه المصير- والذين يحاجون فى الله من، بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد-

---

২৬৬. দ্র. আল্লামা ফখরুদ্দীন আর রাযী, প্রাগুক্ত, ১৯খ, পৃ ১৩৮।

২৬৭. ইমাম আবূ হামেদ গাযালী, প্রাগুক্ত।

২৬৮. দ্র. ইমাম ইবন তাইমিয়া, *কিতাবুর রাদ্দি 'আলাল মানতিকিয়্যিন,* বোম্বাই : আল মাত্‌বাউল কাইয়্যিমাহ, ১৯৪৭, পৃ ২৪৭-৪৮।

২৬৯. দ্র. শায়খ খাওলী, *তাযকিরাতিদ্ দু'আত,* কায়রো : মাতবা'আতুত্ তুরাস, ১৪০৮ হি., পৃ ৩৯২।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোন বিবাদ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সমবেত করবেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন হবে। আল্লাহর দ্বীন মেনে নেয়ার পর যারা সে সম্পর্কে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তাদের বিতর্ক তাদের প্রভুর কাছে বাতিল, তাদের প্রতি আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর আযাব।[২৭০]

২. আল্লাহ তা'আলার বাণী : -ويعلم الذين يجادلون فى ايتنا مالهم من محيص

আর যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা যেন জানে যে, তাদের (শাস্তি থেকে) পলায়নের কোন জায়গা নেই।[২৭১]

৩. মহানবী (স)-এর বাণী :

ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا اوتو الجدل-

কোন জাতি হিদায়াতের উপর থাকার পর যখন তারা তর্কে লিপ্ত হয়েছে তখনই পথভ্রষ্ট হয়েছে।[২৭২]

উপরোক্ত বাণীসমূহের আলোকে বলা হয় যে, মুজাদালা করা উচিত নয়; বরং তা নিষিদ্ধ। তাছাড়া দা'ওয়াতের মত একটি স্পর্শকাতর ক্ষেত্রে তা না করাই আরো শ্রেয়।

কিন্তু জমহুর 'উলামার মতে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা আছে। আর এর পিছনে অনেক যুক্তি আছে বলে মনে হয়। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ক'টি নিম্নে উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত : নিষেধাজ্ঞাটি বাতিল নিয়ে তর্কের ক্ষেত্রে সত্য নিয়ে বিতর্কের ক্ষেত্রে নয় : উপরোক্ত কুরআন-সুন্নাহের বাণীসহ যে সব বক্তব্যে মুজাদালা নিষিদ্ধ করা হয়, তা বাতিল নিয়ে মুজাদালা করার ক্ষেত্রে। কিন্তু সত্য প্রতিষ্ঠায় মুজাদালার ক্ষেত্রে ঐ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। অন্যথায় যে সব আয়াতে ও হাদীসে মুজাদালা করার জন্য আদেশ করা হয়েছে তার সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে। সুতরাং সত্যের জন্য মুজাদালা অবৈধ নয়; বরং আদিষ্ট বিষয়। আর দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে মুজাদালা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য।

দ্বিতীয়ত : মানব সমাজে তর্ক উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর : মানব সমাজে অনেক দিক রয়েছে যে দিকগুলোর কারণে তর্কের উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক। যথা :

- **মানুষ তর্ক প্রিয় :** পূর্বেই আল কুরআনের আলোকে উপস্থাপিত হয়েছে যে, মানুষ অন্যান্যদের তুলনায় অধিক তর্কপ্রিয়। প্রতিটি মানুষই নিজের চিন্তাকে নিজের গণ্ডিতে বাস্তবায়নের চেষ্টা করে, প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টা চালায়। আর তখন স্বভাবতই অন্যের সাথে কম-বেশী তর্কের উদ্ভব হয়। আর তাদের এ স্বভাব এমনকি মৃত্যুর পরও কার্যকর থাকবে। যেমন বিচারের দিনের ব্যাপারে বলা হয় :

  يوم تاتى كل نفس تجادل عن نفسها-

  সেদিন প্রত্যেকেই নিজের জন্য বিতর্ক শুরু করবে।[২৭৩]

---

২৭০. সূরা আশ-শুরা : ১৫-১৬।

২৭১. সূরা আশ-শুরা ৩৫।

২৭২. ইবন মাজা কাযবীনী, *সুনানু ইবন মাজা*, মুকাদ্দামাহ, বাবু ইজতিনাবিল বিদ'য়ি ওয়াল জাদাল, ১খ, পৃ ১৯।

২৭৩. সূরা আন্ নাহল : ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

- **পৌত্তলিকতা বা পূর্ব পুরুষের অনুসরণ :** এর মাধ্যমেও মানুষ আকৃষ্ট হয়ে তার উপর অটল থাকতে গিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়। এ জন্য আল কুরআনে বলা হয়েছে :

  اتجادلونني فى اسماء سميتموها انتم واباؤكم-

  তোমরা কি আমার সাথে ঐসব নামের ব্যাপারে বিতর্ক করছ যার নাম দিয়েছ তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষরা।[২৭৪]

- **জ্ঞান অনুসন্ধিৎসা :** মানুষ স্বভাবতই অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু। যা জানে না অথচ আভাস পায় তা জানার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠে। এ জন্য দেখা যায় শিশু বারবার প্রশ্ন করে। তাই এ স্বভাবের কারণে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের মাঝে বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে।

- **অহংকার, দম্ভ ও প্রতিহিংসা :** এসব নেতিবাচক গুণাগুণের কারণেও যুক্তি-তর্কের উদ্ভব হতে পারে। যেমন ইবলীশ স্বীয় প্রভুর সাথে যুক্তি দিচ্ছিল, সে আগুনের তৈরী। মাটির তৈরী কিছুর সামনে সে সিজদা করবে না।

- **সন্দেহ নিরসন :** অনেক সময় বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিলে ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনে বা স্বীয় বিষয়ের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন শুরু করে। তখন স্বভাবতই বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে।

- **সত্য বিকৃতি :** অনেকে ইচ্ছা করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সত্যের বিকৃতি ঘটানোর চেষ্টা করে। তখনও বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে।

এসব দিকসহ আরো অনেক দিক দিয়ে মানব সমাজে বিতর্ক দেখা দেয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। সে সব মুহূর্তে দা'ঈকে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে। আর তখন বিতর্ক করতেই হবে।

তৃতীয়ত : সর্বোত্তম মুজাদালা আম্বিয়া কিরামের সুন্নাত : পূর্বেই বলা হয়েছে, মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মুজাদালার উন্মেষ। এমনকি ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করা হবে এমন একটি জাতি সৃজনের প্রেক্ষাপটেই সৃষ্টিকর্তা ও ফিরিশতার মাঝে যুক্তি প্রদর্শনমূলক বিতর্ক হয়। এ যমীনে পদার্পণ করার পর আদম (আ)-এর তনয়দ্বয় বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। তেমনি যুগে যুগে মানব সমাজে বিতর্ক চলে আসছে। যে জন্য আদম (আ)-এর পরবর্তী সকল নবী-রাসূল (আ)গণকে তাঁদের উম্মতের লোকজনের সাথে তর্ক করতে হয়েছিল। এজন্য প্রত্যেক নবী (আ)কে । প্রতিপক্ষের দাবী খণ্ডন করার নিমিত্তে ও ভ্রান্ত বক্তব্যের মুখ জব্দ করার জন্য দলীল ও বুরহান দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

جاءتهم رسلهم بالبينت فردوا ايديهم فى افواههم-

তাদের কাছে তাদের পয়গম্বর সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর তাদের হাত তাদের মুখে পুরে দেন।[২৭৫]

---

২৭৪. সূরা 'আরাফ : ৭১।

২৭৫. সূরা ইবরাহীম : ৯।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখেছি, হযরত নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগই করে বসেছিল যে, তিনি তাদের সাথে বেশী বেশী মুজাদালা করছেন। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুক্তি প্রদর্শনের প্রজ্ঞা এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ পাক নিজেই ঘোষণা দিচ্ছেন এভাবে :

وتلك حجتنا اتينها ابرهيم على قومه نرفع درجت من نشاء ان ربك حكيم عليم-

এটি ছিল আমারই যুক্তি, যা আমি ইবরাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত করি। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা ইবরাহীমকে তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত করি। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।[২৭৬]

অতএব আল্লাহপ্রদত্ত যুক্তি প্রদর্শনমূলক মুজাদালা তথা সর্বোত্তম পন্থায় মুজাদালা সকল নবী (আ)-এর সুন্নত।

চতুর্থত : বাতিলকে মুক্ত অবস্থায় ছেড়ে দেয়া দা'ওয়াতী চেতনার পরিপন্থী : হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। আল কুরআনেই এসেছে, বাতিল শক্তি সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য তর্ক-বিতর্ক করবে। ইরশাদ হয়েছে : -ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق

আর কাফিররাই মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে। তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দিতে চায়।[২৭৭]

সুতরাং বাতিল শক্তিকে মুক্ত অবস্থায় ছেড়ে দেয়া যায় না। কারণ ইসলামী দা'ওয়াতের অন্যতম মূল লক্ষ্য হল মিথ্যার উপর সত্যকে বিজয়ী করা। ইরশাদ হচ্ছে :

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون-

তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সব দ্বীনের উপর বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিক-কাফিররা তা পছন্দ করে না।[২৭৮]

অতএব বাতিল কখনো কখনো শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে, প্রভাবশালী হতে পারে। আর এ শক্তির পূজা অর্চনায় শয়তানী শক্তির চতুরতা ও বানোয়াট যুক্তি দাঁড় করিয়ে মানুষকে অন্ধ মোহে ধরে রাখতে পারে, সত্যের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারে। সেখানে সত্যপন্থীদের ভূমিকা কি হবে? চুপ থাকা? নিশ্চয়ই না। বরং সত্যের এটম বোমা দিয়ে বাতিলের মূলে আঘাত হানতে হবে। এটাই কুরআনের নির্দেশ। ইরশাদ হয়েছে :

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق-

বরং আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি, অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, অতঃপর মিথ্যা তৎক্ষণাত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।[২৭৯]

শায়খুল হাদীস ইবন তাইমিয়্যাহ তাঁর 'আর-রদ্দ 'আলাল মানতিকিয়্যিন' গ্রন্থে মুজাদালার প্রতি কিছু নেতিবাচক ভাব দেখালেও তাঁর পূর্ববর্তী অন্য গ্রন্থে এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন :

---

২৭৬. সূরা আল আন'আম : ৮৩।

২৭৭. সূরা কাহ্‌ফ : ৫৬।

২৭৮. সূরা আস-সফ : ৯।

২৭৯. সূরা আম্বিয়া : ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

নাস্তিক ও বিদ'আতীদের মত খণ্ডনে মুনাযারা তথা বিতর্ক করে যে ওদের লেজ কাটা করেনি, সে ইসলামের অধিকার আদায় করেনি। জ্ঞান ও ঈমানের দাবীও সে পূর্ণ করল না। তার কথার মাধ্যমে অন্তরের চিকিৎসা হল না, আত্মা তৃপ্তি লাভ করল না এবং ইলম ও ইয়াকীন সৃষ্টিতে তার কথা কোন কাজে আসল না।[২৮০]

পঞ্চমত : অস্ত্র যুদ্ধে মানব সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশী : বিবদমান বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শনমূলক পরস্পরে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান না করা এবং দা'ওয়াতের চেতনা অনুসারে চুপ না থাকলেও আরেকটি পথ খোলা থাকে, আর তা হল সশস্ত্র সংগ্রাম-যুদ্ধ। কিন্তু বাকযুদ্ধের চেয়ে অস্ত্র যুদ্ধে মানব সমাজে প্রাণহানির মাধ্যমে ক্ষতি হয় বেশী। তাই সর্বোত্তম কায়দায় মুজাদালা করতে সক্ষম হলে প্রাণহানির ক্ষতি থেকে মানব সমাজকে বাঁচানো যাবে বেশী।

ষষ্ঠত : অস্ত্র যুদ্ধের চেয়ে তর্ক যুদ্ধে দা'ঈর শক্তি বেশী : অস্ত্রযুদ্ধে কোন কোন সময় বাতিল শক্তি বিজয়ী হতে পারে, আবার কোন সময় সত্যপন্থীগণও বিজয়ী হতে পারেন। উভয়েরই সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সত্যের পক্ষে যুক্তি শক্তিশালী। বাতিল এক্ষেত্রে দুর্বল। কারণ তার স্বপক্ষে যুক্তি নেই। অতএব বাতিলপন্থী প্রতিপক্ষকে সর্বোত্তম পন্থায় আলোচনায় নিয়ে আসতে পারলে সত্যপন্থীদের বিজয়ের সম্ভাবনাই বেশী। সত্য যখন সমাগত হয় বাতিল তখন পলায়ন করে। এ মর্মে আল কুরআনে এসেছে :

وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا-

> আর আপনি বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ার ছিল।[২৮১]

অতএব অস্ত্র যুদ্ধের চেয়ে তর্ক যুদ্ধে দা'ঈ লাভবান হবেন বেশী।

সপ্তমত : মুজাদালা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত : নাস্তিক, পৌত্তলিক ও বিদ'আতীদের মত খণ্ডনে যুক্তিপ্রদর্শনমূলক মুজাদালা ইসলামী জিহাদের এক মৌলিক অংশ। বরং এটাই বড় জিহাদ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : وجاهدهم به جهادا كبيرا-

> আপনি এটা (আল কুরআন) দ্বারা তাদের সাথে জিহাদ করুন।[২৮২]

আল কুরআন দ্বারা জিহাদের অর্থ তাত্ত্বিক ও তথ্যমূলক যুক্তি প্রদর্শনমূলক জিহাদ।

মহানবী (স) বলেছেন : جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم-

> মুশরিকদের সাথে তোমরা জিহাদ কর তোমাদের ধন-সম্পদের বিনিময়ে, তোমাদের জীবনের বিনিময়ে এবং তোমাদের জিহ্বা দ্বারা।[২৮৩]

সুতরাং এখানে জিহ্বা দ্বারা জিহাদের কথা বলে মৌলিক যুক্তি প্রদর্শন ও জবাব দেয়ার কথাই বলা হয়েছে।

---

২৮০. দ্র. শায়খ ইবন তাইমিয়া, *দার'উ তা'আরুদিল 'আকলি ওয়ান নাকলি,* কায়রো : কুতুবিল ওয়াতানিয়াহ, ১৯৭১, ১খ, পৃ ৩৫৭।

২৮১. সূরা বনী ইসরাঈল : ৮১।

২৮২. সূরা আল ফুরকান : ৫২।

২৮৩. ইমাম আবূ আবদুর রহমান আহমদ ইবন শু'আইব আন্ নাসা'ঈ, *সুনানু নাসাঈ,* কিতাবুল জিহাদ, ৬খ, পৃ ৭।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টমত : মুজাদালা দ্বীনি নসীহত : নসীহত অর্থ কারো কল্যাণার্থে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছুর দিক-নির্দেশনা দেয়া। সুতরাং মুজাদালাও দ্বীনি নসীহত। এর মাধ্যমে সত্য দ্বীনের প্রতি মানুষকে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়। এ জন্য হযরত নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় যখন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল যে, আপনি আমাদের সাথে বেশী বেশী মুজাদালা করছেন, তখন তিনি প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন :

ولا ينفعكم نصحى ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم -

আর আমি তোমাদের নসীহত করতে চাইলেও তা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যদি আল্লাহ তোমাদের গোমরাহ করতে চান।[২৮৪]

এর মর্মার্থ হল, তিনি তাদের সাথে মুজাদালা করেছেন নসীহতের সুরে ও ভাব নিয়ে। এটাই শ্রেয়। আর যাতে প্রতিপক্ষকে শুধু হেয় করা, পরাস্ত করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য হয়, তা ভাল মুজাদালা হতে পারে না। বরং উভয় পক্ষ পরস্পরের কল্যাণকামিতার চেতনায় মুজাদালা করাই সর্বোত্তম মুজাদালা।

নবমত : নিরুত্তর করার মাঝেও দা'ওয়াতী প্রভাব বিদ্যমান : কোন ব্যক্তি সত্যান্বেষী হলে প্রতিপক্ষের যুক্তির যথার্থতা প্রকাশিত হওয়ার পর তা মেনে নেয়। অনেক সময় কেউ কেউ বেশী বাড়াবাড়ি করে প্রতিপক্ষের যুক্তির মুখে লাজওয়াব হয়ে গেলেও তার অন্তরে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সুতরাং তৎক্ষণাত হোক আর পরক্ষণে হোক কোন এক পর্যায়ে সে জব্দকারী প্রতিপক্ষের মত দ্বারা আকৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু সে বাকচতুরতায় বাতিল নিয়ে বিজয়ী হলে মনোবিশ্লেষণ করে এর উপর আরো অটল হয়ে যায়। ফলে দেখা যায়, অনেক সময় এর বিপক্ষে ভাল যুক্তিও মানতে চায় না। অতএব কাউকে জব্দ করতে পারলে তাতে দা'ওয়াতী প্রভাব নিহিত থাকে।

দশমত : মুজাদালা শর্তসাপেক্ষে বৈধ : পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রতিপক্ষকে শুধু জব্দ করতে পারলেই ইসলামের দৃষ্টিতে দা'ওয়াতী মুজাদালা হবে না। বরং প্রতিপক্ষের মনস্তাত্ত্বিক দিকসহ তার সাথে আচার-আচরণ ও বাচন তথা সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে উত্তমপন্থায় মুজাদালা হলেই সেটা হবে ইসলামের দা'ওয়াতী মুজাদালা। এ জন্য একাধিক আয়াতে মুজাদালাকে শর্তসাপেক্ষে বৈধ করা হয়েছে যে, এটা সর্বোত্তম পন্থায় হতে হবে। প্রথমোক্ত দা'ওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনা সম্বলিত আয়াতেও একই শর্তারোপ করা হয়।

একাদশত : মুজাদালা একটি সাময়িক কৌশল : মুজাদালা বৈধ করার অর্থ এই নয় যে, যার তার সাথে যখন ইচ্ছা এতে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি আছে। তা নয়; বরং যখন কেউ মুজাদালা করতে আসবে কিংবা দা'ঈ নিজেই সেটার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন তথা কল্যাণকর মনে করবেন, তখনই তা করা বাঞ্ছনীয়। সব সময় মুজাদালায় লিপ্ত থাকতে হবে এমনটি নয়। যাকে মাও'ইযা করলে বা সাধারণভাবে হক কথা বললে মেনে নেয়, তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া অবান্তর। এটা একটা সাময়িক কৌশলগত পদ্ধতি।

---

২৮৪. সূরা হূদ : ৩৪।

দ্বাদশত : মুজাদালা কুরআনিক পদ্ধতি : স্বয়ং আল কুরআনে মুজাদালার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এতে প্রতিপক্ষের মত খণ্ডনে অত্যন্ত মজবুত ও শক্তিশালী যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে, যা আমরা পূর্বেই দেখেছি। তাতে এমনকি প্রচলিত মানতিকী আরোহ, অবরোহ, প্রতিকল্পিক, আবর্তন, অবৈধতা প্রমাণ, স্ববিরোধিতা প্রমাণ ইত্যাদি পদ্ধতিসমূহের সমাহার ঘটেছে। এ জন্য যুগে যুগে দার্শনিক, বিজ্ঞানী, কবি-সাহিত্যিক নির্বিশেষে এর পক্ষে-বিপক্ষের সকলেই কিছু না কিছু আল কুরআন অধ্যয়ন বা শ্রবণের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছেন। এ জন্য মহানবী (স) ও তাঁর সাহাবীবর্গের দা'ওয়াতের অন্যতম পদ্ধতি ছিল কুরআন তিলাওয়াত করা।

সর্বোপরি, উপরোক্ত দিকগুলো বিবেচনা করলে কোনভাবেই মুজাদালাকে ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতিবহির্ভূত বলে আখ্যা দেয়া যায় না। আর দা'ওয়াতের সেই আয়াতে মাও'ইযার উপর আত্ফ বা ক্রিয়াবাক্যে সংযোজন করা হয়নি বলে তা দা'ওয়াতের কর্মসূচীর বাইরে- তাও বলা যথাযথ নয়। 'এবং' দ্বারা দুটি বিষয়কে সংযুক্ত করলেই যে উভয়টি পরস্পর বিপরীতমুখী হবে, তাও যথাযথ নয়। একই পর্যায়ভুক্ত বিষয়কে বিভিন্ন স্টাইলে একই বাক্যে 'এবং' শব্দ দ্বারা সংযুক্ত করা বৈধ। তবে উক্ত আয়াতে মুজাদালাকে আলাদাভাবে তথা جادلهم দ্বারা নতুন ক্রিয়া পদ দ্বারা বলার অর্থ একে আরো বেশী গুরুত্ব দেয়ার উদ্দেশ্য হয়েছে তাও বলা যায়। কারণ মুজাদালা বুদ্ধিজীবী সমাজে তথা মানব সমাজে বহুল প্রচলিত একটি কার্যক্রম। যৌক্তিক ধর্ম হিসেবে ইসলাম তা রহিত করতে বা তাতে নীরব ভূমিকা নিতে পারে না। অপরদিকে যেহেতু এটা যথাযথভাবে সম্পাদিত না হলে তাতে সমাজের সদস্যদের সম্পর্ক বিনষ্ট হতে পারে, তাই সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় মাত্র। আর তা হলো সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন। আর এটাই দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত। অতএব এসব দিক লক্ষ্য করে বলা যায়, মুজাদালা একটি ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি। তাই যুগে যুগে ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

ইসলামী দা'ওয়াতে মুজাদালা প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

একজন দা'ঈ স্বীয় দা'ওয়াতী মুজাদালার স্বরূপ ও তা প্রয়োগের পদ্ধতি জানার পর তা কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত, তা জানা প্রয়োজন। কেননা মুসলিম সমাজে অনেকের মনে প্রশ্ন আসে যে, আকীদার ক্ষেত্রে তা করা যাবে কি না, মুসলমানগণ পরস্পর মুজাদালা করতে পারবেন কি না, ইত্যাদি।

প্রথমত : বিষয়গত দিক বিবেচনা করে বলতে গেলে বলতে হয় যে, যেহেতু আকীদা, শরী'আত, আখলাক এসব ক'টিই ইসলামী দা'ওয়াতের বিষয়বস্তু, সেহেতু এসব দিক নিয়েই মুজাদালা চলতে পারে। আমরা পূর্বেই দেখেছি, আল কুরআনে আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর এককভাবে প্রভু হওয়া, মানুষের পুনরুত্থান এবং হালাল হারাম ইত্যাদি ব্যাপারে মুজাদালা করা হয়েছে মুশরিক ও আহলে কিতাবের সাথে।

আকীদা একটি স্পর্শকাতর গায়েবী নিঃসন্দেহে। কিন্তু তার ভিত্তি যদি মজবুত দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলেই বরং এতে ঈমানে দৃঢ়তা আসে এবং সে অনুসারে জীবন গড়ে ওঠে। অন্যথায়

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি হয় নেফাকী। অতএব দা'ওয়াতের সকল বিষয়বস্তুতে মুজাদালা করা যাবে। কারণ ইসলাম এক যুক্তিনির্ভর তথা বিজ্ঞানসম্মত জীবনবিধান। অন্ধ অনুকরণের স্থান ইসলামে নেই।

দ্বিতীয়ত : দা'ঈর নিজ মুজাদালায় প্রতিপক্ষ বিবেচনায় মুসলিম অমুসলিম সকলকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। কেননা অমুসলিমদের যুক্তি খণ্ডনে মুজাদালার পাশাপাশি মুসলমানগণের সাথেও তা করা যাবে। কারণ মানুষ স্বভাবত তর্কপ্রিয় হওয়ার কারণে তাদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। তাই মুসলমানগণও এর বাইরে নয়। এ জন্য আল কুরআনে বলা হয়েছে :

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين- الا من رحم ربك-

আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকলকে একই দলভুক্ত করতে পারতেন, আর তারা মতবিরোধের উপর চলমান। একমাত্র যাদেরকে আপনার প্রভু রহম করেছেন তারা ছাড়া।[২৮৫]

এক মুসলিম মহিলা একদা মহানবী (স)-এর কাছে এসে মুজাদালা করতে শুরু করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তার কাজে তাকে তিরস্কার করেননি। বরং ঐ ঘটনাটি যে সূরায় বর্ণিত হয়েছে, তার নামকরণ করা হয়েছে সূরা আল মুজাদালা। অতএব মুসলিম সমাজেও মুজাদালা চলতে পারে। এতে দ্বীন খাটো হয়ে যাবে না, যদি এতে পূর্বে বর্ণিত নীতিমালা ও আদব কায়দা অবলম্বন করা যায়।

তেমনিভাবে সামাজিক মর্যাদায় যে কোন স্তরের লোকজনের সাথে মুজাদালা করা যাবে। এমনকি রাষ্ট্রনায়ক হলেও হযরত ইবরাহীম তাঁর সমসাময়িক সম্রাট নমরূদ এবং হযরত মূসা (আ) তাঁর সমসাময়িক সম্রাট ফির'আউনের সাথে মুজাদালা করেছিলেন, যা কুরআন কারীমেই বর্ণিত হয়েছে।

যারা তর্কপ্রিয় বা যুক্তি দিয়ে না বুঝালে কোন কিছু মানতে চায় না তাদের সাথে মুজাদালা করাকে মুফাসসিরগণ শ্রেয় মনে করেছেন। এর স্বরূপ নির্ধারণে দেখা গেছে যারা তর্কের পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত তাদের সাথেই মুজাদালা করা বাঞ্ছনীয়। আর যারা সাধারণ শ্রেণী বা অজ্ঞ, তাদের সাথে মুজাদালা না করাই ভাল। কারণ হয় তারা আবেগপ্রবণ সর্বসাধারণ স্বভাব-প্রকৃতির মানুষ, তাদের সাথে মাও'ইযাই উত্তম। নয়তো তারা তর্ক করবে অজ্ঞতাবশত। তাই তাদের সাথে বিতর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা কষ্টকর। অনেক ক্ষেত্রে ফিতনা-ফ্যাসাদ হ্রাস পাওয়ার চেয়ে বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে বিবেচনা করে একজন দা'ঈ মুজাদালা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন।

উপসংহারে বলা যায়, পরস্পর বিরোধপূর্ণ বিষয়ে যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শনমূলক যে মত বিনিময়, যাকে আরবীতে বলা হয় মুজাদালা, তা ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত ও শর্তসাপেক্ষ বিষয়, তা হতে হবে সর্বোত্তম পন্থায় শুধু তর্কের তর্ক নয়; বরং সত্য প্রতিষ্ঠায় ও উত্তম ভাব ব্যঞ্জনা এবং চিত্তাকর্ষক আচার-আচরণের মাধ্যমে তা সম্পাদিত হবে, যা সত্য প্রতিষ্ঠা করবে, বিরোধ মীমাংসা করবে, পরস্পর সম্পর্ক বিনষ্ট করার পরিবর্তে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করবে। মানব সমাজে বহুল প্রচলিত একটি পদ্ধতিকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই; বরং কুরআনুল কারীম নির্দেশিত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত পন্থায় সুনিয়ন্ত্রিতভাবে তথা এ ক্ষেত্রে মূলনীতিগুলো অনুসরণ করে এবং যথাযথ ক্ষেত্র নির্বাচন করে মুজাদালা করলে ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য আসতে পারে বলে আশা করা যায়।

২৮৫. সূরা হুদ : ১১৮-১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তম নীতি-নৈতিকতায় যুলুম-নির্যাতন প্রতিরোধ করা

ইসলাম আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা প্রদত্ত ও তাঁর রাসূল (স) কর্তৃক প্রদর্শিত মানবজাতির জন্য শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ব্যক্তির আধ্যাত্মিক, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক তথা সকল দিক-নির্দেশনা নিহিত এ দ্বীন ইসলামে। যার মূল সূত্র মানব জীবনে কার্যকর প্রাকৃতিক নিয়ম বর্ণনাকারী কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ, চর্চা এবং মানবজাতির ঐক্য চেতনা ও মানবীয় ভ্রাতৃত্ব। মূল লক্ষ্য, ঐ সূত্রে গাঁথা জীবন পদ্ধতিতে নিজেকে ও অপরকে পরিচালিত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও ইহ-পারত্রিক জীবনে সঠিক কল্যাণ লাভ। সংক্ষেপে বলতে গেলে, যিনি এ প্রাকৃতিক ও মানব কল্যাণকর জীবন বিধান ইসলামের দিকে বিজ্ঞানসম্মত ও শিল্প সঞ্জাত উপায়ে আহবান করে তথা তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টা চালায় তিনিই 'ইসলামী দা'ঈ'। ইসলামের আলোকে মানব জীবনের পুনর্গঠনই এ দা'ঈর মূল লক্ষ্য।

স্মর্তব্য যে, মানুষ স্বীয় পূর্ব ধ্যান-ধারণা তথা আকীদা-বিশ্বাস সহজে ত্যাগ করতে চায় না। ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাস, আচার-আচরণের পরিবর্তন আনা তো আরো জটিল; বরং কেউ কেউ নতুন মত ও পথ মেনে না নিলেও চুপচাপ বসে থাকে না, নতুন বিষয়ের আহবায়কের পথ রুখে দাঁড়ায়। তখন দেখা দেয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত। এমনকি ইসলামী দা'ওয়াহর ক্ষেত্রে রয়েছে শয়তানী ও তাগুতী তথা খোদাদ্রোহী অপশক্তির সুগভীর ষড়যন্ত্র, প্রচণ্ড বাধা ও অহেতুক বাড়াবাড়ি। ফলে এ দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে দা'ঈগণ সম্মুখীন হন বৈচিত্র্যময় নিগ্রহ, নিপীড়ন, নির্যাতন তথা যুলুম ও অত্যাচারের। তখন ইসলামী দা'ঈর ভূমিকা কি হবে? তিনি কি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবেন, না দা'ওয়াতী তৎপরতা চালিয়ে যাবেন? কিন্তু এখানে আল্লাহর নির্দেশ হল দা'ওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে হবে, একে সচল রাখতে হবে। ইরশাদ হয়েছে :

فلذلك فادع واستقم كما أمرت-

সুতরাং এর প্রতিই দা'ওয়াত দাও এবং হুকুম অনুযায়ী অবিচল থাক।[২৮৬]

মহানবী (স)কে উদ্দেশ্য করে আরো বলা হয় :

فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعلمون بصير- ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون-

অতএব তুমি ও তোমার পথে যারা তওবা করে আছে সকলে নির্দেশ মত অটল থাক। আর সীমালংঘন করো না। তোমরা যা কিছু করছো তিনি তার দ্রষ্টা। আর যালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়বে না। তাহলে জাহান্নামের আগুন তোমাদেরও স্পর্শ করবে। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোন বন্ধু নেই। অতএব (তা করলে) কোথাও সাহায্য পাবে না।[২৮৭]

তাই যালিমের যুলুমের মুখে দা'ঈকে দা'ওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কিভাবে সে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা হবে?

অপরদিকে ইসলামী দা'ওয়াতের পদ্ধতি বর্ণনায় বলা হয় :

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن-

---

২৮৬. সূরা আশ-শুরা : ১৫।

২৮৭. সূরা হুদ : ১১২-১১৩।

আল্লাহ প্রদত্ত জীবন পথের দিকে দা'ওয়াত দাও হিকমত তথা প্রজ্ঞা ও সুকৌশলে এবং সদুপদেশের দ্বারা। আর তাদের সাথে তর্ক কর সর্বোত্তম পন্থায়।[২৮৮]

অতএব প্রজ্ঞাময় বাণী ও কৌশলে মানুষের নিকট ইসলামের কথা পেশ করতে হবে। তখন লোকজন দু'ভাগে বিভক্ত হবে। ১. সমর্থনকারী, ২. সমর্থনকারী নয়। যারা সমর্থন করেনি, তাদের কেউ কেউ চুপ থাকবে। এরা হয়তো অমনোযোগী ও গাফিল। তাদেরকে সদুপদেশ দিয়ে তাঁদের ফিতরাত জাগিয়ে তুলতে হবে। কিন্তু অসমর্থনকারীদের মাঝে কেউ কেউ প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। তারা আবার দু'ধরনের :

১. কেউ যুক্তি দ্বারা দা'ঈকে জব্দ করতে চায়। তখন দা'ঈ তার যুক্তি খণ্ডন করবেন।

কেউ যুক্তির অস্ত্র ব্যবহার না করে হুমকি-ধমকি বা যুলুম-নির্যাতনের পথ বেছে নেবে। তখন দা'ঈর করণীয় কি? যেখানে যুক্তি-তর্কের পালা শেষ, সেখানে দা'ঈ কি করবেন? যুলুমকারীদের সাথে তর্ক চলে না। তাই বর্তমান আলোচনায় যালিমদের যুলুম বলতে কি বুঝায়, এটি কিসের উপর আরোপিত হয়, কখন কিভাবে তাদের মোকাবেলা করা হবে, এটা করার প্রয়োজনীয়তাই বা কতটুকু, এসব ক্ষেত্রে ইসলামী দা'ওয়াতের দৃষ্টিতে ভাষ্য কি– তা তলিয়ে দেখার গুরুত্ব অপরিসীম।

যুলুম-নির্যাতনের স্বরূপ

যুলুম শব্দটি বাংলায় ব্যবহৃত হলেও এর মূল আরবী। আরবীতে যুলুম (ظلم) শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন অত্যাচার, উৎপীড়ন, নিপীড়ন, নির্যাতন, দুর্ব্যবহার,[২৮৯] অন্যায়, অবিচার, অধিকারহরণ,[২৯০] সীমালংঘন করা, সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া, কোন বস্তু বা বিষয়কে যথাস্থানে না রাখা, বাধা দেয়া[২৯১] ইত্যাদি।

আল্লামা আলী আল-জুরজানী এর একটি প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তা হলো :

الظلم : وضع الشئ فى غير محله-

যুলুম হল কোন বস্তু বা বিষয়কে যথাস্থানে না রাখা।[২৯২]

কেননা উপরোক্ত অর্থসমূহ সব ক'টিই এ অর্থের আওতাভুক্ত। এটা আদল তথা ইনসাফের বিপরীত। নির্যাতন করাও যুলুমের পর্যায়ভুক্ত।

মোটকথা, যুলুম শব্দটি এক ব্যাপকার্থবোধক প্রত্যয় বিশেষ। যত রকমের অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন ও শোষণ আছে সবই এর অন্তর্ভুক্ত। চলমান যুলুমের বিভিন্ন রূপ ও ধরন অনুসারে আল কুরআনে বিভিন্ন আঙ্গিকে ও শব্দে এর ব্যবহার এসেছে। নিম্নে ক'টি দিকের উপর আলোকপাত করা হল।

১. **যুলুম অর্থ অন্যায়, অসংগত ও অযাচিত মন্তব্য বা পদক্ষেপ:** যেমন আল্লাহর বাণী :

ان الشرك لظلم عظيم-

নিশ্চয়ই শিরক করা বড় যুলুম।[২৯৩]

---

২৮৮. সূরা নাহল : ১২৫।

২৮৯. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ ৩৯৭।

২৯০. মুহাম্মদ 'আলাউদ্দীন আযহারী, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ ১৭০৫।

২৯১. *আল মু'জামুল ওয়াসীত*, প্রাগুক্ত, পৃ ৫৭৭।

২৯২. আলী আল জুরজানী, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৬।

সুতরাং শিরক করা ন্যায়সংগত নয়। আল্লাহ্ পাককে যথাযথ মর্যাদায় রাখা হয় না শিরকের মাধ্যমে।

প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ইবন 'আশূর বলেন, শিরক বিভিন্ন দিক দিয়ে যুলুম। এর দ্বারা সৃষ্টিকর্তার অধিকারসমূহে যুলুম তথা অবিচার হয়। শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি নিজের জন্য যুলুম। কেননা নিকৃষ্ট এক জড় পদার্থের দাসত্বের গহ্বরে নিজেকে সে প্রতিস্থাপন করছে। আর এটা সত্যিকারের ঈমানদারের উপর যুলুমের উপলক্ষ্য। কেননা এটা ঈমানদারগণের উপর নির্যাতন ও নিপীড়নের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া, এটা বস্তুসমূহের মূল তত্ত্বসমূহের প্রতিও যুলুম। কারণ শিরকের দ্বারা এর প্রকৃত অবস্থা পরিবর্তিত হচ্ছে, পরস্পর সম্পর্ক বিঘ্নিত হচ্ছে।[২৯৪]

২. **অধিকার হরণ ও নির্যাতন :** কাউকে ঘরবাড়ী, ধন-সম্পদের কর্তৃত্ব থেকে অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করা, এ অপরাধে যে, সে একমাত্র আল্লাহকে রব তথা পালনকর্তা ও আইনদাতা হিসেবে মানে। আল্লাহর বাণী :

اذن للذين يقتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ن الذين اخرجو من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله-

যাদেরকে যুদ্ধে বাধ্য করা হচ্ছে, তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে, কারণ তারা নির্যাতিত। অবশ্যই আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন। এরা সে সব লোক, যাদেরকে অন্যায়ভাবে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা বলে, আল্লাহই আমাদের পালনকর্তা, প্রভু।[২৯৫]

যালিমরা যুগে যুগে ইসলামী দা'ঈগণ তথা রাসূলগণকেও দেশ থেকে বিতাড়নের মাধ্যমে যুলুম করেছে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن فى ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظلمين-

কাফিররা পয়গম্বরগণকে বলেছিল, আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের মতাদর্শে ফিরে আসবে। তখন তাদের কাছে তাদের রব ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি যালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব।[২৯৬]

৩. **শারীরিক নির্যাতন ও কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদান :** এতে প্রহার করা, জেলাবদ্ধ করা, হত্যা করা সবই অন্তর্ভুক্ত। যালিমরা এমন কল্যাণকামী রাসূলগণের উপরও সে ধরনের যুলুম করত। যেমন হযরত নূহ (আ)কে যালিম কওম যা বলেছিল, সে সম্পর্কে উদ্ধৃত হয় :

قالوا لئن لم تنته ينوح لتكونن من المرجومين-

তারা বলল, হে নূহ! যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি নিশ্চয়ই প্রস্তারাঘাতে নিহত হবে।[২৯৭]

---

২৯৩. সূরা লোকমান : ১৩।

২৯৪. ইবন আশুরা, *তাফসীরুত্ তাহবীর ওয়াত তানভীর*, তিউনিস : দারু সাহনূন, ১৯৯৭, ২১খ, পৃ ১৫৫।

২৯৫. সূরা হজ্জ : ৩৯-৪০।

২৯৬. সূরা ইবরাহীম : ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

এমনিভাবে এন্টিয়ক জন পল্লীর যালিমরা রাসূলগণকে যা করেছিল, তা নিম্নরূপ :

قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمنكم منا عذاب اليم-

তারা বলল, আমরা তোমাদেরকে অশুভ মনে করছি। যদি তোমরা (দা'ওয়াত থেকে) বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে।[২৯৮]

আর ফির'আউনের যালিম জাতি সম্পর্কে বলা হয় :

واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظلمين- قوم فرعون-

মূসাকে আপনার প্রভু ডেকে বললেন, তুমি যালিম সম্প্রদায়ের কাছে তথা ফির'আউনের সম্প্রদায়ের কাছে যাও।[২৯৯]

এর কয়েকটি আয়াত পরেই ফির'আউনের যুলুমের স্বরূপ প্রকাশে তার দম্ভোক্তি উল্লেখ করা হয় :

قال لئن اتخذت الها غيرى لاجعلنك من المسجونين-

সে বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর, তবে অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব।[৩০০]

অনন্তর প্রতিযোগী যাদুকরদের মধ্যে মূসা (আ) দা'ওয়াত কবুলকারীদের উপর কি নির্যাতন নেমে এসেছিল, কিভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল তা ফির'আউনের ভাষ্যেই প্রতীয়মান :

قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذى علمكم السحر فلسوف تعلمون لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم اجمعين-

সে (ফির'আউন) বলল, আমার অনুমতি দানের পূর্বেই তোমরা কি তার উপর ঈমান এনে ফেললে? নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। শীঘ্রই তোমরা পরিণাম জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব।[৩০১]

এমনিভাবে বনী ইসরাঈলের উপর নির্মম নির্যাতন চলে ও দা'ঈর উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলে। যেমন ফির'আউনের কওমের ভাষায় :

قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم ... وقال فرعون ذرونى اقتل موسى وليدع ربه انى اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر فى الارض الفساد-

তখন তারা বলল, তার সাথে ঈমানদারদের পুত্র সন্তানদের হত্যা কর, আর তাদের নারীদের জীবিত রাখ... ফির'আউন বলল, তোমরা আমাকে অবকাশ দাও, আমি মূসাকে

---

২৯৭. সূরা শু'আরা : ১১৬।
২৯৮. সূরা ইয়াসীন : ১৮।
২৯৯. সূরা শু'আরা : ১০-১১।
৩০০. প্রাগুক্ত : ২৯।
৩০১. প্রাগুক্ত : ৪৯।

হত্যা করেই ছাড়ব। ডাকুক দেখি সে তার প্রভুকে। আমি আশংকা করছি, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।[৩০২]

৪. **নিপীড়নে সীমালংঘন করা :** আল কুরআনে একে اعتداء বলে আখ্যা দেয়। যেমন আল্লাহর বাণী :

ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون-

আর তারা নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। কারণ ওরা নাফরমানী করেছে এবং সীমালংঘন করেছে।[৩০৩]

৫. **মনগড়া আইন তৈরী করা যুলুম :** যেমন আল্লাহর বাণী :

ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بايته انه لا يفلح الظالمون-

সে ব্যক্তি অপেক্ষা কে বেশী অত্যাচারী, যে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে, অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, আর নিশ্চয়ই যালিমরা সফলকাম হবে না।[৩০৪]

৬. **মনগড়া আইন বাস্তবায়ন করা :** ইরশাদ করা হয়েছে :

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظلمون-

যে সব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী হুকুমত চালায় না, তারাই যালিম।[৩০৫]

৭. **শরী'আতের সীমালংঘন করা :** ইরশাদ করা হয়েছে :

ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظلمون-

বস্তুত যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমালংঘন করবে, তারাই হল যালিম।[৩০৬]

৮. **আল্লাহর আইন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া :** এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করা হয়েছে :

ومن اظلم ممن ذكر بايت ربهم فاعرض عنها-

তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে, যে তার প্রভুর আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার পরও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।[৩০৭]

৯. **প্রকাশ্যে কুফরির ঘোষণা দেয়া :** এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

والكفرون هم الظلمون-

কাফিররাই মূলত যালিম।[৩০৮]

১০. **কাজ বা কথার মাধ্যমে যুলুম :** কাজের মাধ্যমে যেমন যুলুম হতে পারে, তেমনি কথার মাধ্যমেও যুলুম হতে পারে। যেমন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, অপবাদ দেয়া। ইরশাদ করা হয়েছে :

وقال الظلمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا-

---

৩০২. সূরা আল মু'মিন : ২৫-২৬।

৩০৩. সূরা আল ইমরান : ১১২।

৩০৪. সূরা আন'আম : ২১।

৩০৫. সূরা মায়েদা : ৪৫।

৩০৬. সূরা বাকারা : ২২৯।

৩০৭. সূরা কাহ্ফ : ৫৭।

৩০৮. সূরা বাকারা : ২৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

আর যালিমরা বলে, তোমরা যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছো।[৩০৯]

এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে :

قد نعلم انه ليحزنك الذى يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظلمين بايت الله يجحدون-

অবশ্যই জানি যে, তারা যা বলে তা তোমাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়, কিন্তু তারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং যালিমরা আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।[৩১০]

১১. দা'ওয়াতে সাড়া না দিয়ে দম্ভ প্রদর্শন করা যুলুম : ইরশাদ হয়েছে :

وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا آخرنا إلى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل-

সতর্ক করুন মানুষকে সেই দিনের, যেদিন তাদের নিকট আযাব সমাগত হবে। আর তখন যালিমরা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের কিছুকাল অবকাশ দিন, আমরা আপনার দা'ওয়াতের প্রতি সাড়া দিব এবং রাসূলগণের অনুসরণ করবো।[৩১১]

১২. বাতিলের কাছে মাথা নত করা : এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করা হয়েছে :

ان الذين توفاهم الملئكة ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك ماوهم جهنم وساءت مصيرا-

যারা নিজেদের উপর যুলুম করে তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফিরিশতাগণ বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম। ফিরিশতারা বলে, দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেথায় তোমরা হিজরত করতে? এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত মন্দ আবাস।[৩১২]

১৩. ফিতনা শব্দটিও যুলুম অর্থে ব্যবহৃত : ফিত্না শব্দটিও যুলুম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ করা হয়েছে :

فما امن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم ان يفتنهم-

মূসার প্রতি তাঁর কওমের কতিপয় বালক ব্যতীত আর কেউ ঈমান আনল না। ফির'আউন ও তার সর্দারদের ভয়ে যে, এরা না আবার কোন বিপদে ফেলে দেয়।[৩১৩]

মোটকথা, উপরোক্ত দিকগুলো যুলুমের বিভিন্ন রূপ মাত্র। আল্লাহর আইনের বিরোধিতা, অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ ও নির্যাতন অর্থেই যুলুম শব্দটি বেশী ব্যবহৃত হয়। এই যুলুম বিভিন্ন প্রকারের। কিছু বাচনিক, কিছু কার্যগত। আবার এটা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপৃত। যেমন, শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক। দা'ওয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ সব দিকসহ এটা আরোপিত হয়।

প্রথমত : দা'ঈর নিজের উপর তথা তার ইজ্জত সম্মান, শরীর, ধন-সম্পদ, এমনকি হায়াতের উপর, যা আল্লাহর নবীগণ সহ সাধারণ অনুসারীদের উপরও আপতিত হয়েছে।

---

৩০৯. সূরা ফুরকান : ৮।

৩১০. সূরা আন'আম : ৩৩।

৩১১. সূরা ইবরাহীম : ৪৪।

৩১২. সূরা নিসা : ৯৭।

৩১৩. সূরা ইউনুস : ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত : সাধারণ মানুষের উপর যুলুম আপতিত হচ্ছে। যেমন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনে কোন এলাকার জনগোষ্ঠী আক্রান্ত হলে যা হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত : দা'ওয়াতের উপরও যুলুম হতে পারে। যেমন ইসলামের কোন মূলনীতি পরিত্যাগ করা, অবহেলা করা, কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণ না করে মনগড়া পদ্ধতিতে লোকজনকে আহবান করা ইত্যাদি।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে দা'ঈর উপর যুলুম-নির্যাতন

নেমে আসার সম্ভাব্য উপলক্ষ্য

দা'ওয়াতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়; বরং কন্টকাকীর্ণ। হক ও বাতিলের মাঝে দ্বন্দ্ব চিরন্তন ও সতত চলে আসছে। বাতিলপন্থী ও শয়তানের অনুসারীদের স্বভাবই ছিল নিজেদের উপর ও অপর লোকজনের উপর অত্যাচার করা, অবিচার করা। আর অন্যদের তুলনায় সত্যের দা'ওয়াত ও দা'ঈর ব্যাপারে তাদের ভূমিকা আরো কঠোর ও নির্লজ্জ। ফিতনা-ফ্যাসাদ তথা নৈরাজ্য ও যুলুমের পথ বেছে নেয়া ব্যতীত বাতিলপন্থীদের আর কোন গত্যন্তর নেই। তারা চায় বাহুবলে সত্যকে দাবিয়ে দিতে। মুক্তি নয়, শক্তি প্রয়োগই তাদের সম্বল। তাই খোদাদ্রোহী ফির'আউন যখন আল্লাহর দা'ঈ মূসা (আ)-এর সাথে যুক্তি তর্কে হেরে গেলো, আচমকা সদম্ভে বলে উঠলো, আমি তোমাকে জেলে আবদ্ধ করব। ইরশাদ হয়েছে : -قال لئن اتخذت الها غيرى لاجعلنك من المسجونين

> সে বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর, তবে অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব।[৩১৪]

স্থান-কাল-পাত্রভেদে প্রত্যেক তাগূতী খোদাদ্রোহী শক্তির ভাষা এটাই। যেমন রাসূলগণ সম্পর্কে তারা যা বলত তা কুরআনে নিম্নরূপ এসেছে :

وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا او لتعودن فى ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظلمين- ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد- واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد-

> কাফিররা পয়গম্বরগণকে বলেছিল, হয় আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের মতাদর্শে ফিরে আসবে। তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি যালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব। তাদের পর তোমাদেরকে দিয়ে এ দেশ আবাদ করব। এটা ঐ ব্যক্তি পায় যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আবার আযাবের ধমককে ভয় করে। পয়গম্বরগণ ফয়সালা চাইতে লাগলেন এবং প্রত্যেক অবাধ্য, হঠকারী ব্যর্থকাম হল।[৩১৫]

অতএব দা'ওয়াহ ও দা'ঈর উপর অন্যায়-অবিচার, যুলুম-নিগ্রহ আসাটা দা'ওয়াতী পথের প্রকৃত স্বভাবের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দা'ওয়াত ও তার বাহকের উপর যুলুম আসতেই পারে। ইসলামের পণ্ডিতবর্গও এ বিষয়টি বিভিন্ন দিক থেকে ব্যক্ত করেছেন।

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী বলেন :

---

৩১৪. সূরা শু'আরা : ২৯।

৩১৫. সূরা ইবরাহীম : ১৩-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চয়ই ঐ (ইসলামী) দা'ওয়াত যে নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত করে তা হলো- তারা তাদের বাপ-দাদা পূর্ব পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করা, তা থেকে দূরে থাকা এবং সেই ধর্মকে কুফর ও ভ্রান্ত হিসেবে আখ্যা দেয়া। আর এগুলো অন্তরসমূহে বিষাক্ত গণ্ডগোল সৃষ্টি করে। হৃদয় বক্ষসমূহে হিংস্রতা উস্কে দেয়। এ অবস্থায় হক কথার অধিকাংশ শ্রোতা হকের দা'ঈকে বারণ করতে উদ্যত হয়, কখনো কখনো হত্যার মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত- কখনো কখনো মারধর করার মাধ্যমে। তৃতীয়ত- কখনো কখনো গালিগালাজ করার মাধ্যমে। আর সত্যের দা'ঈ যখন এ ধরনের বোকামী ন্যাকামী প্রত্যক্ষ করবে ও গোলযোগ-দাঙ্গা হাঙ্গামার কথা শুনবে, তখন স্বভাবত তাকে উদ্বুদ্ধ করবে ঐ বোকাদেরকে উচিত শিক্ষা দিতে, কখনো হত্যার মাধ্যমে, কখনো মারপিটের মাধ্যমে।[৩১৬]

আল্লামা বায়যাভী বলেন :

অতঃপর অবশ্যই দা'ওয়াতী কার্যক্রম ঐ ধরনের (যুলুম অত্যাচারমূলক) তৎপরতা থেকে প্রায় মুক্তই থাকে না। এ কারণে যে, এ দা'ওয়াতের অন্তর্ভুক্ত থাকে (পূর্ববর্তী) আদত-অভ্যাসসমূহ বর্জন করা, প্রবৃত্তির তাড়নাসমূহ পরিত্যাগ করা, পূর্বসূরীদের ধর্মের নিন্দা করা এবং তাদেরকে কুফরী ও গোমরাহীতে আখ্যায়িত করা।[৩১৭]

আল্লামা আলূসী বলেন :

অতঃপর অবশ্যই দা'ওয়াতী কার্যক্রম ঐ ধরনের (যুলুম অত্যাচারমূলক) তৎপরতা থেকে প্রায় মুক্তই থাকে না। কেনই বা নয়। এ দা'ওয়াত উপাস্য হিসেবে পূজিত কেন্দ্রসমূহ থেকে মানুষের চেহারাগুলোকে ঘুরিয়ে দেয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এমনিভাবে তা দ্বারা তাদেরকে তাদের এক অপরিচিত শৃঙ্খলে আবদ্ধ করানো হয়, তারা পরিত্যাগ করতে পারে না এমন বিষয়কে ফাসেদ বলে ফয়সালা দেয়া হয়, তাদের পূর্বসূরী বাপ-দাদা যে ধর্মের উপর চলে আসছিল তা বাতিল করে দেয়া হয়। আর এ দা'ওয়াত থেকে বাঁচার কৌশলাদি সীমিত হয়ে যায়, ক্রটি-বিচ্যুতি তাদেরকে অপারগ করে দেয়, তাদের যুক্তি-তর্কের সকল পথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, আলোচনা ও সহাবস্থানের দরজাসমূহে কাঁপুনি ধরে যায়, তাদের বক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাস বেড়ে যায়। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে লেজে গোবরে লাগিয়ে দেয়, আগুপিছু না ভেবে সাতে পাঁচে ওলটপালট করে ফেলে, নির্ভর করার জন্য যুদ্ধাস্ত্র ব্যতীত আর কিছু পায় না। আর তখন তারা দ্বীন ইসলামকে জীবন পথ হিসেবে গ্রহণ না করে রক্তে রঞ্জিত লালিমায় জীবনপাতকেই বেছে নিতে উদ্যত হয়।[৩১৮]

উপরোক্ত বক্তব্যসমূহ পর্যালোচনা করলে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অত্যাচার-নিপীড়ন, নির্যাতন নেমে আসার বিভিন্ন উপলক্ষ্য বের হয়ে আসে।

কোনটা ইসলামী দা'ওয়াতের প্রকৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট, কোনটা মাদ'উ বা দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট, কোনটা দা'ঈ বা দা'ওয়াতদাতার সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন :

প্রথমত : ইসলামের বৈপ্লবিক দা'ওয়াত : ইসলামী দা'ওয়াত মানে যত রকমের ধর্ম বা তন্ত্রমন্ত্র আছে, সব ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ মনোনীত দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করা। আর মানুষ জন্মলগ্ন থেকে যে আকীদা পোষণ করে বড় হয়, তা ত্যাগ করা স্বভাবত তার জন্য বড়ই কঠিন কাজ।

প্রফেসর বাহী খাওলী বলেন :

---

৩১৬. দ্র. আল্লামা ফখরুদ্দীন আর রাযী, প্রাগুক্ত, ১৯খ, পৃ ১৩৮।

৩১৭. দ্র. কাজী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৯।

৩১৮. দ্র. 'আল্লামা শিহাব উদ্দীন আল্-আলূসী, প্রাগুক্ত, ১৩খ, পৃ ৩৫৬।

একটি পাহাড়কে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেয়া যত কঠিন তার চেয়ে আরো বেশী কঠিন মানুষের অন্তরকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করা।[৩১৯]

যাহোক, পূর্ববর্তী আকীদা বিশ্বাস, আচরণ ত্যাগ করতে বলার পর মাদ'উর মনস্তাত্বিক দিক দিয়ে দা'ঈ থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। কোন কোন মাদ'উর অন্তরে গণ্ডগোল দেখা দেয়, হিংস্রতার জন্ম হয়। তখন সে দূরত্ব আরো বেড়ে যায়। আর তখনই উভয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব কলহ দেখা দিতে পারে, যা দা'ঈর উপর নির্যাতনেও উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত : যুক্তি প্রদর্শনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া : দা'ওয়াহ কার্যক্রমে মুজাদালা তথা যুক্তি প্রদর্শন করে দা'ঈ তাঁর উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে যখন লা জওয়াব করে দেয়, নতুন যুক্তি প্রদর্শনে যখন প্রতিপক্ষকে অপারগ করে ফেলে, তখন সে ব্যক্তি বা প্রতিপক্ষ তার শক্তি সামর্থ থাকলে শক্তি প্রয়োগে মেতে উঠে। তখন কেউ কেউ বাহুবলে দা'ঈর যবান স্তব্ধ করে দিতে চায়। আর এভাবেই শুরু হয় তার উপর নির্যাতনের পালা। আল কুরআনের আলোকে আমরা পূর্বেই দেখেছি, ফির'আউন যখন মূসা (আ)-এর সাথে যুক্তি তর্কে হেরে যায়, তখন শক্তি প্রয়োগের হুমকি দেয়, কারাগারের ভয় দেখায়।

তৃতীয়ত : পৌত্তলিকতায় অন্ধ অনুকরণ প্রবণতা : মানুষ সাধারণত বাপ-দাদা তথা পূর্বসূরীদের ধর্মে অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত। উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসা ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-আচরণকে প্রচণ্ডভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে তারা ভালোবাসে। এতে তারা তৃপ্তি লাভ করে। এ অনুকরণ ও ভালোবাসার পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালেই তার প্রতি ক্ষেপে যায়। মানসিক ও সামাজিক দিক দিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে দিক-বিদিক চিন্তা না করেই সামর্থ ও প্রতিপত্তি থাকলে নতুন দা'ওয়াতের বাহকের উপর শক্তি প্রয়োগ করে, নির্যাতন করতে চেষ্টা করে। মানুষের এ অন্ধ অনুকরণের কথা আল কুরআনে বার বার উচ্চারিত হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী :

واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا-

যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ও রাসূলের দিকে এসো। তখন তারা বলে, আমাদের জন্য তা-ই যথেষ্ট, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি।[৩২০]

হকের দা'ওয়াত সম্পর্কে তারা যা বলত সে সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطن مبين-

তারা বলত, তোমরা তো আমাদের মত মানুষ। তোমরা আমাদের সেই উপাসনায় বাধা দিতে চাও, যার উপাসনা করতো আমাদের পিতৃপুরুষগণ। অতএব তোমরা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর।[৩২১]

ঐ যালিম এবং তারা দা'ঈদের সম্পর্কে যা বলত সে ব্যাপারে আরো ইরশাদ হয়েছে :

ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التى كنتم بها تكذبون- واذا تتلى عليهم ايتنا بينت قالوا ما هاذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم-

---

৩১৯. প্রফেসর বাহী খাওলী, প্রাগুক্ত, পৃ ৪২।

৩২০. সূরা মায়িদা : ১০৪।

৩২১. সূরা ইবরাহীম : ১০।

Dhaka University Institutional Repository

আর আমি যালিমদেরকে বলব, তোমরা আগুনের যে শাস্তিকে মিথ্যা বলতে তা আস্বাদন কর। এদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের বাপ-দাদারা যার ইবাদত করত এ (দা'ঈ) লোকটি তা থেকে তোমাদের বাধা দিতে চায়।[৩২২]

চতুর্থত : নিজস্ব মত ও পথের প্রতি আসক্তি এবং শ্রদ্ধাবোধ : প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ও আচার আচরণকে ভালো বলে মনে করে। সকল দলই নিজস্ব মত ও পথকে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং সমর্থন করে। এ মর্মে ইরশাদ করা হয়েছে :

كل حزب بما لديهم فرحون-

প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত।[৩২৩]

মানুষের এ স্বভাব খুবই বাস্তব। তারা অনেক সময় তর্কের খাতিরে নিজস্ব মতটিকে ভুল জেনেও এর পিছনে যুক্তি খোঁজে। তাই স্বভাবসুলভ এ অন্ধ সমর্থন মানুষকে অপর মতামতের প্রতি নিরাসক্ত ও বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন করে তোলে। তাই অপর কোন মতবাদের দা'ওয়াতে সে ক্রোধান্বিত হয়। সে দা'ওয়াতের বাহককে সামর্থ্য থাকলে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে অপমান করতে চায়। আর সেটা যদি পৈত্রিক ধর্ম হয়, তাহলে তো কথাই নেই। অপর ধর্মের কেউ এসে তার ও তার বাপ-দাদার ধর্মকে ভ্রান্ত ও গোমরাহ বলে, কুফরী বলে অভিহিত করবে, এটা সহ্য করা তার জন্য বড়ই কঠিন ব্যাপার। কারণ সে একেই সঠিক মনে করে বসে আছে। এ বিষয়টি কুরআন কারীমেও নিম্নোক্তভাবে বিবৃত হয়েছে : -بل قالوا ان وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مهتدون-

বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে সঠিক পথপ্রাপ্ত।[৩২৪]

সুতরাং নিজস্ব ধর্ম তথা পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত ধর্মের প্রতি তাদের ধারণা ও শ্রদ্ধাবোধের পথ ধরে অপর ধর্মের প্রতি যে বিদ্বেষ সৃষ্টি এবং তার ধর্মকে ভ্রান্ত বলার ফলে মনের ভেতর যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, তাকে কেন্দ্র করে হকের দা'ঈর সাথে সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে।

পঞ্চমত : সামাজিক কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি হারানোর ভয় : সমাজে যারা কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ যারা কায়েমী স্বার্থবাদী, তারা নতুন কোন দা'ওয়াতের কথা শুনলেই ভয় পায়। কারণ এতে তাদের স্বার্থ নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে, তখন তা প্রতিরোধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কায়েমী স্বার্থবাদীরা তখন সত্যের দা'ঈকেও ফ্যাসাদকারী তথা নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী, সন্ত্রাসী, প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে আখ্যা দিতে চেষ্টা করে। জাতীয়তাবাদের দোহাই দেয়। যেমন, খোদাদ্রোহী ফির'আউনশাহী তার স্বজাতিকে মূসা (আ) সম্পর্কে ঐ ধরনের একটি ধারণা দিয়ে জনগণকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিতে চেয়েছিল। এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

انى اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر فى الارض الفساد-

আমি আশংকা করছি, সে তোমাদের ধর্ম বদলে দিবে অথবা যমীনে নৈরাজ্য সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে।[৩২৫]

---

৩২২. সূরা সাবা : ৪২-৪৩।

৩২৩. সূরা রূম : ৩২।

৩২৪. সূরা যুখরুফ : ২২।

৩২৫. সূরা মু'মিন : ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

তার স্বজাতির দাম্ভিক লোকজনও জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে পুষ্ট হয়ে এবং সে কথায় প্রভাবিত হয়ে মূসা ও হারূন (আ)কে যা বলেছিল আল কুরআনে তা এসেছে এভাবে :

قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكما الكبرياء فى الارض وما نحن لكما بمؤمنين-

তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে এসেছ, যাতে আমরা পেয়েছি আমাদের বাপ-দাদাদের? আর যাতে তোমরা দু'জন এ দেশের নেতৃত্ব লাভ করতে পার? আমরা তোমাদেরকে কিছুতেই মানবো না।[৩২৬]

মক্কার নেতৃবৃন্দও মহানবী (স) ও তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে তাই ভেবেছিল। তাদের বক্তব্যও আল কুরআনে এসেছে :

وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشىء يراد- ما سمعنا بهذا فى الملة الاخرة ان هذا الاختلاف-

তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এ কথা বলে প্রস্থান করে যে, তোমরা চল, আর তোমাদের উপাস্যদের পূজায় অটল থাক। নিশ্চয়ই ওটা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আগেকার ধর্মে তো এ কথা শুনিনি। এটা বানানো ব্যাপার বৈ কিছু নয়।[৩২৭]

সীরাতের গ্রন্থাবলীতে এসেছে, মহানবী (স) ও মুসলমান সম্পর্কে মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ঈমান না এনে নিপীড়ন-নির্যাতনমূলক কঠোর ভূমিকা নেয়ার পিছনে তাদের সামাজিক কর্তৃত্ব হারানোর ভয়ই অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিদিত হয়। যেমন মহানবী (স) বনী আবদ মানাফ হওয়ার কারণে আবু জাহল ঈমান আনেনি বলে ব্যক্ত করেছিল।[৩২৮]

সুতরাং কায়েমী স্বার্থবাদীরা হকের দা'ওয়াত প্রতিরোধ করতে গিয়ে সে দা'ঈর উপর নির্যাতনের পথ বেছে নেয়।

ষষ্ঠত : শয়তানের ষড়যন্ত্র : হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব যেখানে শয়তানের ষড়যন্ত্রও সেখানে বিরাজমান। শয়তান মানুষের জন্য সুবিদিত চিরশত্রু। সে ইসলামী দা'ওয়াতের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

ولا يصدنكم الشيطن انه لكم عدو مبين-

শয়তান যেন তোমাদেরকে নিবৃত্ত না করে। সে তোমাদের চিরশত্রু।[৩২৯]

শুধু তাই নয়; বরং সে লক্ষ্যে বৈচিত্র্যময় পরিকল্পনার ফাঁদ তৈরী করে, যাতে মানুষের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ দেখা দেয়।

সুতরাং তার ষড়যন্ত্র দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে আরো প্রচণ্ড। অতএব এ পথ ধরেও দা'ঈর উপর অত্যাচার নেমে আসে। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে তাদের যোগ্যতাও বেশী। তাই তারা শয়তানের অনুসরণ করতে গিয়ে শয়তানের চেয়ে আরো বেশী যোগ্য হয়ে উঠে। বস্তুত মানুষ শয়তানদের ষড়যন্ত্র আরো কঠিন হয়।

---

৩২৬. সূরা ইউনূস : ৭৮।

৩২৭. সূরা সোয়াদ : ৬-৭।

৩২৮. ইবন কাসীর, *আস্ সীরাতুন নাববিয়্যা*, কায়রো : মাকতাবাতু 'ঈসা আল-হালাবী, ১৩৮৯ হি., ১খ, পৃ ৫০৬।

৩২৯. সূরা যুখরূফ : ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তমত : আল্লাহর সুন্নাত : কায়েমী স্বার্থবাদীরা নতুন কোন আদর্শের দা'ওয়াতকে তার সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে। দা'ঈদের সঙ্গে কায়েমী স্বার্থের এ সংঘর্ষ প্রত্যেক নবীর জীবনেই দেখা গেছে। যেমন আল্লাহর বাণী :

وكذالك ما ارسلنا من قبلك فى قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثرهم مقتدون-

> এমনিভাবে আপনার পূর্বে আমি যখন কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলছি।[৩৩০]

এ সংঘর্ষ অত্যন্ত স্বাভাবিক। সমাজে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েও এবং কায়েমী স্বার্থের জেল-যুলুম ও নির্যাতন বরদাশ্‌ত করে যারা সেই দা'ওয়াতের উপর টিকে থাকে তারাই এ দা'ওয়াতের যোগ্য সিপাহসালার বলে প্রমাণিত। এ স্বাভাবিক পরীক্ষা ছাড়া সত্যিকার দা'ঈ তৈরী করা সম্ভব নয়। এটাই আল্লাহর সুন্নাত। আল্লাহ বলেন :

احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون- ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكذبين-

> মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে।[৩৩১]

শুধু অমুসলিম শাসকরাই নয়, বরং ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দা'ওয়াত তথা দেশের আইন, শাসন ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের দা'ওয়াত ও কর্মসূচী নিয়ে কাজ করলে মুসলিম নামধারী শাসকগোষ্ঠীও বাধা দেবে, দা'ঈদের উপর নির্যাতন করবে। যেমন কামাল আতাতুর্ক ও জামাল আবদুন নাসের দা'ঈদের উপর অত্যাচারে সীমালংঘন করেছিল।

অষ্টমত : প্রবৃত্তির তাড়না : মানুষের অভ্যাস ও প্রবৃত্তির তাড়নাও তার বাস্তব জীবনে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সে অভ্যাস ও প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে কোন মানুষই মুক্ত নয়। ইসলামী দা'ওয়াতের দাবী অনুসারে মানুষের মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে, প্রবৃত্তির চাহিদা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। আর এগুলো অনেকেই মেনে নিতে চায় না।

এমনকি কোন কোন সময় প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করে বসে। যার পথ ধরে মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক উভয়ের মধ্য থেকে কারো কারো পক্ষ থেকে দা'ঈর উপর নির্যাতন আরোপিত হতে পারে। শরী'আতের সীমালংঘন হতে পারে, যা যুলুমের অন্তর্গত।

নবমত : যুলুম-নির্যাতনের মুখে দা'ঈর প্রতিক্রিয়া : প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কোন ব্যক্তি অপরের উপর যুলুম করলে তা মাযলুম ব্যক্তিকেও প্রতিশোধ নিতে উৎসাহিত করে। গোপনে হলেও প্রতিশোধের প্রেষণা সে অনুভব করে। তাই হকের দা'ঈ যদি কোন যুলুম দ্বারা আক্রান্ত হন, তখন তিনিও প্রতিশোধ নিতে পারেন। কিন্তু বাতিলের একটাই ভাষা, তা হলো বাহুবল প্রদর্শন। তাই সে অনেক লঘু শাস্তি পেলেও তার পক্ষ থেকে দা'ঈর উপর আরো নির্যাতন আপতিত হতে পারে।

---

৩৩০. সূরা যুখরূফ : ২৩।

৩৩১. সূরা আনকাবুত : ২-৩।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে ধর্মীয়, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, দা'ওয়াতী ও প্রাকৃতিক ইত্যাদি দিক দিয়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্য রয়েছে, যেগুলো কাউকে যুলুম-নির্যাতনে উদ্বুদ্ধ করে আর অপরকে তা প্রতিরোধেও বাধ্য করে।

দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে আপতিত নির্যাতন

প্রতিরোধের উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা

পূর্বোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, মানব সমাজে যুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন সংঘটিত হওয়া সম্ভব। এর বাস্তবতা রয়েছে। কিন্তু দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতা আরো বেশী। সুতরাং দা'ঈর উপর কোন নির্যাতন আসলে তিনি এর প্রতিরোধে পদক্ষেপ নেবেন কি না। না শুধু নির্যাতন সহ্য করে যাবেন, প্রতিরোধের চিন্তা করবেন না, শক্তি বা অস্ত্র প্রয়োগ করবেন না। এ নিয়ে 'উলামাদের মাঝে কারো কারো অস্পষ্টতা থাকতে পারে। বিশেষ করে কেউ কেউ আল কুরআনের সবর করার আদেশকে এর সাথে জুড়ে দিতে পারেন। যখন আল্লাহ পাক বলেছেন :

وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصبرين-

> আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদের কষ্ট দেয়া হয়। যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্য উত্তম।[৩৩২]

বাহ্যত এ আয়াত দ্বারা মনে হয়, নির্যাতনের প্রতিরোধ বা প্রতিশোধ নেয়ার প্রয়োজন নেই, যেখানে এর চেয়ে ধৈর্যধারণকেই মঙ্গলজনক বলা হয়েছে। অতএব এ ধারণা মতে প্রতিরোধের প্রয়োজন নেই। নেই এর কোন উপযোগিতা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে সবর বলতে নীরবে সহ্য করা বুঝানো হয়নি; বরং সবর মানে প্রতিরোধের প্রস্তুতি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষায় সংযম প্রদর্শন করা মাত্র। অন্যথায় অত্যাচারী বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ ও কিতালের প্রসঙ্গে প্রচুর আয়াতের সাথে ঐ আয়াতটির অসঙ্গতি দেখা দেবে। তাছাড়া, আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে সব ধরনের শক্তি সঞ্চয়ের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে :

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة-

> তাদের মোকাবেলায় যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ কর।[৩৩৩]

তাছাড়া, যুলুম নির্যাতন প্রতিরোধের মাঝে এমন কতক ভাল দিক রয়েছে, যা দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তাকেই তুলে ধরে। সে ধরনের প্রতিরোধে দা'ওয়াতী কার্যক্রমের জন্য অনেক উপকারিতাও নিহিত রয়েছে।

প্রথমত : বাতিল শক্তি লোকদেরকে আল্লাহর দ্বীন থেকে ফেরানোর জন্য সব সময় ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে, এমন ত্রাস ও ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করবে, যেখানে তার বিরোধী কোন পথ বা মত গ্রহণ করতে কেউ সাহস না পায়। এ জন্য আল কুরআনে বলা হয়েছে :

الفتنة اشد من القتل-

> বস্তুতঃ ফিতনা-ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ।[৩৩৪]

আল কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে :

---

৩৩২. সূরা আন্ নাহল : ১২৬।

৩৩৩. সূরা আনফাল : ৬০।

৩৩৪. সূরা বাকারা : ১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

الفتنة اكبر من القتل-

যুদ্ধে হতাহতের চেয়ে ফিতনা-ফ্যাসাদ আরো ভয়ংকর।[৩৩৫]

অতএব দা'ঈকে সে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী অত্যাচারী যালিমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যদিও তা হতাহতে পর্যবসিত হোক না কেন।

দ্বিতীয়ত : যুলুম অত্যাচার যার পক্ষ থেকেই হোক, আল্লাহ পাক তার উপর প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রদর্শন করেছেন। তাদের ব্যাপারে কঠোর ভূমিকা নিয়েছেন। আল কুরআনে বিভিন্নভাবে বারবার তা ব্যক্ত করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে :

১. যালিম যে কেউ হোক, আল্লাহ পাক তাকে পছন্দ করেন না, ভালোবাসেন না।[৩৩৬]
২. তিনি যালিমদেরকে সাহায্য করেন না।[৩৩৭]
৩. তিনি তাদেরকে লক্ষবস্তুতে পৌছান না।[৩৩৮]
৪. তারা পথভ্রষ্ট গোমরাহ।[৩৩৯]
৫. তাদের জন্য রয়েছে খারাপ পরিণতি।[৩৪০]
৬. এদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।[৩৪১]
৭. যুগে যুগে তাদের ধ্বংস করেছেন।[৩৪২]
৮. তারা ব্যর্থ হবে, সফল হবে না।[৩৪৩]
৯. এরা অনুতপ্ত হয় না।[৩৪৪]
১০. এরা অভিশপ্ত।[৩৪৫]
১১. এদের যা বৃদ্ধি পায় তা হল লোকসান।[৩৪৬]
১২. আখিরাতে তাদের জন্য কেউ সুপারিশ করবে না।[৩৪৭]
১৩. এদের জন্য জাহান্নাম ও চিরস্থায়ী কষ্টদায়ক আযাব।[৩৪৮]
১৪. যালিমরা পরস্পর বন্ধু, কিন্তু আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু।[৩৪৯]
১৫. মানুষের উপর তিনি যুলুম করেন না, যালিমরা নিজেরা যা অর্জন করে তার বিচার করেন মাত্র।[৩৫০]

---

৩৩৫. সূরা বাকারা : ২১৭।
৩৩৬. সূরা আল ইমরান : ৫৭।
৩৩৭. সূরা মায়িদা : ৭২।
৩৩৮. সূরা আল ইমরান : ৮৬।
৩৩৯. সূরা লোকমান : ১১।
৩৪০. সূরা আল ইমরান : ১৫১, ১৯২, ইউনুস : ৩৯।
৩৪১. সূরা বাকারা : ৯৫।
৩৪২. সূরা হজ্ব : ৪৫; ইবরাহীম : ১৩।
৩৪৩. সূরা আন'আম : ১৩৫।
৩৪৪. সূরা হুজরাত : ১১।
৩৪৫. সূরা আরাফ : ৪৪, হুদ : ১৮।
৩৪৬. সূরা বনী ইসরাঈল : ৫২।
৩৪৭. সূরা মুমিন : ১৮।
৩৪৮. সূরা ইবরাহীম : ২২।
৩৪৯. সূরা জাসিয়া : ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

মোটকথা আল্লাহ পাক যালিমদের ধ্বংস করে ও কঠিন শাস্তির বিধান করে তাদের সাথে কঠোরতার যে দ্বার উন্মোচন করেছেন, তা আমরা রুদ্ধ করতে পারি না। তাই মাঠে ময়দানে দা'ঈগণকেই যালিমদের মোকাবেলা করতে হবে। এটাই আল্লাহ প্রদত্ত সুন্নাত।

তৃতীয়ত : যুলুম প্রতিরোধে খারাপ কিছু হয়ে যায় না। যুলুম যেমন আছে থাকবে, তা প্রতিরোধ করাও জীবন যুদ্ধের এক প্রাকৃতিক নিয়ম ও অপরিহার্য বিষয়। এটা মানুষের এক দায়িত্বও বটে। অন্যথায় মানবতা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। সত্য, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার সব কিছু হারিয়ে যাবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض-

আল্লাহ যদি মানব সমাজে একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেত।[৩৫১]

সুতরাং পরস্পর প্রতিরোধ প্রবণতা ইসলামের নতুন আবিষ্কার নয়; বরং এটা মানব জীবনযাত্রার প্রকৃতির অংশ। এমন কোন সমাজ-সভ্যতা নেই, যেখানে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল না বা নেই। অতএব যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে যাওয়া বা প্রতিরোধে এগিয়ে আসাটা দা'ঈর জন্য কোন দোষণীয় কিছু নয় যদি তার সামর্থ্য থাকে। বরং সামর্থ থাকলে তা করতে হবে। এটা সময়ের প্রয়োজন, যা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সত্যের দাবী রক্ষার প্রয়োজনে, মানবতার প্রয়োজনে, সমাজে টিকে থাকার প্রয়োজনে। আর যুলুম প্রতিরোধে ইসলাম বিভিন্ন পদ্ধতি ও মাধ্যম অনুমোদন করেছে। এ কাজে শুধু যুদ্ধই করতে হবে এমনটি নয়। এর আরো অনেক বিকল্প রয়েছে, যা পরবর্তীতে আলোচিত হবে।

চতুর্থত : শৌর্যবীর্য প্রদর্শন ও শক্তি সামর্থ্যের এক ভাষা রয়েছে, যে ভাষায় সে কথা বলে, অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। দা'ওয়াতের সমর্থক হোক বা বিরোধী হোক, তা নির্বিশেষে সকলের উপর প্রভাব ফেলে থাকে। আল্লাহ পাক বলেন :

وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس-

আমি অবতরণ ঘটিয়েছিলাম লোহার, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার।[৩৫২]

আর গোটা যমীনের মালিক আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা, তিনি তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে ইচ্ছা এর কর্তৃত্ব দিবেন। তবে মুমিনগণ যথাযথ পদক্ষেপ নিলে তাদেরকেই এর উত্তরাধিকার বানাবেন, কর্তৃত্ব প্রদান করবেন বলে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন।

অতএব এটা হিকমতপূর্ণ কথা নয় যে, দুনিয়ার বস্তুগত সকল শক্তি, জীবনোপকরণ ও কর্তৃত্বের মালিকানা শুধু বাতিলপন্থীদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে, তারা যেভাবে ইচ্ছা তা ব্যবহার করতে থাকবে।

এমনকি সত্যপন্থীদের বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করবে, মানুষের অধিকার হরণ করবে, যুলুমের সয়লাবে দুনিয়া ভাসিয়ে দেবে। কখনো নয়। বস্তুগত উপকরণ ও শক্তি সবই মুমিনদের কর্তত্বে আনার চেষ্টা করতে হবে। পরিস্থিতি বুঝে প্রয়োজনে সকলে মিলে বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এটাই আল্লাহর নির্দেশ। ইরশাদ হয়েছে :

---

৩৫০. সূরা আনফাল : ৫১, হজ্জ : ১০।
৩৫১. সূরা বাকারা : ২৫১।
৩৫২. সূরা হাদীদ : ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا ان الله مع المتقين-

আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।[৩৫৩]

আরো নির্দেশ এসেছে :

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله-

আর তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনা-ফ্যাসাদ দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।[৩৫৪]

আরো ঘোষণা করা হয় :

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحات ليستخلفنكم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننى لا يشركون بى شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفسقون-

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি প্রদান করবেন। তারা আমার ইবাদাত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এর পর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য।[৩৫৫]

অতএব আল্লাহ পাকের ওয়াদা আদায়ের শর্তাবলী অনুসারে কাজ করতে হবে। বাতিলের হাত থেকে যমীনের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিতে হবে।

পঞ্চমত : আল কুরআনের ভাষ্য মতে মানব জীবনযাত্রায় মুমিন ও মাযলুমদের পক্ষ নেয়া তাদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা আল্লাহ সুন্নাত বা রীতিনীতি ভুক্ত। এ মর্মে ইরশাদ করা হয়েছে :

ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور- اذن للذين يقتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير-

আল্লাহ মুমিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন। আল্লাহ কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। যাদেরকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হচ্ছে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল, কারণ তারা অত্যাচারিত। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।[৩৫৬]

মাযলুমের সাহায্যে এগিয়ে আসার ব্যাপারে ইরশাদ করা হয়েছে :

وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا-

আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিস্কৃতি দান

---

৩৫৩. সূরা তওবা : ৩৬।

৩৫৪. সূরা আনফাল : ৩৯।

৩৫৫. সূরা নূর : ৫৫।

৩৫৬. সূরা হজ্জ : ৩৮-৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

কর, এখানকার অধিবাসীরা অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।[৩৫৭]

অতএব দা'ঈগণ সত্যিকারই যদি আল্লাহর সুন্নাতের অনুসারী হয়ে থাকেন, তা হলে মানব সমাজে নির্যাতন মোকাবেলায় পদক্ষেপ নেবেন।

ষষ্ঠত : বিজয় মুমিনগণের কাঙ্খিত বস্তু। নিম্নোক্ত আয়াত সেদিকেই ইঙ্গিত প্রদান করছে :

والذين اذا اصابهم البغى هم ينتصرون- وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظلمين- ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل- انما سبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب عليم-

যারা আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও আপস করে, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে। অবশ্যই তিনি অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না। নিশ্চয়ই যে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ কেবলমাত্র তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[৩৫৮]

ইসলামের দা'ঈগণ যখন তাদের নিজেদের উপর ও সাধারণ মানুষের উপর আপতিত যুলুম-নির্যাতন প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে, তখন এটাই তাদের কাঙ্খিত বিজয়ের পথ রচনা করবে। হতে পারে হৃদয় জয়ের মাধ্যমে ভূখণ্ড জয়, না হয় ভূখণ্ড জয়ের মাধ্যমে হৃদয় জয়। বরং শেষোক্তটির মাঝে দা'ওয়াতের জন্য বিশাল সাফল্য নিহিত রয়েছে। দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এটা বিরাট ভূমিকা পালন করে। তাই তো সেই সময়ক্ষণের বিজয় সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে :

اذا جاء نصر الله والفتح- ورايت الناس يدخلون فى دين الله افواجا-

যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন।[৩৫৯]

যুলুমের বিরুদ্ধে মুসলিম শাসকদের ঐ ভূমিকার জন্য দেখা যায়, সিরিয়ার খ্রীস্টান জনগণ রোমান খ্রীস্টান শাসকদের পরিবর্তে মুসলিম শাসকদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেছে নিয়েছিল। আর এটা ঐতিহাসিকভাবে ও বাস্তবে প্রমাণিত যে, বিজিতগণ বিজয়ীর অনুসরণের প্রতি অনুরাগ ও আসক্তি পোষণ করে থাকে।[৩৬০]

সপ্তমত : কোন কোন অবস্থায় দা'ঈ তার দা'ওয়াতী কাজই বন্ধ করে দিয়ে বসে থাকতে পারে। কেননা বার বার নির্যাতন আসার পর প্রতিরোধে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বারবার সবর ও ক্ষমা করে দেয়ার কথা বললে তা তাকে নিরাশ করতে পারে। আর আল কুরআনের ভাষ্য মতে মানুষের স্বভাব হল, সে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। হতাশা নিরাশার ব্যাধি তাকে আক্রমণ করে। এ মর্মে ইরশাদ করা হয়েছে :

واذا انعمنا على الانسان اعرض ونا بجانبه واذا مسه الشركان يئوسا-

---

৩৫৭. সূরা নিসা : ৭৫।

৩৫৮. সূরা শুরা : ৩৯-৪২।

৩৫৯. সূরা নাসর : ১-২।

৩৬০. ইবন খালদুন, *আল মুকাদ্দিমা,* বৈরুত : দারুল কলম, ১৯৮১, পৃ ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

আমি মানুষকে নিয়ামত দান করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অহংকারে দূরে সরে যায় যখন তাকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে।[৩৬১]

দা'ঈ নিজের এবং দা'ওয়াতের উপর আস্থাশীল থাকা এবং নিরাশ না হওয়া দা'ওয়াতী তৎপরতার একটি বিশেষ উপাদান বলে স্বীকৃত।

অষ্টমত : যুলুম ও নির্যাতন প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে দা'ওয়াতের ফলাফল হিফাযত করার ক্ষেত্রেও কার্যকর ভূমিকা রাখে। সমর্থনকারী, সাহায্যকারী, বিশেষত নবীন ও দুর্বল চিত্তের অধিকারী ব্যক্তিদের দা'ওয়াতী কাফেলার সাথে সম্পর্কিত রাখার ক্ষেত্রে নির্যাতন প্রতিরোধ করা অপরিহার্য। অন্যথায় যালিমদের ভয়ে নতুন কেউ সে দা'ওয়াত গ্রহণ করবে না, সমর্থন করবে না, সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করতে উদ্বুদ্ধ হতে সাহস করবে না। নিম্নের আয়াত সেদিকেই ইঙ্গিত করছে :

يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم-

হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন, তোমাদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন।[৩৬২]

নবমত : যুলুমের প্রতিরোধের বিষয়টি অন্যদিক দিয়ে আদল ও ইনসাফের প্রতি দা'ওয়াতও বটে। এতে আরো প্রমাণিত হবে ইসলাম শান্তির ধর্ম, আদলের ধর্ম। যুলুম চায় না বা শুধু মেনেই নেয় না; বরং তা প্রতিরোধও করে। ইসলাম বরাবরই আদলের পক্ষে। এটাই আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা। তাই ইসলাম কোনভাবে কোন রকম যুলুম বরদাশত করেনি।

দশমত : শুরুতেই বলা হয়েছে, আল্লাহ তাগূত বা খোদাদ্রোহী ও বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ে প্রস্তুতি নিতে আদেশ করেছেন। আর এ শক্তিকে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করা হলে ঐ ধরনের প্রস্তুতির আদেশ দেয়া বেহুদা মনে হবে। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অর্থহীন বা বেহুদা কথা বা কাজ থেকে মুক্ত।

একাদশতম : উল্লেখিত আয়াতসমূহের মাঝে আমরা দেখতে পাই, কখনো বলা হয়েছে : فان عاقبتم فعاقبوا بمثل الخ ('যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে সমপর্যায়ের প্রতিশোধ নাও), কখনো বলা হয়– 'তাদের সাথে যুদ্ধ কর' ইত্যাদি। এসব আদেশ (امر) সূচক বাক্য। যেগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছে, প্রতিরোধ করা মুসলিম উম্মাহর উপর ফরয কাজ। আর এটা বলা যায় যে, এ কাজে কল্যাণ ও উপকারিতা আছে বলেই আল্লাহ পাক তা অনুমোদন করেছেন এবং এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বাদশতম : ইসলামী দা'ওয়াতী তৎপরতার প্রভাব প্রতিপত্তি, সত্যের মান-মর্যাদা ও এর সংযমী দা'ঈর ইজ্জত সম্মান বজায় রাখা এবং তাগূত ও বাতিলের গর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়ার স্বার্থেই প্রতিরোধ গড়ে তোলা অতীব জরুরী।

ইসলামী দা'ওয়াতী কাজ এমন তুচ্ছ বা হীন নয় যে, যখন ইচ্ছা যে কেউ এর বাহকদের অসম্মান করবে, জান-মাল, ইজ্জত-সম্মান বিনষ্ট করবে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও মহান। তাঁই তার দা'ওয়াতও

---

৩৬১. সূরা বনী ইসরাঈল : ৮৩।

৩৬২. সূরা মুহাম্মদ : ৭।

Dhaka University Institutional Repository

মহাশক্তিশালী। তার দা'ঈগণই এ ধরায় মানবাধিকারের রক্ষক, ন্যায় ও ইনসাফের একমাত্র ধারক। তাঁরাই জগতে আদল প্রতিষ্ঠা করবেন, মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করবেন।

সুতরাং দা'ঈগণ এত দুর্বল, হীন ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের বস্তু হয়ে যাননি যে, তাঁদেরকে অত্যাচার ও যুলুম করে যাওয়া হবে, অথচ কেউ প্রতিশোধ নেবে না। নিপীড়ন-নির্যাতন করবে, কেউ তার জবাব দেবে না। অবশ্যই না। ইসলাম পন্থীগণের দা'ওয়াত এত দুর্বল নয়। তাহলে এ দা'ওয়াত কেউ কবুল করবে না।[৩৬৩] ইসলাম বিজয়ী হয়, বিজিত নয়।

তাছাড়া, আল্লাহ তা'আলা একজন মুমিন দা'ঈর জীবন জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তাই দা'ঈগণ মৃত্যুর ভয় করে না, মৃত্যু তো একবার আসবেই। আর তা যদি ভালো কাজে আসে, তাহলেই তো জীবন সার্থক।

সুতরাং যুলুমের প্রতিরোধ যদি সময়োচিত হয় কিংবা দা'ওয়াতী কাজ এর চেয়ে বড় ধরনের কোন ক্ষতির সম্মুখীন না হয়, তবে একজন হকের দা'ঈ অবশ্যই যুলুমের যথাসাধ্য প্রতিরোধ করবে। যদিও তার জীবনের বিনিময়ে হোক না কেন। এ বিনিময়ের কথা আল্লাহ একাধিকবার তাঁর দা'ঈগণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে :

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقران-

> আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান-মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাস্তায়, অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তার এ সত্য প্রতিশ্রুতি অবিচল।[৩৬৪]

মোটকথা এসব দিকসহ আরো ঐ ধরনের অনেক দিক আছে, যা দা'ওয়াতের শত্রুদের প্রতিরোধ করা এবং সব রকমের যুলুম-অত্যাচার, নিপীড়ন-নির্যাতন মোকাবেলা করাকে দা'ঈগণের উপর অত্যাবশ্যক করেছে। তাই বলে হঠাৎ করেই সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে এমনটি নয়। প্রতিরোধের পদ্ধতি আছে। রয়েছে বিভিন্ন মাধ্যম ও কৌশল। তারপর আছে এতে সময়ক্ষণ বিবেচনা ও নৈতিকতার অনুসরণ। সবকিছু মানব সভ্যতায় ইসলামের এক মহা অবদান নিঃসন্দেহে।

যুলুম-নির্যাতন মোকাবেলায় দা'ঈর কৌশল ও মাধ্যমসমূহ

পূর্বেই দেখেছি, ইসলাম বিভিন্ন রকম যুলুম-নির্যাতন মোকাবেলায় পদক্ষেপ নেয়াকে অনুমোদন করেছে। প্রয়োজনে প্রতিশোধও নেয়া যায়। যদি তাতে সমতার নীতি ও আদল অবলম্বন করা হয়। তবে একটি বিষয় সব সময় ইসলামের দা'ঈকে স্মরণ রাখতে হবে, তিনি দা'ঈ, তাঁর মূল লক্ষ্য দা'ওয়াতে সফল হওয়া, প্রতিশোধ নেয়া নয়। অর্থাৎ মাদ'উকে তার দা'ওয়াত কবুল করানোই টার্গেট। তাই প্রতিশোধ স্পৃহা ত্যাগ করতে হবে। সব সময় চিন্তা করতে হবে, কিভাবে মাদ'উকে আকৃষ্ট করা যায়।

---

৩৬৩. সায়্যিদ কুতুব, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ ২২২।

৩৬৪. সূরা তওবা : ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

তাই মোকাবেলায় অবতীর্ণ হতে হবে দা'ওয়াতের স্বার্থেই, প্রতিশোধের জন্য নয়। এদিকে লক্ষ্য করে এ ক্ষেত্রে ইসলাম বিভিন্ন ধরনের কৌশল ও মাধ্যম অবলম্বনের দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। দা'ওয়াতের অতীত তথ্যাদি ও অভিজ্ঞতার আলোকে সময়ক্ষণ ও সামর্থ্য বিবেচনা করে তা থেকে পদক্ষেপ নেয়া যাবে।

১. **ধৈর্য্য ও সংযম :** ধৈর্য্য ও সংযমকে আরবীতে সবর বলা হয়। ইসলামী দা'ওয়াতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। বরং একে দা'ওয়াতের মেরুদণ্ড বলা হয়। যুলুম নির্যাতন প্রতিরোধে দা'ঈগণের শক্তি সামর্থ্য কম থাকলে তথা তাদের এ ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকলে, সে অবস্থায় অত্যাচারী হোক আর সাধারণ মানুষ হোক, সকলের হৃদয় আকৃষ্ট করার জন্য ধৈর্য্য ও সংযম প্রদর্শন একটি বিরাট অস্ত্র। কেননা মাযলুম যখন তার উপর বিভিন্ন নিপীড়নে ধৈর্য্য ধরে, তা দেখে অনেক সময় যালিমের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে ও হৃদয় বিগলিত হয়।

অন্যদিকে দা'ঈর প্রতি সাধারণ মানুষও সমবেদনা অনুভব করতে থাকে। এ জন্য বলা হয়, জনমত স্বভাবত মাযলুমের পক্ষে থাকে। তাই সবরের মাধ্যমে জনমত দা'ঈর পক্ষে আসে। অত্যাচারী ও সাধারণ জনগণ সকলের মাঝে দা'ঈর দা'ওয়াতের দৃঢ়তা ও সত্যতার ব্যাপারে ইতিবাচক ধারণা জন্মে। এ জন্য সাধারণত প্রতিশোধ না নিয়ে যথাসম্ভব ধৈর্য্য ধরার জন্য আল কুরআনে অনেকবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন শুরুতেই আমরা দেখেছি। অন্য জায়গায় আরো বলা হয়েছে :

واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور-

তোমার উপর আপতিত মুসিবতের উপর সবর কর। নিশ্চয়ই এটা সাহসিকতার কাজ।[৩৬৫]

তাছাড়া ধৈর্য্য ছাড়া এ পথে টিকে থাকা সম্ভব নয়। কেননা দা'ওয়াতী কাজে বিভিন্ন মেজাজের লোকদের সাথে মিশতে হয়, শুনতে হয় বিভিন্ন ধরনের কটুকথা, হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপ। কথায় কথায় তাদের সাথে ঝগড়া বাধালে বা প্রতিশোধমূলক জবাব দিলে দা'ওয়াতী কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। ইরশাদ হয়েছে :

لتبلون فى اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور-

অবশ্যই ধন-সম্পদে এবং জন-সম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্যই তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরিকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর, তবে তা হবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার।[৩৬৬]

অধিকন্তু রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে তাগূত ও বাতিলপন্থী লোক যদি অধিষ্ঠিত থাকে, তখন দা'ঈর উপর কি ধরনের নিপীড়ন ও নির্যাতন নেমে আসে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

হযরত মুয়ায ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে, যখন মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন তাদের উপর এমন শাসক নিযুক্ত হবে, যারা ভ্রান্তির পথে জাতিকে পরিচালিত করবে। তাদেরকে মেনে নিলে পথভ্রষ্ট হবে। আর তাদেরকে না মানলে তাদের কথা না শুনলে জান দিতে হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, এ সংকটকালে আমাদের কি করণীয়? তিনি উত্তরে বললেন :

---

৩৬৫. সূরা লোকমান : ১৭।

৩৬৬. সূরা আল ইমরান : ১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

كما صنع اصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمنشار وحملوا على الخشب موت فى طاعت الله خير من حياة فى معصية الله-

এ সংকটকালে তোমরা তাই করবে যা ঈসা (আ)-এর সাথীরা করেছিলেন। তাদেরকে করাত দিয়ে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল। ফাঁসিকাষ্ঠে চড়ানো হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও তারা বাতিলের সামনে মাথা নত করেননি। আল্লাহর পথে তার আনুগত্য স্বীকার করে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ঐ জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে জীবন আল্লাহর নাফরমানী ও খোদাদ্রোহিতায় লিপ্ত।[৩৬৭]

নির্যাতনের মুখে নিজের আদর্শ ত্যাগ করা বা অত্যাচারীর দলে ভীড়ে যাওয়া ঠিক নয়; বরং ধৈর্য্যের সাথে দা'ওয়াতী কাজে টিকে থাকতে হবে। পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতগণও ধৈর্য্যের সাথে টিকে থাকতেন। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

وكاين من نبى قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين-

আর বহু নবী ছিলেন, যাদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে; আল্লাহর পথে তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।[৩৬৮]

এ জন্য আল কুরআনে আসহাবুল উখ্দুদ ও আসহাবুল কাহফের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে দা'ওয়াতী কাজ করতে গিয়ে আল আমীন উপাধিতে ভূষিত মহানবী (স)কে পাগল, গণক, মিথ্যুক, যাদুকর ইত্যাদি ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ কটুকথা সহ্য করতে হয়েছে। এমনকি শারীরিক নির্যাতনও ভোগ করতে হয়েছে। কখনো তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে, কখনো গলায় চাদর পেঁচিয়ে মেরে ফেলার ফন্দি আঁটা হয়েছে, কখনো সেজদারত অবস্থায় নাড়িভুড়ি ঢেলে দেয়া হয়েছে, কখনো শরীরে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে, তার অনুসারীদের উপর চালানো হয়েছে ভয়াবহ নির্যাতন ও অত্যাচারের স্টীম রোলার। বেলাল, খাব্বাব, সুমাইয়া (রা) প্রমুখ নির্যাতিত মুসলমানদের ঘটনা সর্বজন বিদিত।

সর্বোপরি মহানবীসহ সকলকে মাতৃভূমি মক্কা নগরী থেকেও বিতাড়িত হতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও নবীজীর ধৈর্য্যে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন আসেনি। মূলত এ ধৈর্য্য ও সহনশীলতার ভিত্তি ছিল আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত : فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل-

তুমি ধৈর্য্যধারণ কর যেমন ধৈর্য্যধারণ করেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।[৩৬৯]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে : فاصبر صبرا جميلا-

সুতরাং তুমি পরম ধৈর্য্যধারণ কর।[৩৭০]

সূরা নাহলের এক আয়াতেও এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে : واصبر وما صبرك الا بالله-

তুমি ধৈর্য্যধারণ কর, তোমার ধৈর্য্যতো হবে একমাত্র আল্লাহর জন্যই।[৩৭১]

---

৩৬৭. ইমাম আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল আশশায়বানী, *মুসনাদ আহমদ*।

৩৬৮. সূরা আল ইমরান : ১৪৬।

৩৬৯. সূরা আহকাফ : ৩৫।

৩৭০. সূরা মা'আরিজ : ৫।

৩৭১. সূরা নাহল : ১২৭।

Dhaka University Institutional Repository

২. **ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা মনে করা :** আল্লাহ পাকের নিয়ম হলো হকপন্থীদের বিভিন্ন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচাই করা হবে তারা নিজেদের হকপন্থী হওয়ার ব্যাপারে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী। এ জন্য তারা যেন ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে বিরক্ত বা সন্দেহপ্রবণ না হয়ে পড়ে। বরং হাসিমুখে এবং ধৈর্য্য সহকারে তার মোকাবেলা করবে।

আল্লাহ পাক বলেন :

احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون- ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكذبين-

> মানুষ কি মনে করে যে, তারা এ কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না। তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও আমি পরীক্ষা করেছি, অনন্তর এভাবে আল্লাহ জানবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী?[৩৭২]

দা'ঈর এ কথা সব সময় স্মরণ রাখতে হবে, ক্রমাগত পরীক্ষাসমূহের মোকাবেলা তাকে করতেই হবে। প্রাণান্তকর সংগ্রাম ও পরীক্ষার পথ পরিহার করে সফলতার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। আল্লাহ বলেন :

قد نعلم انه ليحزنك الذى يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظلمين بايت الله يجحدون- ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمت الله ولقد جاءك من نباى المرسلين- وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغى نفقا فى الارض او سلما فى السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجهلين-

> আমার জানা আছে যে, তাদের উক্তি আপনাকে দুঃখিত করবে। অতএব তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং যালিমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে। আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তাঁরা এতে সবর করেছেন। তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছা পর্যন্ত তারা নির্যাতিত হয়েছেন। আল্লাহর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে পয়গম্বরদের কিছু কাহিনী পৌঁছেছে। আর যদি তাদের বিমুখতা আপনার পক্ষে কষ্টকর হয়, তবে আপনি যদি ভূ-তলে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ হন, অতঃপর তাদের কাছে কোন একটি মো'জেযা আনতে পারেন, তবে নিয়ে আসুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে সরল পথে সমবেত করতে পারতেন। অতএব, আপনি নির্বোধদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।[৩৭৩]

আল্লাহ দা'ঈগণকে এ পথেই অগ্নি-পরীক্ষা করে থাকেন, অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন করে মুসলমানকে দা'ঈ হিসেবে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। ঈমানদারকে মুনাফিক শ্রেণী থেকে পৃথক করে থাকেন। ইরশাদ করা হয়েছে :

ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم اوليس الله باعلم بما فى صدور العالمين- وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنفقين-

---

৩৭২. সূরা আনকাবুত : ১-৩।

৩৭৩. সূরা আন'আম : ৩৩-৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহর আযাবের মত মনে করে। যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন সাহায্য আসে, তখন তারা বলতে থাকে, আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম। বিশ্ববাসীর অন্তরে যা আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন? আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন যারা মুনাফিক।[৩৭৪]

৩. **উত্তম ব্যবহার :** দা'ঈর প্রতি মন্দ আচরণ করা হলেও যে মন্দ আচরণ করে তাকে ক্ষমা করে দিয়ে ভালো আচরণ করলে সে ব্যক্তি দা'ঈর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এজন্য মহানবী (স) তার মন-মানসিকতা ও আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। মন্দের জবাব মন্দ দ্বারা না দিয়ে উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন। আর সেটা আল কুরআনের নিম্নোক্ত নির্দেশের আলোকেই, যখন আল্লাহ পাক বলেছেন :

ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم-

ভাল ও মন্দ সমান নয়। জবাবে তাই বলুন ও করুন, যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।[৩৭৫]

কেননা মন্দ আচরণের মোকাবেলা মন্দের দ্বারা হলে দা'ঈ ও মাদ'উর মাঝে দূরত্ব বেড়ে যাবে, যা দা'ঈ ও দা'ওয়াহর কোন উপকারে আসবে না। মন্দের প্রতিশোধ নিয়ে মানুষের বাহ্য সমর্থন পাওয়া যায়, কিন্তু অন্তর জয় করা যায় না। মানুষের অন্তরের পরিবর্তন আনতে হলে সেখানে দা'ঈর জায়গা করে নিতে হবে। তাহলেই মাদ'উর হৃদয়-মন, আচার-আচরণ, সমাজ সবকিছু ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকবে।

আর এ জন্য যথাসম্ভব মন্দ আচরণকারীকে ক্ষমা করে দিয়ে তাকে সংশোধনের চেষ্টা অব্যাহত রাখলে আল্লাহ তা'আলা খুশী হন। তিনি দা'ঈকে এর উত্তম প্রতিফল দান করেন। ইরশাদ হয়েছে :

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظلمين-

আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে আপস করে, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে, নিশ্চয়ই তিনি অত্যাচারীকে পছন্দ করেন না।[৩৭৬]

৪. **সৌজন্য বজায় রেখে বিচ্ছিন্ন হওয়া :** দা'ঈ চরম ধৈর্য্য প্রদর্শন এবং বারবার ক্ষমা করে দেয়ার পর যুলুম নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি হতে থাকলে বা তার মাত্রা বেড়ে গেলে কিংবা বেড়ে যাওয়ার আশংকা করলে সে ক্ষেত্রে সেই যুলুমকারীদের থেকে সাময়িক দূরত্বে অবস্থান করাই শ্রেয়। তবে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় ভাল আচরণের মাধ্যমে হতে হবে, শত্রুতা প্রদর্শনের ভিত্তিতে নয়। স্বাভাবিক সৌজন্য বজায় রেখে তার থেকে আলাদা হতে হবে। আল কুরআনে একেই 'হাজ্‌র জামিল' বলা হয়েছে এবং তা অবলম্বনের জন্য দা'ঈদেরকে বারবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন :

---

৩৭৪. সূরা আনকাবূত : ১০-১১।

৩৭৫. সূরা হা-মীম সাজদা : ৩৪।

৩৭৬. সূরা শুরা : ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا-

তুমি সবর কর এবং সুন্দরভাবে পরিহার করে চল।[৩৭৭]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে : واعرض عن الجاهلين

আর জাহিল লোকদের থেকে বিরত থাক।[৩৭৮]

অন্যত্র আরো বলা হয়েছে : واذا خاطبهم الجهلون قالوا سلما

আর জাহিল লোকেরা তোমাদের সাথে কথা বলতে এলে বলবে, তোমাদের সালাম।[৩৭৯]

এজন্য নবী করীম (স) অত্যাচারী ও নিপীড়নকারীদের নিকট হতে যখন পৃথক হতেন তখন শত্রুতা, হিংসা এবং ঝগড়া-বিবাদ করে পৃথক হতেন না। মানবিক সহমর্মিতার আচরণ অব্যাহত রাখতেন, দা'ওয়াতী কাজও জারি রাখতেন।

৫. **নামায ও দু'আ :** চরম অত্যাচার ও নির্যাতনের মুখে শ্রেষ্ঠ দু'আ নামাযের মাধ্যমেও টিকে থাকার চেষ্টা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন :

يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلوة ان الله مع الصابرين-

হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন।[৩৮০]

এজন্য মহানবী (স)ও তাঁর অনুসারীদেরকে প্রতিশোধ স্পৃহা ত্যাগ করে নামায আদায় করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশনা শোনাতেন। ইরশাদ হয়েছে :

الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلوة-

তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, নামায কায়িম কর।[৩৮১]

তেমনিভাবে বনী ইসরাঈলের উপর যখন ফির'আউনের অত্যাচার বেড়ে যায়, তখন মূসা (আ) নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইরশাদ করা হয়েছে :

وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين- فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوة الظلمين- ونجنا برحمتك من القوم الكفرين واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلوة وبشر المؤمنين-

আর মূসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যদি আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাক, তবে তাঁরই উপর ভরসা কর যদি তোমরা ফরমানবরদার হয়ে থাক। তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করছি। হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উপর এ যালিম কওমের শক্তি পরীক্ষা করিও না। আর আমাদেরকে অনুগ্রহ করে নিরাপত্তা দাও এই কাফিরদের কবল থেকে। আর আমি নির্দেশ পাঠালাম মূসা এবং তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসরের মাটিতে বাসস্থান নির্ধারণ কর। আর তোমাদের ঘরগুলো

---

৩৭৭. সূরা মুযাম্মিল : ১১।

৩৭৮. সূরা 'আরাফ : ১৯৯।

৩৭৯. সূরা ফুরকান : ৬৩।

৩৮০. সূরা বাকারা : ১৫৩।

৩৮১. সূরা নিসা : ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

বানাবে কেন্দ্র হিসেবে এবং নামায কায়েম কর, আর যারা ঈমানদার তাদেরকে সুসংবাদ দানকর।[৩৮২]

উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী নবীগণ যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবগতির মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছেন যে মাদ'উ কখনো আর ঈমান আনবে না, তখন তাদের উপর বদদু'আ করেছেন। যেমন হযরত নূহ (আ) তাঁর কওমের ব্যাপারে বদদু'আ করেছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে :

وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكفرين ديارا- إنك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا-

নূহ (আ) আরও বলল, হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফির গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী কাফির।[৩৮৩]

এমনিভাবে মূসা (আ)ও অত্যাচারী ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের উপর বদদু'আ করেছিলেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে :

وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينة واموالا فى الحيوة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم-

মূসা বলল, হে আমার পরওয়ারদিগার, তুমি ফির'আউনকে এবং তার সর্দারদেরকে পার্থিব জীবনে আড়ম্বরপূর্ণ করেছ এবং সম্পদ দান করেছ। হে আমার পরওয়ারদিগার, এ জন্যই যে তারা তোমার পথ থেকে বিপথগামী করবে। হে আমার পরওয়ারদিগার, তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের অন্তরগুলোকে কঠোর করে দাও যাতে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে, যতক্ষণ না বেদনাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করে নেয়।[৩৮৪]

এজন্য মহানবী (স) হুঁশিয়ার করেছেন :

واتقوا دعوة المظلوم فان ليس بينه وبين الله حجاب-

মযলুমের দু'আ সম্পর্কে সতর্ক থেক। কেননা তার ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই।[৩৮৫]

এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যায়, মযলুমের দু'আ সরাসরি কবুল হয়ে যায়। তবে তাঁরা নিশ্চিত না হয়ে বদ দু'আ করেননি। যেমন মক্কা ও তায়েফবাসী মহানবী (স)কে অবর্ণনীয় কষ্ট দিয়েছে। এমনকি তায়েফবাসী কর্তৃক তিনি নির্যাতিত হওয়ায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট ফিরিশতা পাঠিয়েছিলেন তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার ব্যাপারে নবী (স)-এর ইচ্ছা জানার জন্য। মহানবী (স) তাতে রাজী হননি। আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

আজ দা'ঈগণের নিকট যেহেতু ওহী আসা বন্ধ, তাই যালিমদের হিদায়াতের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। তবে এভাবে দু'আ করা যায় : 'হে আল্লাহ! ওদের নসীবে হিদায়াত থাকলে তা প্রদান করুন, অন্যথায় ধ্বংস করে দিন, তাদের শক্তি-সামর্থ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিন'। এ ধরনের দু'আ দা'ঈ কাজে লাগাতে পারেন।

---

৩৮২. সূরা ইউনুস : ৮৪-৮৭।

৩৮৩. সূরা নূহ : ২৬-২৭।

৩৮৪. সূরা ইউনুস : ৮৮।

৩৮৫. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, *বাবু সালাতিল ইমাম ওয়া দু'আয়িহি লি সাহিবিস সাদাকাহ*, ২খ, পৃ ২৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

৬. **সতর্ককরণ ও ভীতি প্রদর্শন :** পরিস্থিতি যদি দা'ঈর কিছুটা অনুকূলে থাকে, অন্যদিকে নির্যাতনও যদি হালকা ধরনের হয়, তবে সে যালিমকে সতর্ক করা যেতে পারে। এমনকি ধমকি বা শাস্তির হুমকিও দেয়া যেতে পারে। আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি সেদিকে ইঙ্গিতবহ :

فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى انفسهم قولا بليغا-

আপনি এদের এড়িয়ে যান, আর সতর্ক করুন এবং এদের ব্যাপারে শক্ত কথা বলুন।[৩৮৬]

কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত যালিমদের এ দুনিয়ায় ধ্বংস ও আখিরাতে কঠিন শাস্তির কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে। তবে দা'ঈকে লক্ষ্য রাখতে হবে, কেউ গালিগালাজ করে অন্যায় করলে তাকেও গালিগালাজের মাধ্যমে জবাব দেয়া ঠিক নয়। এমনকি এ ব্যাপারে আল কুরআনে নিষেধাজ্ঞা এসেছে :

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم-

আল্লাহকে ছেড়ে যারা অন্যের আরাধনা করে তাদেরকে মন্দ বলো না। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলবে।[৩৮৭]

কুকুর মানুষের পায়ে কামড় দিলে মানুষ সে কুকুরের পায়ে কামড় বসাবে না। সুতরাং দা'ঈ নিজ আত্মমর্যাদা ও ভদ্রতা বজায় রেখে হুমকি-ধমকি দিয়ে অত্যাচারীকে বিরত করার চেষ্টা করবেন।

৭. **যালিমদের গণবিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা চালানো :** যালিমরা যাদের সহযোগিতা নিয়ে যুলুম করে, তারা সমাজের অভিজাত ও ধনিক শ্রেণী এবং যাদের সমর্থনে টিকে থাকে, তারা হলো সাধারণ জনগোষ্ঠী। তাই ঐ যালিমদেরকে জনগোষ্ঠী তথা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হলেও অনেক যুলুম নির্যাতন হ্রাস পায়। আর আখিরাতের অবস্থা তুলে ধরেই দা'ঈগণকে সে কৌশল শেখানো হয়েছে আল কুরআনুল কারীমে :

ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرا من الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب- وقال الذين اتبعوا ان لنا كرة فنتبرا منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وماهم بخارجين من النار-

আর কতই না উত্তম হত, যদি এ যালিমরা পার্থিব কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর। অনুসৃত নেতাগণ যখন তাদের অনুসারীদের সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করবে, আর এভাবে যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের (দুনিয়ার সাথে) সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর তখন সে অনুসারীরা বলবে, হায়! যদি একবার ফিরে যেতাম, তবে আমরাও ওদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেভাবে আজ তারা করেছে। এভাবে আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম পরিতাপরূপে তাদেরকে দেখাবেন। আর তারা জাহান্নাম থেকে কখনো বের হতে পারবে না।[৩৮৮]

---

৩৮৬. সূরা নিসা : ৬৩।

৩৮৭. সূরা আন'আম : ১০৮।

৩৮৮. সূরা বাকারা : ১৬৫-৬৭।

এ ধরনের বক্তব্য তুলে ধরে দা'ঈগণ জনসাধারণকে যালিমদের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তুলতে পারেন। কেননা আজ যালিমদের হয়ে কোন যুলুমে সাহায্য করলে একদিন সেটাই তাদের জন্য পরিতাপের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

৮. **অবরোধ ও বয়কট (Boycott) :** অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ইত্যাদি দিক দিয়ে সম্পর্কচ্ছেদ করে অসহযোগিতা প্রদর্শন করার মাধ্যমেও অনেক যালিমকে প্রতিরোধ করা যায়। তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখা যায়। এটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি পদ্ধতি। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে অবহেলাকারী, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী মুনাফিক, অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারীকে উক্ত পদ্ধতিতে সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া যায়। এজন্য অত্যাচারী মক্কার কাফিরদেরকে চিন্তাগত বয়কট করার জন্য সূরা কাফিরুন নাযিল হয়। আর কার্যগত ও সহযোগিতামূলক ইস্যুতে বয়কট করার জন্য নির্দেশ করা হয় :

ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار-

আর যালিমদের আশ্রয়ে নির্ভরশীল হবে না, তখন তোমাদের জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে।[৩৮৯]

এ পদ্ধতিকে এমনকি পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্যও ইসলাম অনুমোদন করেছে। যেমন কারো স্ত্রী যদি অন্যায়ভাবে অবাধ্যতায় সীমালংঘন করে, তবে তাকে বয়কট করা যায়। কালামে পাকে বলা হয়েছে :

واهجروهن فى المضاجع-

বিছানায় তাদেরকে বয়কট কর।[৩৯০]

বর্ণিত আছে, মহানবী (স) ও তাঁর সাহাবীগণ যুদ্ধে যেতে অবহেলাকারী তিনজন সাহাবীকে সামাজিকভাবে বয়কট করেছিলেন। বর্তমানকালের হরতাল ও অসহযোগ আন্দোলন এ পর্যায়ভুক্ত বলে মনে হয়, যা দা'ঈগণও ব্যবহার করতে পারেন।

৯. **রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ব্যবহারের প্রচেষ্টা :** সমাজ জীবনে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এক শক্তিশালী হাতিয়ার। সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন রকমের যুলুম প্রতিরোধ, সমাজ সদস্যদের মতবিরোধ নিসরন, সামাজিক সমস্যা সমাধান ও কল্যাণই তার মূল লক্ষ্য। আল কুরআনের ভাষায় আল্লাহ পাক সকল নবী (আ)কে ঐ পরিকল্পনা দিয়েই পাঠিয়েছিলেন। ইরশাদ হয়েছে :

لقد ارسلنا رسلنا بالبينت وانزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس-

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়দণ্ড, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লৌহও দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ।[৩৯১]

অনেকে এ ন্যায়দণ্ড ও লৌহদণ্ডকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর কিতাবকে সংবিধান বলেছেন। এসবের সমন্বয়ে সমাজে ইসলামী আইন চালু করা গেলে সব রকমের

---

৩৮৯. সূরা হুদ : ১১৩।

৩৯০. সূরা নিসা : ৩৪।

৩৯১. সূরা হাদীদ : ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

যুলুম-অত্যাচার ও অন্যায়ের মূলোৎপাটন সম্ভব। যুলুম-নির্যাতনমূলক অপরাধে ইসলামে বিভিন্ন ধরনের দণ্ডবিধি চালু রয়েছে। যেমন, অন্যায় হত্যার শাস্তি কিসাস বা হত্যা, চুরির শাস্তি হাত কাটা, ব্যাভিচারের শাস্তি বেত্রাঘাত বা আমরণ প্রস্তর নিক্ষেপ, ডাকাতি ও হাইজ্যাকের শাস্তি অপরাধের মাত্রানুসারে হত্যা করা বা ফাঁসিতে দেয়া কিংবা হাত পা কেটে ফেলা নতুবা নির্বাসন দেয়া ইত্যাদি। তেমনি রয়েছে তা'যীল (تعزيل) বা লঘু শাস্তি। যেমন কারাগারে আটক, নির্বাসন, প্রহার, কটুবাক্য এবং পদমর্যাদা নীচুকরণ ইত্যাদি, যা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বিশেষজ্ঞ ও বিচারকের ফয়সালার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করবে।

এমনিভাবে রয়েছে জরিমানা বা অর্থদণ্ড যা শরী'আতের পরিভাষায় কিছু কিছুর নাম দিয়াত (হত্যার বিনিময়), আবার কিছু কিছুর নাম কাফ্ফারা। যেমন কসম ভঙ্গ করা, যিহার বা স্ত্রীকে মাতৃতুল্য করা ইত্যাদিতে যে অর্থদণ্ড দেয়া হয়। এভাবে ইসলামী আইন চালু করার চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় তাগূত বা খোদাদ্রোহী ও কায়েমী স্বার্থ (Vested Interest) পন্থীরা নিজেদের স্বার্থে আইন রচনা করবে এবং এর মাধ্যমে যুলুম প্রতিষ্ঠা করবে।

১০. **অপসংস্কৃতি ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া :** শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিই নয়, সামাজিক ও ধর্মীয় স্বার্থও খাঁটি ইসলামী দা'ঈদের সহ্য করে না। যেমন, ইবরাহীমের পিতা আযর ধর্মীয় নেতা। তিনি ইবরাহীম (আ)-এর দা'ওয়াতের পথে বাধা দিয়েছিলেন।

তেমনি শেষনবী আশা করেছিলেন যে, ইহুদী নাসারাদের 'উলামা ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ (কুরআনের ভাষায় আহবার ও রাহবান) হয়তো তাঁর দা'ওয়াত সহজেই কবুল করবে। কারণ আল্লাহ, আখিরাত, নবী, ওহী ইত্যাদির সাথে তারা আগেই পরিচিত। কিন্তু দেখা গেল, রাসূল (স)-এর দা'ওয়াতের সাথে যখন মক্কার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কায়েমী স্বার্থের সংঘর্ষ বাধল, তখন ঐ আহবার ও রাহবানদের ধর্মীয় স্বার্থও তাদেরকে আবু জেহেলের সাথেই সহযোগিতা করতে বাধ্য করল।

এভাবে এক শ্রেণীর ভণ্ড পীর ও বিকৃতমনা বুদ্ধিজীবী সমাজে ধর্মের দোহাই দিয়ে ইসলামের শত্রুদের ক্রীড়নক হয়ে দা'ঈদের উপর নির্যাতনের সহায়তা দেয়। জনমতকে খোদাদ্রোহীদের পক্ষে ও দা'ঈদের বিপক্ষে নিয়ে যায়।

আহমদ ইব্ন হাম্বল, ইবন তাইমিয়া, হাসান আল বান্না, সায়্যিদ কুতুব প্রমুখ ইসলামী দা'ঈ ও তাদের অনুসারীদের উপর যে নির্যাতন নেমে এসেছিল, তাতে ঐ শ্রেণীর লোকদের সহায়তা কার্যকর ছিল। তাই তাদের ভণ্ডামী, চাতুর্য ও ধর্ম ব্যবসা সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করতে হবে। তাদেরকে গণবিচ্ছিন্ন করতে হবে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও তাদের মাঝে দেয়াল রচনা করতে হবে।

১১. **যুদ্ধ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ :** যুলুম প্রতিরোধে সশস্ত্র পদক্ষেপ এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইসলামী দা'ঈগণের শক্তি যখন একটি রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশে সক্ষম হয় এবং সামর্থ্য থাকে, তখন সে পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। দা'ঈগণ এতে সামর্থ্যবান হলে এটা খুবই কার্যকরী পন্থা। ইসলামের চূড়ান্ত জিহাদ বা সশস্ত্র যুদ্ধকে যে ক'টি উদ্দেশ্যে অনুমোদন

Dhaka University Institutional Repository

করেছে, তাতে প্রাথমিক ও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল, যুলুমের মূলোৎপাটন। যালিমের নখের থাবায় আহাজারিরত মযলুমকে রক্ষা করা। ইরশাদ হচ্ছে :

اذن للذين يقتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير-

যাদেরকে যুদ্ধে বাধ্য করা হচ্ছে, তাদেরকে যুদ্ধ করতে অনুমতি দেয়া হয়েছে কারণ তারা নির্যাতিত। আর আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।[৩৯২]

অন্য আয়াতে বলা হয় : وقاتلواهم حتى لا تكون فتنة-

ফিতনা-ফ্যাসাদ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাও।[৩৯৩]

ইসলামী দা'ওয়াতের বাধা অপসারণসহ মানুষের ধন-সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান ইত্যাদিতে যত রকম অন্যায় অবিচার রয়েছে, সব কিছু অপসারণে যুদ্ধ চলতে পারে।

উল্লেখ্য, যুদ্ধকে প্রতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। ইসলামী পণ্ডিতগণের মাঝে কেউ কেউ বলেন, ইসলামের সকল যুদ্ধই প্রতিরক্ষামূলক।[৩৯৪]

কিন্তু এ মতটি যথাযথ নয়। কারণ আক্রমণাত্মক যুদ্ধকেও ইসলাম অনুমোদন করে, যা হয়ে থাকে যালিমদের বিরুদ্ধে, ইসলামী দা'ওয়াতের পথে বাধা অপসারণার্থে এবং মযলুমকে রক্ষার্থে। প্রথম লক্ষ্যে বলা হয় :

وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظلمين-

তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তারা যুদ্ধ থেকে বিরত হয়, তবে যালিমদের ব্যতীত অন্য কাউকে আক্রমণ করা চলবে না।[৩৯৫]

বস্তুত আল্লাহ তাঁর পৃথিবীতে বিপর্যয় ও অরাজকতা দেখা দিক তা চান না। তিনি চান না তাঁর বান্দাদের বিনা অপরাধে নির্যাতন করা হোক, ধ্বংস করা হোক। সবলেরা দুর্বলদের আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত জীবনকে বিপর্যয় ও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিক, এটা তিনি সহ্য করতে রাজী নন। তিনি চান না পৃথিবীতে প্রতারণা, যুলুম, বেইনসাফী, হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ চলুক এবং দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর দাসত্ব ছেড়ে সৃষ্ট জীবনের দাসত্ব করুক। তাদের উচ্চ মানবীয় মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্বকে অপমানিত ও কলংকিত করুক।[৩৯৬]

এমনিভাবে মযলুমের আর্তনাদে যখন আকাশ বাতাস ভারী হয়ে যায়, তখন তাদের মুক্ত করার জন্য যালিমের উপর আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালিত হবে। ইরশাদ হচ্ছে :

وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا-

আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে

৩৯২. সূরা হজ্জ : ৩৯।

৩৯৩. সূরা আনফাল : ৩৯।

৩৯৪. শায়খ মুহাম্মদ রশীদ রেদা, *আল ওলী আল মুহাম্মাদী,* বৈরুত : আল মাক্তাবুল ইসলামী, ১৩৯৯ হি., পৃ ৩০৮।

৩৯৫. সূরা বাকারা : ১৯৩।

৩৯৬. সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, *আল জিহাদ,* অনু. আকরাম ফারুক, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

> নিস্কৃতি দান কর, এখানকার অধিবাসীরা অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।[৩৯৭]

এভাবে কোন শত্রুপক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করলে যুদ্ধের আশংকায় চুক্তি ভঙ্গকারীদের শায়েস্তা করার জন্য আক্রমণ করা যায়। মহানবী (স) এ প্রেক্ষাপটে মক্কা অভিযান করে বিজয় লাভ করেছিলেন।

মোটকথা, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যুদ্ধকে অনুমোদন ও এর নির্দেশ প্রদান করলেও যুলুমের বিরুদ্ধে একে ব্যবহার করার বিষয়টি ইসলামী দিক-নির্দেশনায় প্রাধান্য লাভ করেছে।

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুদ্ধনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল সাধ্যমত জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি না ঘটিয়ে নতুন নতুন কৌশল ও নৈতিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আগ্রাসী বা শত্রুশক্তি নিষ্ক্রিয় করে দেয়া। যেমন, আরবরা এলোপাতাড়ি আক্রমণে যুদ্ধ করত। মহানবী (স) বদর যুদ্ধে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে কাতারবদ্ধ করে সুশৃঙ্খলভাবে আক্রমণ করান। এমনিভাবে আহযাবে প্রায় ২৮ হাজার শত্রু সৈন্যের মোকাবেলায় পরিখা খনন করেন, যা ছিল আরবদের কাছে অপরিচিত। যে জন্য হতাহতের সংখ্যা ছিল নগণ্য, তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। বলে দেয়া হয়েছিল, রাতের খাবার তৈরী করার ব্যবস্থা যৌথভাবে না করে পৃথক পৃথকভাবে করার জন্য। চারদিককার পাহাড়গুলোতে হাজার হাজার চুল্লি জ্বলতে দেখে মক্কাবাসীদের মনে এমন ত্রাস ছড়িয়ে পড়লো যে, এদের মধ্যে প্রতিরোধ করার মত মানসিক বল একেবারেই খতম হয়ে গেল। ফলে তারা সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহস পায়নি। যুদ্ধে তেমন হতাহত হয়নি, মাত্র ২৩ বা ২৪ জন লোক নিহত হয়েছিল। তাঁর একই নীতির কারণে সে সব যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা হাজারের কোটাও স্পর্শ করেনি। পৃথিবীতে অন্যান্য যুদ্ধে হতাহতের তুলনায় যা ছিল একেবারেই নগণ্য। অথচ এক বিশাল ও সফল বিপ্লব ঘটেছিল। অতএব যুদ্ধনীতিতে দা'ঈগণ একই নীতি অবলম্বন করবেন।

১২. **সন্ধি চুক্তি করা :** সাধারণত প্রতিপক্ষ সন্ধি করতে চাইলে সন্ধি চুক্তিতে আসতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله عليهم سبيلا -

> সুতরাং তারা যদি তোমাদের নিকট থেকে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে, তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেননি।[৩৯৮]

এমনিভাবে ইসলামী দা'ঈগণও যুদ্ধে অপারগ হলে সন্ধি চুক্তিতে আসার চেষ্টা করতে পারেন। আর এটা সামরিক চুক্তিও হতে পারে যেমন মহানবী (স)-এর হুদায়বিয়ার চুক্তি, আবার সামাজিক ও রাজনৈতিক চুক্তিও হতে পারে। যেমন তাঁর মদীনা সনদের মাধ্যমে চুক্তি।

উল্লেখ্য, মহানবী (স)-এর এসব চুক্তির মাধ্যমে যালিমদের পক্ষ থেকে অনেক যুলুম থেকে মুসলমানদেরকে হিফাযত করেছিলেন। দা'ঈগণও তা ব্যবহার করতে পারেন।

---

৩৯৭. সূরা নিসা : ৭৫।

৩৯৮. সূরা নিসা : ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. **প্রভাবশালীর আশ্রয় লাভ :** অত্যাচারী থেকে রক্ষা করতে সক্ষম এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি কিংবা রাষ্ট্রেরও সহযোগিতা বা আশ্রয় নেয়া যায়। ইসলামী দা'ওয়াতের পরিভাষায় একে সুলতানান নাসীরা তথা সাহায্যকারী কর্তৃত্ব বলা হয়। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (স)কে তা চাইতে শিক্ষা দিয়েছিলেন, যা তাঁর বাণীতে এভাবে রয়েছে :

واجعل لى من لدنك سلطنا نصيرا-

তোমার পক্ষ থেকে আমার জন্য সাহায্যকারী নিয়োগ করে দাও।[৩৯৯]

এজন্য মহানবী (স) হযরত ওমর ও আবুল হাকাম আবু জাহিলের ঈমান গ্রহণ কামনা করতেন।

ঐ প্রভাবশালী মহলটি মুসলিম হোক আর অমুসলিম, প্রয়োজনে ও নির্ভরযোগ্য মনে হলে উভয় প্রকারের ব্যক্তির আশ্রয় নেয়া যাবে। এ জন্য মহানবী (স) মক্কায় স্বীয় চাচা আবু তালিবের আশ্রয়ে ছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর তায়েফে গিয়েছিলেন দা'ওয়াত নিয়ে এবং সাহায্যকারী খুঁজতে। তৎকালীন মক্কার অবস্থা তাঁর জন্য অনুকূলে ছিল না। তাই তায়েফে নিরাশ হয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন মাত্'আম ইবন আদ্দীর আশ্রয়ে।[৪০০]

১৪. **কাহ্ফ পদ্ধতি (আত্মগোপন) :** কাহ্ফ পদ্ধতি হলো পাহাড়-পর্বতের গুহায় তথা গোপনীয় কোন স্থানে লুকিয়ে থাকা। যালিমের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কোন রকমের প্রতিরোধে ব্যর্থ হলে দা'ঈ আত্মগোপন করতে পারেন। তবে এর সাথে যথাসম্ভব প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহণের প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখতে হবে। যুলুম-নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য ঐ পদ্ধতি অনেক দা'ঈ অবলম্বন করেছেন। যেমন ইহুদীদের যুলুম থেকে বাঁচার জন্য প্রাথমিককালের নাসারাগণ পাহাড়-পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিছুটা অজ্ঞাত থাকলেও এ ধরনের কাহ্ফ বা গুহাবাসীর কথা আল কুরআনে আলোচিত হয়েছে। তাদের একজনের কথা থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট, যিনি শহরে লোকদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন :

انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم فى ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا-

তারা যদি তোমাদের খবর জানতে পারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। তাহলে কখনোই সাফল্য লাভ করবে না।[৪০১]

অতএব তাদের দ্বীনের উপর টিকে থাকতে ও অত্যাচার-যুলুম থেকে বাঁচার জন্যই কাহ্ফে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নবীগণের মাঝেও কেউ কেউ তা অবলম্বন করেছিলেন। যেমন হযরত যাকারিয়া (আ) একটি গাছে, ঈসা (আ) গহীন জঙ্গলে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) হিযরতের সময় মক্কায় হেরা পাহাড়ের গুহায়। ইসলামী দা'ওয়াতের ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক দা'ঈ অত্যাচারীর হাত থেকে বাঁচার জন্য আত্মগোপন করেছিলেন। এটা কাপুরুষতা নয়; বরং পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির জন্য।

---

৩৯৯. সূরা বনী ইসরাঈল : ৮০।

৪০০. ইব্নুল আছীর, *আল কামিল ফিত্ তারীখ*, বৈরুত : দারুল 'ইলম লিল্ মালাঈন, ১৯৮৭, ২খ, পৃ ৯২।

৪০১. সূরা কাহফ : ২০।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. **হিযরত :** অত্যাচার যদি এমন পর্যায়ে যায় যে, দা'ঈর ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করে। অথচ প্রতিরোধের কোন কৌশলই তাঁর হাতে নেই, নেই কোন আশ্রয় বা আত্মগোপন করার স্থান, সে ক্ষেত্রে দা'ঈ হিযরত করবেন; বরং নির্যাতিত অবস্থায় সকলকে হিযরত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে :

ان الذين توفاهم الملئكة ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا- الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا- فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفو غفورا- ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الارض مراغما كثيرا وسعة-

> যারা নিজের উপর যুলুম করে, ফিরিশতারা তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফিরিশতারা বলে, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশ ত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। তবে যে সব পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং পথও পায় না, আল্লাহ্ হয়তো তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করবে।[৪০২]

এমনকি আল্লাহ্ পাকের অনেক নবী (আ)ও হিযরত করেছেন। যেমন ইবরাহীম, মূসা, মুহাম্মদ (স)। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (স) নিজে হিযরত করার পূর্বেও মুসলমানদেরকে দু'দফা হাবশায় হিযরতে পাঠিয়ে ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ও অনুসারীগণ ধীরে ধীরে মদীনায় হিযরত করেন এবং প্রস্তুতি সম্পন্ন করে দ্বীনকে বিজয়ী করেন।

অতএব দা'ঈগণকেও শুধু হিযরত করলে চলবে না; বরং হিযরত করতে হবে প্রস্তুতি নিয়ে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ও দা'ওয়াতকে সফলতায় পৌঁছানোর জন্য।

বিভিন্ন রকম যুলুম প্রতিরোধে সময়ক্ষণ বিবেচনা

উল্লেখ্য যে, যুলুম ও নির্যাতন মোকাবেলায় বিভিন্ন রকম কৌশল ও মাধ্যমের মাঝে ক'টিতে প্রতিরোধের প্রয়োজন হয় না। যেমন সবর, ক্ষমা ও উত্তম ব্যবহার, নামায ও দু'আ, আত্মগোপন, হিযরত। এগুলো দা'ঈ তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের সাথে জড়িত। তার নিজস্ব শক্তি সামর্থ অনুসারে তাতে পদক্ষেপ নিবেন। আবার কিছু কিছু আছে যেগুলোতে প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়। এমনকি শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। যেমন যুদ্ধ, গণআন্দোলন, অবরোধ ও বয়কট, দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন ইত্যাদি। এ মাধ্যমগুলো ব্যবহারের যথাযথ সময় আছে।

সর্বাবস্থায় ধৈর্য্যধারণ করা বা ক্ষমা করে দেয়া উচিত নয়। কেননা একই ধরনের যুলুম বারবার আপতিত হওয়ার পর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিরোধ করা না হলে সে অত্যাচার যুলুমের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় শেষোক্ত পর্যায়ের মাধ্যমগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন যথাযথ প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ও শক্তি সঞ্চয়।

---

৪০২. সূরা নিসা : ৯৭-১০০।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া, ইসলামী দণ্ডবিধি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। যা অন্যায়করীর অপরাধ প্রমাণিত হওয়া সাপেক্ষে সেই বিধিগুলো বাস্তবায়ন করবে। অন্যথায় দেখা দেবে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা। তখন দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। আর কর্তৃত্ব হল ভিত্তি বা মূল স্তম্ভ। ভিত্তি বা স্তম্ভ ছাড়া কোন ঘর উঠানো সম্ভব নয়।

এমনিভাবে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে গেলেও প্রয়োজন বিভিন্ন রকম শক্তি। তার মধ্যে জনশক্তি, সাংগঠনিক শক্তি, যুদ্ধাস্ত্র, ভরণপোষণ ও যোগাযোগ শক্তি সামর্থ্য ইত্যাদি। এ বিষয়টিকে সংক্ষেপে আল কুরআনে বলা হয় :

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة-

তাদের মোকাবেলায় শক্তি সঞ্চয়ে যথাসম্ভব প্রস্তুতি গ্রহণ কর।[৪০৩]

উপরোক্ত দিকসমূহে প্রতিপক্ষের কতটুকু কি আছে, তা পরিমাপ করেই যদি দা'ঈগণ মনে করেন তাদের প্রস্তুতি পর্যাপ্ত, তাহলেই সশস্ত্র প্রতিরোধে অবতীর্ণ হতে পারেন, অন্যথায় নয়। এ জন্য দেখা যায়, মহানবী (স) ইসলামবিরোধী শক্তির সাথে সশস্ত্র প্রতিরোধে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করেছেন।

প্রথমত : উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রস্তুতি নিতে বলা হয়। এজন্য মাক্কী জীবনে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। আদেশ ছিল : -كفوا ايديكم

তোমাদের হস্ত সংবরণ কর।[৪০৪]

দ্বিতীয়ত : যখন যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়, সেটাও ক'টি পর্যায়ে। প্রথমত- এটা ফরয না করে তাতে অনুমতি দেয়া হয়। যেমন আল্লাহর বাণী :

اذن للذين يقتلون بانهم ظلموا-

যাদেরকে যুদ্ধে বাধ্য করা হচ্ছে, তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে, কারণ তারা নির্যাতিত।[৪০৫]

তৃতীয়ত : মুসলমানদের সাথে যারা যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়, তাদের সাথে যুদ্ধ করা অন্যথায় বিরত থাকা। যেমন- যুদ্ধরতদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়ার পর ইরশাদ করা হয়েছে :

فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا-

অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করে, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন পথ দেননি।[৪০৬]

চতুর্থত : ইসলামী দা'ওয়াত প্রচার করার পরও যারা কুফরীর উপর অটল থাকে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করে, জিযিয়া কর আদায় করতে অস্বীকার করে; বরং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, দা'ওয়াতী কাজে বাধা দেয়, তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। যেন আল্লাহর যমীন থেকে সকল অত্যাচার, অনাচার, যুলুম-নির্যাতন বন্ধ হয়ে যায় এবং ইসলামের আদল ইনসাফ ও কল্যাণের পতাকাতলে সকলে একত্রিত হয়, তথা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগীতে মানব সমাজ নিমগ্ন হয়। বিশ্ব ধর্ম হিসেবে

---

৪০৩. সূরা আনফাল : ৬০।

৪০৪. সূরা নিসা : ৭৭।

৪০৫. সূরা হজ্জ : ৩৯।

৪০৬. সূরা নিসা : ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের এ মিশন বিশ্বব্যাপী। গোটা দুনিয়া খোদাদ্রোহী কাফির ও নাস্তিকদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য সে মিশন পরিচালিত হবে। দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এটি একটি চূড়ান্ত পর্যায়। তবে যথাযথ শক্তি সামর্থ্য, প্রস্তুতি ও কর্তৃত্ব লাভের পরই তা গ্রহণ করা যাবে। এ পর্যায়ে আহলে কিতাব জিযিয়া কর না দেয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলা হয়। ইরশাদ হয়েছে :

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون-

> তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন, তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।[৪০৭]

এমনিভাবে জাযিরাতুল আরবের মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়। ইরশাদ করা হয়েছে :

فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم-

> অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৪০৮]

আর এ অবস্থায় রেখে মহানবী (স) ইনতিকাল করেন। অতএব শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত অন্যান্য সকল মাধ্যম ব্যবহার করে দা'ঈগণ ব্যর্থ হলে ইসলামী রাষ্ট্র বিশেষজ্ঞ দলের মাধ্যমের নির্ধারণ করবে কার সাথে যুদ্ধ করা প্রয়োজন, কার নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া যায়, কার সাথে সন্ধি চুক্তি করা দরকার, ইত্যাদি। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পদক্ষেপের অনুমোদন ও নির্দেশ দিয়ে ইসলাম দা'ঈগণের পথ খুলে দিয়েছে।

যুলুম-নির্যাতন মোকাবেলায় ইসলামী নৈতিকতা

এক্ষেত্রে ইসলামের বিভিন্ন নীতিমালা রয়েছে :

প্রথমত : সে মোকাবেলা হবে আল্লাহর রাস্তায় তথা তার সন্তুষ্টি অর্জনে ইসলামী দা'ওয়াতের স্বার্থে। ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা, অন্যায় স্বার্থসিদ্ধির জন্য দা'ঈ প্রতিরোধে এগিয়ে আসবে না। যুদ্ধ হোক আর না হোক, সব হবে আল্লাহর রাস্তায়। আল্লাহ পাক বলেন :

الذين امنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت-

> যারা ঈমানদার তারা যে জিহাদ করে আল্লাহর রাস্তায়ই। পক্ষান্তরে যারা কাফির তারা লড়াই করে তাগূতের পক্ষে।[৪০৯]

যালিম নিকটাত্মীয় হলেও দা'ঈ শুধু আত্মীয়তার স্বার্থে তার মোকাবেলা থেকে পিছিয়ে যাবে না। ইরশাদ হচ্ছে :

---

৪০৭. সূরা তওবা : ২৯।
৪০৮. সূরা তওবা : ৫।
৪০৯. সূরা নিসা : ৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

كتب الله لاغلبن انا ورسلى ان الله قوى عزيز- لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم-

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদেরকে তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি গোষ্ঠী হয়।[৪১০]

দ্বিতীয়ত : সর্বাবস্থায় যুলুম পরিত্যাজ্য। ইরশাদ হয়েছে :

ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى-

কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো ন্যায়বিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর। এটাই তাকওয়ার নিকটতর।[৪১১]

ইসলাম এমনকি যুদ্ধরতদের সাথেও যুলুম করাকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইরশাদ হয়েছে :

وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم لا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين-

তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের সাথে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না।[৪১২]

যুদ্ধে যুলুমের মধ্যে একটি হল, প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করা। যেমন শস্যক্ষেত্র, গৃহপালিত জন্তু, ফলের গাছ ইত্যাদি।

এমনিভাবে তাদেরকে হত্যা করা যুলুম, যারা সাধারণত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না। যেমন শিশু সন্তান, বৃদ্ধ, মহিলা, সন্ন্যাসী, রোগাক্রান্ত ইত্যাদি। এসব মহানবীর হাদীস থেকে প্রমাণিত।[৪১৩] কিন্তু তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে তাদেরকে হত্যা করা যাবে।

তৃতীয়ত : প্রস্তুতি ও ধারাক্রম নীতি অবলম্বন। কেননা অসময়ে অপাত্রে কিংবা যথাযথ প্রস্তুতি না নিয়ে শক্তি প্রয়োগ করতে গেলে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। আর এটা অন্য দিক দিয়ে দা'ওয়াতী কার্যক্রমের উপরই যুলুম। ইরশাদ হয়েছে : ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة-

তোমরা নিজেদেরকে হাতে ধরে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।[৪১৪]

চতুর্থত : সামর্থ্য থাকতে যুলুম প্রতিরোধ না করা অবৈধ। কেননা, অত্যাচারীকে মানুষের উপর অত্যাচার করতে দেয়া এক ধরনের যুলুম। মহানবী (স) বলেছেন :

من اعان ظالما سلطة الله عليه-

যে যালিমকে সহায়তা করে, আল্লাহ তাকে সে ব্যক্তির উপর চড়াও করিয়ে দেন।[৪১৫]

যালিমকে যুলুম করতে ছেড়ে দেয়ার অর্থ তাকে সহায়তা করা। আর এটাও দা'ওয়াতী কার্যক্রমের উপর যুলুম বটে।

---

৪১০. সূরা মুজাদালা : ২১-২২।

৪১১. সূরা মায়িদা : ৮।

৪১২. সূরা বাকারা : ১৯০।

৪১৩. ইমাম আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল আশশায়বানী, *মুসনাদ আহমদ*, ১খ, পৃ ৩০০।

৪১৪. সূরা বাকারা : ১৯৫।

৪১৫. হাফেজ ইবন আসাকির, হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ থেকে বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চমত : দা'ওয়াতে লাভজনক না হলে শক্তি প্রয়োগের চেয়ে ক্ষমা, সংযম ও ধৈর্য্যই উত্তম। ইরশাদ হয়েছে : -ولئن صبرتم لهو خير للصابرين

আর যদি তোমরা ধৈর্য্য ধর, তাহলে ধৈর্য্যশীলদের জন্য অবশ্যই কল্যাণকর হবে।[৪১৬]

ষষ্ঠত : শক্তি প্রয়োগ ও যুদ্ধ হতে হবে উত্তম পন্থায়। আর উত্তম পন্থা হবে উপরোক্ত বিষয়গুলোর সাথে সাথে আরো ক'টি নীতি অবলম্বন করতে হবে। যথা :

১. যুদ্ধ শুরুর পূর্বে নতুন করে আবার দা'ওয়াত দিতে হবে।

২. যুদ্ধের চেয়ে শান্তি ও সন্ধিকে প্রাধান্য দিতে হবে। বিশেষ করে অত্যাচারী পক্ষ যদি এগিয়ে আসে। ইরশাদ হয়েছে : -وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله

তারা যদি শান্তি চুক্তি করতে চায়, তাহলে তাই কর, আর আল্লাহর উপর ভরসা কর।[৪১৭]

৩. প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা ও খিয়ানত না করা। ইরশাদ হয়েছে :

ولا تنقصوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا-

প্রতিশ্রুতি চূড়ান্ত হওয়ার পর তা ভঙ্গ করো না। আর তোমাদের উপর আল্লাহকে যামিনদার রেখেছ।[৪১৮]

৪. ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বাস করতে ইচ্ছুক যিম্মীদের নিকট থেকে সামরিক কাজ থেকে বিরত থাকার বিনিময়ে জিযিয়া গ্রহণ করা। যেমন আল্লাহর বাণী : -حتى يعطوا الجزية

যতক্ষণ না জিযিয়া দেয়।

৫. শত্রুকে দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন। যেমন বন্দীদেরকে উত্তম খাবার পরিবেশন ও ভালো আচরণ করা। ইরশাদ হয়েছে : -ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا

তারা আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য মিসকীন, ইয়াতীম ও যুদ্ধবন্দীদেরকে খাবার পরিবেশন করে।[৪১৯]

মোটকথা, যুদ্ধ অবস্থায়ও শত্রুর সাথে ভালো আচার-আচরণ দুঃখ-দুর্দশায় সমবেদনা জানানো ইত্যাদি কাজ করে তার হৃদয় আকৃষ্ট করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ইরশাদ হয়েছে :

لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين-

ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন।[৪২০]

তাই সুলতান সালাউদ্দীন আইয়ুবীর ভূমিকা বিশ্বনন্দিত।

---

৪১৬. সূরা নাহল : ১২৬।

৪১৭. সূরা আনফাল : ৬১।

৪১৮. সূরা নাহল : ৯১।

৪১৯. সূরা ইনসান : ৮।

৪২০. সূরা মুমতাহিনা : ৮।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহারে বলা যায়, মানবিকতায় উন্নত এবং বৈচিত্র্যময় নীতি ও নৈতিকতায় পরিপূর্ণ এক দা'ওয়াতী পরিকল্পনায় ইসলাম সকল রকমের যুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন, নৈরাজ্য, সন্ত্রাস নির্মূলে ন্যায়ানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সব কিছু মানবতার কল্যাণে মানব সমাজের স্বাধীনতা, শান্তি ও সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং বাতিল, খোদাদ্রোহী, তাগূত, স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে সমাজকে মুক্ত করার লক্ষ্যে। দা'ঈগণ যদি উপরোক্ত বর্ণনানুযায়ী বিভিন্ন পন্থা তথা কৌশল ও মাধ্যম অনুসরণ করে, তাহলে তাদের দা'ওয়াত বিজয়ী হবে বলে আশা করা যায়। পৃথিবীতে একমাত্র ইসলামী ছাড়া এমন কোন ধর্ম পাওয়া যাবে না, যে ধর্ম তাঁর অনুসারীদেরকে যুলুমের মোকাবেলা, আল্লাহর রাস্তায় ও সত্য প্রতিষ্ঠায়, দুর্বল অসহায়দের সাহায্যে, উন্নত জীবনধারা প্রচলনে যুদ্ধে জড়িয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছে। মানব সমাজে যুদ্ধ থাকবে, বিভিন্ন রকমের যুলুম, অন্যায়, অবিচার, মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। ইসলাম এ বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে এ সমস্যার সমাধান করেছে এভাবে যে, তা হতে হবে আদল, ইনসাফ, ইহসান ও সততার সাথে এবং শান্তিকামিতায়।

ইসলামী দা'ওয়াতী কার্যক্রমে
অটল ও চলমান থাকার কৌশল অবলম্বন

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামের নির্দেশ হলো, ইসলামী দা'ওয়াতে অটল থাকতে হবে। শত্রুপক্ষের হুমকি-ধমকি, নিপীড়ন, নির্যাতন ও বাধার মুখে দা'ওয়াতী কাজ থেকে বিরত থাকা যাবে না। শত্রুর কাছে নতি স্বীকার করা যাবে না। তাদের তোষামোদে ইসলামী মূল্যবোধের পরিপন্থী কিছু করা যাবে না; বরং অনবরত কৌশলে দা'ওয়াতী কাজ করে যেতে হবে। এ কার্যধারাকে চলমান রাখতে হবে। পূর্বেই আমরা দেখেছি, এ মর্মে আল কুরআনেও আল্লাহর নির্দেশ এসেছে : واستقم كما امرت ولا تتبع اهوائهم

> তোমাকে যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাতে অটল থাক। তাদের মনগড়া বিষয়ের অনুসরণ করবে না।[৪২১]

উল্লেখ্য, দা'ওয়াতী কাজে দৃঢ় ও অটল থেকে এ কাজকে সচল রাখার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। পূর্ববর্ণিত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দা'ওয়াতী কৌশল ও মূলনীতিসমূহের অনুসরণই এক্ষেত্রে প্রধান পাথেয়। তবে সেগুলো ছাড়া সুনির্দিষ্টভাবে আরো কিছু কৌশলগত দিক রয়েছে, যেগুলোর অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। নিম্নে এসবের গুরুত্বপূর্ণ ক'টি উল্লেখ করা হলো।

১. **দা'ওয়াতী কাজে আস্থা রাখা :** দা'ওয়াতী কাজে টিকে থাকার জন্য প্রথম কাজ হলো, এর উপর দা'ঈর নিজের আস্থা থাকতে হবে। ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম, সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হবে। ইসলামকে জীবনের মূল লক্ষ্য বানাতে হবে।

অতঃপর তিনি এ পথে কুরআন সুন্নাহ প্রদত্ত যে পদ্ধতি অনুসরণ করছেন তার উপরও আস্থা রাখতে হবে। লোকসমাজ থেকে সাড়া না পেয়ে, কিংবা কাঙ্খিত ফলাফল পেতে দেরী বা অনুসারীর সংখ্যা স্বল্পতা দেখে অথবা বাতিল শক্তির হাসি-ঠাট্টা ও দম্ভ অবলোকন করে, দা'ঈর প্রিয় নেতার শাহাদাতবরণ বা মৃত্যু হওয়ায় নিরাশ হয়ে গেলে চলবে না। দা'ঈর দায়িত্ব হল আল্লাহর দেয়া পথ অনুসারে দা'ওয়াতী কাজ চালিয়ে যাওয়া। কোন পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ তা সম্পর্কে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তিনি অধিক জ্ঞাত। তাই তিনি ঐ শ্রেষ্ঠ পদ্ধতিটিই দা'ঈকে দিয়েছেন। এ মর্মে উপরোক্ত দা'ওয়াতী সংবিধানে উল্লেখ করা হয় :

ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين-

> নিশ্চয়ই তোমার প্রভু তার রাস্তা থেকে যে বিচ্যুত তার সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। আর যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত তাদের সম্পর্কেও তিনি অধিক জ্ঞাত।[৪২২]

মাদ'উ দা'ওয়াতে সাড়া না দিলে সেটা তাদের একটা অযোগ্যতা, এটা দা'ঈর অযোগ্যতার প্রমাণ নয়। কারণ দা'ঈ ইচ্ছা করলেই যে কাউকে দ্বীনে প্রবেশ করাতে পারেন না। আল্লাহ পাক সকলকে ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। তাই দা'ওয়াত গ্রহণ করা বা না করা তাদের ব্যাপার। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

انك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين-

---

৪২১. সূরা শুরা : ১৫।

৪২২. সূরা নাহল : ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভালো জানেন।[৪২৩]

আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের উপর আস্থা রাখতে হবে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين- انهم لهم المنصورون- وان جندنا لهم الغلبون-

আমার রাসূল ও বান্দাগণের ব্যাপারে আমার এই বাক্য সত্য হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। আর আমার বাহিনীই বিজয়ী হয়।[৪২৪]

২. **অসীম ধৈর্য্য ও সংযম প্রদর্শন :** এ সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়, এটা দা'ওয়াতের সকল স্তরের কার্যকর অস্ত্র। ধৈর্য্য ছাড়া দা'ওয়াতে টিকে থাকার প্রসঙ্গ অবান্তর। এ জন্য আয়াতে দা'ওয়াতে হিকমত, মাও'ইযা, মুজাদালা ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ দেয়ার পরপরই বলা হয় :

واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون-

তুমি সবর কর, তোমার সবর আল্লাহর জন্য, অন্য কারো জন্য নয়। তাদের জন্য দুঃখ করো না, আর তাদের চক্রান্তের কারণে মন খারাপ করবে না।[৪২৫]

৩. **জোর-যবরদস্তি করে দ্বীনে প্রবেশ করানোর চেষ্টা না করা :** ইসলামী দা'ওয়াতের মূলনীতি হলো, কাউকে যবরদস্তি করে ইসলামে প্রবেশ করানোর চেষ্টা না করা। লক্ষ্যস্থিত ব্যক্তি যেন ইসলাম সম্পর্কে বুঝে শুনে তা গ্রহণ করতে পারে তারই চেষ্টা অব্যাহত রাখা বাঞ্ছনীয়। ইরশাদ হয়েছে :

لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى-

দ্বীন কবুলের ক্ষেত্রে জোর-যবরদস্তি নেই। কোনটা হিদায়াতের পথ, কোনটা গোমরাহীর পথ তা স্পষ্ট হয়ে গেছে।[৪২৬]

আর এটা এজন্য যে, জোর-যবরদস্তি করে কোন কিছু কারো উপর চাপিয়ে দিলে সুযোগ বুঝেই সে তা প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি দা'ঈর ক্ষতি করে। কারণ মানব অন্তকরণের স্বাভাবিক রীতি হল, যে তার প্রতি ভাল আচরণ করল, সদয় হল, তাকে সে ভালোবাসে। আর যে যবরদস্তি করল, তাকে সে ঘৃণা করে। ঐ যবরদস্তিকারী যে কেউ হোক না কেন।

৪. **ভারসাম্য রক্ষা :** দা'ঈর কথাবার্তা, ইবাদত বন্দেগী, আচার-আচরণ, চিন্তা-ফিকির ও জীবনযাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। এটা যেমনিভাবে জীবন চলার পথে প্রয়োজন, তেমনি দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেও। এভাবে দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তির উপর ইসলামের শিক্ষার বিভিন্ন দিক এমনভাবে হঠাৎ চাপিয়ে দেয়া যাবে না, যাতে সে পালিয়ে বাঁচতে চায়। আবার এমন হালকা করে দেয়াও যাবে না, যাতে ইসলামের মৌলিক দিক রক্ষা না পায়। এমনিভাবে তাকে এত ভালোবাসা প্রকাশ করা যাবে না যে, কোন কারণে সে উথ্‌লে যায় কিংবা

---

৪২৩. সূরা কাসাস : ৫৬।

৪২৪. সূরা সাফ্‌ফাত : ১৭১-১৭৩।

৪২৫. সূরা নাহল : ১২৭।

৪২৬. সূরা বাকারা : ২৫৬।

ইসলামের প্রতি তার দরদের চেয়ে দা'ঈর প্রতিই তার দরদ বেড়ে যায়। এভাবে এত দূরে রাখা যাবে না যে, সে ইসলামী জীবনাচরণের সংস্পর্শেই আসলো না, জানলো না, কিছু অনুভব করতে পারলো না। অবশেষে সে দা'ঈর হাতছাড়া হয়ে গেল। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

ولا تجعل يدك مغلولة الا عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا-

তোমার হাতকে একেবারে ঘাড়ের দিকে গুটিয়ে নিও না (ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না), আবার একেবারে প্রসারিত করে দিও না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে।[৪২৭]

৫. **দা'ওয়াতের স্তরসমূহ অতিক্রমে নিরবচ্ছিন্ন ধারা অব্যাহত রাখা :** ইসলামী দা'ওয়াতের স্থান, কাল, পাত্র, বিষয় ও পথপরিক্রমা অনুসারে বৈচিত্র্যময় স্তর রয়েছে। যেমন :

প্রথমত : স্থানানুসারে দা'ওয়াত বলতে প্রথমে নিজের পরিবারে দা'ওয়াত দেয়া, অতঃপর নিজ গোত্র, তারপর নিজ এলাকা, এরপর পার্শ্ববর্তী এলাকায় দা'ওয়াত নিয়ে বেরিয়ে পড়া, অতঃপর বিশ্বব্যাপী তৎপরতা চালানো।

দ্বিতীয়ত : সময়ানুসারে প্রথমে মাদ'উর হাসি-খুশী অবস্থায় কিংবা দুঃখের সময়ে, অতঃপর বিশেষ উৎসবের সময়ে, তারপর অনবরত চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

তৃতীয়ত : ব্যক্তি তথা দা'ওয়াতে পাত্রের দিক বিবেচনায় প্রথমে পরিবার-পরিজন, অতঃপর আত্মীয়-স্বজন, তারপর বন্ধুমহল ও পরিচিত জন, অতঃপর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, এরপর সমাজের নিগৃহিত গোষ্ঠী, তারপর সকল আমজনতা।

চতুর্থত : বিষয়গত দিক দিয়ে প্রথমে আকীদার দিক, এরপর চারিত্রিক দিক, অতঃপর আইনগত বাধ্যবাধকতা।

পঞ্চমত : পথপরিক্রমাগত দিক দিয়ে প্রথমে প্রচার করা তথা পেশ করা, অতঃপর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া, তারপর বাস্তবায়ন ও কাজে নিয়োগ দান।

ষষ্ঠত : উপস্থাপনার ধরনের দিক দিয়ে প্রথমে ইশারা-ইঙ্গিতে, অতঃপর গোপনে স্পষ্টভাবে, তারপর প্রকাশ্যে দা'ওয়াত দেয়া।

এভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দা'ওয়াতের বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমধারা রক্ষা করে দা'ওয়াতী কাজে অগ্রসর হলে তা দা'ওয়াতে সচল থাকতে সহায়তা করে। এসব পর্যায় ধারা অনুসরণ নবী-রাসূলগণেরই সুন্নাত ছিল। যেমন হযরত নূহ (আ) দীর্ঘ সাড়ে নয়শ' বৎসর দিবারাত্রি দা'ওয়াত চালু রাখার যে পদ্ধতি অনুসরণ করেন তার বর্ণনায় আল কুরআনে এসেছে :

قال رب انى دعوت قومى ليلا ونهار- فلم يزدهم دعاءى الا فرارا- وانى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فى اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا- ثم انى دعوتهم جهارا- ثم انى اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا-

সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দা'ওয়াত দিয়েছি; কিন্তু আমার দা'ওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। আমি যতবারই তাদেরকে

---

৪২৭. সূরা বনী ইসরাঈল : ২৯।

দা'ওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ ধরেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দা'ওয়াত দিয়েছি, অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি।[৪২৮]

৬. **ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করা :** জ্ঞাতি ভাই হওয়ার পাশাপাশি মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। এমনিভাবে গোটা মানবজাতি হযরত আদমের সন্তান হিসেবে ভাই ভাই। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ় করা ইসলামী দা'ওয়াতে একটি কৌশলগত দিক। এর মাধ্যমে প্রতিকূল পরিবেশে অনেক পরিস্থিতির সহজ মোকাবেলা করে টিকে থাকা যায়। শত্রুকেও আপন করে নেয়া যায়। অনুকূল পরিবেশেও ঐক্য, সংহতি ধরে রাখা এবং পরস্পর সহমর্মিতা জাগানোর জন্য এটা অন্যতম মৌলিক পন্থা।

মোটকথা, অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় অবস্থায়ই দা'ঈ দা'ওয়াতী কার্যক্রমে সচল থাকার জন্য ভ্রাতৃত্ব ধরে রাখতে হবে। অনুসারীদের মাঝে এর চর্চা থাকতে হবে। এজন্য মহানবী (স) মদীনায় গিয়ে মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। সুদীর্ঘ বছর ধরে যুদ্ধে লিপ্ত আউস ও খাযরাজ গোত্রের মাঝে ঈমানের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলেছিলেন। এটা ছিল মুসলমানদের উপর আল্লাহর দেয়া স্মরণীয় নিয়ামত। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذالك يبين الله لكم ايته لعلكم تهتدون-

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রুজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তার অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছো। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিজের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হতে পার।[৪২৯]

৭. **অভিযোগ খণ্ডন এবং সংশয় ও সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা :** ইসলাম বিরোধীপক্ষ সতত চেষ্টা করে দা'ওয়াত ও দা'ঈকে লোক সমাজে বিতর্কিত করে তোলার জন্য। তখন দা'ঈগণ গণবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যালিমের অত্যাচারের মুখে টিকে থাকতে পারে না। তাই টিকে থাকার জন্য দা'ঈর কর্তব্য হলো তার নিজের বিরুদ্ধে এবং তার দা'ওয়াতের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয় তা খণ্ডন করা এবং যেসব অপবাদ দেয়া হয়, যেসব সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়, সেসব বিষয়ের অপনোদন ও নিরসন করা।

এজন্য আল কুরআনে দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী আম্বিয়া কিরাম তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের খণ্ডন করতেন। এমনিভাবে মহানবী মুহাম্মদ (স)-এর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ ও সংশয়

---

৪২৮. সূরা নূহ : ৫-৯।

৪২৯. সূরা আল ইমরান : ১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি করা হতো, তা খোদ কুরআনেও খণ্ডন করা হয়েছে। যেমন মক্কার মুশরিকদের অভিযোগ ছিল, রাসূল একজন প্রভাবশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি নন, তাই তার কথা শুনতে উচ্চমহল বাধ্য নয়। এর জবাবে আল কুরআনে বলা হয় :

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم- اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحيوة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجت ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون-

> তারা বলে, কুরআন কেন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হল না? তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমত বন্টন করে? আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি, পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবকরূপে গ্রহণ করে। তারা সঞ্চয় করে, আপনার পালনকর্তার রহমত তদপেক্ষা উত্তম।[৪৩০]

তবে এক্ষেত্রে দা'ঈর উচিত হবে, যেসব ক্ষেত্রে পদার্পণে মানুষের মাঝে তার সম্পর্কে বিরূপ ধারণা জন্মে অথচ সে সেখানে পদার্পণ না করলে দা'ওয়াতে বড় ধরনের কোন ক্ষতি নেই, সেক্ষেত্রে সেখানে দা'ঈ না যাওয়াই উত্তম। এমনিভাবে মনে রাখতে হবে, ছোটখাট লাভ অর্জনের চেয়ে বিপর্যয় ঠেকানো অনেক ভালো।

৮. **মনঃপুত না হলেও আল্লাহর আদেশ মেনে নেয়া :** দা'ঈ নিজের বা অন্যের মনঃপুত না হলেও আল্লাহর নির্দেশের অমান্য করা যাবে না। আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশমালার উপরই অবস্থান করতে হবে। এ ধরনের অবস্থানের দ্বারা দা'ঈ উপকৃত হবে। কারণ ফলাফল যাই আসুক, এটা আল্লাহর আদেশ বলে দা'ঈ হতাশায় আচ্ছন্ন হবে না। এমনিভাবে এ ধরনের অটলতা দা'ঈর ভূমিকাকে জনসম্মুখে দৃঢ় করবে। তার প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। দেখা গেছে, অধিকাংশ বিপর্যয় বিভ্রাট সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে ব্যক্তি নিজের মনগড়া পথে চলার কারণে। এ ধরনের কাজ করতে কুরআনুল কারীমে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله-

> প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। কেননা তা আল্লাহর রাস্তা থেকে তোমাকে বিচ্যুত করে দেবে।[৪৩১]

৯. **আমরু বিল মারুফ ওয়ান্ নাহি আনিল মুনকার :** আমরু বিল মারুফ ওয়ান্ নাহি আনিল মুনকার তথা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করার বিষয়টি ইসলামের অন্যতম প্রধান মূলনীতি। এটা মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য। এটা ইসলামী দা'ওয়াত পদ্ধতিরও অংশ। এর দ্বারা দা'ঈগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা নিশ্চিত হয়। এ কাজে দা'ঈ আত্মনিয়োগ করলে সমাজের গভীরে তার ভিত্তিমূল রচিত ও দৃঢ় হবে, যা সে সমাজে টিকে থাকার জন্য কাজে আসবে। তাছাড়া এ বিষয়টি দা'ওয়াতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এটা না করলে দা'ওয়াতী কাজ অপূর্ণাঙ্গ থাকবে। এ জন্যই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব। ইরশাদ করা হয়েছে :

---

৪৩০. সূরা যুখরুফ : ৩১-৩২।

৪৩১. সূরা সোয়াদ : ২৬।

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون-

আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকার্যের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভালো কাজে এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।[৪৩২]

আরো ইরশাদ করা হয়েছে :

كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن اهل الكتب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفسقون-

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে কিতাব যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হতো।[৪৩৩]

১০. **ঐক্য গড়ে তোলা ও দলবদ্ধ হওয়া :** অনেক সংখ্যক ব্যক্তি কোন লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রচেষ্টার উপর একমত ও একতাবদ্ধ হওয়াকে দল বলে, যারা একজন নেতার নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়।

সুতরাং দা'ঈগণ বিচ্ছিন্নভাবে কাজ না করে একতাবদ্ধ তথা দলবদ্ধ হয়ে কাজ করলেও তাদের কার্যক্রম শক্তিশালী হবে। বাতিল শক্তি তাদেরকে সমীহ করবে। তাদের উপর আক্রমণ করতে বা দা'ওয়াতে বাধা দিতে ভয় করবে। বিচ্ছিন্ন থাকলে দা'ঈগণের প্রভাব ক্ষুণ্ন হয়। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করা হয়েছে :

ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا-

তোমরা পরস্পরে বিবাদ করো না, অন্যথায় তোমরা ব্যর্থ হবে এবং তোমাদের (প্রভাব প্রতিপত্তির) বাতাস চলে যাবে, আর সবর কর।[৪৩৪]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا-

তোমরা সকলে আল্লাহর রুজ্জুকে আঁকড়ে ধর, আর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।[৪৩৫]

হযরত হারিস আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে আদেশ করব যার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন : ১. জামা'আতবদ্ধ হওয়া, ২. মান্য করা, ৩. অনুগত হওয়া, ৪. হিযরত করা, ৫. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। যে জামা'আত থেকে বিঘত (অল্প পরিমাণ) বের হয়ে যাবে, সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে গেল। সে অবস্থায়ই থাকবে, যতক্ষণ না সে আবার জামা'আতে ফিরে

---

৪৩২. সূরা আল ইমরান : ১০৪।

৪৩৩. প্রাগুক্ত : ১১০।

৪৩৪. সূরা আনফাল : ৪৬।

৪৩৫. সূরা আল ইমরান : ১০৩।

আসে। সাহাবা কিরাম বলেন, ঐ ব্যক্তি যদিও নামায রোযা করে তবুও। মহানবী (স) বললেন, তবুও, যদিও সে ধারণা করে যে, সে মুসলিম।[৪৩৬]

জামা'আতবদ্ধ হয়ে থাকার ব্যাপারে প্রচুর হাদীস এসেছে। এ প্রসঙ্গে তিরমিযী শরীফে কিতাবুল ফিতানে একটি অধ্যায় আছে, যার শিরোনাম 'জামা'আত বদ্ধ হওয়া'। সেখানে অনেক হাদীস উল্লেখ আছে। এভাবে বুখারী, মুসলিমেও অনেক হাদীস এসেছে।

তাক্ওয়ার উপর জোর দেয়া : তাক্ওয়া শব্দটি ব্যাপকার্থবোধক। খোদাভীতির কারণে জীবণাচরণে পরহেযগারী অবলম্বনই তাক্ওয়া। দা'ঈর চেতনায় যখন শুধু আল্লাহর ভয় থাকবে, আর কোন শক্তির ভয় থাকবে না, তখন সেটা তার টিকে থাকার জন্য যথেষ্ট। যুগে যুগে আল্লাহর রাসূলগণ দা'ওয়াতী কাজে তাই করতেন। এ মর্মে ইরশাদ করা হয়েছে :

يايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكفرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم-

> হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।[৪৩৭]

আর পরগেযগারী অবলম্বন করলে লোকজনও দা'ঈকে ভালো জানবে, সম্মান করবে। তাদের মাঝে দা'ঈর প্রতি আস্থা সৃষ্টি হয়ে। বিপদে তারা এগিয়ে আসবে। তাক্ওয়া দা'ঈর জন্য বিরাট রক্ষাকবচ ও পাথেয়। ইরশাদ হয়েছে :

فان خير الزاد التقوى-

> অতঃপর নিশ্চয় সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হল তাক্ওয়া।[৪৩৮]

অপরদিকে মানুষের অন্তরে তাক্ওয়ার বীজ বপন করা সম্ভব হলেও দা'ঈর বিরুদ্ধে তারা পদক্ষেপ নিতে ভয় পাবে। বরং দা'ওয়াতই কবুল করে বসবে।

১১. **শূরা ব্যবস্থা চালু রাখা :** মুসলিম সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল শূরা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরামর্শ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وامروهم شورى بينهم-

> তাদের কর্ম সম্পাদন পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে।[৪৩৯]

শূরা ইসলামী শরী'আতের অন্যতম ভিত্তি। শূরার মাধ্যমে অন্যের মস্তিষ্ক ব্যবহার করা যায়, সহযোগিতা পাওয়া যায়। ব্যর্থতার সমালোচনা থেকে বাঁচা যায়। এরকম এতে আরো অনেক

---

৪৩৬. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম কুশায়রী, *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, বাবু বায়ানি খিসালিল মুনাফিক, ১খ, পৃ ৭৯।

৪৩৭. সূরা মায়িদা : ৫৪।

৪৩৮. সূরা বাকারা : ১৯৭।

৪৩৯. সূরা শুরা : ৩৮।

উপকারাদি বিদ্যমান। তাই ওহুদ যুদ্ধে যারা ভুল করেছিলেন, তাদেরকে শুধু ক্ষমা করে দিতেই বলা হয়নি; বরং তাদের সাথে পরামর্শ করতেও বলা হয়, যেন ভবিষ্যতে তাদের আরো সহযোগিতা ও আন্তরিকতা পাওয়া যায়। এ বিষয়টি নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয় এভাবে :

واستغفرلهم وشاورهم فى الامر-

আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন, তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন এবং আপতিত প্রসঙ্গে তাদের পরামর্শ চান।[৪৪০]

মহানবী (স) বলেছেন :

ولا ندم من اشتار-

যে পরামর্শ চায় সে লজ্জিত হয় না।[৪৪১]

অতএব ইসলামী দা'ঈ বিভিন্ন প্রসঙ্গে ও পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিতে এসব পন্থা অবলম্বন করবেন। একনায়কত্ব প্রদর্শন করে একক সিদ্ধান্ত নিলে তার অনুসারীরা আস্তে আস্তে কেটে পড়বে, না হয় বিদ্রোহ করবে। তার প্রতি সহযোগিতা ও আন্তরিকতা হ্রাস পাবে। অতএব শূরার প্রতি মনোযোগ দেয়া দা'ঈর কাজকে গতিশীলর রাখার জন্য অত্যাবশ্যক।

১২. **কুরআন-সুন্নাহের আলোকে হুকুমত চালু করা ও মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দান :** দা'ঈ টিকে থাকার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের বিকল্প খুব কমই আছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে নিলে অনেক প্রতিকূলতা বিদূরিত হবে। কুরআন সুন্নাহের আইন ব্যাপকভাবে সমাজে চালু করা সহজ হবে। কারণ সমাজের নেতৃবৃন্দের দ্বারাই সাধারণ জনগোষ্ঠী বেশী প্রভাবিত হয়। আখিরাতে এ জন্য তারা অভিযোগও করবে ।

পূর্বেই বলা হয়, আল্লাহর রাসূলগণ ক্রমান্বয়ে সেদিকে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (স) মদীনায় জগদ্বিখ্যাত ও অনন্য আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা ঐতিহাসিক সত্য।

এমনিভাবে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম উম্মাহ খোদাদ্রোহী, প্রতারক নেতাদের নেতৃত্বে ইসলাম থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। যে কারণে দা'ঈগণ ও উম্মাহর পক্ষ থেকে তেমন সাহায্য-সহযোগিতা পাচ্ছেন না। তাই মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বে এগিয়ে আসতে হবে, যেন কেউ তাদের বিভ্রান্ত ও বিচ্ছিন্ন করতে না পারে, ইসলাম বিরোধীদের ক্রীড়নক হয়ে নির্যাতনের শিকার না হয়।

১৩. **মানব মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় পদক্ষেপ নেয়া :** মানবাধিকার রক্ষা ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে দা'ঈ অংশগ্রহণ করলে কিংবা আন্দোলন গড়ে তুললে তিনি টিকে যাবেন। সাধারণ মানুষের সহায়তা পাবেন। এতে ইসলামের লক্ষ্য পূর্ণ হবে। এ লক্ষ্যে সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ন্যায়বিচার করতে হবে। অমুসলিমদের অধিকার রক্ষায় সোচ্চার থাকতে হবে। তাদের সাথে ন্যায়বিচার করতে হবে। এমনকি শত্রুর সাথেও। ইরশাদ করা হয়েছে :

ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى-

---

৪৪০. সূরা আল ইমরান : ১৫৯।

৪৪১. মুসনাদ আহমদ।

Dhaka University Institutional Repository

আর কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর। এটাই তাকওয়ার নিকটতর।[৪৪২]

তাই মানুষের মাঝে তাকাফুল বা পরস্পর প্রতিপালন নীতি চালু করতে হবে। সমাজ সেবায় এগিয়ে আসতে হবে। একজনের অপরাধের জন্য অন্যকে শাস্তি দেয়া যাবে না। মানুষের ওযর, আপত্তি শুনতে হবে। ভুল-ভ্রান্তি, অপারগতামূলক দুর্বলতাসমূহ বিবেচনায় আনতে হবে। তাহলেও দা'ঈ অনেক সমস্যা থেকে রক্ষা পাবেন।

১৪. **ইসলামবিরোধী শক্তির সাথে বন্ধুত্ব ও আঁতাত না করা :** তাগূত তথা খোদাদ্রোহী শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ। সুযোগ পেলেই তারা আক্রমণ করে বসে। এ তাগূতি শক্তিকে বিশ্বাস করা কঠিন; বরং বিপদসংকুল যে কোন সময় দা'ঈর গোটা পরিকল্পনা ও জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে। তাই বিভিন্ন বিষয়ে বিনিময় ও লেনদেনে ইনসাফ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখলেও মূল পরিকল্পনা ও তৎপরতার সাথে তাদেরকে সংশ্লিষ্ট করা যাবে না। তাদের উপর নির্ভর করা যাবে না। এ মর্মে আল্লাহ পাকের নির্দেশ হলো :

يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكفرين اولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطنا مبينا-

হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফিরদেরকে বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহর প্রকাশ্য দলীল কায়েম করে দেবে?[৪৪৩]

আল্লাহ পাক আরো বলেন :

لا يتخذ المؤمنون الكفرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شئ إلا ان تتقوا منهم تقة ويحذركم الله نفسه والى الله المصير-

মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে তা করবে। আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করেছেন এবং সবাইকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।[৪৪৪]

বন্ধুত্বের ব্যাপারে স্পষ্ট বলা হয়েছে :

ومن الناس من يتخذ من دون الله انداد يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب-

আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালোবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। আর কতই না উত্তম হত যদি এ যালিমরা পার্থিব কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই

৪৪২. সূরা মায়িদা : ৮।

৪৪৩. সূরা নিসা : ১৪৪।

৪৪৪. সূরা আল ইমরান : ২৮।

উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর।[৪৪৫]

১৫. **আত্মত্যাগের বাসনা ও জিহাদী চেতনা জাগ্রত রাখা :** জিহাদ হল আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সর্বময় প্রচেষ্টা চালানো মৌখিক কার্যগত সকল প্রচেষ্টাই এর অন্তর্গত। কেউ ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে, কেউ লেখালেখির মাধ্যমে, কেউ শক্তি প্রয়োগ তথা অস্ত্রের মাধ্যমে জিহাদ করে থাকে। জিহাদ যেমনিভাবে নফসের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে হয়, তেমনিভাবে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধেও হয়ে থাকে।

ইসলামের দা'ঈকে তার দা'ওয়াতী কাজে অবিচল থাকতে হলে নিরলস চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হলে তার নিজ কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে এবং বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদী চেতনা জাগরুক রাখতে হবে। আল্লাহ্ পাক বলেছেন :

وجاهدوا فى الله حقا جهاده-

তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর, সত্যিকারের জিহাদ।[৪৪৬]

জিহাদ হল ইসলামের রক্ষাকবচ এবং পক্ষান্তরে দা'ঈরও রক্ষাকবচ। এই জিহাদের মাধ্যমে মানবতার মুক্তি লাভ হবে, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হবে, দা'ওয়াতের পথ হতে বাধাসমূহ অপসারিত হবে। তাই ইসলামী দা'ওয়াতের সাথে জিহাদ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এর কোন বিকল্প নেই।

১৬. **ইজতিহাদ ও গবেষণা কার্যক্রম চালু রাখা :** ইজতিহাদ হল জ্ঞান গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে কোন প্রসঙ্গে মতামত দেয়া। দা'ওয়াতী পরিক্রমায় ও মানব জীবনে বিভিন্ন ধরনের নব নব সমস্যা সৃষ্টি হবে। ইসলামের দা'ঈকে কুরআন-হাদীসের আলোকে গবেষণা করে এর সমাধান দিতে হবে। অন্যথায় দা'ওয়াতে গতিশীলতা হারিয়ে যাবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হবে। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুসলমানদের মধ্যে এমন একদল দা'ঈ তৈরী করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করবেন এবং অপর লোকজনকে অবহিত করবেন। যেমন আল্লাহর বাণী :

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين
والينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون-

আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সংগত নয় তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে।[৪৪৭]

১৭. **পরস্পরের কল্যাণ ও সত্যগ্রহণের প্রেরণা জাগ্রত রাখা :** দা'ঈ সব সময় সত্য আঁকড়ে থাকবে সাথে সাথে মানুষের কল্যাণ কামনা করবে। সত্য যার পক্ষ থেকেই আসুক তা গ্রহণে সদা প্রস্তুত থাকবে। এ ধরনের চেতনা সবার মাঝে জাগ্রত করতে সক্ষম হলে অনেক মতানৈক্য, মতবিরোধ ও হানাহানি থেকে নিরাপদ থাকা যাবে। দা'ঈ অনেক ক্ষতির হাত

---

৪৪৫. সূরা বাকারা : ১৬৫।

৪৪৬. সূরা হজ্জ : ৭৮।

৪৪৭. সূরা তওবা : ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বেঁচে যাবে। ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে সূরা আসরে আসা চারটি বিষয়ের অন্যতম হল : -وتواصوا بالحق

আর যারা সত্য গ্রহণে পরস্পর উপদেশ দেয়।[৪৪৮]

১৮. **ইহতিসাব করা :** ইহতিসাব হল নিজের বা অন্যের দ্বারা নিজ পদক্ষেপকে বিচার বিশ্লেষণ করা। এর দ্বারা দা'ওয়াতী কাজে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের ভুল-ত্রুটি দা'ঈর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে। দা'ঈ এক্ষেত্রে আত্মসমালোচনা ও মনোবিশ্লেষণে সর্বজ্ঞাত আল্লাহ তা'আলার সাথে মন-চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারেন। এতে তার প্রভাব স্থায়িত্ব লাভ করে এবং কাজে কর্মে ভারসাম্যতা চলে আসে। এক্ষেত্রে সূরা ফাতিহার শিক্ষা অগ্রগণ্য।

১৯. **বায়আত ও শপথ করানো :** শরী'আতের বিভিন্ন আদেশ নিষেধ পালনে অনুসারীদেরকে আল্লাহর নামে শপথ করানোই বায়আত। এর দ্বারা অনুসারীদের মাঝে দৃঢ়তা আসে। এজন্য আল্লাহর রাসূল (স) বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মুসলমানদেরকে বায়আত করাতেন। হুদায়বিয়ার দিবসে এক ঐতিহাসিক বায়আত প্রসঙ্গ আল কুরআনেও উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে :

ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما-

যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতএব, যে শপথ ভঙ্গ করে, অতি অবশ্যই সে তার নিজের ক্ষতির জন্যই করে এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করে, আল্লাহ সত্বরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।[৪৪৯]

২০. **ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণ :** দা'ঈ অতীত হতে যেমনি শিক্ষা নিবেন, তেমনি ভবিষ্যত সম্পর্কেও চিন্তা করবেন। বর্তমানের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হলে অনেক বিপর্যয় থেকে দা'ওয়াতী কার্যক্রমকে রক্ষা করা যাবে। তাকদীরের মালিক যদিও আল্লাহ পাক এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে তিনিই অধিক জ্ঞাত তবু বলা যায়, ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণ তাকদীরে বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়। আল কুরআনের বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত ইউসুফ (আ) ও যুলকারনাইন ভবিষ্যতে সম্ভাব্য আগত সমস্যা সমাধানে আগাম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। শেষনবী মুহাম্মদ (স)ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণ করতেন। যে জন্য তিনি হজ্বের মৌসুমে আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন, যেন তিনি একটি নিরাপদ ভূখণ্ড লাভ করতে পারেন, যাকে কেন্দ্র করে তিনি দা'ওয়াতকে প্রসারিত করবেন। অবশেষে মদীনাবাসীদের সাথে যোগাযোগ করে তিনি সফল হন।

মোটকথা উপরোক্ত বিষয়গুলো দা'ওয়াহ কার্যক্রমকে গতিশীল ও চলমান রাখার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এগুলো ছাড়াও আরো কিছু কিছুর বর্ণনা পূর্বেই হয়েছে। যেমন সন্ধি চুক্তি করা, প্রয়োজনে হিযরত করা ইত্যাদি। এসব কাজের মাধ্যমে দা'ঈ তার দা'ওয়াতের পথে এক শক্তিশালী ভিত রচনা করতে সক্ষম হবেন বলে আশা করা যায়।

---

৪৪৮. সূরা আসর : ২।

৪৪৯. সূরা ফাত্‌হ : ১০।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

আত্মবিস্মৃত মানব জাতিকে আল্লাহর পথে আহবান করাই ছিল নবী-রাসূলগণের প্রধানতম দায়িত্ব। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল কুর’আনে দা‘ঈ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে : - وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا

আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে (আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি।[১]

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে :

يقومنا اجيبوا داعى الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويخركم من عذاب اليم -

হে আমাদের সম্প্রদায়, আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে তোমাদের রক্ষা করবেন।[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এ কাজ যেমনিভাবে ফরয- অবশ্য পালনীয় ছিল, তদ্রুপ উম্মতের জন্যও এ কাজ অপরিহার্য। ইরশাদ হয়েছে :

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون -

তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক যেন থাকে যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে বাধা দান করবে। এরাই সফলকাম।[৩]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে :

كنتم خيرا امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله -

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, সমস্ত মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ কর, অসৎ কাজে বাধা দান কর এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখ।[৪]

আল্লাহর পথে আহবানকারী ব্যক্তির কথাই সর্বোত্তম কথা এ কথার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়ে আল কুর’আনে ইরশাদ হয়েছে :

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننى من المسلمين -

কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান করে, নিজে সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।[৫]

‘তাফসীরে খাযিন’-এ বর্ণিত আছে, যে কোন মানুষ যে কোন পন্থায় যে কোন মানুষকে দ্বীনের দিকে আহবান করবে সে-ই প্রশংসার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। যেমন নবী রাসূলগণ মু‘জিযা দ্বারা, আলিমগণ দলীল প্রমাণাদির দ্বারা, মুজাহিদগণ বন্দুক, কামান বা তলোয়ার দ্বারা, মু‘আল্লিমগণ তা‘লীমের দ্বারা, মুআযযিনগণ আযান দ্বারা, পীরগণ পীর-মুরীদীর দ্বারা এবং বক্তাগণ ওয়ায-নসীহতের দ্বারা, এভাবে যে

---

১. সূরা আহযাব : ৪৬।

২. সূরা আহকাফ : ৩১।

৩. সূরা আলে ইমরান : ১০৪।

৪. সূরা আলে ইমরান : ১১০।

৫. সূরা হা-মীম- সিজদা : ৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

কেউ যে কোন পদ্ধতিতে মানব সমাজকে সৎ কাজের দিকে আহবান করবে তা যাহিরী আমলের দিকে হোক বা বাতিনী আমলের দিকে- সকলেই এ প্রশংসার অধিকারী হবে। এ প্রশংসনীয় কাজ বর্জন করার চরম পরিণতির কথা ঘোষণা করে আল কুর'আনে ইরশাদ করা হয়েছে :

لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داؤد وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون - كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون -

> বনী ইসরা'ঈলে মধ্যে যারা কুফরী করেছিল, তারা দাঊদ ও মরিয়ম তনয় 'ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। তা এ কারণে যে, তারা ছিল সীমালংঘনকারী, তারা যে সব গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করতো না। তারা যা করতো তা কতই না নিকৃষ্ট।[৬]

হাদীসে দা'ওয়াত বর্জন করার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে আমাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে :

عن ابى هريرة رضىالله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عظمت امتى الدنيا نزعت منها هيبة الاسلام واذا تركت الامر بالمعروف والنهى عن المنكر حرمت بركت الوحى واذا تسابت امتى سقطت من عين الله -

> হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যখন আমার উম্মত দুনিয়াকে বড় মনে করবে, তখন ইসলামের সৌন্দর্য ও প্রভাব তাদের অন্তর থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে। যখন তারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দান করা পরিত্যাগ করবে, তখন ওহীর বরকত থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে যাবে। যখন তারা পরস্পর গালমন্দ করতে আরম্ভ করবে, তখন তারা আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।[৭]

কোন কোন লোক নিজ আমলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে মনে মনে ভাবে যে, মানুষ বা সমাজ যাই করুক, এতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি তো নেক আমল করি। এসব লোকদের সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন :

عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها وكان الذى فى اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لوانا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فان تركوهم ما اردوا هلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا -

> হযরত নো'মান বিন বশীর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহর নির্ধারিত সীমানায় অবস্থানকারী এবং এ সীমানা লংঘনকারী ব্যক্তিদের উপমা ঐ সম্প্রদায়ের মত যারা লটারীর মাধ্যমে জাহাজে আরোহণ করেছে। অতঃপর তাদের কেউ উপরের তলায় আর কেউ নীচের তলায় স্থান পেয়েছে। নীচের তলায় উপবিষ্ট লোকদের পানি আনার জন্য উপর তলায় যেতে হয়। এখন যদি তারা মনে করে যে, আমাদের বারংবার যাতায়াতের দরুণ উপর তলায় উপবিষ্ট লোকদের কষ্ট হচ্ছে, তাই জাহাজের নীচ দিয়ে আমরা যদি একটি ছিদ্র করে নিই, তবেই উপরতলায় আরোহীদের আর কষ্ট হবে না। এমতাবস্থায় যদি উপরতলার লোকেরা ঐ নির্বোধ ব্যক্তিদের জাহাজ ছিদ্র করা থেকে বিরত না রাখে তবে উভয় দলই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে না।

উক্ত হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে একথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অন্যায় ও অত্যাচারে লিপ্ত লোকদের বিরুদ্ধে হকপন্থীদেরকে অবশ্যই সোচ্চার হতে হবে। ভেঙ্গে দিতে হবে তাদের কালো হাত। উন্মোচিত করতে

---

৬. সূরা মায়িদা : ৭৮-৭৯।

৭. দুররে মনসূর।

Dhaka University Institutional Repository

হবে আল্লাহর বান্দাদের সামনে তাদের স্বরূপ। অন্যথায় বাতিলপন্থীদের সাথে হক্কানিয়াতের দাবীদারদেরকেও একদিন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। বর্তমানে আমাদের সমাজে এমন বেশ লোক আছে যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দু'এক বার প্রতিবাদ করেই নিজেদেরকে দায়িত্বমুক্ত বলে মনে করে। আসলে তাদের এ ধারণা নিতান্তই অহেতুক। এ সমস্ত লোকদের ভ্রান্ত ধারণার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে :

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما دخل النقص على بنى اسرائيل انه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع به فانه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل الى قوله فاسقون ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتاخذون على يد الظالم ولتأطرن على الحق أطرا -

> ইবনে মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, বনী ইসরা'ঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম অধঃপতন এভাবে দেখা দেয় যে, তাদের এক জন অপর জনকে কোন অন্যায় কাজ করতে দেখলে বলতো, দেখ, আল্লাহকে ভয় কর এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাক। তোমার জন্য এ কাজ বৈধ নয়। অতঃপর পর দিনও সে তার সাক্ষাত করে। তখনো উক্ত লোকটি অন্যায় কাজে লিপ্ত। এসব হওয়া সত্ত্বেও সাক্ষাতকারী লোকটি অন্যায়কারী লোকটির সাথে খানাপিনা উঠা বসা কিছুই বর্জন করছে না। অবস্থা যখন এ পর্যায়ে পৌঁছলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের পরস্পরের হৃদয়কে একীভূত করে দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথার সমর্থনে আল কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াত 'বনী ইসরা'ঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা দাউদ ও মরিয়ম তনয় 'ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। তা এ কারণে যে, তারা ছিল অবাধ্য এবং সীমালংঘনকারী... তাদের অনেকেই ছিল সত্যত্যাগী' পর্যন্ত পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দান করবে। অত্যাচারীকে তার অত্যাচার থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবং লোকদেরকে হকের পথে আনার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

অপর এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূল সা. হেলান দিয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি স্থির হয়ে বসলেন এবং শপথ করে বললেন, জালিমকে জুলুম থেকে বিরত রাখার পূর্ব পর্যন্ত তোমাদের কোন নিস্তার নেই।

হযরত সুফিয়ান সাওরী রা. বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিবেশী ও বন্ধু মহলে সকলের নিকট প্রশংসনীয়, সম্ভবত তার ধর্মে-কর্মে দুর্বলতা আছে।

বর্ণিত হাদীসের আলোকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মুনকারাত ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দু'একবার কাজ করলেই দায়িত্বমুক্ত হওয়া যায় না। বরং দ্বীনি দা'ওয়াতের মাধ্যমে জনমনে এ সকল অন্যায়ের ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলে সকল ষড়যন্ত্রের দাতভাঙা জবাব দিতে হবে। এ পর্যায়ে অনেকেই বলে থাকে, আমরা তো দুর্বল, আমরা অসহায়, কি করে আন্দোলন গড়ে তুলবো? আপসকামী ও আরামপ্রিয় লোকদের এসব কথা একেবারেই অবাস্তব। তা খণ্ডন করে আল কুর'আনে ইরশাদ করা হয়েছে :

قالوا كنا مستضعفين فى الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها -

তারা বলে, আমরা তো দুনিয়ায় অসহায় ছিলাম। তখন ফিরিশতাগণ বলবে, দুনিয়া এমন প্রশস্ত ছিল না, যথায় তোমরা হিজরত করতে পারবে।[৮]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েও যদি কেউ কোন দেশে ধর্ম কর্ম পালন করার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম না হয়, তাহলে তাকে এদেশ থেকে হিজরত করে এমন দেশে চলে যেতে হবে যেখানে সে সুন্দরভাবে ধর্ম কর্ম পালন করতে পারবে। তবে মনে রাখতে হবে, চেষ্টা না করে হাত পা গুটিয়ে রাখার নাম দুর্বল বা অসহায় হওয়া নয়। বর্তমানে আমরা নিজেদের গা বাঁচানোর জন্য অসহায়ত্বের দোহাই দিয়ে স্বীয় খেয়াল খুশী মতো দিনাতিপাত করছি। এ স্থবিরতার অভিশাপেই গোটা পৃথিবী আজ অভিশপ্ত। দা'ওয়াত না দেয়ার ক্ষতিকর প্রভাবই নিয়ে আসছে মানব জীবনে চরম অনিশ্চয়তা। ইসলামী দাও'আত বর্জন করাতেই পৃথিবীব্যাপী আজ বিপদাপদের কালো ছায়া নেমে এসেছে। এ বিপদের মূল কারণটি চিহ্নিত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

ما من رجل يكون فى قوم يعمل فيهم بالمعاصى يقدرون على ان يغيروا عليه ولا يغيرون الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموتوا -

যদি কোন সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি পাপকার্যে লিপ্ত হয় এবং কওমের লোকেরা তাকে বারণ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বারণ না করে তবে মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই তাদের সকলের উপর আযাব আপতিত হবে।[৯]

এ কারণেই শান্তির হাজারো পরিকল্পনা গ্রহণ করা সত্ত্বেও কোথাও আজ শান্তির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এদ্ব্যতীত যৌক্তিকভাবেও দা'ওয়াতের বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী।

সংঘাত মুখর এ পৃথিবী। আবহমান কাল থেকেই হক ও বাতিলের সংঘাত চলে আসছে এখানে। আলো আর আঁধার, সত্য আর মিথ্যা, হক আর বাতিল ছায়ার মতই একটি অপরটির পেছনে পেছনে চলছে। পৃথিবীর ঊষালগ্ন থেকেই চলে আসছে এ দু'য়ের মাঝে মুখোমুখি সংগ্রাম। তা ভবিষ্যতেও চলবে। তবুও হক্ব- হক্ব হিসেবেই টিকে থাকবে চিরকাল। তাই হক্বের আহবান অনস্বীকার্য।

বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলো এ বিষয়টিকে আরো পরিষ্কার করে দিয়েছে। এসব সংগঠন ও সংস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখবো যে, এগুলোর উদ্যোক্তাগণ প্রথমে একটি গঠনতন্ত্র এবং একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করে জনসাধারণকে জোর তৎপরতার সাথে এর দিকে আহবান করতে থাকে। ফলে এর সমর্থক বাড়তে থাকে দিন দিন। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কাজের পরিধিও বৃদ্ধি পায় তাদের। এটাই ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম। অথচ এসব দুনিয়াদারদের সম্পর্কে আল কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে : و ترجون من الله ما لا يرجون

আল্লাহর নিকট তোমরা (মুসলমানগণ) যা আশা কর তারা তা আশা করে না।[১০]

দুনিয়াদার সংগঠকরা এসব কাজের বিনিময়ে আল্লাহর কাছ থেকে কোন কিছু প্রাপ্তির আশাবাদী না হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে পর্যায়ক্রমে কাজ করে যাচ্ছে এতে মুসলমানদের লজ্জা হওয়া উচিত। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো আজ তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পোস্টার, ব্যানার, হ্যান্ডবিল, মিছিল, সভা পথসভা,

---

৮. সূরা নিসা : ৯৭।

৯. সুনানে আবূ দাউদ ও সুনানে ইবনে মাজা।

১০. সূরা নিসা : ১০৪।

মহাসম্মেলন করা সহ দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈ মাসিক, ষান্মাসিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন এবং বার্ষিকী প্রকাশ করে চলেছে ধারাবাহিকভাবে। জুলুম, শোষণ, জেল-হাজত, ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করা সত্ত্বেও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে। প্রয়োজনে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে সিক্ত করছে তারা পিচঢালা রাজপথ। এ রক্তসিক্ত পথ পাড়ি দিয়ে তারা শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে, মহল্লায়-মহল্লায় তাদের আন্দোলন ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ হলো মানব রচিত আদর্শের প্রতি মানুষের ত্যাগ-তিতীক্ষার কথা।

বস্তুত এ রাজনৈতিক আন্দোলন হলো মানব জীবনের একটি দিক মাত্র। আর ইসলামী দা'ওয়াত হল একটি ব্যাপকতর বিষয়। এতে নিহিত রয়েছে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি। এর অনুশীলন ও বাস্তবায়নের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আমাদের ভেবে দেখা উচিত যে, জাগতিক আন্দোলনসমূহকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য যদি এরূপ ত্যাগ-তিতীক্ষা ও অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় তবে দ্বীনি দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে লক্ষ গুণ বেশী ত্যাগ-তিতীক্ষা এবং কুরবানীর প্রয়োজন রয়েছে। কারণ দ্বীনি দা'ওয়াত বর্জন করলে কেবল অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন নয়, মুসলমানদের নিজেদেরকেও খোদাই গযবে পতিত হতে হবে। এমনকি এর জন্য মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জবাবদিহীও করতে হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, দ্বীনের দা'ওয়াত দেশের আনাচে কানাচে পৌঁছে দেয়া তো দূরের কথা, স্বীয় পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-পুত্র এবং অধীনস্থদের কাছেও আমরা তা পৌছাতে পারছি না। অনেক যুবক আজ খোদাদ্রোহী কাজ করে বেড়াচ্ছে। সম্মানিত পিতা এদিকে কোন ভ্রুক্ষেপই করছে না। কিন্তু যদি কোন যুবক সরকারবিরোধী কোন আন্দোলন বা মিছিলে অংশগ্রহণ করে তবে পিতার অস্থিরতার কোন সীমা থাকে না। অথচ আমরা জানি, সরকারবিরোধী কাজে জড়িত হবার ফলে যেমনিভাবে ছেলেকে জেলে যেতে হয় এমনিভাবে খোদাদ্রোহী কাজে জড়িত হলেও তাকে জাহান্নামে দগ্ধ হতে হবে নিঃসন্দেহে। এতদ্‌সত্ত্বেও পিতা ও অভিভাবক ছেলেকে কিছুই বলছে না। একি কোন বুদ্ধিমান পিতার আচরণ হতে পারে? ছেলে যদি চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য বর্জন করে বাড়ীতে বসে থাকে তাহলে বাবা অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু এ ছেলেই যদি নামায ও জামা'আতের পাবন্দী না করে এবং দ্বীনি কাজে অবহেলা প্রদর্শন করে তবে এ আদূরে সন্তানের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার মত ক'জন বাবা আছেন? বলতে গেলে তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। এ সমস্ত দায়িত্বহীন মুরুব্বীদের প্রতি সন্তানরা বদদু'আ করবে। আল কুর'আনে ইরশাদ করা হয়েছে :

ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا -

হে আমাদের প্রতিপালক, তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদেরকে দাও মহা অভিসম্পাত।[১১]

বস্তুত দ্বীনের এ শাশ্বত আহবান ব্যাপকভাবে প্রচলিত না থাকার কারণে উদ্‌ভ্রান্ত কিছু লোকের অপপ্রচারে মুসলিম জনসাধারণ আজ সন্দিহান হয়ে পড়েছে যে, ইসলামের মধ্যে শান্তি না এর বাইরে শান্তি? উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এক দ্বীপে একটি স্কুল ছিল। এতে লেখাপড়া করতো গ্রামের সকল ছেলে-মেয়েরা। কোন এক পরীক্ষায় একজন ছাত্র ব্যতীত স্কুলের ছাত্ররা সকলেই আকস্মিকভাবে ফেল করে বসে। এ সংবাদ ফেল করা ছাত্রদের কাছে পৌছলে তারা লজ্জিত হয় এবং ভাবে কি করে এর গ্লানি থেকে নিজেদেরকে বাঁচানো যায়। চিন্তা-ভাবনার পর তারা স্থির করে যে, আমরা সকলেই তার বাবার কাছে যাব এবং বলবো যে, আল্লাহর মেহেরবাণীতে আপনার ছেলে ছাড়া এ গ্রামের আমরা সকলেই ফেল

---

১১. সূরা আহযাব : ৬৮।

করেছি। যেমন পরামর্শ তেমন কাজ। মূর্খ বাবা পাশ-ফেলের তারতম্য বুঝতে না পেরে ছেলের প্রতি ভীষণ ক্ষেপে যায় এবং তাকে গালমন্দ-মারধর করতে আরম্ভ করে।

উক্ত ঘটনার মধ্যে যেমনিভাবে ব্যর্থ ও অসফল ছাত্রদের অপ্রপ্রচার ও ভুল ব্যাখ্যার কারণে পাশ করা ছাত্রটির মূর্খ বাবা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, অনুরূপভাবে বাতিলের অপপ্রচারের ফলে ক্রমান্বয়ে মুসলিম উম্মাহ্ও আজ ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হচ্ছে। এ সকল ভ্রান্ত লোকদের হাত থেকে উম্মতকে বাঁচাতে হলে ব্যাপক ও নিরবচ্ছিন্ন দা'ওয়াত দেয়া ছাড়া বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই। তবে বর্তমানে বাতিল যেহেতু ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয়ভাবেই আমাদেরকে আহবান করছে, তাই আমাদেরকেও দা'ওয়াতের কাজ উভয়বিধ পদ্ধতিতে চালিয়ে যেতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

কুর'আনুল কারীম

আবদুল বা'দী সাকার এম তাহেরুল হক অনূদিত : *আমরা দাওয়াতের কাজ কিভাবে করব?* ঢাকা : সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ২০০০।

মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী আবদুস শহীদ নাসিম সম্পাদিত : *ইসলামী দাওয়াত ও তার দাবী* ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৯।

আবদুল মান্নান তালিব সম্পাদিত : *সহীহ্ আল বুখারী* ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০, ১ম খ।

আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ কুরতুবী : *আল জামি'উ লি আহকামিল কুর'আন* বৈরুত : দারু ইয়াহইয়া উত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা বি, ৪র্থ খ।

আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন 'ঈসা আত্ তিরমিযী : *আল জামি'উস সহীহ্* মিসর : মস্তফা আল বাবী, ১৩৯৮ হি।

আবূ দাউদ সুলায়মান আস্ সিজিস্তানী : *সুনান আবি দাউদ* হিম্‌স : দারুল হাদীস, তা বি।

আবূ হায়ান আন্দালূসী : *আল বাহরুল মুহীত* দারুল ফিকর : ১৪০৩ হি।

আবুল হাসান আল মাওয়ারদী : *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ* মিসর : শারিফাতু মুস্তফা আলবাবী, ১৯৭৩।

আবুল ফাত্হ বায়ানূনী, ড. : *আল মাদখালু 'ইলা 'ইলমিদ্ দা'ওয়াহ* বৈরুত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯১।

আবুল বাকা : *কিতাবুল কুল্লিয়াত* কায়রো : বুলাক, ১৩৮১ হি।

আবূ বকর জাকারিয়া, ড. : *দা'ওয়াহ ইলাল ইসলাম* কায়রো : মাতবা'আতুল মাদানী, ১৯৬২।

আবূ বকর আল জাস্‌সাস : *আহকামুল কুর'আন* লাহোর : সুহাইল একাডেমী, তা বি, ২য় খ।

আমীন আহসান ইসলাহী, মাওলানা : *দা'ওয়াতে দ্বীন ও তার কর্মপন্থা* মুহাম্মদ মূসা অনূদিত, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯২।

আর রাগীব আল ইস্পাহানী : *আয-যারীআতু মাকারিমিশ্ শরী'আহ* বৈরুত : দারুল কুতুব আল 'ইল্‌মিয়্যাহ, ১৯৮০।

Dhaka University Institutional Repository

আল বাহী আল খাওলী, প্রফেসর : *তাযকিরাতুত দু'আত*
কায়রো : দারুত তুরাছ, ৮ম সংখ্যা, ১৯৮৭।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী অনূদিত : *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক*
ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

মাওলানা আকরাম ফারূক অনূদিত ইসলাম প্রচারের হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতি
ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৭।

আলাউদ্দীন বাগদাদী : *তাফসীরে খাযেন*
কায়রো : মাতবা'আতু মস্তফা আল বাবী, তা বি।

আলাউদ্দিন আল্ আযহারী : *আরবী-বাংলা অভিধান*
ঢাকা : বাংলা একাডেমী, নতুন সং, ২য় খ, ১৯৯৩।

'আল্লামা শিহাব উদ্দীন আল্-আলূসী : *রুহুল মা'আনী*
বৈরুত : দারু ইয়াহ ইয়া উত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা বি, ৩য় খ।

আলহাজ্ব এ বি এম নূরুল ইসলাম : *বাংলাদেশে অমুসলিম তৎপরতা*
ঢাকা : সিসকো, ১৯৮৫।

আলী জারীশা, ড. : *মানাহিজুদ দা'ওয়াহ ওয়া আসালীবুহা*
আল্-মানসুরা : দারুল ওফা, ১৪১৭।

'আলী ইবন মুহাম্মদ আল জুরজানী : *কিতাবুত্ তা'রীফাত*
বৈরুত : দারুদ দায়ান লিত্তরিস, ১৪০৩ হি।

'আলী মুহাম্মদ আশ-শায়বানী : *তামঈযুত্ তায়্যিব*
বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তা বি।

আশ শরীফুর রাযী : *নাহ্জুল বালাগাহ*
সিরিয়া : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তা বি।

আহমদ 'আবদুল্লাহ আল্ আলোরী : *তারিখুদ্ দা'ওয়াহ ইলাল্লাহ বাইনার আমসে ওয়াল ইয়াউম*
কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহাবা, ২য় সং, ১৯৭৯।

আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল ফায়ূমী : *আল মিস্বাহুল মুনীর*
বৈরুত : আল মাক্তাবাতু আল 'ইলমিয়্যাহ, তা বি।

আহমদ আহমদ গালূশ, ড. : *আদ-দাওয়াতু ইসলামিয়াহ উসূলুহা ওয়া ওসাইলুহা*
কায়রো : দারুল কিতাবুল মিসরী, ১৯৭৮।
: *আল-মুফরাদাত ফি গরীবিল কুর'আন*
কায়রো : আল-বাবী আল হালাবী, ১৯৬১।

আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেভাবে তাবলীগ করেছেন
ঢাকা : দারুস্ সুন্নাহ প্রকাশনী, ২০০৩।

ইব্‌ন আশুরা : *তাফসীরুত্ তাহবীর ওয়াত তানভীর*
তিউনিস : দারু সাহনূন, ১৯৯৭।

ইব্‌ন খালদুন : *আল মুকাদ্দিমা*
বৈরুত : দারুল কলম, ১৯৮১।

ইবন জারীর তাবারী : *তারীখুর রাসূল ওয়াল মুলূক*
মিসর : দারুল মা'আরিফ, ১৩৮৭ হি।

ইবন মাজা কাযবীনী : *সুনান ইবনে মাজা*
কায়রো : দারুল কুতুবিল 'আরাবিয়্যা, তা বি।

ইব্‌ন মানযূর আফরীকী : *লিসানুল 'আরব*
বৈরুত : ১৯৫১।

: *লিসানুল 'আরব*
বৈরুত : দারু বৈরুত লিত্ তাবা'আতি ওয়ান নাশরি, ১৯৫৬।

: *লিসানুল 'আরব*
দারু সাদের : তা বি, ১২খ।

ইবন সিনা : *আশ্ শিফা, কিতাবুল জাদাল*
কায়রো : আল মাকতাবতুল মাতবি'ইল আমেরিয়া, ১৩৮৬ হি।

ইবনুল আসীর : *আন্ নিহায়া ফি গারীবিল হাদীসি ওয়াল আসার*
বৈরুত : আল মাক্‌তাবাতু আল ইসলামিয়্যাহ, তা বি।

: *আল কামিল ফিত্ তারীখ*
বৈরুত : দারুল 'ইল্‌ম লিল্ মালাঈন, ১৯৮৭।

ইবনুল জাওযী : *যাদুল আসীর*
বৈরুত : আল মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৪ হি, ১ম খ।

ইবনুল কায়্যিম জওযিয়া : *মিফ্‌তাহুস সা'আদা*
রিয়াদ : মাকতাবাতুর রিয়াদ আল হাদীসাহ, তা বি।

ইবনুল মান্‌যারী : *আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব*
কায়রো : ইহইয়া উত্ তুরাসিল 'আরাবী, ১৯৬৮।

ইমাম আবদুর রহমান বিন আলী মুহাম্মদআশ-শায়বানী : *তামঈযুত্ তায়্যিব*
বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'আরাবী, তা বি।

ইবনুল 'আরাবী : আহকামুল কুর'আন
বৈরুত : দারুল মারিফা, তা বি।

ইমাম আবদুর রহমান বিন মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ বিন নূরী : *মাওকাফুল্ উম্মাতুল তাহাফ্‌ফুযি খাতামিন নাবুওয়াহ*
১৯৭৮।

ইমাম আবূ আবদুর রহমান আহমদ ইবন শু'আইব আন্ নাসা'ঈ : *সুনানু নাসা'ঈ*
মিসর : মাকতাবু হালাবী, ১৩৮৩ হি।

ইমাম আবূ ইউসুফ শাতবী : *আল মুওয়াফিকাত ফি উসূলিশ্ শরী'আ*
বৈরুত : দারুল মারিফা, তা বি।

ইমাম আবূ হামেদ গাযালী : *ইয়াহ ইয়াউ উলূমিদ দ্বীন*
বৈরুত : দারুল মা'রিফা, তা বি।

: *জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুর'আন*
বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১৪০৬ হি।

: *মায়াল্লাহ*
মিসর : দারুল কুতুব আল ইসলামিয়াহ, ৫ম সংকলন, ১৯৮১।

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম কুশায়রী : *সহীহ মুসলিম শরীফ*
ইস্তাম্বুল : আল মাকতাবুল ইসলামী, তা বি।

ইবন তাইমিয়া : *কিতাবুর রাদ্দি 'আলাল মানতিকিয়্যিন*
মুম্বাই : আল মাতবাউল কাইয়্যিমাহ ১৯৪৭।

: *দারউ' তা'আরুযুল 'আকলি ওয়ান নাকলি*
কায়রো : দারুল কুতুবুল ওয়াতানিয়াহ, ১৯৭১।

: *মাজমু'উল ফাতাওয়া*
রিয়াদ : বুআসাতুল আমাহ লি শুউনিল হারমাইনিশ শারিফাইন, তা বি, ১৫শ খ।

ইবন হিশাম : *আস্ সীরাতুন নাববিয়্যাহ*
কায়রো : দারুত তাওফিকিয়াহ, তা বি।

ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী : *আত্ তাফসীরুল কবীর*
দারু ইয়াহ ইয়া উত্ তুরাছিল 'আরাবী, তা বি।

'ইমামুদ্দীন ইবন কাসীর : *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*
বৈরুত : দারুল মারিফা, তা বি।

: *আস্ সীরাতুন নাববিয়্যা*
কায়রো : মাক্তাবাতু 'ঈসা আল-হালাবী, ১৩৮৯ হি।

: আল বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু
বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়াহ, ৫ম খ, ১৯৮৫।

'উমর ইবন ফাহ্দ আন্ নজম : *ইত্তিহাফুল ওরা বি আখবারি উম্মিল কুরা*
বৈরুত : দারুল আন্দালুস, ১৩৯৯ হি, ১৯৮৭ খ্রী।

ইমাম ইয়াহইয়া ইবন শারফ নওবী : *শরহুন নওবী 'আলা সহীহ মুসলিম*
বৈরুত : দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাছিল 'আরাবী, তা বি, ২য় খ।

এ কে এম নাজির আহমদ : *আল্লাহর দিকে আহবান*
ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ২০০৩।

এ বি এম নূরুল ইসলাম, আলহাজ্ব : *বাংলাদেশে অমুসলিম মিশনারী তৎপরতা*
ঢাকা, ১৯৮৪।

কাজী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী : *আন্ওয়ারুত তানযীল ওয়া আস্রারুত্ তা'বীল*
দামেশক : দারুল ফিকর, তা বি।

কাযী আবূ 'য়েলা আল হাম্বলী : *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*
মিসর : শারিফাতু মুস্তফা আলবাবী, ১৯৮৭।

ক্বারী মুহাম্মদ তায়্যিব : *কুরআনের আলোকে দ্বীনি দা'ওয়াতের মূলনীতি*
মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন অনূদিত ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫।

খলীফা হুসাইন আল্ 'আসসাল, ড. : *মাআলিমুদ্ দা'ওয়াতিল ইসলামিয়া ফী আহদিহাল মাক্কী*
কায়রো : দারুত্ তাবিআতুল মুহাম্মাদিয়াহ, ১৯৮৮।

গাউসুল ইসলাম সিদ্দীকী : *শারহুশ্ শরিফিয়া-মুনাযারা রাশিদিয়্যাহ*
দেওবন্দ : মাকতাবায়ে থানবী, তা বি।

গোলাম আযম, অধ্যাপক : ইকামাতে দ্বীন
ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সং, ২০০৩।

জামালুদ্দীন কাসেমী : *মাহাসিনুত্ তা'বীল*
কায়রো : মাতবা'আ 'ঈসা আল হালাবী, তা বি।

জামীল আল মিসরী, ড. : *হাদিরুল 'আলামিল ইসলামী*
জিদ্দাহ : আল মদীনাতুল মুনাওয়ারাহ, ১৯৮৬, ১ম সং, ১ম খণ্ড।

জারুল্লাহ যামাখশারী, আল্লামা : *আল কাশ্শাফ*
বৈরুত : দারুল মা'রিফা, তা বি।

জালালুদ্দীন সুয়ূতী : *আল ইত্কান ফী উলূমিল কুর'আন*
মিসর : মাতবা'আতু মস্তফা আল বাবী আল হালাবী, ১৩৯৮ হি।

বারাকাত, ড. : *উসলুদ দা'ওয়াহ*
কায়রো : দার গরীব লিত্ তাবা'আ, ১৪০৩ হি।

মতিউর রহমান নিজামী : *দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব*
ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশনী, ২০০১।

মফিজুর রহমান, অধ্যাপক : *দাওয়াতে দ্বীন*
ঢাকা : এস এস প্রকাশনী, ২০০২।

মস্তফা মারাগী : *তাফসীরুল মারাগী*
দামেশক : দারুল ফিক্র, ৩য় সং, ১৩৯৪ হি।

Dhaka University Institutional Repository

মহিউদ্দীন আল ওয়াঈ, ড. : *মিনহাজুদ দু'আত*
জিদ্দাহ : মাক্তাবাহ 'উকায, ১৯৮৫।

মান্না' আল-কাত্তান, ড. : *মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুর'আন*
রিয়াদ : মাক্তাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৯২।

মাওলানা আকরম খাঁ : *মোস্তফা চরিত*
কলকাতা : নবজাতক প্রকাশা, ১৯৮৭, নতুন সং।

মুফতি মুহাম্মদ শফী
মুহিউদ্দীন খান অনূদিত : *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন*
ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ড. : *কুরআন পরিচিতি*
ঢাকা : নুযালা পাবলিকেশন্স, ১৯৯২।

মীম ফজলুর রহমান : *ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতায় লাভ ও ক্ষতি*
ঢাকা : হাসান ব্রাদার্স, ১৯৯২।

মুহাম্মদ আবু বকর আর-রাযী : *মুখতারুস্ সিহাহ*
বৈরুত : মুআস্সাসাতু উসূলিল কুর'আন, ১৯৮৬।

মুহাম্মদ ইবন আলী আশ্ শাওকানী : *ফাতহুল কাদীর*
বৈরুত : দারুল ফিক্র, ১৪০৩ হি.।

মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী : *দাওয়াতের পদ্ধতি ও দা'ঈর গুণাবলী*
ঢাকা : ১৯৯৬।

মুহাম্মদ কলীম সিদ্দিকী, মাওলানা
কালাম আযাদ অনূদিত : *দাওয়াতের উপহার*
ঢাকা : মজলিস নাশরিয়াত-ই-ইসলাম বাংলাদেশ, ২০০০।

মুহাম্মদ কামালুদ্দীন ইমাম, ড. : *উসূলুল হিসবাহ ফিল ইসলাম*
মিসর : দারুল হিদায়াহ, ১৯৮৬।

মুহাম্মদ রশীদ রিযা : *তাফসীরুল মানার*
বৈরুত : দারুল মারিফা, ১৪০৭ হি., ৪র্থ খ।
: *আল ওহী আল মুহাম্মদী*
বৈরুত : আল মাক্তাবুল ইসলামী, ১৩৯৯ হি।

মুহাম্মদ রুহুল আমীন, অধ্যাপক : *বাংলাদেশে মিশনারী তৎপরতা*
ঢাকা : জুলাই, ১৯৮৪।

মুহাম্মদ শাহজাহান : *কুরআন ও হাদীসের কষ্টিপাথরে জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত ও কর্মসূচী*
ঢাকা : প্রবাহিকা, ১৯৯১।

মুহাম্মদ ফুয়াদ আল বাকী : *আল মু'জামুল মুফাহরিস লি আলফাজিল কুরআনিল কারীম*
তেহরান : ইনতামারাতে নাসের খসরু, তা বি, ১ম খ।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ সাইয়িদ আবদুত তাওয়াব, ড. : *আদ দিফা' আশ-শর'ঈ ফিল ফিকহিল ইসলামী*
বৈরুত : আলামুল কুতুব, ১৯৮৩।

: *মুখতাসার সহীহ মুসলিম*
কুয়েত : ১ম খ, ১৯৬৯।

: *মু'জামু মাকাইসিল লুগাহ*
২য় খ।

: *আল মু'জামুল ওসীত*
কায়রো : মাজমাউল লুগাতিল 'আরাবিয়া।

মোঃ আতাউর রহমান সংকলিত : কোরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে দৈনন্দিন জীবনে তাবলীগ
ঢাকা : আফতাব বুক হাউস, ২০০২।

মোল্লা শরহ 'ইসাম 'আলাল 'আয্দিয়া 'ইসাম, : *মুনাযারা রাশিদিয়ার পরিশিষ্টে সংযুক্ত*
দেওবন্দ : মাকতাবায়ে থানবী, তা বি।

মোল্লা জীওন : *নূরুল আনওয়ার*
করাচী : সাঈদ কোম্পানী, তা বি।

রউফ শালাবী, ড. : *সাইকোলূজিয়াতুর রায় ওয়াদ্ দা'ওয়াহ*
বৈরূত : দারুল 'উলূম, ১৯৮২।

শহীদ হাসান আল্-বান্না : *মাজ্মা'আতুর রাসায়েল*
বৈরুত : আল মআস্সাসাতুল ইসলামিয়্যা, তা বি।

: *মুযাক্কারাতুদ দা'ঈয়াতু ওয়াদ দা'ওয়াহ*
বৈরুত : মাকতাবাতুল ইসলাম, তা বি।

শায়খ আবদুল করীম যায়দান : *উসূলুদ্ দা'ওয়াহ*
ইসকান্দারিয়া : দারু 'উমর ইবনিল খাত্তাব, ১৯৭৬।

শায়খ 'আলী মাহফূয : *হিদায়াতুল মুর্শেদীন*
কায়রো : দারুল এতেছাম, ৯ম সংখ্যা, ১৯৭৯।

শায়খ তায়্যিব বারগূস : *মানহাজুন্নবী ফি হিমায়াতিদ দা'ওয়াহ*
ভার্জিনিয়া : আল মাহাদুল 'আলামী লিল ফিকরিল ইসলামী, ১৪১৬ হি।

শায়খ বাহী খাওলী : *তাযকিরাতুদ দু'আত*
কায়রো : মাতবা'আতু তুরাস, ১৪০৮ হি।

শায়খ মুহাম্মদ আবূ যাহরা : *উসূলুল ফিক্হ*
কায়রো : দারুল ফিকরিল 'আরাবী, নতুন সংস্করণ ১৯৯২।

শায়খ মুহাম্মদ আবূ যাহরা : *আদ্ দাওয়াত ইলাল ইসলাম*
কায়রো : দারুল ফিকরিল 'আরাবী, ১৯৯১।

শায়খ মুহাম্মদ নামের আল খতীব : *মুরশিদুদ দুআত ইলাল্লাহ*
বৈরুত : দারুল মাআরিফ, ১৯৮১।

শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্ নূরী : *মাওকাফুল উম্মাহ আল ইসলামিয়াহ মিনাল কাদিয়ানিয়াহ* পাকিস্তান : জামিয়াতু তাহাফুযি খাতামুন নাবুয়াহ আল মারকাযিয়া, ১৯৭৮।

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী : *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা* বৈরুত : দারুল মা'রিফা, তা বি।

শাতুবী : আল মুওয়াফিকাত বৈরুত : দারু ইয়াহইয়া উত্ তুরাসিল 'আরাবী, তা বি, ১ম খণ্ড।

শিহাবুদ্দীন আস্-সায়্যিদ মাহমূদ আলূসী : *রুহুল মা'আনী* বৈরুত : দারু ইয়াহ ইয়া উত্ তুরাছিল 'আরাবী, ১৪০৫ হি।

সাইয়্যিদ কুতুব শহীদ : *ফী যিলালিল কুর'আন* বৈরুত : দারুল শূরুক, ১৯৮২।

আবদুল খালেক অনূদিত : *ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা* ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৬।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আকরাম ফারুক অনূদিত : *আল জিহাদ* ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৯।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আবদুস শহীদ নাসিম অনূদিত : ইসলামী দাওয়াতের দার্শনিক ভিত্তি সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ১৯৯৫।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি ঢাকা : জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ২০০২।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আবদুস শহীদ নাসিম অনূদিত : দা'য়ী ইলাল্লাহ দাওয়াত ইলাল্লাহ ঢাকা : শামস প্রকাশনী, ২০০২।

সাইয়্যিদ রিযক তাবীল, ড. : *আদ দাওয়াতু ফিল ইসলাম* মক্কা আল মুকাররমা : রাবেতাতুল 'আলামিল ইসলামী, ১৯৮৪।

সানা উল্লাহ 'উসমানী : *আত্ তাফসীরুল মাযহারী* দিল্লী : নাদওয়াতুল মুসান্নিফীন, তা বি।

সায়্যিদ আবুল হাসান 'আলী আন্ নদবী : *আল কাদিয়ানী ওয়াল কাদিয়ানিয়াহ* জিদ্দাহ : দারুস সাউদিয়া লিন্ নাসরি, ১৯৭৬।

: *হিকমাতুদ দা'ওয়াহ ওয়া সিফাতুদ দু'আত* লাখনৌ : আল মাজমাউল ইসলামী আল 'ইল্মি, ১৪০৯ হি।

: *রাওয়াই'উ মিন 'আদাবিদ্ দা'ওয়াহ* কুয়েত : দারুল কলম, ১৯৮১, ১৪০১ হি।

হাফেয 'ইমাদুদ দীন ইবন কাসীর : *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম* বৈরুত : দারুল মারিফ, ১৯৮৭, ১ম খ।

হাসানুল বান্না : *মুযাক্কারাতুদ্দাওয়াহ ওয়াদ দা'ঈয়াহ* বৈরুত : আল মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৯৭৯।

ইংরেজী গ্রন্থ

T.W Arnold : *The Preaching of Islam* London : 1956.
The Encyclopedia of Islam Lynden : E 9 Brill 2nd Reprint, 1983.

ANM Abdur Rahman edited : *Dawah Activities Through out the world : Problems and Prospects* Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1986.

ABM Nurul Islam : *A Brochure on the activities of Non Muslim Missionaries in Bangladesh* Dhaka : Cisco, 1985.

: *Statistical Year Book of Bangladesh*, 1985-86 Dhaka : Bangladesh Bureau of Static's, 1985.

Dr Mourice Bucaille : *The Bible, The Quran and science* Delhi : Taj Company, 1993.

Ed JM Cowan : *The Hanswehr Dictionary of Modern written Arabic*, New York, 1976.

H. Macotles Wood : *Minutes of Education in India* Calcatta, 1962.

: The Encyclopedia of Islam Lyden : E J Brill, 2nd Reprint, Vol 2, 1983.

পত্র-পত্রিকা

১. দৈনিক ইনকিলাব, ৮ মার্চ, ১৯৯৬; ১৯ জুলাই, ১৯৯৫; ১১ জানুয়ারী, ১৯৯৫; ২০ জুলাই, ১৯৯৮৪।
২. দৈনিক সংগ্রাম, ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬।
৩. নতুন ঢাকা ডাইজেস্ট, নভেম্বর, ১৯৯২।
৪. সাপ্তাহিক বিক্রম, ৮-১৪ আগস্ট, ১৯৯৪।
৫. মাসিক পৃথিবী, জুলাই, ১৯৯৪।
৬. পাক্ষিক পালাবদল, ১-১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪।